পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

গ্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি.এ.
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৬২

মূল্য—নয় টাকা

ওঁ তৎ সৎ

যাঁহাদের ক্রোড়ে বসিয়া পরমার্থের কথা প্রথম শুনিয়াছিলাম,
আমার সেই পরমারাধ্য স্বর্গত পিতা উমেশচন্দ্র রায় ও
পরমারাধ্যা স্বর্গতা মাতা মৃন্ময়ী দেবীর চরণকমলে
আমার "পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস"-এর
প্রথম খণ্ড পূজার অর্ঘ্যরূপে
অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের

মুখবন্ধ

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিমার্জিত ও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য নূতন বিষয়ের সহিত "প্রাচীন গ্রীক ও অর্ফিক ধর্ম্ম"-শীর্ষক একটি নূতন পরিশিষ্ট এবং "মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন"-শীর্ষক একটি নূতন অধ্যায় এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ- ও প্রকাশন-ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বিগত সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের ইয়োরোপীয় দার্শনিক চিন্তার সহিত বাংলাদেশের ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ জনগণের পরিচিত হইবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে এবং দর্শনশাস্ত্র-শিক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীগণের উপকারের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের তিন খণ্ডই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক এম.এ. পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় খণ্ড বি.এ. অনার্স পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং সুধীগণের ও ছাত্র-ছাত্রীদিগের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়।

নানা পত্রিকায় এই গ্রন্থের যে সমালোচনা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক। কিন্তু একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন, আমি ফ্রান্সিস্ বেকনের একটি মত রজার বেকনে আরোপ করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছি। রজার বেকন ভ্রান্তির চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসর পরে ফ্রান্সিস্ বেকন চারিটি ভ্রান্তিমূলক সংস্কারের বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে 'Idol' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রজার বেকন এবং ফ্রান্সিস্ বেকনের মতের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। সমালোচক যদি সমালোচনার পূর্ব্বে রজার বেকনের গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন তিনি বাস্তবিকই আমা-কর্ত্তৃক উল্লিখিত চারিটি ভ্রান্তির কারণের বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি কোনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করি নাই।

প্লেটোর Good ও God অভিন্ন কি-না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। আলেকজাণ্ডার ও সেলার অভিন্ন বলিয়াছেন। সোয়েগলারের মতও প্রায় এইরূপ। বার্ণেট কথঞ্চিৎ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত সমালোচক লিখিয়াছিলেন, Good ও God অভিন্ন হইতেই পারে না। আমি নিজে অভিন্ন বলিয়া মনে করি। কেন মনে করি তাহাও আমি বলিয়াছি। বার্ণেটের মতের উল্লেখও আমি করিয়াছি। কিন্তু আমি সেলারের মতই গ্রহণ করিয়াছি।

এই সংস্করণের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রথম সংস্করণের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। এইজন্য মূল্যও সামান্য কিছু বর্দ্ধিত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। তাহা সত্ত্বেও এই গ্রন্থ যে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে, উক্ত প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত মণিমোহন গুঁই-এর প্রচেষ্টাবশতঃই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। এইজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

১৭, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট,
কলিকাতা—২৬
১লা কার্তিক, ১৩৬২।

গ্রন্থকার

বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

আরিষ্টটলের পরবর্তী যুগ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন যাজকদিগের যুগ

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

উপক্রমণিকা

[১]

যে-শাস্ত্র-সাহায্যে সত্যের দর্শনলাভ করা যায়, তাহার নাম দর্শন-শাস্ত্র। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ফিলসফি। ফিলসফি-শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞানে আসক্তি। এই অর্থে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানই দর্শন-শাস্ত্রের বিষয়। সত্যের অনুসন্ধানই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইহা সাধারণ-ভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই শাস্ত্রের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্লেটোর মতে যাঁহারা শাশ্বত পরিবর্ত্তনহীন সত্তার ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই দার্শনিক। আমাদের সম্মুখে প্রসারিত বিচিত্র ও সদাপরিবর্ত্তমান জগতের বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনরাজির অন্তরালে যে সনাতন স্থাণু সৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে, প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিকগণ তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

উইনডেল্‌বাণ্ড-এর মতে বিশ্ব- ও মানবজীবন-সম্বন্ধে সাধারণ প্রশ্নসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অর্থেই বর্ত্তমানে ফিলসফি-শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হেগেলের মতে পদার্থের বিচার-পূর্ব্বক আলোচনার[১] নাম ফিলসফি।

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত হইলেও, জ্ঞানের ক্ষেত্র বর্ত্তমানে নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, দর্শন-শাস্ত্রের ক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের এক এক বিভাগের জন্য সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মীমাংসা দর্শন-শাস্ত্রের অধিগত হওয়ায়, দর্শন-শাস্ত্রে তাহাদের আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির[২] উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচনা অগ্রসর হয়, তাহাদের আলোচনা দর্শনের অধিকারভুক্ত আছে।

বারট্রাণ্ড রাসেলের মতে দর্শন-শাস্ত্র ভৌতিক বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম বিজ্ঞানের[৩] মধ্যবর্ত্তী। যে সমস্ত বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞানলাভ এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিষয় তাহাদেরই অন্তর্গত। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয় নাই। এই দিকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিজ্ঞানে যেমন স্মৃতি বা পরম্পরাগত বিশ্বাস[৪] এবং প্রত্যাদেশ ও আপ্তবাক্যের[৫] স্থান নাই, দর্শনেও

---

[১] Thinking consideration of things. [২] Postulate
[৩] Theology. [৪] Tradition. [৫] Revelation.

তেমনি তাহাদের কোন মূল্য নাই। ইহা রাগেলের মত। কিন্তু ভারতীয়-দর্শনে আপ্ত-বচন ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত। যে সকল ঋষির বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সার সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবচন। এই সকল বচন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও ভৌতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে অনির্দ্দিষ্ট লা-ওয়ারিশ স্থান[১] আছে, তাহাই দর্শনের ক্ষেত্র। চিন্তাশীল লোকের মনে জগৎ-সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর প্রশ্নের উদয় হয়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহাদের অধিকাংশেরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম। আবার ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ঐ সমস্ত প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। জগৎ কি চিৎ ও জড় দুই ভাগে বিভক্ত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উভয়ের স্বরূপ কি? মন কি জড়ের অধীন? জগতে কি কোনও উদ্দেশ্য[২] কার্য্য করিতেছে, অথবা ইহা অন্ধ শক্তির ক্রীড়াভূমি মাত্র? জগতে কি একত্ব আছে? দূরবর্ত্তী কোনও লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে কি জগৎ অভিব্যক্ত হইতেছে, অথবা যদৃচ্ছাক্রমেই অভিব্যক্ত হইতেছে, কোনও লক্ষ্যই তাহার নাই? জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া কি বাস্তবিক কিছু আছে? অথবা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত বলিয়া, আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি? জ্যোতির্বিদের দৃষ্টিতে মানুষের যে রূপ ধরা পড়ে,—এক তুচ্ছ গ্রহে অশুদ্ধ কার্ব্বন ও জলের সমবায়জাত মন্থরগামী শক্তিহীন ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড মাত্র,—মানুষ কি শুধু তাহাই, অথবা ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ অবিনাশী চিৎপদার্থ? মহৎ ও হীন জীবনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ আছে? অথবা 'মহৎ,' 'হীন' কেবল কথামাত্র, উভয়বিধ জীবনই অর্থহীন? যদি মহৎ জীবন বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার বিশেষত্ব কি, এবং কি প্রকারে তাহা আমরা অর্জন করিতে পারি? মঙ্গল[৩] কি শাশ্বত বলিয়াই কাম্য? অথবা শাশ্বত হউক বা বিনশ্বর হউক, বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য্য হইলেও, তাহা সাধনার উপযুক্ত ও বাঞ্ছনীয়? বিজ্ঞতা বলিয়া প্রকৃত কিছু আছে? অথবা তাহা মূর্খতার বিশুদ্ধ সংস্করণ মাত্র? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে মিলিবে না। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ইহাদের উত্তর দিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের বিশ্বস্ত ও দৃঢ় নৈশ্চিত্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহের কারণ হইয়াছে। ইহাদিগের আলোচনা ও উত্তর দিবার প্রচেষ্টা দর্শন-শাস্ত্রের কাজ।

সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে মানুষের মনে এই সমস্ত প্রশ্ন জাগিয়াছে, এবং মানুষ তাহার উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আলোচনার নিবৃত্তি হয় নাই। মানুষের কৌতুহল আজিও অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। এক যুগে যে মীমাংসা গৃহীত হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগে তাহাতে সংশয় জাগিয়াছে। নিত্য নূতন মীমাংসার সন্ধানে মানুষের মন ব্যাপৃত আছে। কিরূপে জ্বলন্ত সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী ক্রমে তাহার এক গ্রহে পরিণত ও শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং কিরূপে প্রাণ ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে আবির্ভূত হইয়া সুগঠিত মানবশরীরে অভিব্যক্ত হইল, কিরূপে মানুষ পশুজীবন হইতে সুসভ্য জীবনে উন্নীত হইল, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু পৃথিবীতে কেবল জীব-শরীরেরই নিম্ন হইতে উন্নততর রূপে অভিব্যক্তি হয় নাই। অভিব্যক্তিধারার কোনও এক মুহূর্ত্তে এই শরীরের সহযোগিরূপে বুদ্ধির আবির্ভাব

[১] No man's land. [২] Purpose. [৩] The Good.

হইয়াছিল। সেই বুদ্ধি আজ জগতের যাবতীয় বিভাগের জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক। এই বুদ্ধির বিকাশ ক্রমে ক্রমে হইয়াছে; উহার সাহায্যে আগুন ও অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া মানুষ জীবজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিশ্বের সমস্ত বিভাগের জ্ঞানলাভ করিবার জন্য গবেষণায় ব্যস্ত আছে। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। পৃথিবী শূন্যে কিরূপে অবস্থান করিতেছে, ইহার ব্যাখ্যায় এক সময়ে বলা হইত, বাসুকি স্বীয় মস্তকে তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন। বেশী দিন এই ব্যাখ্যা চলিতে পারে নাই। অদম্য কৌতূহল জিজ্ঞাসা করিল, বাসুকিকে ধারণ করিয়া আছে কে? সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের মন স্থির হইতে পারে নাই। মানুষের বুদ্ধি ও তাহার চিন্তার অভিব্যক্তির যে ইতিহাস, তাহাই দর্শনের ইতিহাস।

হেগেল স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইতিহাসকে তিনি কেবল দার্শনিক মতের সংগ্রহ বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার মতে জগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসের ইহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশ-কালের অতীত প্রজ্ঞার[১] দেশ ও কালে প্রকাশই জগৎ। ন্যায়ের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ[২] পদার্থ নিচয়ের* বা 'প্রকার'দিগের সমবায়কে হেগেল 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' বলিয়াছেন। এই সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়াই, তাঁহাদের সমবায় 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' নামে অভিহিত। দেশকালাতীত এই সমস্ত 'প্রকারের'[৩] দেশ ও কালে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও চিৎরূপে আবির্ভাবই এই দৃশ্যমান জগৎ। তাহাদের ন্যায়ের ক্রমে[৪] আত্মজ্ঞানে অভিব্যক্ত হওয়ার ইতিহাসই দর্শনের ইতিহাস।

[২]

যে সমস্ত বিষয় দর্শন-শাস্ত্রে আলোচিত হয়, বিভিন্ন পণ্ডিত তাহার বিভিন্ন মীমাংসা করিয়াছেন। "বেদা বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" সর্ব্ববাদিসম্মত নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া অসম্ভব। তবে এই বৃথা আলোচনায় লাভ কি, এই প্রশ্ন অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু লাভ-লোকসানের কথার স্থান জ্ঞানের আলোচনায় নাই। কৌতূহল মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া, বিস্ময়-বিমূঢ় মন, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইল, জানিতে চায়। সুগঠিত জীবশরীর দেখিয়া, কে তাহা

---

১ Reason. ২ Logically connected. ৩ Categories. ৪ Logical process.

* পদের অর্থ যাহা তাহাই পদার্থ। ভাষায় শব্দদ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার নাম পদার্থ। এই অর্থেই বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশেষিক মতে পদার্থ সাত প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। পাশ্চাত্য ন্যায়ে বারটি categories of thought স্বীকৃত। এই category-গুলি উপরি উক্ত সাতটি পদার্থবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-বর্জিত বলিয়া ইহাদিগকে pure বলে। যে সমস্ত universals, যথা শ্বেত, কৃষ্ণ, উজ্জ্বল, মিষ্ট প্রভৃতি, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধযুক্ত, তাহারাও পদার্থ। হেগেলের absolute, category-সমূহের সমষ্টি। দেশ-কালাতীত অবস্থা হইতে দেশ-কালে তাহাদের বাস্তব রূপগ্রহণই সৃষ্টি। বঙ্গভাষায় পদার্থ শব্দের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের প্রয়োজনে শব্দটিকে তাহার পূর্ব্ব অর্থে প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে।

গঠন করিল, জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। এই কৌতূহলের সীমা নাই, নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং লাভ থাকুক, না থাকুক, মানুষের মন এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিবে এবং উত্তর জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিবে। কিন্তু লাভ যে নাই, তাহাও নহে। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আবিষ্কারই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দর্শনের আলোচনার দ্বারা দার্শনিক মনোভাব লাভ করিতে পারিলে, জীবন যে অনেকটা মানসিক চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা সত্য। দার্শনিক মন শোকদুঃখে ততটা অভিভূত হয় না। ইহা ভিন্ন দর্শনালোচনার অন্য প্রয়োজনও আছে। সে প্রয়োজন ঐতিহাসিকের। কোন জাতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, জগৎ- ও মানবজীবন-সম্বন্ধে সে জাতির কি ধারণা ছিল, তাহারা কোন্ কার্য্যকে ন্যায় ও কোন্ কার্য্যকে অন্যায় মনে করিত, তাহা জানা প্রয়োজন, কেন-না, এই ধারণার দ্বারাই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আবার সেই জাতির, জগৎ- ও জীবন-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, সেই যুগে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জানা প্রয়োজন। দর্শনে জ্ঞান না থাকিলে সুষ্ঠুভাবে উভয়ের মধ্যে এই পারস্পরিক কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের মীমাংসা নিশ্চয়াত্মক। তাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং অর্থাপত্তি ব্যতীত 'শব্দ'ও প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে শ্রুতি ও স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রে শ্রুতি কিংবা স্মৃতি প্রমাণরূপে গৃহীত হয় না। যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভ ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত সম্ভবপর নহে, তাহারা দর্শন-শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "আমাদের পক্ষে কি জানা সম্ভবপর এবং কি জানা অসম্ভব, তাহা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে অনেক গুরুতর বিষয়ে আমরা উদাসীন হইয়া পড়ি। প্রবল বিশ্বাস ও আশঙ্কা যেখানে বর্ত্তমান, নৈশ্চিত্যের অভাব সেখানে যন্ত্রণাদায়ক। দর্শন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াও যেমন হিতকর নহে, তেমনই সে সমস্ত প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাওয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসেও আমাদের মঙ্গল হয় না। নৈশ্চিত্যের অভাবেও দ্বিধাবশতঃ পক্ষাহত না হইয়া কিরূপে জীবন যাপন করা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া বর্ত্তমান যুগে দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য কাজ।"

[৩]

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীস্ দেশকে দর্শন-শাস্ত্রের আদি জন্মভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীসে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে। তাহার বহু পূর্ব্বেই যে ভারতবর্ষে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল, উপনিষদে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মন্, আত্মা, মহৎ, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে, উপনিষদ-যুগেরও বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতে দার্শনিক আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। শ্বোয়েগলার বলিয়াছেন, এই সকল আলোচনাকে দর্শন বলা যায় না। ইহারা ঈশ্বর-বিজ্ঞান[১]

---

১ Theology.

অথবা পৌরাণিক কাহিনী[১] মাত্র। তাঁহার মতে সত্তার মৌলিক তত্ত্বের[২] আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা যখন প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল, তখনই দর্শনের জন্ম হইয়াছিল। গ্রীসে থালিস্‌ হইতেই সেই চেষ্টা আরব্ধ হয়। কিন্তু উপনিষদেও এই চরম মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। "যাহা হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়, যাহা-দ্বারা জাত পদার্থ-সকল জীবিত থাকে, এবং যাহার মধ্যে তাহারা অন্তিমে প্রবেশ করে," তাহার অনুসন্ধান চরম তত্ত্বেরই অনুসন্ধান। "কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ অথবা পুরুষ, অথবা ইহাদিগের পারস্পরিক সংযোগ জগতের কারণ কি না," এই প্রশ্নের আলোচনাও চরম তত্ত্বেরই অনুসন্ধান। এই সকল আলোচনাই উপনিষদে আছে। সুতরাং উপনিষদ্‌কে দর্শন না বলিবার কারণ নাই। উপনিষদে পৌরাণিক কাহিনী আছে, সত্য। কিন্তু প্লেটোও তাঁহার দর্শন বিবৃত করিতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহারের জন্য উপনিষদ্‌ দর্শন নহে, বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালিসের সময়ে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র অনেকটা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। চীনদেশেও অতি প্রাচীনকালে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল। গ্রীক দর্শন মিশরের নিকট যে কিয়ৎপরিমাণে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীক দার্শনিক-গণ দর্শনের সমস্যাগুলিকে যে আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা ইয়োরোপে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে সেই আকারেই মনীষীদিগের চিন্তা প্রভাবিত করিতেছে। গ্রীসে এথেন্স-নগরী দর্শনালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্পার্টার সহিত বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইবার পরেও সহস্র বৎসর যাবৎ দর্শনালোচনা এথেন্সে অব্যাহত ছিল। গ্রীক দর্শন যে কেবল পশ্চিমে রোমে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নয়। পূর্ব্বে মিশর ও আলেক-জান্দ্রিয়াতেও তাহার বিস্তার হইয়াছিল। য়িহুদীবংশীয় ফিলো[৩] গ্রীক দর্শনের সহিত য়িহুদীধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় শতাব্দীতে প্লোটিনাস[৪] প্লেটোর দর্শনকে ভিত্তি করিয়া নব-প্লেটনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। প্লোটিনাসের পরে দুইশত বৎসর যাবৎ নব-প্লেটনিক দার্শনিকগণ খৃষ্টধর্ম্মের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে ৫২৯ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের দর্শনালোচনার চতুষ্পাঠিগুলি বন্ধ করিয়া দেন। সেই দিন পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রথম যুগের পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগ 'মধ্যযুগীয় দর্শনের যুগ' বলিয়া অভিহিত হয়। রোমীয় সাম্রাজ্য ও গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতির বিলোপপ্রাপ্তি এবং নব নব বর্ব্বর জাতির আক্রমণের ফলে মধ্যযুগের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্ত্য জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ক্রমবিস্তার এবং খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সেই অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হয় এবং দর্শন-চর্চ্চা নূতন উৎসাহের সহিত আরব্ধ হয়। খৃষ্টবিশ্বাসী মনীষীরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিশ্বাস এবং গ্রীক দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মধ্যযুগের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা গভীরভাবে আরব্ধ হয়। টমাস একুইনাস্‌ প্রভৃতি

---

[১] Mythology.
[২] Ultimate Ground of Existence.
[৩] Philo.
[৪] Plotinus.

দার্শনিকগণের প্রভাব সেই সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তা-জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দর্শন-শাস্ত্র পুনরায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে Renaissance-এর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনেতিহাসের এক নূতন যুগ আরব্ধ হয়। এই তৃতীয় যুগকে 'নব্যদর্শনের যুগ' বলা হয়।

সাধারণতঃ উপরি উক্ত তিন পর্ব্বে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসকে বিভক্ত করা হয়। দার্শনিক বিকাশের বোধ-সৌকর্য্যের জন্য আমরা প্রত্যেক পর্ব্বকে কতিপয় অনুপর্ব্বে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কোন্ জাতির কি দান, তাহা উল্লেখযোগ্য। গ্রীসের দান অতুলনীয়। পারমেনিদিস্, জেনো, হেরাক্লিটাস্, প্লেটো, আরিষ্টটল্ জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের ইতিহাসে রোমের বিশেষ কোনও দান নাই। রোমান-গণ গ্রীস্ ও আলেকজান্দ্রিয়ার দর্শনেরই আলোচনা করিত। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দার্শনিকগণের মধ্যে নানাজাতীয় লোক ছিলেন। লাটিন ভাষাতে তাঁহারা দর্শনের আলোচনা করিতেন। নব্যদর্শনের আরম্ভ ইংলণ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে দেকার্ত্ত হইতে। ইংলণ্ডে লক্ ও হিউমের দার্শনিক আলোচনা হইতে বৃটিশ দর্শন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম স্পিনোজা য়িহুদী-বংশে হল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নব্য-দর্শনে জার্ম্মানীর কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লাইব্‌নিজ, ক্যাণ্ট, ফিকটে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণের জন্মভূমি নব্যদর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ফ্রান্সেও বহুসংখ্যক দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছে। স্পেন মুরদিগের অধিকৃত থাকিবার সময় কর্ডোভা ও সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন য়িহুদি ও মুসলমান দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইটালী ও আমেরিকায় কয়েকজন দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য দার্শনিক মত বহুল পরিমাণে বেদান্ত-কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম পর্ব্ব

গ্রীক দর্শন

প্রথম অধ্যায়

ইয়োরোপের দক্ষিণে সমুদ্র-বেষ্টিত গ্রীস্ দেশ। ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ইয়োরোপের চিন্তা ও সভ্যতার উপর ইহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই দেশের অধিবাসী গ্রীক জাতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে ইহারা অন্য কোনও জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে আপনাদের চেষ্টাতেই অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যতায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল; জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইহারাই প্রথমে অর্জন করিয়াছিল; ইহারাই প্রথমে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; কাব্য, অলঙ্কার, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে ইহারা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; এবং ইহারাই ইয়োরোপে প্রথমে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিল। গ্রীক জাতি আর্য্য জাতির এক শাখা। কোন্ দেশ হইতে তাহারা আসিয়া গ্রীসে বাসস্থাপন করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গ্রীকেরা তাহাদের দেশকে বলিত হেলাস্, এবং আপনাদিগকে বলিত 'হেলেনিজ'। গ্রীস্ নাম রোম-কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

সমুদ্র-বেষ্টিত দেশে বাস করিয়া গ্রীকেরা অতি প্রাচীনকালেই নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ভূমধ্যসাগরস্থ বহু দ্বীপে, এবং এশিয়া মাইনর, সিসিলি, দক্ষিণ ইটালী এবং স্পেনেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির সহিত সংস্পর্শের ফলে গ্রীকদিগের মনের পরিধি বিস্তার লাভ করিয়াছিল; প্রাচীন সংস্কার বর্জন করিয়া নূতন নূতন মত ও প্রথা অবলম্বন করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

গ্রীক দর্শনের ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগ প্রাক্-সক্রেটিস্ যুগ —থালিস্ হইতে সোফিষ্টগণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় যুগ সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটলের যুগ। তৃতীয় যুগ আরিষ্টটলের পর হইতে প্রোক্লাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—নব-প্লেটনিক দর্শন ইহার অন্তর্গত।

[১]

যবন দর্শন

থালিস্

গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রাচীনতম দার্শনিকের নাম থালিস্[১]। এশিয়ার পশ্চিমাংশে এশিয়া মাইনর নামে যে দেশ আছে, প্রাচীনকালে তথায় অনেকগুলি গ্রীক রাজ্য ছিল। এই দেশকে তখন আইওনিয়া[২] বলিত। সংস্কৃত সাহিত্যে যে 'যবন' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা আইওনিয়ার অধিবাসীদিগকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত। এই যবন দেশে মিলেটাস্[৩] রাজ্যে থালিস্ জন্মগ্রহণ করেন খৃ. পূ. সপ্তম শতকে (৬৪০–৫৫০)—ভারতে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে। থালিসের মতে যাবতীয় পদার্থের আদি-কারণ জল। জল হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, এবং জলেই তাহাদের পরিণতি। এ কথা হোমার, হেসিয়ড প্রভৃতি পৌরাণিকেরা পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং মীমাংসা-হিসাবে থালিসের মতে কোনও নূতনত্ব ছিল না। নূতনত্ব ছিল জগতের মূল তত্ত্বের[৪] অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে—পুরাণের প্রমাণবিহীন বর্ণনা বর্জন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে মতস্থাপনের প্রচেষ্টায়। কোন্ যুক্তির দ্বারা থালিস্ জলকে আদি-কারণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, কেন-না, তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন গ্রীসের যে সাত জন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা[৫] গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যায়, থালিস্ তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। কথিত আছে, এক সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি তাহার দিন ও ক্ষণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি জীবাত্মার অমরত্বে, বিশ্বের একত্বে ও এক বিশ্বাত্মায় বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই সমস্ত কথা বহু কাল পরে লিখিত হইয়াছিল ; কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না।

কিন্তু জল হইতে যাবতীয় 'বস্তুর' উৎপত্তি কিরূপে হয় ? আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে, থালিসের মতে সূক্ষ্মীকরণ এবং স্থূলীকরণই বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তির হেতু। সূক্ষ্মীভূত হইয়া জল বায়ুতে পরিণত হয়, এবং স্থূলীভূত হইয়া প্রথমে কর্দ্দমে, পরে মৃত্তিকায় পরিণত হয় ; মৃত্তিকা হইতে অন্যান্য বস্তুর উদ্ভব হয়। সুতরাং জলই একমাত্র তত্ত্ব, যাহা বিভিন্ন রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তাহার যে রূপটি জল নামে অভিহিত হয়, তাহা এই মূল তত্ত্বের একটি রূপ মাত্র। জল, বাষ্প, বরফ—সকলই জল, একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা। একটি অবস্থাকে আমরা জল বলিলেও সকল অবস্থাই জল। সেইরূপ জাগতিক সকল বস্তুই জলের বিভিন্ন অবস্থা।

জলের সূক্ষ্মীকরণ এবং স্থূলীকরণের সম্ভব হয় কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তরে ডাইওজিনিস্ লেয়ারটিয়াস্ বলিয়াছেন যে, থালিসের মতানুসারে সমগ্র জগৎ জীবন্ত এবং বহুসংখ্যক দেবতায়

---

১ Thales.   ২ Ionia.   ৩ Miletus.
৪ First principle.   ৫ Seven Sages.

পরিপূর্ণ। প্লুটার্ক বলিয়াছেন, থালিস্ জগতের মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে তিনি Nous (বুদ্ধিতত্ত্ব) বলিয়াছেন। সিসিরো লিখিয়াছেন, "থালিস্ বলিয়াছেন যে, জলই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান, ঈশ্বর জগতের আত্মা, এবং তিনি জল হইতে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি করেন।" থালিস্ যে জগতের মূলে কোনও বুদ্ধিতত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য। কেন-না, আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে, থালিসের বহুপরবর্তী আনক্সগোরাস্ই[১] প্রথমে Nous-কে বিশ্বের মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। মনে হয়, জলের মধ্যেই গতিশক্তি নিহিত ছিল বলিয়া থালিস্ মনে করিতেন। সেই গতিশক্তির ফলেই বিভিন্ন বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "'প্রত্যেক পদার্থ জল হইতে উৎপন্ন,' এই মতকে মূর্খতাপ্রসূত বলিয়া অবজ্ঞা করা সঙ্গত নয়। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত মত ছিল যে, যাবতীয় বস্তু হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন। হাইড্রোজেন জলের প্রধান উপাদান—দুই-তৃতীয়াংশ।"

সেলারের মতে থালিস্ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শক্তি ও উপাদানকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, এবং শক্তিকে মানবাত্মার সমজাতীয় পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পূর্ণ। অয়স্কান্ত মণি (চৌম্বক লোহা) লৌহ আকর্ষণ করে বলিয়া তাহার আত্মা (অর্থাৎ প্রাণ) আছে, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন।

দ্রব্যের[২] মধ্যে প্রাণ এবং আত্মা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার এই মত তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতকে Hylo-zoism অথবা Hylo-psychism বলে।*

প্রাচীন গ্রীক মন জগতের ব্যাখ্যার জন্য অসংখ্য দেবতার কল্পনা করিয়াছিল, প্রতি পর্ব্বত, প্রতি নদী, প্রতি অরণ্য, প্রতি সমুদ্র, এমন কি প্রত্যেক সমুদ্রতরঙ্গের অধিবাসী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের জোভ্[৩] সকলের উপরে অলিম্পাস্ পর্ব্বতশিখরে বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। থালিস্ই প্রথমে সমগ্র জগতের একমাত্র কারণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; গ্রীক পুরাণের বহু কারণের স্থলে তিনি একমাত্র কারণের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। তিনিই ইয়োরোপের বিজ্ঞানের জনক। তিনিই প্রথমে জগতের মূলদেশে এক সাধারণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আনক্সীমন্দার

থালিসের শিষ্য আনক্সীমন্দার[৪] (৬৪০—৫৪৭ খৃ. পূ.)। জগতের মূল উপাদান বুঝাইতে তিনিই প্রথম Principle (তত্ত্ব) শব্দটি ব্যবহার করেন। "সনাতন, অসীম,

---

১ Anaxagorus. ২ Substance.

* Hylo = matter উপাদান, জড় বস্তু। Zoos = living জীবত্ব। Psyche = soul, আত্মা।

৩ Jove. ৪ Anaximander.

বিশেষত্ব-বর্জিত যে পদার্থ হইতে কালের গতিক্রমে যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব হয়, এবং যাহাতে যাবতীয় পদার্থ পরিণামে প্রত্যাবর্তন করে,"* সেই পদার্থকে তিনি Principle বলিয়াছিলেন। বিশ্বের যাবতীয় মণ্ডল সেই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ও তাহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক সসীম, বিশিষ্ট ও পরিবর্তনশীল দ্রব্যের মূলে বর্তমান থাকিলেও, সেই তত্ত্ব নিজে অসীম ও নির্বিশেষ। এই তত্ত্ব ভৌতিক অথবা অভৌতিক তাহা বিতণ্ডার বিষয়। সাধারণতঃ যে পঞ্চভূতের কথা বলা হয়, ইহা তাহাদের একটিও যে নয়, তাহা সুনিশ্চিত। ইহা যে সম্পূর্ণ অভৌতিক পদার্থ, তাহাও নহে। ভৌতিক পদার্থের আদি-অবস্থায়, যখন বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উদ্ভব হয় নাই, সম্ভবতঃ সেই অবস্থাপন্ন জড়ই এই তত্ত্ব। 'Chaos' শব্দদ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত হইত, তাহাই সম্ভবতঃ আনক্সীমন্দারের আদি-তত্ত্ব।†

থালিস্ যে মূল তত্ত্বের (জল) কথা বলিয়াছিলেন, তাহা একটা বিশিষ্ট[১] বস্তু, নির্দ্দিষ্ট গুণাবলীর আধার। তাহা জাগতিক সমস্ত বস্তুর ভিত্তি হইতে পারে না। আনক্সীমন্দারের মূল তত্ত্ব বিশেষত্ব-বর্জিত[২], সুতরাং যে-কোনও রূপগ্রহণে সমর্থ। এই বিশেষত্ব-বর্জিত মূল বস্তুতে আনক্সীমন্দার বিশেষ বিশেষ রূপগ্রহণের এবং ভেদ-উৎপাদনের ক্ষমতার আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

আনক্সীমন্দারের মূল তত্ত্ব অসীম। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে সৃষ্টি করিতে করিতে তাহার শেষ হইয়া যাইত। এই তত্ত্ব গতিশীল, এবং তাহার গতিও সনাতন। এই গতি আছে বলিয়াই তাহা হইতে বিশিষ্ট বস্তুসকল স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

আনক্সীমন্দার পৃথিবীকে নলের আকারবিশিষ্ট[৩] বলিয়া মনে করিতেন। এই নলাকার পৃথিবীর ব্যাস তাহার উচ্চতার তিন গুণ। বিশ্বের মধ্যস্থলে ইহা অবলম্বিত, এবং বিশ্বের চতুঃসীমা হইতে ইহা সমদূরবর্তী বলিয়া অচঞ্চল স্থির ভাবে অবস্থিত।

আনক্সীমন্দারের মতে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ; একবার সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টির লোপ হয়, পুনরায় সৃষ্টি হয়। অনন্ত আকাশে অনন্ত-সংখ্যক জগৎ বর্তমান।

সসীম ও অসীমের মধ্যে পার্থক্যনির্দ্দেশ, এবং সসীমদ্বারা যে সসীমের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, এই বোধই আনক্সীমন্দারের দর্শনের বিশেষত্ব। আনক্সীমন্দার বুঝিয়াছিলেন যে, যাবতীয় সসীমের ব্যাখ্যার জন্য এক অসীমের প্রয়োজন, এবং এই মূল তত্ত্ব সসীমের নিষেধক বা নঞ্‌বাচক[৪]। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন, "পদার্থের ধারণার[৫] মধ্যে নঞ্‌বাচক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ; ইহা প্রজ্ঞার স্বরূপের সার ভাগের অন্তর্গত। ভাববাচন[৬] বুদ্ধির পরিচালক তত্ত্ব[৭] বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু নঞ্‌বাচনের শক্তিও তুল্যরূপেই প্রয়োজনীয়।

---

* "যস্মাৎ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" উপনিষদ্।

† "আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং,
অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।"—মনু।

এই শ্লোকে যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই তত্ত্ব ভিন্ন। কেন-না, আনক্সীমন্দার যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবিজ্ঞেয় নহে।

১ Determinate. ২ Indeterminate. ৩ Cylindrical. ৪ Negative.
৫ Conception. ৬ Affirma[illegible] ৭ Moving principle.

ইহা না থাকিলে বুদ্ধির কোনও কাজই হইত না ; বুদ্ধি শূন্যগর্ভ হইয়া পড়িত। আনক্সীমন্দারই প্রথমে নঞ্‌বাচনের শক্তি ও অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার principle সসীমের নঞ্‌বোধক অর্থাৎ বিপরীত। কিন্তু তাঁহার হস্তে এই তত্ত্ব পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। সসীম ও জড় বস্তু অভিন্ন ; সুতরাং সসীমের বিপরীত অসীমকে অজড়[১] বলা উচিত ছিল। কিন্তু আনক্সীমন্দার তাহা বলেন নাই ; তাঁহার অসীমও জড়।"

আনক্সীমীন

আনক্সীমন্দারের শিষ্য আনক্সীমীনের[২] মতে সীমাহীন, সর্ব্বাধার, সদাগতি বায়ুই বিশ্বের আদি-তত্ত্ব। বায়ুর সূক্ষ্মীকরণ[৩] ও স্থূলীকরণ[৪] হইতেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব, যেমন সূক্ষ্মীকরণ হইতে অগ্নি ও স্থূলীকরণ হইতে জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি।

আনক্সীমীনসম্পর্কে অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন যে, বায়ুকে জগতের মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া আনক্সীমীন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ অপেক্ষা আত্মা ও মনের[৫] ধারণার অপেক্ষাকৃত নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। মন, আত্মা, চিৎ প্রভৃতি শব্দের সহিত ও তাহাদের অর্থের সহিত বর্ত্তমানে আমরা পরিচিত। কিন্তু এই সমস্ত শব্দদ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, প্রাচীনকালে তাহার ধারণা করা সহজ ছিল না। এই সমস্ত শব্দের তখন সৃষ্টিই হয় নাই, এবং তাহাদের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহার ধারণাই তখন ছিল না। যখন সেই অর্থের অস্পষ্ট ধারণার আবির্ভাব হইল, তখন তাহা প্রকাশ করিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাদের অর্থ 'নিশ্বাস' অথবা 'বায়ু'। Soul ও Spirit শব্দের আদিম অর্থ নিশ্বাস অথবা বায়ু। প্রাচীন ভাষাসৃষ্টিকর্ত্তাদিগের নিকট বায়ু এমন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইত যে, তাঁহারা বায়ুকে কেবল আমাদের দৈহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন না, আমাদের বুদ্ধি ও চৈতন্যের মূল বলিয়াও তাঁহারা মনে করিতেন। আনক্সীমীন এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য এপোলোনিয়ার ডায়োজিনিস্[৬] মনে করিতেন যে, বায়ুর ইন্দ্রিয়বোধ এবং বুদ্ধি আছে, এবং মানুষের যে বোধশক্তি ও বুদ্ধি আছে, তাহারও কারণ এই যে, মানুষ বায়ুর বিকার। ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যামপানেলা নামক একজন দার্শনিক এই মতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্যামপানেলার মতে সমগ্র প্রকৃতিতে বুদ্ধি ও বোধশক্তি আছে, যদিও কেবল মানুষেই এই বুদ্ধি ও বোধশক্তি আত্ম-সংবিদে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে কার্য্যের মধ্যে যাহা বর্ত্তমান, কার্য্যের কারণের মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান।* মানুষের সংবেদন[৭] ভৌতিক উপাদানসমূহের ক্রিয়ার ফল। সুতরাং সেই সকল উপাদানে ও জগতেও সংবেদন আছে, বলিতে হইবে।

গ্রীসের প্রাচীনতম এই তিন জন দার্শনিকের কেহই দৃশ্যমান জগতের মূল তত্ত্বের অন্বেষণে ভৌতিক পদার্থ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। আনক্সীমীনের মতে জীবাত্মাও

---

[১] Non-material. [২] Anaximenes. [৩] Rarefaction. [৪] Condensation.
[৫] Mind. [৬] Diogenes of Appolonia.
* এই মতকে সাংখ্যদর্শনে 'সৎকার্য্যবাদ' বলে।
[৭] Sensation.

বায়ুরই বিশেষমাত্র, পৃথিবীর আকার গোলাকার টেবিলের মত, এবং প্রত্যেক দ্রব্যই বায়ু-দ্বারা বেষ্টিত। তিনি বলেন, "আমাদের আত্মা যেমন বায়ুরূপে আমাদিগকে ধারণ করিয়া আছে, তেমনি সমস্ত জগৎ নিশ্বাস ও বায়ুদ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে।"

গুণের আধার হইতে স্বতন্ত্রভাবে গুণের চিন্তা[১] করিবার সামর্থ্য আদিম মানুষের ছিল না। উপরি উক্ত যবন দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ক্ষমতার বিকাশের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। জড় দ্রব্যের যেমন গুণ[২] আছে, তেমনি পরিমাণও[৩] আছে, যেমন বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি আছে, তেমনি সংখ্যা, পরিমাণ ও পরিমাণঘটিত সম্বন্ধও আছে। জড় দ্রব্যের উপাদান বর্জন করিয়া, তাহার রূপ[৪] ও দেশে[৫] তাহার অবস্থানের বিন্যাসের[৬] চিন্তা নিরাধার-গুণের চিন্তার[৭] অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থা। পাইথাগোরাসের[৮] দর্শনে নিরাধার-গুণ-চিন্তার পরিণত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

[২]

পাইথাগোরাস্

খৃ. পূ. ৫৪০ হইতে ৫০০ অব্দ পাইথাগোরাসের আবির্ভাবকাল। সামস্ দ্বীপ[৯] তাঁহার জন্মভূমি; কিন্তু উত্তরকালে তিনি ইটালীর দক্ষিণ উপকূলস্থ বৃহত্তর গ্রীসের[১০] অন্তর্গত ক্রোটোনা রাজ্যে বাস স্থাপন করেন। বৃহত্তর গ্রীস তখন নানা রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তথায় সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না; শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য পাইথাগোরাস্ এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব, সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলা, এবং সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশুদ্ধি ও শুচিতা-রক্ষার জন্য এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সভ্যকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত। সম্প্রদায়ে একাধিক দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহার কি মত ছিল, তাহা জানা যায় না। পাইথাগোরাসের মত বলিয়া যাহা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কতটা পাইথাগোরাসের নিজের মত এবং কতটা সম্প্রদায়-কর্তৃক স্বীকৃত মত, সে সম্বন্ধে বিতণ্ডার অবকাশ আছে। পাইথাগোরাসের জীবনী, বৃহত্তর গ্রীসে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ও তাঁহার দেশভ্রমণসম্বন্ধে যে-সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কিংবদন্তী ও উপকথা এত বেশী আছে যে, ঐতিহাসিক সত্য বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। পরফিরি[১১] ও আয়াম্‌ব্লিকাস্[১২] নামক দুইজন নব-প্লেটনিক[১৩] দার্শনিক পাইথাগোরাসের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাও বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশে প্রায় উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। পাইথাগোরাসের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে সক্রেটিসের সময় তাঁহার সম্প্রদায় বর্তমান ছিল, ইহা নিশ্চিত।

---

[১] Abstract thought. [২] Quality. [৩] Quantity. [৪] Form.
[৫] Space [৬] Order. [৭] Abstract thought.
[৮] Pythagoras. [৯] Samos. [১০] Magna Grecia.
[১১] Porphyry. [১২] Iamblichus. [১৩] Neoplatonist.

তাঁহার শিষ্য ফিলোলাস্[১] ও আরকাইটাসের অস্তিত্বসম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। আরকাইটাস্ প্লেটোর সমসাময়িক ছিলেন, প্লেটোর Phædo গ্রন্থে ফিলোলাসের উল্লেখ আছে। ফিলোলাস্, আরকাইটাস্ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী ইউরাইটাস্[২] যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পাইথাগোরাসের দর্শনসম্বন্ধে তাহাই একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও দার্শনিকের কোনও লিখন পাওয়া যায় নাই।

পাইথাগোরাস্ কেবল দার্শনিক ছিলেন না; নিজের সম্প্রদায়ের তিনি ধর্ম্মগুরু ছিলেন। বারট্রাণ্ড রাসেলের মতে তিনিই গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন, এবং দর্শন-শাস্ত্রের উপর গণিতের প্রভাবের মূলও তিনি। সমানুপাত[৩] এবং সামঞ্জস্যের[৪] কল্পনা পাইথাগোরাসের দর্শনের ভিত্তি। বিশ্ব এই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, মানুষের ব্যবহারিক জীবনও এই নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশ সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত আছে বলিয়াই, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। বিভিন্ন অংশের যাবতীয় পার্থক্য ও বিরোধের সমন্বয়দ্বারাই শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে, এবং জগতের স্থায়িত্বও এই শৃঙ্খলার উপরই নির্ভর করিতেছে। কেন্দ্রস্থিত এক অগ্নিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিশ্বের যাবতীয় মণ্ডল[৫] ঘুরিতেছে। এই অগ্নি-মণ্ডল হইতে তাপ, আলো ও প্রাণ সমস্ত বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে। বিশ্বের যেখানে যে দ্রব্যের যে পরিমাণে প্রয়োজন, তাহা সেখানে ঠিক সেই পরিমাণেই আছে; কোথাও কম, কোথাও বেশী নাই; ফলে সর্ব্বত্র পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই সার্ব্বভৌমিক সমানুপাতিক সমাবেশ এবং সামঞ্জস্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাইথাগোরাসের 'সংখ্যাবাদে' পাওয়া যায়।

পাইথাগোরাসের মতে বিভিন্ন জড় দ্রব্যের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ আছে, সংখ্যাদ্বারাই তাহা ব্যক্ত হয়। দ্রব্যের বিস্তার, আয়তন, আকৃতি, পারস্পরিক দূরত্ব ও সংযোগ, সমস্তই সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশিত হয়। দুইটি মৌলিক দ্রব্যের সংযোগে যখন একটি যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তখন উপাদান দুইটির প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অন্যটির সহিত সংযুক্ত হয়। (দুইটি জলজান পরমাণু একটি অম্লজান পরমাণুর সহিত মিলিত হইলে জলের উৎপত্তি হয়।) পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মাইলদ্বারা ব্যক্ত হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তন, সকলই সংখ্যাদ্বারা প্রকাশিত হয়। যে সমানুপাতের উপর জগতের স্থিতি নির্ভর করে, তাহা এবং প্রত্যেক দ্রব্যের রূপ[৬] উভয়ই সংখ্যাদ্বারা ব্যক্ত হয়। রূপ ও পরিমাণহীন কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, সংখ্যাই যাবতীয় দ্রব্যের ও বিশ্বে তাহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসের[৭] মূল তত্ত্ব[৮]। পাইথাগোরীয়গণ সংখ্যাকে জগতের উপাদান মনে করিতেন, অথবা আদর্শ-তত্ত্ব[৯]-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ যে মূল উপাদানরূপে সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের আদর্শ[১০]-রূপে তাহাদের গ্রহণও অসম্ভব নহে। অধ্যাপক ফেরিয়ার বলেন, পাইথাগোরীয়গণ মহাসামান্য[১১]-রূপে সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ জড় জগৎ হইতে নিষ্কাশিত করিলে, যাহা অবশিষ্ট

---

[১] Philolaus. [২] Eurytus. [৩] Proportion. [৪] Harmony.
[৫] Sphere. [৬] Form. [৭] Order. [৮] Principle.
[৯] Ideal principle. [১০] Archetype. [১১] Highest universal.

থাকে, তাহাই সংখ্যা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট বিষয় আছে। চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, রসনার বিষয় রস, ত্বকের বিষয় স্পর্শ। কিন্তু সংখ্যা কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। তাহা না হইলেও, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সংখ্যার জ্ঞান যুক্ত থাকে এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল নিষ্কাশিত হইলে, সংখ্যা-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সংখ্যা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন জাগতিক দ্রব্যে পরিণত হয়। তাই পাইথাগোরীয়গণ সংখ্যাকেই জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়াছেন। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু সংখ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য। এমন কোনও জীব যদি থাকে, যাহার ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু বুদ্ধি আছে, সংখ্যা তাহারও বোধগম্য। সংখ্যা-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য পাইথাগোরীয়গণ দুইটি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন—মনাদ[১] এবং দ্বাদ[২]। মনাদ অর্থ 'এক', দ্বাদ অর্থ 'অনির্দ্দিষ্ট দুই'। প্রত্যেক সসীম বস্তু 'এক', এই অর্থে যাবতীয় বস্তুর মধ্যে ঐক্য আছে। সকল বস্তুই যদি 'এক' হয়, তাহা হইলে তাহারা অভিন্ন। কিন্তু সকল বস্তু কেবল এক নহে, তাহারা পরস্পর হইতে ভিন্নও বটে, তাহারা 'দুই'। কিন্তু এই 'দুই', এই ভেদ অনির্দ্দিষ্ট। বস্তু অসংখ্য, প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর ভেদ আছে, সুতরাং এই ভেদ অনির্দ্দিষ্ট[৩]। 'এক' শব্দ বস্তুজাতের মধ্যে ঐক্য এবং 'দুই' শব্দ তাহাদের ভেদপ্রকাশক। কিন্তু ইহাই এই দুই শব্দের একমাত্র অর্থ নহে। পাইথাগোরীয়গণের মতে প্রত্যেক সংখ্যার মধ্যেই এই দুই অংশ আছে—এক এবং দুই। প্রত্যেক সংখ্যা অন্যান্য সংখ্যা হইতে পৃথক্ হইলেও, প্রত্যেক সংখ্যা তাহার নিজের 'এক' গুণ, এই অর্থে তাহাদের মধ্যে মিল আছে। ৫ পাঁচের এক গুণ, ১০ দশের এক গুণ, ২০ কুড়ির এক গুণ। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যে 'এক' আছে, ইহা সুস্পষ্ট। এই দিক্ হইতে সংখ্যাদিগের মধ্যে ঐক্য আছে। কিন্তু ঐক্য যেমন আছে, ভেদও যে তেমনি আছে, তাহাও সুস্পষ্ট। ৫ যেমন ৫-এর এক গুণ, ১০ তেমনি ১০-এর এক গুণ, ২০ ২০র এক গুণ। এই ভেদটি 'দ্বাদ' শব্দের লক্ষ্য। 'মনাদ' এবং 'দ্বাদ' সংখ্যার উপাদান বলিয়া, তাহারা যাবতীয় সংখ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী। মৌলিক অথবা আদিম 'এক' হইতে যাবতীয় গাণিতিক সংখ্যার উদ্ভব। মৌলিক অথবা আদিম 'দুই' হইতে সংখ্যাদিগের মধ্যে বিভিন্নতার উদ্ভব। এই উভয়ের সমবায়ে যাবতীয় সংখ্যার উৎপত্তি। 'এক' হইতে সংখ্যাদিগের 'সমতা,' 'দুই' হইতে 'ভেদ'। 'এক' সমস্ত সংখ্যার সার্ব্বিক[৪] অংশ, 'দুই' তাহাদের বিশেষ। বিশেষের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট ও অসীম বলিয়াই দুইকে অনির্দ্দিষ্ট বলা হইয়াছে।

পাইথাগোরীয়গণ বলিতেন, 'সমস্ত দ্রব্যই সংখ্যা'[৫]। এ কথার অর্থ বোঝা কঠিন। গীতবাদ্য ও সংখ্যার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহা অবগত আছেন। গাণিতিক পরিভাষা harmonic mean ও harmonic progression হইতে এই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক সংখ্যার এক একটি বিশেষ রূপ আছে বলিয়া পাইথাগোরীয়গণ বিশ্বাস করিতেন। পাশা ও তাসে অঙ্কিত সংখ্যাগুলির যে আকার, তাহাই সেই সংখ্যাগুলির রূপ। সংখ্যার বর্গ ও ঘনের কথা আমরা বলি, যেমন ৩-এর বর্গ (৩²),

---

[১] Monad. [২] Duad. [৩] Indefinite.
[৪] Universal. [৫] All things are numbers.

৪-এর ঘন (৪৩)। বর্গক্ষেত্র ও ঘনক্ষেত্রের আকার সংখ্যার বর্গ ও ঘনর রূপের সহিত জড়িত আছে। পাইথাগোরীয়গণ 'আয়ত সংখ্যা'[১] 'ত্রৈকোণিক সংখ্যা'[২], 'পৈরামিডিক সংখ্যা'[৩] প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা জড় দ্রব্য পরমাণুর সমবায়ে গঠিত অণু-পুঞ্জদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া মনে করিতেন, এবং অণুগুলি বিভিন্ন আকারে সজ্জিত হওয়ায় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বিভিন্ন আকার গঠন করিতে যত-সংখ্যক অণুর প্রয়োজন, সেই সেই আকারকে তাঁহারা সেই সেই সংখ্যার আকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। বারট্রাণ্ড রাসেল এইভাবে পাইথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পাইথাগোরীয় দর্শন গুহ্যতত্ত্বমূলক[৪]। সংখ্যা কিরূপে ভৌতিক দ্রব্যরূপে ব্যক্ত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিগম্য না হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়তো সম্ভবপর হইতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থ প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে গঠিত। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ তাড়িৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাড়িৎ শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। প্রতি সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্পন্দনে[৫] এই শক্তির প্রকাশ। প্রশ্ন উঠে এই স্পন্দন কাহার? জলের স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই। বাতাসের স্পন্দন বুঝিতে পারি। কিন্তু শক্তির স্পন্দন হয় কোন্ আধারে? কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বব্যাপী ইথারে। কিন্তু ইথারের অস্তিত্বে সকল বৈজ্ঞানিকের আস্থা নাই। যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারাও আলো, তাপ প্রভৃতি শক্তি যে স্পন্দনেই প্রকাশিত, তাহা অস্বীকার করেন না। ইথার যদি না থাকে, তাহা হইলে এই স্পন্দনের আধার শূন্যদেশ[৬],—দুঃসাধ্য কল্পনা! ইহা অপেক্ষা গুহ্যতর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? গুহ্য হইলেও, ইহাই বৈজ্ঞানিক কল্পনা। জড়ো স্বলম্ব শূন্যে বিলীন হইয়া সংখ্যানুযায়ী স্পন্দনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। আধারহীন স্পন্দনের কল্পনা অসম্ভব হইলেও, সংখ্যা বোধগম্য। আধুনিক বিজ্ঞান জড় জগৎকে কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে[৭] পরিণত করিয়াছে। এই সূত্রগুলি সংখ্যার সমাবেশমাত্র। বিন্যস্ত সংখ্যারাজির অর্থ আছে—অর্থমাত্রই আছে; আর কিছুই নাই। আর যাহা ছিল,—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ,—বিজ্ঞান তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছে। এই সংখ্যারাজিই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আধার জড় জগৎরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রকাশিত হয়; কেন হয়, কিরূপে হয়, জানি না। স্যর জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলিয়াছেন, "সৃষ্টির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে অনুমিত হয়, বিশ্বকর্ম্মা একজন বিশুদ্ধ গণিতবিদ্।" জগৎ বিশ্বকর্ম্মার মানস সৃষ্টি*; সে সৃষ্টি সংখ্যার নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গুহ্যতত্ত্ববিদ্ পাইথাগোরাসের মনে জগৎরহস্য এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, কে জানে?

পাইথাগোরাস্ যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়। তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, সমস্ত সম্পত্তিই সম্প্রদায়ের বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তিনি সম্প্রদায়ের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

---

[১] Oblong numbers. [২] Triangular numbers. [৩] Pyramidal numbers.
[৪] Mystic. [৫] Vibration. [৬] Empty space.
[৭] Mathematical formulae.
* অভিধ্যাৎ তপসো'ধ্যজায়ত।

সভ্যদিগের মধ্যে কেহই কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা গাণিতিক আবিষ্কারও নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন না। সকলই সম্প্রদায়ের বলিয়া গণ্য হইত, এবং সকলের কৃতিত্বই পাইথাগোরাসের (তাঁহার মৃত্যুর পরেও) বলিয়া স্বীকৃত হইত। বিলাসবর্জন ও দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়ের সভ্যগণ ধর্ম্মজীবনলাভের জন্য চেষ্টা করিতেন। পাইথাগোরাসের মতে জীবাত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে,—পুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট যোনি এবং পাপের ফলে নিকৃষ্ট যোনি লাভ করে। প্রাণবান্ বলিয়া ইতর জীবের সহিতও তিনি মানুষের মত ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি ইতর জীবদিগকেও মানুষের মতই উপদেশ দিতেন।

পাইথাগোরীয়দিগের জীবনযাপন-প্রণালী ও তাহার মূল তত্ত্ব জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক বিশিষ্ট প্রকারের জীবনযাপন-প্রণালীই পাইথাগোরীয়দিগের বিশেষত্ব। অরফিক ধর্ম্মের মতো পাইথাগোরীয় জীবনযাপন-প্রণালীর লক্ষ্য ছিল জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাগবত আনন্দের মধ্যে প্রবেশলাভ। ইহার উপায় পার্থিব ভোগ বর্জন করিয়া ইন্দ্রিয়সুখের কালুষ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করা। পাইথাগোরীয়দিগের মতে পশুগণ যেমন মানুষের সম্পত্তি, মানবগণও তেমনি দেবতাদিগের সম্পত্তি। সুতরাং দেবতাদিগের ইচ্ছাদ্বারাই মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। এইজন্য পার্থিব জীবনকে তাঁহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং ঠিকভাবে জীবনযাপনের জন্য সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। দীর্ঘ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা, এবং প্রত্যহ স্বকৃত কর্ম্মের পরীক্ষার আদেশের কারণ ইহাই। মানসিক কর্ম্মই আত্মশুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। মানসিক কর্ম্মই ইহজীবনে দেহ হইতে আত্মাকে মুক্ত করে। ইহাদ্বারাই মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখস্পৃহা বিনষ্ট হয়। গীতবাদ্য ও ব্যায়ামও এই উদ্দেশ্যের সহায়ক।

ইউক্লিডের ৪৭ প্রতিজ্ঞা (সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপরিস্থ সমচতুর্ভুজ অন্য দুই বাহুর উপরিস্থ সমচতুর্ভুজের সমষ্টির সমান) পাইথাগোরাসের উপপাদ্য বলিয়া খ্যাত। পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার, ইহাও পাইথাগোরীয়দিগের আবিষ্কার বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গ্রহগণ যে গতিশীল, এবং 'যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সামঞ্জস্য'[১] বর্ত্তমান, ইহাও পাইথাগোরীয় মতসমূহের অন্তর্গত ছিল।

মানবজীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে পাইথাগোরাস্ বলিয়াছিলেন, "এ পৃথিবীতে আমরা আগন্তুক। আমাদের দেহ আত্মার কবর। আত্মহত্যাদ্বারা এই কবর হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করা অনুচিত, কেন-না, আমরা ঈশ্বরের সম্পত্তি, তাঁহার আদেশ ব্যতীত পলায়নের অধিকার আমাদের নাই। অলিম্পিক ক্রীড়ায় যেমন তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষের মধ্যেও তেমনি তিন শ্রেণীর লোক আছে। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোক কেনা-বেচা করিতে আসে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আসে ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে। সকলের উপরে যাহারা, তাহারা আসে ক্রীড়া দেখিতে; তাহারা সাক্ষীমাত্র। স্বার্থলেশহীন জ্ঞান-প্রচেষ্টাই পবিত্রতালাভের উপায়। যিনি সত্য দার্শনিক এবং জ্ঞানে আসক্ত, পুনর্জন্মের চক্র হইতে কেবল তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ।"

[১] Harmony of the spheres.

[৩]

এলিয়াটিক দর্শন

জেনোফানিস্

গ্রীক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হইয়াছিল গ্রীস্ দেশে নয়, এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশে। থালিস্, আনক্সীমন্দার, আনক্সীমীন, সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এশিয়া মাইনরে মিলেটাস্ নগরে। তাঁহাদের দর্শন মিলেসীয় দর্শন, অথবা যবন দর্শন নামে পরিচিত।

পাইথাগোরাস্ জন্মিয়াছিলেন সামস্ দ্বীপে, কিন্তু সেখান হইতে ইটালী দেশের দক্ষিণ উপকূলে যে সমস্ত গ্রীক উপনিবেশ ছিল, তাহাদের মধ্যে ক্রোটোনা নগরে গিয়া বসতি করেন। ক্রোটোনার পরে দক্ষিণ ইটালীস্থিত এলিয়া নগর দর্শনালোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়, এবং তত্রত্য দার্শনিকগণ 'এলিয়াটিক দার্শনিক' নামে বিখ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জেনোফানিস্[১] জন্মগ্রহণ করেন খৃ. পূ. ৫৭০ অব্দে, এশিয়া মাইনরস্থিত কলোফন নগরে। পারসীকগণ-কর্ত্তৃক যবন দেশ বিজিত হইবার পরে তিনি দেশত্যাগ করিয়া এলিয়া নগরে বাস স্থাপন করেন।

জেনোফানিস্ দর্শনালোচনা অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচারে অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। পাইথাগোরাসের মতো জনসাধারণের চরিত্রের উন্নতিবিধানই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি তাৎকালিক সমাজের দুর্নীতি ও অসারপ্রিয়তার নিন্দা করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন, এবং প্রচলিত কুসংস্কার ও বহুদেববাদ বর্জন করিয়া একেশ্বরের উপাসনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রচিত একখানা কাব্যের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে, "মানুষ মনে করে, তাহাদের মতো দেবতাদেরও হস্তপদাদি আছে। পশুদিগের যদি হাত থাকিত, এবং তাহারা যদি চিত্র আঁকিতে পারিত, তাহা হইলে ঘোড়ার দেবতা ঘোড়ার মতো এবং গোরুর দেবতা গোরুর মতোই চিত্রিত হইত; হস্তপদযুক্ত কাল্পনিক দেবতাদিগের পূজা না করিয়া, এস, আমরা সেই এক অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করি, যিনি আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি অব্যয়, যাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই।" "ঈশ্বর এক, তিনি মানুষ ও দেবতাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" জেনোফানিস্ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা henotheist ছিলেন—বহু ঈশ্বরের মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন*, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের সহিত একীভূত, এবং প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার এবং নিম্নজাতীয় জীবও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরে কি কি গুণ আছে, সে সম্বন্ধে জেনোফানিসের ধারণা কি ছিল, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এক বিশ্বদেব[২] হইতে বিভিন্ন পদার্থের

[১] Xenophanes. [২] World God.

* ঈশ্বরাণাং পরমো মহেশ্বরঃ।

কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতেও তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে সনাতন, অব্যয় ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাইথাগোরাসের জন্মান্তর-বাদের প্রতি তিনি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করা অসম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "দেবতা ও অন্যান্য যে যে বিষয়সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি, তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত সত্য যে কি, তাহা কেহই জানে না; ভবিষ্যতেও এমন কেহ জন্মিবে না, যে তাহা জানিতে পারিবে। যদি কখনও দৈবাৎ খাঁটি সত্য কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইয়াও পড়ে, তাহা হইলেও সে তাহাকে খাঁটি সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। কোথাও অনুমান ভিন্ন কিছু নাই।" জেনোফানিস্, পাইথাগোরাসের গুহ্য মতের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন না। তিনি সমস্ত পদার্থ মৃত্তিকা ও জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিতেন।

সত্যের আবিষ্কার মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেও, জেনোফানিস্ সত্য ও নিশ্চিতির অনুসন্ধান হইতে বিরত ছিলেন না। এক ও বহু, নিত্য ও অনিত্য, নিশ্চল ও চঞ্চল, সার্ব্বিক ও বিশেষ, সৎ ও অসৎ—এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা ছিল এলিয়াটিক দর্শনের বিশেষত্ব। জেনোফানিস্ 'এক'কেই জগতের মূল তত্ত্ব বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'এক' সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন, "সমগ্র বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জেনোফানিস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'একই' ঈশ্বর।" জেনোফানিসের এই 'একের' একটি ধর্ম্ম স্থায়িত্ব। 'এক' সনাতন ও অপরিণামী; ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। "যাহার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ যাহা চিরস্থায়ী, তাহা হইতে 'এক'র উৎপত্তি হইয়াছে" ইহা বলার কোনও অর্থ হয় না। কেন-না, যাহা আছে, যাহা চিরস্থায়ী, তাহা ও 'এক' অভিন্ন। আবার যাহা নাই, তাহা হইতেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না।* যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার কিছু উৎপাদন করিবার শক্তিও নাই। সনাতন, নিত্য, অব্যয় 'এক'ই ঈশ্বর। এই 'এক' সদা বর্ত্তমান, ইহা অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

এই নিত্য, অপরিণামী 'একে'র সঙ্গে অনিত্য, পরিণামী বস্তুর সম্বন্ধ কি? পরিবর্ত্তন অথবা পরিণাম প্রতিক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এই প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াসেই এলিয়াটিক সম্প্রদায়ের তর্কপদ্ধতি বিকশিত হইয়াছে। যবন দার্শনিকগণ ও পাইথাগোরীয়গণ এই প্রশ্নের মীমাংসার কোন চেষ্টা করেন নাই। এলিয়াটিক দার্শনিকগণই প্রথমে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিত্য ও অনিত্য, এই দুইটি শব্দ পরস্পরবিরোধী। চিন্তাজগতে ইহাদের উপরে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে ইহাদের দ্বন্দ্বের সমন্বয় হইতে পারে। জেনোফানিস্ ও তাঁহার পরবর্ত্তিগণ এই দ্বন্দ্বকে মৌলিক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং যে যে বিশেষণ 'নিত্য' বস্তু-সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায়, 'অনিত্য' বস্তু-সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার করা যায় না। যদি বলা যায়, এক অপরিণামী নিত্য বস্তু আছে, তাহা হইলে বহু পরিণামী অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিতে হইবে। জেনোফানিস্ এই মীমাংসা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই; ইহার আভাসমাত্র তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সুস্পষ্টভাবে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

* "নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। গীতা।

পারমেনিদিস্

এলিয়াটিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পারমেনিদিস্[১]। তিনি এলিয়াতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং খৃ. পূ. পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। তিনি জেনোফানিসের শিষ্য অথবা সহযোগী ছিলেন।

প্লেটোর Theœtetus প্রবন্ধে পারমেনিদিসের উল্লেখ আছে। সেখানে সক্রেটিস্ বলিতেছেন, "এই মানবটি আমার নিকট মহিমামণ্ডিত ও প্রভাবান্বিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, এবং তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনা শুনিয়াছি। তখন আমি খুব শিশু, এবং তিনি খুব বৃদ্ধ ছিলেন।" Parmenides গ্রন্থে সক্রেটিস্ তাঁহাকে শুভ্রকেশবিশিষ্ট, দেখিতে সুন্দর এবং ন্যূনাধিক পঞ্চষষ্টি-বৎসর-বয়স্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্লেটো পারমেনিদিসের দর্শন বলিয়া যাহার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্লেটোর নিজের দর্শন, পারমেনিদিসের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। পারমেনিদিসের দর্শন পারমেনিদিস্ নিজেই বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার স্বরচিত এক কাব্যে। এই কাব্যের নাম 'On Nature'।

একটি রূপকে কাব্যের আরম্ভ। দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে কবি সত্যের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন। সূর্য্যকন্যাগণ পথ দেখাইতেছে। এক প্রাসাদের দ্বারে রথ উপনীত হইল। দ্বাররক্ষিণী 'সুবিচার'[২] সূর্য্যকন্যাগণের অনুরোধে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। এই দেবী পারমেনিদিস্‌কে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "অবিচলিত সত্য ও মরণধর্মীদিগের মত[৩], উভয়ই যে তুমি শিক্ষা করিতে চাও, ইহা উত্তম।" পারমেনিদিস্ সম্মুখে প্রসারিত দুইটি পথ দেখিতে পাইলেন—একটি সত্যের পথ, প্রজ্ঞার পথ; দ্বিতীয়টি ভ্রান্তির পথ, ইন্দ্রিয়ের পথ। দেবী তাঁহাকে দ্বিতীয় পথ পরিহার করিয়া প্রথমটি গ্রহণ করিতে বলিলেন। এইরূপে গ্রন্থারম্ভ।* ইহার পরে কাব্য দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম 'সত্যের পথ', দ্বিতীয়ের নাম 'মতের পথ'। প্রথম ভাগে আছে বিশুদ্ধ সত্তার[৪] † প্রত্যয়ের আলোচনা। এই বিশুদ্ধ সত্তা উৎপত্তিবিহীন, অবিনশ্বর, অসীম এবং অবিভাজ্য। দেশ ও কালে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয় ভাগে আছে অসত্যের বা ব্যবহারিক জগতের আলোচনা।

প্রথম ভাগে যে বিশুদ্ধ সত্তার আলোচনা আছে, কালে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। যাহা নাই (অভাব), তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি (ভাব) হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইহা সনাতন, অনন্যসম্ভূত ও পরিবর্ত্তনহীন। ইহা একরস, সর্বাংশে একরূপ, কোথাও যে ইহা কম পরিমাণে আছে, কোথাও বেশী পরিমাণে আছে, তাহা নয়। সুতরাং ইহা অবিভাজ্য।

---

[১] Parmenides. [২] Justice.

[৩] Opinion. [৪] Notion of pure being.

* রূপকে বর্ণিত অশ্বগণ প্রবল চিত্তাবেগের (passions) প্রতীক; সূর্য্যকন্যাগণ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। সুবিচার জ্ঞান অথবা বুদ্ধির প্রতীক।

† বিশুদ্ধ সত্তা—ইন্দ্রিয়স্পর্শ-বর্জিত সত্তা। প্রত্যেক দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের সমষ্টি। এক-খণ্ড মার্বেল প্রস্তর হইতে তাহার আকার, বর্ণ, কাঠিন্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় গুণ যদি নিষ্কাশিত করা (abstract) যায়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিশুদ্ধ সত্তা।

যাহা আছে, তাহা দ্বারা প্রত্যেক পদার্থ পূর্ণ। আবির্ভাব, তিরোভাব, স্থানপরিবর্ত্তন, বর্ণ-পরিবর্ত্তন, সমস্তই নামমাত্র, কিছুই সত্য নহে। সত্য কেবল বিশুদ্ধ সত্তা; তাহা এক ও অদ্বিতীয়।

যে সত্তার কথা পারমেনিদিস্ বলিয়াছেন, তাহা কি? ঈশ্বর? অথবা বিশ্ব? এক অর্থে উভয়ই। তাঁহার বর্ণনার অর্থ এই যে, শূন্য দেশ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব পূর্ণ;[১] তাহার কোনও অংশই খালি নাই। তাহার বাহিরে কিছু আছে বলিয়া কল্পনা করাও অসম্ভব। বিশ্ব ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুর স্থান নাই। বর্ত্তমানে যদি ইহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বকালেই ইহা আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান যদি ভিন্ন কথা বলে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। বহুত্বের অনুভূতি ভ্রান্ত।* গতি, পরিবর্ত্তন, শূন্যদেশ ও কাল, সকলই অলীক, মায়া। অব্যয় সনাতন সত্তাকে পারমেনিদিস্ ঈশ্বরের স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি এই সত্তাকে দেশে বিস্তৃত ও গোলাকার বলিয়াছেন। তাঁহার আর একটা উক্তি নিতান্তই বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহা চিন্তা করা যায়, কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে, সুতরাং সত্তা ও চিন্তা এক।" বহু শতাব্দী পরে স্পিনোজা চিন্তা ও ব্যাপ্তি[২] একই দ্রব্যের দুই গুণ বলিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হেগেলও সত্তা ও চিন্তার অনন্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

পারমেনিদিস্ বলিয়াছেন, "যাহা নাই, তাহা তুমি জানিতে পার না, তাহার উল্লেখও করিতে পার না। উভয়ই অসম্ভব। কেন-না, যাহার চিন্তা করা যায়, এবং যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর, উভয়ই এক। তাহা হইলে, যাহা (বর্ত্তমানে) আছে, তাহা ভবিষ্যতে হইতে যাইতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? অথবা (অতীতে) তাহার অস্তিত্বের আরম্ভ হইয়াছিল, ইহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? অতীতে ইহা হইয়াছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে ইহা নাই। "ভবিষ্যতে ইহা হইবে", যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমানে ইহা নাই। এইরূপে 'ভবন'[৩] ও তিরোভাব যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে পদার্থের চিন্তা করা যায়, তাহা এবং যাহার জন্য সেই চিন্তা উভয়ই এক; কেন-না, যাহার অস্তিত্ব আছে, এইরূপ কিছু ব্যতীত কোনও চিন্তা হয় না।"†

উপরি-উদ্ধৃত জটিল বাক্যগুলির অর্থগ্রহণ কষ্টকর। বারট্রাণ্ড রাসেল এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাক্ ও অর্থ নিত্যসম্পৃক্ত। যখন কোনও শব্দ আমরা উচ্চারণ করি, তখন সেই শব্দের বহিঃস্থ কোনও পদার্থের প্রতীকরূপেই সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমাদের চিন্তাও তাহার বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ। চিন্তা ও শব্দ উভয়েই তদ্বহিঃস্থ পদার্থের অপেক্ষা করে। একই বিষয়ের চিন্তা বিভিন্ন সময়ে মনে উদিত হয়। একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়। আজি

---

[১] Plenum. [২] Thought and Extension. [৩] Becoming.

* নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—কঠ-উপনিষৎ।

† অর্থাৎ কোনও নামসম্বন্ধে কোনও চিন্তাই হইতে পারে না, যদি না সেই নাম কোনও সত্তাবান্ পদার্থের নাম হয়। পদার্থের চিন্তা, এখানে পদার্থ=প্রত্যয়। যাহার জন্য চিন্তা=যে বস্তু প্রত্যয়ের বিষয়।

যে বিষয়ের চিন্তা করিলাম, গতকল্যও তাহার চিন্তা করিয়াছিলাম, দুই বৎসর পূর্ব্বেও চিন্তা করিয়াছিলাম। চিন্তার বিষয় যদি আজ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, গতকল্যও তাহা বর্ত্তমান ছিল, দুই বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যখন তাহার চিন্তা করিয়াছিলেন, তখনও তাহা বর্ত্তমান ছিল। আগামী কল্য যখন আমি সে বিষয়ে চিন্তা করিব, তখনও তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। সহস্র বৎসর পরেও যখন কেহ সে বিষয়ে চিন্তা করিবে, তখনও তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। শব্দসম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। অতীতে যখন কোনও শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেই শব্দ যাহার প্রতীক, তখন তাহা বর্ত্তমান ছিল; ভবিষ্যতে যখন কেহ সেই শব্দের ব্যবহার করিবে, তখনও তাহা যাহার প্রতীক, তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, যাহাই চিন্তার বিষয় হইবার, অথবা ভাষায় বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইবার উপযোগী, তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। 'পরিবর্ত্তন' শব্দের অর্থ আবির্ভাব ও তিরোভাব; কিন্তু যাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়, তাহারা সকলেই চিন্তার বিষয় ও বাক্যদ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং বলিতে হইবে, তথাকথিত আবির্ভাব অথবা উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা ছিল, এবং তথাকথিত তিরোভাব অথবা বিনাশের পরেও তাহারা থাকিবে। পরিবর্ত্তন ভ্রান্তিমাত্র।

পারমেনিদিসের যুক্তিতে যে গলদ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তার বিষয় ও বাক্যের অর্থ সর্ব্বক্ষেত্রেই যে সত্তাবান্, তাহা বলা যায় না। কিন্নর একটি কাল্পনিক জীব। যখন এই শব্দটির ব্যবহার করি, তখন কোনও সত্তাবান্ জীবের চিন্তা করি না।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, দর্শনের ইতিহাসে চিন্তা ও ভাষা হইতে বহির্জগতের অস্তিত্বপ্রমাণের চেষ্টার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। কথাটি কতটা সত্য, বলা যায় না। শব্দসমষ্টি বেদ ও শব্দের নিত্যত্ব এবং শব্দের সহিত তাহার অর্থের নিত্য সম্বন্ধ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছিল।

পারমেনিদিসের কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্যসম্বন্ধে মতভেদ আছে, এবং তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে তিনি আলো ও অন্ধকারকে যাবতীয় পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন যে, এক দেবী বিশ্বের কেন্দ্রে সিংহাসনে বসিয়া যাবতীয় পদার্থের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

সত্তার[১] ধারণায় পারমেনিদিস্ সার্ব্বিকের[২] শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় বস্তু পরস্পর হইতে বিভিন্ন; বিভিন্ন ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সত্তা সর্ব্ব-বস্তু-সাধারণ। প্রত্যেক বস্তুই সত্তাবান্। সত্তার বিপরীত অসত্তা[৩]। ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই; সুতরাং উভয়ের উপরে এমন কোনও প্রত্যয় নাই, যাহার মধ্যে উভয়ের স্থান হইতে পারে। এই সত্তাকে পারমেনিদিস্ একমাত্র সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মকর্ত্তৃক বিশেষিত হইয়া সত্তা জগতের বিভিন্ন বস্তুর রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বিশিষ্ট রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই; তাহারা অসৎ। এই সত্তা সর্ব্বব্যাপী, অসতের কোনও স্থানই তাহার মধ্যে নাই।

---

১ Being. ২ Universal. ৩ Non-being.

সৎ ও অসৎ-এর যে দ্বন্দ্ব, তাহা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্ব। বিশেষ বিশেষ বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধির জ্ঞান সত্য, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মিথ্যা। যাহা এক ও অবিভাজ্য, ইন্দ্রিয় তাহাকে বহু ভাগে বিভক্ত করে। সেই বিভাগ মিথ্যা। তাহা মায়া। পারমেনিদিস্ এক ও বহুর মধ্যে, সৎ ও অসতের মধ্যে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, সমন্বয়ের কোনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি অসৎ ও বহুর ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের আলোচনা করিয়া তিনি তাহার একরূপ ভক্তি অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহাদ্বারা অসতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। অধ্যাপক ফেরিয়ার পারমেনিদিসের দর্শনসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই দর্শন সত্য দর্শন। চিন্তার অপরিহার্য্য নিয়মের[১] মধ্যে ইহার মূল প্রোথিত। ইহার উদ্দেশ্য সার্ব্বিকের সন্ধান, সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির নিকট যাহা সত্য, তাহার সন্ধান। 'সতের' প্রত্যয়ের মধ্যে ইহা সেই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু ইহা অর্দ্ধ-প্রত্যয়কে সমগ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছে, এবং সমগ্রের প্রতিষ্ঠা না করিয়া এক অ-বশ্য চিন্তার[২] অর্দ্ধেকের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অর্থাৎ ইহা স্ব-বিরোধে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তথাপি এই দর্শন মহৎ, নিজস্বরূপে মহৎ, পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের উপর ইহার প্রভাবে মহত্তর। ইহা কোনও ব্যক্তিগত মনের স্বৈর চিন্তার ফল নহে। সার্ব্বিক সত্যের আবিষ্কারে সার্ব্বিক প্রজ্ঞার চেষ্টার ইহা ফল। যাবতীয় চিন্তাশীল লোকের বুদ্ধিতে প্রকাশিত চিন্তার যে ক্রিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল মনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, ইহা তাহারই প্রতীক; চিন্তার অভিব্যক্তিতে একটি সার্ব্বভৌমিক সঙ্কিক্ষণের প্রতীক। এই সকল প্রাচীন দার্শনিকের উদার সার্ব্বিকতা ও ব্যক্তিত্ববিহীন চিন্তা, সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে—সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির প্রতিনিধিরূপে—চিন্তার জন্যই মূল্যবান্; ইহাই তাঁহাদের আকর্ষণের কারণ। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, যে-সকল উদার সারবান্ ব্যক্তির মাধ্যমে সার্ব্বিক প্রজ্ঞা আপনার সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়াছে (যদিও সে প্রকাশ পর্য্যাপ্ত হয় নাই) এবং অখণ্ড কালের বক্ষে ভাসমান চিন্তারাজিকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দান করিয়াছে, পারমেনিদিস্‌কে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের একজন বলিয়া গণ্য করিতে হয়।"

জেনো

পারমেনিদিসের শিষ্যগণের মধ্যে জেনো ও মেলিসাস্ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৪৯০ হইতে ৪৩০ খৃ. পূ. অব্দ জেনোর আবির্ভাবকাল। তিনি ছিলেন এলিয়ার অধিবাসী এবং এলিয়াতেই পারমেনিদিসের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়েই এলিয়া নগরের শাসনকার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনো যথেচ্ছাচারের প্রবল শত্রু ছিলেন, এবং জনগণের স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

আরিষ্টটল্ জেনোকে ত্রিভঙ্গী নয়ের[৩] জনক ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। পারমেনিদিসের দর্শনে অনুসৃত তত্ত্বগুলি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই অভিধান সঙ্গত

[১] Necessities of thought. [২] Necessary thought. [৩] Dialectic.

মনে করা যাইতে পারে। পারমেনিদিস্ ও জেনোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, পারমেনিদিস্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, সতের—'একে'রই—কেবল অস্তিত্ব আছে। জেনো বিপরীত দিক হইতে তর্ক আরম্ভ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, অসতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। চিন্তার দ্বিমুখী গতি[১]—সৎ ও অসৎ, এক ও বহুর দ্বন্দ্ব—উভয় ক্ষেত্রেই এক; উভয় ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব চরমে নীত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের প্রমাণ-প্রণালীতে উপরি উক্ত পার্থক্য বর্ত্তমান।

জেনো পারমেনিদিসের বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিখণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিরুদ্ধবাদিগণের মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে, তাহা পারমেনিদিসের মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তি অপেক্ষা কম বলবতী নহে। পরিবর্ত্তন ও গতি সত্য নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে তিনি যে সমস্ত যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিতে নৈয়ায়িকগণকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। তাঁহার 'এচিলিস্ ও কচ্ছপ' এবং 'চলন্ত তীরের' দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত। এচিলিস্ একটি কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতেছে। কচ্ছপকে কিছু আগে থাকিতে দিয়া, দৌড় আরম্ভ করা হইল। জেনো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, এচিলিস্ কখনও কচ্ছপকে ধরিতে পারিবে না। যে স্থান হইতে কচ্ছপ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, এচিলিস্‌কে প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। তাহাতে যতই কম হউক, কিছু সময় অতিবাহিত হইবেই। কিন্তু সেই সময়ে কচ্ছপ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যাইবে। তখন কচ্ছপ যে স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এচিলিস্ সেখানে যখন আসিয়া পৌঁছিবে, তখন কচ্ছপ আরও অগ্রসর হইয়া আর এক স্থানে পৌঁছিবে, এবং সেই স্থানে এচিলিস্ যখন পৌঁছিবে, তখন আরও অগ্রসর হইবে। গতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কচ্ছপের অধিষ্ঠিত প্রত্যেক স্থানে এচিলিস্ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কচ্ছপ আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবে; এচিলিস্ কখনও তাহাকে ধরিতে পারিবে না।

জেনোর দ্বিতীয় হেঁয়ালি 'চলন্ত তীর' সম্বন্ধে। 'চলন্ত তীর' গতিপথে এক বিন্দু হইতে দ্বিতীয় বিন্দুতে অগ্রসর হয়, কিন্তু প্রতি বিন্দুতে তাহা স্থির ও গতিহীন। প্রত্যেক বিন্দুতে যত অল্প সময়ই অতিবাহিত হৌক না কেন, যখন তীর তথায় অবস্থান করে, তখন সেই সময়টুকুর জন্য তাহা স্থির। সমস্ত গতিপথ অতিক্রম করিতে তীরের যত সময় লাগে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশে তাহা স্থির, গতিহীন,—গতিপথের প্রতি বিন্দুতে স্থির, গতিহীন। কিন্তু স্থির বিন্দুর সমবায়ে গতির সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দৃশ্যতঃ গতিশীল হইলেও, 'চলন্ত তীর' প্রকৃত পক্ষে গতিহীন।

তার পরে বহুত্বের কথা। 'বহু' মিথ্যা; কেবল 'একই' আছে। এককসমূহের সমবায়ই বহু। কোন দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশসমূহই একক[২]। যাহা অবিভাজ্য, যাহার অংশ নাই, তাহার পরিমাণও নাই—যেমন জ্যামিতিক বিন্দু। আবার যাহার নিজের পরিমাণ নাই, এমন অসংখ্য অংশের সমবায়ে গঠিত কোন দ্রব্যের পরিমাণ থাকিতে পারে না। সুতরাং বহুর পরিমাণ[৩] নাই, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বই নাই।

---

১ Dialectical movement. ২ Unit. ৩ Magnitude.

জেনোর যুক্তি যে হেত্বাভাসযুক্ত[১] তাহাতে সন্দেহ নাই। চলন্ত তীর কোনও বিন্দুতে অবস্থান করে না, অথবা তাহার গতিপথের কোনও নিশ্চল বিন্দুর সহিতই একত্র মিলিত হয় না। গতিপথের প্রত্যেক বিন্দুর উপর দিয়া তীর চলিয়া যায়; প্রত্যেক বিন্দুতেই থামিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু থামে না; কোনও বিন্দুতেই যে তীর থাকে (অবস্থান করে), তাহা বলা যায় না। যদি থাকিত, তাহা হইলে সেখানে তাহাকে গতিহীন বলা যাইত। তীরের উৎপতনের আরম্ভ হইতে নিপতন পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াটি এক ও অবিভক্ত; তাহার মধ্যে ছেদের কল্পনা করিলে, ছেদের বিন্দুতে তীরের স্থিতি কল্পনা করা যায়। কিন্তু ছেদের কল্পনা করিলে, গতির একত্ব থাকে না এবং জেনোর যুক্তি প্রযোজ্য হয় না।

এচিলিস্ ও কচ্ছপের দৃষ্টান্তে, দেশকে[২] অসংখ্য অংশে বিভাজ্য ধরা হইয়াছে, কিন্তু কালও যে তেমনি বিভাজ্য, সুকৌশলে তাহা এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।*

মেলিসাস্

মেলিসাস্ জন্মিয়াছিলেন সামস্ দ্বীপে। প্লুটার্ক বলেন, তিনি ৪৪০ খৃ. পূ. অব্দে সামস্ রাষ্ট্রের সেনাপতি থাকা কালে এথেন্সের নৌ-বাহিনী পর্য্যুদস্ত করেন। নিত্য পদার্থ-[৩] সম্বন্ধে তিনি পারমেনিদিস্ ও জেনোর মতাবলম্বী হইলেও একটু মতভেদও ছিল। পারমেনিদিসের 'এক' সনাতন (কালে অসীম) হইলেও, দেশে অসীম নহে। মেলিসাসের নিত্য পদার্থ দেশ ও কাল উভয়ত্রই অসীম। দেশে অসীম না হইলে শূন্য দেশদ্বারা উহা সীমাবদ্ধ হইত; তাহা কল্পনা করা অসাধ্য।

এলিয়াটিক দার্শনিকগণ একটা তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। সে তত্ত্ব এই যে, একই বস্তুতে বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করা যায় না। যাহা 'এক', তাহাকে 'বহু' বলা যায় না। যাহা 'বহু', তাহাকেও 'এক' বলা যায় না। যাহা সার্ব্বিক, তাহাকে 'বিশেষ' বলা যায় না, যাহা 'বিশেষ', তাহাকে সার্ব্বিক বলা যায় না; যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য তাহাকে অ-বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায় না; যাহা অ-বুদ্ধিগ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা যায় না। যাহা 'সৎ' তাহাকে 'অসৎ', এবং যাহা 'অসৎ' তাহাকে 'সৎ' বলা যায় না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অস্তিত্ববান্ হইতে পারে না। কিন্তু যাহাকে এখানে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা সত্য কি? যুক্তিতে ইহা প্রথমে যে সত্য বলিয়া প্রতীত

---

১ Fallacious. ২ Space. ৩ Reality.

* Of course, the fallacy here, as De Quincey and others have pointed out, is that the infinity of space in the race of subdivision is artfully run against a finite time: Alexander's *History of Philosophy*.

হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ দর্শনেই এই তত্ত্ব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সত্যতায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হেরাক্লিটাস্ ইহার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। অনেকের মতে একই বস্তুতে বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ যে কেবল অসঙ্গত নয়, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক বস্তুর গঠনের জন্য বিপরীতের সংযোজন অপরিহার্য্য।

এলিয়াটিক দর্শন কেবল অদ্বৈতবাদী নয়, মায়াবাদীও বটে।* ইহার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানবসভ্যতার শৈশব হইতে পরিণামী জগতের অন্তরালে এক স্থির নিত্য পদার্থের সন্ধান চলিতেছে। মানবহৃদয়ের সেই আকাঙ্ক্ষা এলিয়াটিক দর্শনে প্রতিফলিত। সেই নিত্য সত্য পদার্থ ইন্দ্রিয়পথে লভ্য নয়, চিন্তা ও প্রজ্ঞাদ্বারা লভ্য। এলিয়াটিক দর্শনে ইহা প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে। জেনোফানিস্ যাহাকে বিশ্বদেব বলিয়াছেন, তিনি 'অক্ষি-মনঃ-শ্রুতিময়'[১]। কিন্তু পারমেনিদিসের 'বিশুদ্ধ সত্তা' বর্ণ ও ব্যক্তিত্বরহিত, গতিহীন ভৌতিক পদার্থ। কেহ কেহ পারমেনিদিস্‌কে বিজ্ঞানবাদের[২] জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে জড়বাদের জনক। কিন্তু তাঁহার 'বিশুদ্ধ সত্তা' ভৌতিক পদার্থ হইলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, বুদ্ধিগ্রাহ্য। যে অব্যয় একত্বকে ক্যাণ্ট thing-in-itself বলিয়াছেন, এবং যাহা বহুত্ব ও পরিণামের অলীক আবির্ভাবের অন্তরালে আমাদের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে, তাহাই তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তা। বিজ্ঞানবাদের এই প্রলেপটুকুই বোধ হয় পারমেনিদিসের প্রতি প্লেটোর গভীর শ্রদ্ধার মূল।

[৪]

হেরাক্লিটাস্

এলিয়াটিক দার্শনিকেরা গতি ও পরিবর্ত্তনকে অলীক বলিয়াছিলেন, এবং বহুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহাদের হাতে সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—বিশুদ্ধ ও ব্যাবহারিক। অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফল হইয়াছিল দ্বৈতবাদ,—দ্বিবিধ সত্তার স্বীকৃতি। এই মতের প্রতিক্রিয়ার ফলে কয়েকজন দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা বহুর মধ্যেই সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পারমেনিদিস্ প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, 'এক'র যদি সত্য অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে, তাহা বহু রূপ ধারণ করিতে পারে, এরূপ ধারণা বর্জন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে পরিবর্ত্তনশীল বহুত্বপূর্ণ জগতের জ্ঞান আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞান ভ্রান্ত। এই মতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে বহুত্ববাদের[৩] উদ্ভব। পারমেনিদিসের পরে প্লেটোর সময় পর্য্যন্ত যে দার্শনিকদিগের আলোচনাদ্বারা দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই অদ্বৈতবাদী ছিলেন না।

---

* Nor does he (Parmenides) hesitate to regard as non-beent....origin and decease, perishable existence, etc—Schwegler.

[১] All eye, all mind, all hearing. [২] Idealism. [৩] Pluralism.

হেরাক্লিটাস্ প্রকৃতপক্ষে বহুত্ববাদী ছিলেন না। কিন্তু এলিয়াটিকদিগের গতিহীন নিশ্চল সত্তার বিরুদ্ধে তিনি পরিবর্ত্তন ও গতির সত্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে দর্শনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তক বলা যায়। তাঁহার 'ভবনবাদ'[১] পারমেনিদিসের অদ্বৈতবাদ ও পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের বহুত্ববাদের মধ্যবর্ত্তী। ভবনতত্ত্বকে হেরাক্লিটাস্ জগতের 'ঋত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং জগতের মূল উপাদানের মধ্যেই ইহার মূল নিহিত আছে, বলিয়াছেন।

হেরাক্লিটাস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এফিসাস্ নামক এক জনবিরল নগরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে। এফিসাস্ এসিয়া মাইনরে যবন দেশের একটি নগর। এইজন্য, এবং হেরাক্লিটাস্ পারমেনিদিস্ এবং জেনোর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে যবন দার্শনিকদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। যবন দার্শনিকদিগের মতো তিনি এক প্রাকৃতিক বস্তুকে (অগ্নি) জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহাকে যবন দার্শনিকদিগের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিবার অন্যতম কারণ। কিন্তু হেরাক্লিটাস্ পারমেনিদিস্ ও জেনোর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহার জীবনের শেষাংশ পারমেনিদিস্ ও জেনোর সমকালবর্ত্তী ছিল। তিনি অগ্নিকে তাঁহার মূল তত্ত্ব 'ভবনের' প্রতীকরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অগ্নি' নামে অভিহিত হইলেও, বাস্তবপক্ষে সে মূল তত্ত্ব 'পরিবর্ত্তন ও গতি' ; অগ্নি তাহারই প্রতীক। এইজন্য চিন্তার অভিব্যক্তিতে হেরাক্লিটাস্‌কে পারমেনিদিস্ ও জেনোর পরবর্ত্তী গণ্য করাই সঙ্গত।

হেরাক্লিটাসের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত গর্ব্বিত, এবং নিজের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। কোনও আচার্য্যের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহার অধিক কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার রচনার দুর্ব্বোধ্যতার জন্য লোকে তাঁহাকে 'অস্পষ্ট দার্শনিক' বলিত বলিয়া প্রবাদ আছে। জীবন দুঃখময় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া 'রোদনশীল দার্শনিক'[২] নামেও তিনি অভিহিত হইয়াছেন। রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ; কিন্তু জনসাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বিরক্ত হইয়া তিনি উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করেন, এবং দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। খৃ. পূ. পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধ তাঁহার আবির্ভাবকাল। এফিসাসের জনগণের নৈতিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞার উদ্ভব হয়। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, এফিসাসের অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহাদের উচিত বালকদিগের উপর শাসনভার দিয়া আপনাদিগের ফাঁসীর বন্দোবস্ত করা। হারমোডোরাস্‌কে তাহারা নির্ব্বাসিত করিয়া বলিয়াছে, "আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, এমন কাহাকেও আমাদের প্রয়োজন নাই। এমন কেহ যদি আমাদের মধ্যে থাকে, সে অন্যত্র চলিয়া যাক্।" পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় সকল বিখ্যাত লোকসম্বন্ধেই হেরাক্লিটাস্ অবজ্ঞাসূচক উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি উক্তি এইরূপ : "হোমারকে বেত্রাঘাত করা উচিত" ; "অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেই যদি

---

[১] Doctrine of Becoming. [২] Weeping Philosopher.

বিদ্বান্ হওয়া যাইত, তাহা হইলে, হেসিয়ড, পাইথাগোরাস্, জেনোফানিস্ এবং হিকেটিয়াস্‌ও বিদ্বান্ হইত।" "পাইথাগোরাস্ যাহার বলে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বহু বিষয়ের জ্ঞান ও অনিষ্ট করিবার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে।" মানুষের প্রতি এতই অবজ্ঞা তাঁহার ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাহাদিগকে কল্যাণের পথে চালিত করা অসম্ভব। "যষ্টি ব্যতীত পশুদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাওয়া যায় না।" "গর্দ্দভেরা সোণা ছাড়িয়া খড় বাছিয়া লয়।" যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া হেরাক্লিটাস্ বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধই সকল পদার্থের জনক, সকল পদার্থের রাজা। যুদ্ধই কাহাকেও দেবতা, কাহাকেও মানুষ করিয়াছে, কাহাকেও স্বাধীন, কাহাকেও দাস করিয়াছে। হোমার দেবতা ও মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অজ্ঞতার ফল। তাঁহার প্রার্থনা যদি সফল হইত, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থের বিনাশ হইত। যুদ্ধ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এবং বিরোধই সুবিচার। বিরোধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব এবং বিলয় হয়।"

হেরাক্লিটাস্ বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ যে সত্যের সন্ধান পান নাই, তিনি তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই মানুষের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞার কারণ। তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা এই : "দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী বহু পদার্থ প্রকৃতপক্ষে এক, এবং একই বহু। বহু পদার্থের জ্ঞান অর্জন করিলেই লোকে বিজ্ঞ হয় না। বিরুদ্ধধর্মী পদার্থসমূহের মধ্যে একত্ব-দর্শনই বিজ্ঞতা[১]। প্রকৃতি ও প্রাণের রুদ্ধ কক্ষের দ্বার খুলিবার জন্য যে চাবিকাঠির প্রয়োজন, 'স্থাণুত্ব', 'গতিহীনতা' তাহা নহে। গতি ও পরিবর্ত্তনই সেই চাবিকাঠি। যাবতীয় পদার্থ গতিশীল[২], স্রোতের মতো প্রবহমাণ এবং সদা-পরিণামী। পরিবর্ত্তনের অর্থ একটির পর আর একটির উদ্ভব—বহুর উদ্ভব। এই বহু বহমান—অনবরত বহিয়া যাইতেছে; কিছুই স্থির নাই। জীবন মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়, মৃত্যু নূতন জীবনের রূপ ধারণ করে। নদীর মতো এই জগৎ। নদীর জল অনবরত বহিয়া যায়; একই নদীতে কেহ দুইবার স্নান করিতে পারে না, কেন-না, নদী পলে পলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কোন মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের নদীর সহিত তাহার অনন্যতা নাই। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যই যে কেবল অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বই বিরামহীন গতি ও পরিবর্ত্তনের স্রোতে নিমগ্ন আছে। 'পদার্থসকল আছে' —এ কথা সত্য নয়, তাহাদের উদ্ভব হয়, বিলয় হয়, এ কথাই সত্য। স্থিতি নাই, স্থির-ভাবে কেহই থাকে না। সত্তা নয়, 'ভবন'ই একমাত্র সত্য পদার্থ।

কেন এই অন্তহীন পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর? ইহার অনুসন্ধানে হেরাক্লিটাস্ জগতের মূল উপাদানের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন যে, জগতের যাবতীয় দ্রব্য এক মৌলিক পদার্থ হইতে উদ্ভূত। থালিস্ জলকে, আনক্সীমীন বায়ুকে মূল পদার্থ বলিয়াছিলেন; হেরাক্লিটাসের মতে সেই মূল পদার্থ জল ও বায়ু হইতেও সূক্ষ্মতর—অগ্নি। বিশ্বের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে অগ্নি।

---

১ Wisdom.

২ **All things are in a state of flux.**

যাহা কিছু আছে, অগ্নি হইতে তাহার উৎপত্তি, এবং অগ্নিতেই তাহার লয়। নিত্য-পরিবর্ত্তমান, নিত্য-রূপান্তরিত, চির-জীবন্ত অগ্নিই এই বিশ্ব ; অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে ইহা, কিন্তু নির্ব্বাপিত হয় না কখনও। সেই চঞ্চলা, সর্ব্বদাহিকা, সর্ব্বপরিণামপ্রদায়িনী, জীবনদায়িনী ক্রিয়া যেমন জীবনের প্রতীক, তেমনি জীবনের সারও বটে : ক্ষণে শিখারূপে লেলায়মান ও গতিশীল, ক্ষণে ভস্মে পরিণত ও ম্রিয়মাণ, পরমুহূর্ত্তে আবার ভস্ম হইতে উত্থিত, অচিরেই ধূমরূপে অদৃশ্যতাগত। প্রতিক্ষণেই ইহার লয় প্রতীত হয় ; কিন্তু আধেয়েরই পরিবর্ত্তন হয়, মূল পদার্থ এক ও অনন্যই থাকে।

এই অবিরাম গতি—অগ্নি যাহার প্রতীক—ইহাকে ধীর প্রবাহিণী নদীর মত শান্ত প্রবাহ মনে করিলে ভুল হইবে। বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষই 'ভবন'। বিরোধী শক্তিদ্বয়ের একটি আসে উপর হইতে ; স্বর্গীয় অগ্নিকে মৃত্তিকায় পরিণত করিবার জন্য ইহার চেষ্টা। দ্বিতীয় শক্তি ওঠে ঊর্দ্ধ দিকে পৃথিবী হইতে, এবং যাবতীয় দ্রব্য পুনরায় অগ্নিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিবর্ত্তনের এই দুই প্রণালীকে হেরাক্লিটাস্ নিম্নগামী পথ ও ঊর্দ্ধগামী পথ বলিয়াছেন। অগ্নি প্রথমে জলে পরিণত হয় ; তার পর জল হইতে মৃত্তিকায়। আবার মৃত্তিকা প্রথমে জলে পরিণত হয়, তার পরে জল হইতে অগ্নিতে। সর্ব্বত্রই বিরোধ, সংঘর্ষ ও আলোড়ন। বিশ্বে বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ যবন দার্শনিকগণও দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা এই সংঘর্ষকে শৃঙ্খলার ব্যাঘাতক—অবিচার—বলিয়া মনে করিতেন। হেরাক্লিটাস্ সংঘর্ষকে অবিচার তো বলেনই নাই, বরং ইহাকে সুবিচার ও শৃঙ্খলার মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সংঘর্ষ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সংঘর্ষই সুবিচার ; এবং সংঘর্ষ হইতেই যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব।" কিন্তু বিরোধই হেরাক্লিটাসের দর্শনের শেষ কথা নয়। জগতের গতি ও পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। বিশ্বের পরিবর্ত্তনের সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি[১] আছে। কোণের আঘাতে যেমন বীণার তারে টান[২] পড়ে, এবং সেই টান হইতে সুরের উৎপত্তি হয়, তেমনই বিরোধী শক্তির সংঘাতে তাহাদের যে 'টান' উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারাই জগতের একত্ব সংসাধিত হয়। বিরোধী শক্তি পরস্পরের সহযোগী, এবং সর্ব্বোত্তম সঙ্গতি ভেদ হইতেই উৎপন্ন হয়। সঙ্গীতে যদি উচ্চ-নীচ গ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে সুমিষ্ট সুরও উৎপন্ন হইত না।

যাবতীয় বিরুদ্ধধর্ম্মী পদার্থের মধ্যে যে সঙ্গতি, যাহা যাবতীয় সংঘর্ষ ও বহুত্বের মধ্যে ছন্দ রক্ষা করে, হেরাক্লিটাস্ তাহাকে কখনও বলিয়াছেন নিয়তি, কখনও সুবিচার, কখনও Logos বা প্রজ্ঞা, কখনও ঈশ্বর। ঈশ্বরই দিন ও রাত্রি, তিনিই শীত ও গ্রীষ্ম, যুদ্ধ ও শান্তি, ক্ষুধা ও পরিতৃপ্তি। অগ্নি, প্রজ্ঞা ও ঈশ্বর—হেরাক্লিটাসের মতে তিনই মূলে এক। অগ্নি তাহার প্রাকৃতিক রূপ, যাহা হইতে সৃষ্টি ও স্থিতি। প্রজ্ঞারূপে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান, যাহাদ্বারা সকল জীবন সঞ্জীবিত ও চালিত হয়। একই 'সর্ব্ব', 'সর্ব্বই' এক।

যেমন জগৎসৃষ্টিতে, তেমনি মানবপ্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনাতেও হেরাক্লিটাস্ তাঁহার 'বিরুদ্ধধর্ম্মীর মিলন'-বাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যান্য পদার্থের মত মানুষও অগ্নি

---

১ Harmony. ২ Tension.

হইতে উৎপন্ন। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন শরীর গতি ও প্রাণহীন। "শুষ্কতম আত্মাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞতম।" "মানুষের আভ্যন্তরীণ অগ্নি যখন জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, তখন তাহার প্রজ্ঞারও বিলোপ হয়।" "ইন্দ্রিয়ের উপর জ্ঞান নির্ভর করে না ; যে Logos-এর অনুশাসনমত চলে, সেই বিজ্ঞতার অধিকারী হয়।" "ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েরই প্রজ্ঞা আছে। ঈশ্বর হইতেই মানুষ প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।" "মানুষের চরিত্রই তাহার নিয়তি।" Logos-এর সহিত মিলনের ফলে জীবাত্মা ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ লোকই এই তত্ত্ব অবহেলা করিয়া অচিরস্থায়ী প্রত্যক্ষের অনুসরণ করে। "ইন্দ্রিয় প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন, আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বজনীন প্রজ্ঞার অনুসরণ করা।"

মিতাচার ও সঙ্গতিদ্বারা মানুষের জীবন চালিত হওয়া উচিত। দুঃখ ও অশুভ মানব-জীবনে কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। তাপ ও শৈত্য, লঘু ও গুরুর মত শুভ ও অশুভও পরস্পরের অপেক্ষা করে। অবিচার না থাকিলে সুবিচারও থাকিতে পারিত না। মানুষ যাহা চায়, তাহার সব পাওয়া তাহার পক্ষে মঙ্গলকর নয়। রোগ আছে বলিয়াই স্বাস্থ্য সুখকর। ঈশ্বরের নিকট সকল দ্রব্যই সুন্দর। তিনি যাহা করেন, সমগ্রের সঙ্গতির জন্যই করেন।

হেরাক্লিটাসের জগতে শান্তি ও স্থায়িত্বের স্থান নাই। পদার্থের স্থায়িত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া চক্ষু ও কর্ণ আমাদিগকে প্রতারিত করে। প্রকৃতপক্ষে অনবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই অনবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন, এক হইতে অন্যের উদ্ভব, একের অন্যে পরিণতি, ইহাই 'ভবন'। বিরোধী তত্ত্বের সংঘর্ষ ও তাহাদের সমন্বয়ের ফলই 'ভবন'। ভবন ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব হেরাক্লিটাস্ স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি অগ্নিকে জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়াছেন। তবে কি তিনি থালিসের জলের মত, আনক্সী-মীনের বায়ুর মত, অগ্নিকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? স্বোয়েগ্লার বলেন, "না, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি অগ্নিকে ভবনের প্রতীক অথবা প্রকাশ বলিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে 'ভবনের' আধার[১], অর্থাৎ যে উপায়ে গতিশক্তি (যাহা সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী) ভবনপ্রবাহ উৎপাদন করে, সেইরূপেও কল্পনা করিয়াছেন। এই শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া প্রথমে বায়ু, পরে জল ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। পরে প্রতিরোধ জয় করিয়া আবার অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হয়। এই সৃষ্টি ও প্রলয়প্রবাহ পর্য্যায়ক্রমে চলে ; এবং নির্দ্দিষ্টকালে জগৎ আদিম অগ্নিতে বিলীন হয়, এবং প্রলয়ান্তে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। জীবাত্মাও অগ্নিরই প্রকাশ, স্থূল পদার্থের সংসর্গে ইহার শক্তি ও পূর্ণতার অপচয় ঘটে ; বিশুদ্ধতার উপরই ইহার শক্তি ও পূর্ণতা নির্ভর করে।"

যে তত্ত্বকে হেরাক্লিটাস্ নানা ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে 'পরিবর্ত্তন' অথবা 'পরিণাম'। তিনি বলিয়াছিলেন, যাবতীয় বস্তুই গতিশীল, প্রত্যেক বস্তুর তাহার নিজের সঙ্গে মিল আছে, অথচ তাহা আপনা হইতে ভিন্ন, "দ্বন্দ্বই যাবতীয় বস্তুর জনক", "প্রত্যেক বস্তু তাহার বিপরীতও বটে", "প্রত্যেক বস্তু যেমন আছে, তেমন

১ Substrate.

নাইও বটে"। ইহার অর্থ প্রত্যেক বস্তুই অনবরত পরিণমিত হইতেছে, বিশ্ব কখনও স্থির হইয়া নাই, ইহা ভবনপ্রবাহ। 'ভবন' কি তাহা স্পষ্ট না বুঝিলে, হেরাক্লিটাসের দর্শন বোধগম্য হয় না। সুতরাং ইহার একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'ভবন' শব্দের অর্থ 'হওয়া', যাহা ছিল না, তাহার হওয়া, কোনও বস্তু যে অবস্থায় আছে, তাহা হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। এক মুহূর্ত্তে কোনও বস্তু যে অবস্থায় আছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার পর মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় অবস্থা হইতেও ভিন্ন অন্য এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই রূপ অবস্থান্তর অনবরত ঘটিতে থাকে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, এক বস্তু যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নূতন অবস্থায় যত কমই হউক না কেন, কিছুক্ষণ অবস্থান করে, তাহার পর আবার নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। সত্তা স্থির, কিন্তু হেরাক্লিটাস্ যাহাকে 'ভবন' বলিয়াছেন, তাহা সামান্য ক্ষণও স্থির থাকে না, তাহা অবিরাম-গতি পরিবর্ত্তন। 'সত্তা'-প্রত্যয়ের প্রধান ধর্ম্ম 'স্থিতি', অর্থাৎ নিশ্চলতা। 'ভবনের' প্রধান ধর্ম্ম 'গতি' অথবা 'চঞ্চলতা'। বস্তুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তির সময় কোনও অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র ক্ষণও তাহা অপেক্ষা করে না, স্থির হইয়া থাকে না। একই ক্ষণে তাহা অবস্থাবিশেষে থাকেও যেমন, তেমনি তাহা অতিক্রম করিয়াও যায়। সমগ্র বিশ্ব এবং তাহার মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরিবর্ত্তনস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইয়া নাই। কোনও অবস্থাতেই স্থির হইয়া থাকে না। সুতরাং স্থিতিই যখন সত্তার প্রধান ধর্ম্ম, তখন বিশ্ব অথবা তাহার অন্তর্গত কোনও বস্তুর সত্তা অথবা স্থিরতা আছে, তাহা বলা যায় না। ইহার কোনও অবস্থাতেই বিন্দুমাত্রও স্থিতি নাই। এই গতিপ্রবাহ যদি ক্ষণকালের জন্যও স্তব্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে, যাহাকে সত্তা বলে, তাহা পাওয়া যাইতে পারিত। তাহা যখন হয় না, তখন বিশ্ব অবিরাম 'ভবন'-প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিতে হইবে। ঊর্দ্ধ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতন্ত প্রস্তরখণ্ডের গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। একশত গজ উপর হইতে কোনও প্রস্তরখণ্ড যদি পড়িতে থাকে, তাহা হইলে, ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিতে তাহার কত সময় লাগিবে, তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে তাহার গতি কি হইবে, তাহা বলা অসম্ভব। কেন-না, কোনও ক্ষণেই প্রস্তরখণ্ড স্থির হইয়া নাই। যে সময়ই ধরা যাউক না কেন, সে সময়ে প্রস্তরখণ্ডের গতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক সেকেণ্ডের ১,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগে তাহার যে গতি, তাহার পরের ভাগে সে গতি থাকে না, বাড়িয়া যায়। ১০,০০০,০০০তম ভাগের ১০,০০০,০০০-তম অংশে যে গতি, তাহার পরের অংশে সে গতি থাকে না। গতির যখন অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন কোনও ক্ষণেই তাহার স্থিরতা নাই। পরিবর্ত্তনও তদ্রূপ। গতির বেগ যেমন অনির্দ্দেশ্য, পরিবর্ত্তনের পরিমাণও তেমনি। অস্তায়মান সূর্য্যের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, পশ্চিম-গগনের বর্ণচ্ছটা অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোনও ক্ষণেই পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। কোন ক্ষণেই সেই বর্ণচ্ছটা স্থির হইয়া নাই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়ও এইরূপ। এমন কোনও ক্ষণ নাই, যখন কোনও জীব অথবা উদ্ভিদের দেহ পূর্ব্বক্ষণের সঙ্গে সমাবস্থাপন্ন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে এলিয়াটিক দর্শন এবং হেরাক্লিটাসের দর্শনের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্যসম্বন্ধে উভয় মতের মধ্যে ঐক্য থাকিলেও,

এলিয়াটিক দর্শনে স্থিতিই সত্য, গতি অথবা পরিবর্ত্তন মিথ্যা। ইন্দ্রিয়ের নিকট বিশ্ব নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, সত্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য। হেরাক্লিটাসের মতে পরিবর্ত্তন অথবা ভবনই সত্য, স্থিতির অস্তিত্ব নাই। গতিপ্রবাহই কেবল আছে। এখানেও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য। বুদ্ধিদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ভবনই সত্য, স্থিতি মিথ্যা। যাহা ধীরগতি, ইন্দ্রিয়ের নিকট তাহা স্থিতি বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং হেরাক্লিটাস্‌ও ইন্দ্রিয়কে সত্যজ্ঞানের দ্বার বলিয়া গণ্য করেন নাই, ইহা সত্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হেরাক্লিটাসের মতে বিশ্ব যখন অনবরতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কোনও ক্ষণেই স্থির থাকে না, তখন তাহার 'সত্তা' আছে, বলা যায় কিনা ? ইহার উত্তরে বিশ্বের সত্তা আছে, ইহা বলিতেই হইবে ; কেন-না, সত্তা না থাকিলে, আমাদের বলিবার বিষয়ই থাকিত না। তবে সত্তার সঙ্গে অসত্তারও বিশ্বে আরোপ করিতে হইবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে বিশ্ব বিশেষ এক অবস্থায় থাকে, সেই ক্ষণে আবার সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়াও আসে। ইহার ধারণা করা কঠিন হইলেও, ইহা সত্য। যখন সেইক্ষণে সেই অবস্থায় বিশ্বের স্থিতি আছে বলি, তখন বিশ্বে সত্তার আরোপ করি। আবার যখন বলি, সেই একই ক্ষণে বিশ্ব সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসে, তখন তাহাতে অসত্তারও আরোপ করি। সুতরাং একই ক্ষণে বিশ্বে সত্তা এবং অসত্তা উভয়ই আরোপিত হয়। হেরাক্লিটাস্ যে বলিয়াছিলেন যাবতীয় বস্তুই আছে এবং নাই, তাহার অর্থ ইহাই।

একই ক্ষণে বিশ্ব আছে ও নাই, ইহার ধারণা করা দুঃসাধ্য হইলেও, বিশ্ব যদি ভবন-মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহা সত্য। প্রত্যেক ক্ষণে বিশ্ব যেমন এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় থাকে, তেমনি সেই ক্ষণেই সেই অবস্থা অতিক্রমও করে, এবং এক দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেন-না, বিশ্বের পরিবর্ত্তন বিরামহীন। কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া, আমরা বলি বিশ্বের 'সত্তা' আছে ; আবার সেই ক্ষণেই সেই অবস্থা অতিক্রম করে বলিয়া, সেই অবস্থায় তাহা থাকে না বলিয়া, আমরা বলি বিশ্বের অসত্তাও আছে। ইহার ফলে বুঝিতে হয় যে সত্তা ও অসত্তা 'ভবনে'র দুইটি উপাদান, উভয়ের সমবায়ই 'ভবন'। প্রত্যেক 'ভবনে'ই এই দুই উপাদানই বর্ত্তমান। এলিয়াটিকগণ পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, হেরাক্লিটাস্ পরিবর্ত্তনকেই সত্য বলিয়াছিলেন। বিশ্বের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন নাই ; তবে বিশ্ব যে স্থিতিশীল কোন সৎপদার্থ নহে, তাহাই বলিয়াছিলেন। বিশ্বের নঞর্থবাচক দিকের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বিশ্বে অনবরত যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার গতি মন্থর, উল্লম্ফিত[১] ও দ্রুত নহে। ইহার উদ্ভব ও বিলয় সমসাময়িক, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত অবস্থারই অস্তিত্ব আছে। আবার তাহার উদ্ভব ও বিলয় সমসাময়িক বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাও সত্য। 'ভবন' শব্দ এই তত্ত্বের বাহক। স্থিতি ও গতি, সত্তা ও অসত্তা, উভয়ই ইহার অন্তর্গত। ইহা এক নিত্য-প্রবাহিত প্রবাহ।

কাল ভবনবাদের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—কালের এই তিন রূপ। বর্ত্তমান কাল 'আছে', আমরা বলি। ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ইহা সীমারেখা।

---

১ By jumps.

কিন্তু বর্ত্তমানের বিন্দুমাত্রও স্থায়িত্ব[১] নাই। যখন বর্ত্তমান 'আছে' বলি, তখনই তাহা অতীতের গর্ভে বিলীন। ইহার আগমন ও নির্গমন একই, যৌগপদিক। প্রতিক্ষণে ইহা এক নূতন বর্ত্তমানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক বর্ত্তমান ক্ষণের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই আছে। বর্ত্তমানের অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে কাল বলিয়া কিছু থাকিত না। আবার বর্ত্তমান যদি আছে বলা যায়, তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকিত না; কেবল চিরস্থায়ী 'বর্ত্তমান'[২] থাকিত।

হেরাক্লিটাস্ মানুষের সার্ব্বিক[৩] এবং বিশেষ[৪] বৃত্তির মধ্যে ভেদনির্দ্দেশ করিয়াছেন। সার্ব্বিক বৃত্তি প্রজ্ঞা। ইহা সর্ব্বপ্রকার-বুদ্ধি-সাধারণ। বিশেষ বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন। সার্ব্বিক বৃত্তিদ্বারা নিরপেক্ষ সত্যের[৫] ধারণা করা যায়। বিশেষ বৃত্তিদ্বারা আপেক্ষিক সত্যের[৬] ধারণা হয়। সার্ব্বিক বৃত্তিদ্বারা আমরা সত্তা ও অসত্তা উভয়কেই ভবনের উপাদান বলিয়া বুঝিতে পারি। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা কখনও ইহা বুঝিতে পারিতাম না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে জগতের যে ধারণা দেয়, তাহা গতিশীল; যদিও তাহা পরিবর্ত্তনের অধীন, সে পরিবর্ত্তন মৌলিক নহে, তাহা উল্লম্ফনমূলক। সার্ব্বিক বৃত্তি অথবা প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা বিরামহীন গতি বুঝিতে সক্ষম হই। সার্ব্বিক বৃত্তির বশে কর্ম্ম করাই সুনীতি। বিশেষ বৃত্তির বশে কৃত কর্ম্ম অন্যায়। সার্ব্বিক বৃত্তি মানুষকে স্বার্থের উপরে উন্নীত করে, বিশেষ বৃত্তি তাহাকে নিজের স্বার্থের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। হেরাক্লিটাস্ই প্রথমে মানুষের প্রকৃত নৈতিক প্রকৃতি[৭] ও তাহার প্রজ্ঞাকে অভিন্ন বলিয়াছিলেন।

এলিয়াটিক দর্শনে পরিণাম অথবা পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা নাই; তাহা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। হেরাক্লিটাস্ তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক অবস্থার সত্তা ও তাহার অসত্তা অভিন্ন। যাহা তাহার সত্তা, তাহাই তাহার অসত্তা, এবং এক অবস্থার অসত্তা অবস্থান্তরের সত্তা। ইহাই সত্তা ও অসত্তার একত্ব—ইহাই 'ভবন'। এইখানেই বিশ্বসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাই হেগেলের দর্শনে পূর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিপরীতের[৮] অভেদ সমস্ত পদার্থের নিয়ম—সমস্ত জীবন, সমস্ত প্রকৃতি, যাবতীয় চিন্তা ও সমগ্র প্রজ্ঞা সত্তা ও অসত্তার ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হেরাক্লিটাস্ কোনও দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিন্তু ষ্টোয়িকদিগের উপর এবং প্লেটো, আরিষ্টটল্, ফিলো এবং নব-প্লেটনিকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব সুস্পষ্ট। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে স্লায়ারমাকার,[৯] লাসাল[১০] এবং হেগেলের উপর তাঁহার প্রভাব লক্ষিত হয়। হেরাক্লিটাসের 'ভবন'-বাদের মধ্যে হেগেল সৎ ও অসতের মিলনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মানুষের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সংযোগস্থাপনেই হেরাক্লিটাসের দর্শনের নূতনত্ব। উভয়ের মধ্যে তিনি যে সেতু নির্ম্মাণ

---

[১] Duration. [২] Everlasting new. [৩] Universal.
[৪] Particular. [৫] Absolute truth. [৬] Relative truth.
[৭] Moral nature. [৮] Contraries. [৯] Schliermacher. [১০] Lasalles.

করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। পদার্থের বহুরূপত্ব ও সত্যের আপেক্ষিকতার আবিষ্কার তাঁহার দর্শনের অন্য বিশেষত্ব। বাহিরের বিরোধ ও সংঘর্ষের অন্তরালে যে গভীর সঙ্গতি আছে, সংঘর্ষ হইতেই যে সত্য ও মহত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এবং যাহা আপাততঃ বিরক্তিকর ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও যে সুন্দর ও মঙ্গলের সোপান, ইহা তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

[৫]

অতিকাল বা মহাকাল*

এলিয়াটিক দার্শনিকগণ 'এক' ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের 'এক' দ্বিতীয়রহিত নিত্য-পদার্থ। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, এবং ইন্দ্রিয়দ্বারে বহুরূপে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহার অস্তিত্ব নাই। হেরাক্লিটাস্ কিন্তু কোনও নিত্য-পদার্থের সন্ধান পান নাই; নিত্য বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহার দর্শনে নাই। তাঁহার মতে যাহা আছে, তাহা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। জগৎ এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী পদার্থের অন্তহীন প্রবাহ; এই প্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, এই অর্থে ইহা চিরস্থায়ী। কিন্তু নিত্যত্বের জন্য মানবমনে যে অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা আছে, ঘটনাপ্রবাহের নিত্যত্বদ্বারা তাহা পরিতৃপ্ত হয় না। নিত্য-পদার্থের অনুসন্ধান মানবের গভীরতম সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের অন্যতম। এই প্রবৃত্তির তাড়না হইতেই দার্শনিক আলোচনার উদ্ভব। কিন্তু যে নিত্যত্বের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহার জন্য এই ব্যাকুলতা কেন হয়? বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, মৃত্যুভয় ও বিপদে আশ্রয়লাভের কামনা হইতেই এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি। মৃত্যু আমরা চাহি না, ইহা সত্য। যত দিন সম্ভব তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চাই, ইহাও সত্য। কিন্তু মৃত্যুভয় ইতর জীবেরও আছে, এবং এই ভয় যেমন সহজাত, নিত্যত্বের সন্ধানও তেমনি সহজাত। নিত্যের সন্ধানের প্রবৃত্তি ও মৃত্যুভয় পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের ফলে ঈশ্বর ও জীবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বর অপরিণামী ও অব্যয়, তাঁহার পরিবর্তন নাই। জীবাত্মাও অমর, এবং খৃষ্টীয় মতে মৃত্যুর পরে তাহাতেও কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে ঈশ্বর ও জীবাত্মার নিশ্চলতার ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ক্রমাভিব্যক্তি ও মৃত্যুর পরেও জীবাত্মার ক্রমোন্নতির ধারণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অভিব্যক্তি ও উন্নতির অর্থ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। কিন্তু পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও উন্নতি ও অভিব্যক্তির গতি চিরস্থায়ী, এবং তাহার লক্ষ্যও স্থির, পরিবর্ত্তনহীন।

কিন্তু কাল সর্ব্বধ্বংসী, যাবতীয় পদার্থই কালের অধীন, কোনও দ্রব্যকেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে দেখা যায় না। তবে নিত্যত্বের সম্ভব হয় কিরূপে? অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদিগণ নিত্যত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা বলেন, সমাধি-অবস্থায় কালের গতি স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় কালের সম্বন্ধ থাকে না।

---

* Eternity.

তাঁহাদের তৎকালীন অনুভূতি হইতে কালাতীত মহাকালের কল্পনা। মহাকাল কালের অধীশ্বর, কাল তাঁহার সেবক। তাহাতে পূর্ব্বাপর নাই, অতীত-ভবিষ্যৎ নাই, আছে কেবল বর্ত্তমান। অনন্ত জীবন অর্থে সেই জীবন, যাহা অন্তহীন কালে ব্যাপ্ত নয়; অতীত ও ভবিষ্যতের প্রত্যেক পল ও বিপলে বর্ত্তমান যে জীবন, তাহা নয়, কিন্তু এমন এক জীবন, যাহার সহিত কালের কোনও সম্বন্ধই নাই, সুতরাং যাহাতে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাও নাই। কবি ভন[১]-এর নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে মহাকালের এই ধারণা ব্যক্ত হইয়াছে।

I saw Eternity the other night,
Like a great ring of pure and endless light,
All calm, as it was bright :
And round beneath it, Time, in hours, days, years,
Driven by the spheres,
Like a vast shadow moved ; in which the world
And all her train were hurled.*

সেদিন রাত্রে দেখিয়াছি আমি কালাতীত মহাকালে;
শুচি নির্ম্মল অসীম আলোর
বিরাট্ বৃত্ত মনে হলো মোর,
শান্তোজ্জ্বল স্থির সে মুরতি আলোকের জটাজালে।
নিম্নে গহন ছায়া হেরি সুবিশাল,
গ্রহচক্রেতে বিতাড়িত যেথা কাল,
বৎসর, মাস, ঘণ্টা ও দিন, পল আর অনুপল
রূপ ধরি শুধু ঘুরিতেছে অবিরল।†
দেখিনু সেই সে কালের ছায়ায় ছুটিতেছে অহরহ
সংসার তার অনুযাত্রীর সহ।‡

কয়েকজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এই কল্পনাকে দার্শনিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পারমেনিদিস্ এই মহাকালের কথা বলিয়াছেন। হেরাক্লিটাসের দর্শনে শাশ্বত বলিয়া কিছু না থাকিলেও, তিনি বলিয়াছেন, "জগৎ অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে চিরজীবন্ত-অগ্নিরূপে।" কিন্তু অগ্নি চিরপরিবর্ত্তমান, সুতরাং তাহার নিত্যত্ব কোনও দ্রব্যের নিত্যত্ব নহে, পরিবর্ত্তনধারার নিত্যত্ব।

---

[১] Vaughan.

* Quoted in Bertrand Russel's *History of Western Philosophy*, p. 65.

† "যস্মাৎ অর্বাক্ সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে"—যাহার নিম্নে সংবৎসর অহোরাত্রের সহিত পরিবর্তিত হয়। বৃ. আ. উপনিষদ্. ৪. ৪।১৬।

‡ কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের অনুবাদ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও দর্শনের মতো নিত্যত্বের সন্ধান করিতেছে, কিন্তু একটির পর একটি তাহার সিদ্ধান্ত ধূলিসাৎ হইতেছে। রসায়নশাস্ত্র প্রমাণ করিয়াছিল, দ্রব্যের ধ্বংস হয় না। অগ্নিতে দ্রব্যের ধ্বংস হয় বলিয়া প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র, পরমাণুর ধ্বংস হয় না। কিন্তু Radio-activityর আবিষ্কার হইতে দেখা গেল, পরমাণুরও ধ্বংস হয়। তখন বিজ্ঞান বলিল, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে পরমাণু গঠিত হয়; তাহাদের ধ্বংস হয় না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনও পরস্পরের দেখা হইলে বিপুল শব্দে ফাটিয়া যায়, তখন আর নূতন কোনও দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন শক্তির তরঙ্গে পর্য্যবসিত হইয়া আলোর গতিবেগে বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন শক্তিকেই অবিনশ্বর বলা হইল। কিন্তু এই শক্তি সাধারণ দ্রব্য বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা নহে। ইহা প্রাকৃতিক ক্রিয়ার একটা ধর্ম্ম মাত্র। ইহাকে হেরাক্লিটাসের অগ্নির সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহা 'যাহা জ্বলে', তাহা নহে, জ্বলনক্রিয়া। 'যাহা জ্বলে' তাহা আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্র হইতেও নিত্যত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে গ্রহ, উপগ্রহের জন্ম। সূর্য্যের উৎপত্তি নীহারিকা হইতে। কোটি কোটি বৎসর ইহারা বর্ত্তমান আছে। আরও কোটি কোটি বৎসর সম্ভবতঃ থাকিবে। কিন্তু তারপর? জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন, আজই হউক, কালই হউক ইহাদেরও ধ্বংস হইবে—যদি তাঁহাদের গণনায় কোনও ভুল না থাকে।

গণনায় ভুল হয়তো নাই। হেরাক্লিটাস্ অগ্নিতে সৃষ্টির বিলয়ের কথা বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও সৃষ্টির পরে প্রলয়, এবং প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টির কথা হেরাক্লিটাসের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয় কালের জগতের, ব্যবহারিক জগতের। পারমার্থিক জগতে, অ-কালের জগতে সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই। পারমেনিদিসের পরে প্লেটো সেই পারমার্থিক জগতের কথা বলিয়াছিলেন। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জগতের জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়পথে। ইন্দ্রিয়গণ কালের শাসনাধীন। পারমার্থিক জগৎ,—বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ,—স্থির ও নিশ্চল, দেশ ও কালের অতীত; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই।

কিন্তু অ-কাল ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ কি? এক শ্রেণীর দার্শনিক কালকে মিথ্যা বলিয়াছেন। কালের ভ্রম হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালের অস্তিত্ব নাই। অন্য পক্ষ বলেন কালই একমাত্র সত্য পদার্থ, কাল হইতেই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। তাহার বিরাট্ বক্ষে অতীত সুপ্ত আছে; বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হইয়া সেই বক্ষেই আশ্রয়লাভ করিতেছে। ভূত ও বর্ত্তমান বক্ষে ধারণ করিয়া কাল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সিনেমার ফিল্মে যেমন পূর্ব্বাপর ঘটনা সমস্তই রক্ষিত থাকে, কালের ফিল্মেও সমস্তই তেমনি রক্ষিত হইতেছে; কাল এইজন্য ক্রমাগতই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। অকালের অস্তিত্ব নাই, উহা কবির কল্পনামাত্র।

[৬]

এম্‌পিডক্লিজ

এম্‌পিডক্লিজ সিসিলি দ্বীপে এগ্রিজেন্টাম নগরের অধিবাসী ছিলেন (৪৯০–৪৩০ খৃ. পূ.)। রাজনীতিবিদ্‌, চিকিৎসক ও কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি অনেক অতিপ্রাকৃত কর্ম্ম করিতে পারিতেন বলিয়াও লোকের বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। কথিত আছে, তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আপনার দেবত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ইত্‌না আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

পারমেনিদিসের মতো এম্‌পিডক্লিজও তাঁহার গবেষণার ফল কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পারমেনিদিস্‌ বলিয়াছিলেন, ব্যবহারিক জগতের অন্তরালে যে সত্য পদার্থ আছে, তাহা গোলাকার, চিরস্থায়ী, অচঞ্চল ও নিরবকাশ। কিন্তু সেই নিশ্চল চিরস্থায়ী পদার্থ হইতে এই গতিশীল নশ্বর জগতের উদ্ভব হইল কিরূপে? এই জগতের বৈচিত্র্য ও গতি কোথা হইতে আসিল? ঐ গোলক যদি একজাতীয় পদার্থদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে গতি অসম্ভব, অন্ততঃ গতি ও স্থিতি সমান হইয়া যায়। কিন্তু যদি কতিপয় মূলপদার্থ লইয়া গোলক গঠিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ-দ্বারা ব্যবহারিক জগতের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। এম্‌পিডক্লিজ এই ভাবেই জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য পদার্থ যদি একমাত্র হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার কখনই উৎপত্তি হইতে পারে না। সত্য পদার্থ যদি বহু হয়, তাহা হইলে নিত্যত্ব ও পরিবর্ত্তন উভয়ের ব্যাখ্যাই সম্ভবপর হয়। তাই এম্‌পিডক্লিজ সিদ্ধান্ত করিলেন, জগতের উপাদান[১] স্বরূপে অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, তাহা একাধিক মৌলিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত, এবং সেই মৌলিক দ্রব্যসমূহের বিভিন্ন অনুপাতে সংযোগে জগতের উৎপত্তি। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ (অগ্নি) ও মরুৎ, এই চারিটি মৌলিক দ্রব্য। তাহারা অবিনশ্বর। এখনও তাহারা যাহা, চিরকালই তাহাই তাহারা আছে। তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সমবায়ে (পিণ্ডীকরণ) বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু মৌলিক দ্রব্যে গতির উৎপত্তি হয় কিরূপে? সর্ব্বত্র যে সংযোগ ও বিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? জগতে যে শক্তির ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করা যায়, হেরাক্লিটাস্‌ অগ্নিকে তাহার কারণ বলিয়াছিলেন; কিন্তু এম্‌পিডক্লিজের মতে অগ্নি মৌলিক দ্রব্যসমূহের মধ্যে একটিমাত্র, সুতরাং তাহাদ্বারা উৎপত্তি ও ধ্বংসের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। এইজন্যই ভৌতিক দ্রব্যে গতির ব্যাখ্যার জন্য এম্‌পিডক্লিজ ভৌতিক পদার্থের অতিরিক্ত তত্ত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ভৌতিক পদার্থের যেমন সংযোগ

---

১ Matter.

আছে, তেমনি তাহাদের বিশ্লেষণও আছে। জীবের উৎপত্তির সময় তাহারা সংযুক্ত হয়, মৃত্যুতে বিশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং এম্‌পিডক্লিজ গতির দুইটি কারণের কল্পনা করেন—রাগ[১] ও দ্বেষ[২]। মৌলিক দ্রব্যগুলি সকলেই এই দুই শক্তির প্রভাবাধীন। রাগ-কর্ত্তৃক তাহাদের সংযোগ ও দ্বেষ-কর্ত্তৃক বিয়োগ সাধিত হয়। এই দুই শক্তি মৌলিক দ্রব্যের গুণ নহে, তাহারা স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। কখনও রাগ প্রবল হয়, কখনও বা দ্বেষ। যখন দেহের সমস্ত অঙ্গ রাগের প্রভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করে, তখন জীবনে পরিপূর্ণ রাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বেষের প্রভাবে তাহাদের ঐক্যতান ছিন্ন হইয়া যখন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন জীবন-তরঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়। ভৌতিক পদার্থ চতুষ্টয়ের মতো রাগ ও দ্বেষও শাশ্বত। সুতরাং এম্‌পিডক্লিজের মতে শাশ্বত তত্ত্বের সংখ্যা ছয়টি।

জগতে পর্য্যায়ক্রমে রাগ ও দ্বেষের প্রভাবের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। জগতের পরিবর্ত্তন-রাজির মূলে কাহারও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা নাই ; তাহারা নিয়ন্ত্রিত হয় যদৃচ্ছা[৩] ও নিয়তি[৪]-দ্বারা। রাগ ও দ্বেষের প্রভাব চক্রের মত পরিবর্ত্তনশীল। রাগ যাহাদিগকে সংযুক্ত করে, দ্বেষ তাহাদিগকে বিযুক্ত করে ; দ্বেষ যাহাদিগকে বিযুক্ত করে, রাগ তাহাদিগের সংযোগ বিধান করে। আদিতে রাগেরই রাজত্ব ছিল। তখন ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও মরুৎ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলিয়া সৃষ্টির সম্ভব হয় নাই। দ্বেষের আবির্ভাবের ফলে তাহাদের ঐক্যবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে, এবং তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। কিন্তু রাগের শক্তি সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত না হওয়ায় বিচ্ছেদ সম্পূণ হইতে পারে নাই। তখন বিশ্বের সৃষ্টি হইল। সীমাবদ্ধ-দ্বেষ-কর্ত্তৃক অংশতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও, বিভিন্ন অংশ তখন সমগ্রভাবে একীভূত ছিল। যখন রাগ সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন বিচ্ছেদও সম্পূর্ণ হয়, এবং বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রলয়ের পরে রাগ শক্তিসঞ্চয় করিয়া আবার প্রবল হইয়া উঠে, তখন নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এইরূপে চক্রবৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে।

এম্‌পিডক্লিজের মতে জগৎ গোলাকার। সত্যযুগে দ্বেষ ছিল এই গোলকের বাহিরে, রাগ ছিল ভিতরে। ক্রমে দ্বেষ ভিতরে প্রবেশ লাভ করে এবং রাগ বহিষ্কৃত হয়। আবার রাগ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বেষকে বহিষ্কৃত করে। বিশ্বের ইতিহাস অভিব্যক্তির ইতিহাস, সংঘর্ষ ও সঙ্গতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের ইতিহাস।

মানব বিশ্বগোলকের প্রতিরূপ। মৌলিক চারিটি পদার্থ তাহাতে সম্মিলিত হইয়া রাগ ও দ্বেষের অধীনে আসে ; মানব নিজেও রাগ ও দ্বেষের প্রভাবের অধীন। বিশ্বের মূল উপাদানে গঠিত বলিয়া মানুষও বিশ্বের প্রত্যেক দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। স্বরূপে আমরা যাহা, তাহাই আমরা জানিতে পারি। সদৃশ পদার্থ-কর্ত্তৃক সদৃশ পদার্থ জ্ঞাত হয়। ক্ষিতিদ্বারা আমরা ক্ষিতিকে জানি, জলের দ্বারা জলকে, বায়ুদ্বারা বায়ুকে এবং অগ্নিদ্বারা অগ্নিকে। প্রেমদ্বারা আমরা প্রেমকে জানি, বিদ্বেষদ্বারা বিদ্বেষকে।*

---

[১] Love. [২] Hate. [৩] Chance. [৪] Necessity.

* "সদৃশ বস্তুদ্বারা সদৃশ বস্তু জানা যায়," এম্‌পিডক্লিজের এই মত দৃশ্যতঃ নিতান্তই স্থূল হইলেও, ইহার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা বলা যায় না। বিশ্ব, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও মরুৎ এই চারি উপাদানে

এম্‌পিডক্লিজ ঈশ্বরতত্ত্বেরও আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে তিনি পবিত্র, বাক্যের অতীত চিৎপদার্থ[১] রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রুতগামী চিন্তাদ্বারা ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু বিশ্বের অপরিহার্য্য অংশরূপে এম্‌পিডক্লিজ ঈশ্বরের কল্পনা করেন নাই। জীবনের অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় চিন্তাকে[২]ও তিনি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন মনে করিতেন। আত্মাকে তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া মনে করেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পাইথাগোরাসের মতই তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার স্বকীয় বিভিন্ন জন্মের কথাও বলিয়াছেন। এক জন্মে তিনি কুম্ভীর, অন্য জন্মে মৎস্য, তাহার পূর্ব্বে পক্ষী ছিলেন। এক জন্মে যে তিনি গুল্ম ছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন।

এম্‌পিডক্লিজ কেবল দার্শনিক ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে বায়ুকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া আবিষ্কার করেন। ইহার প্রমাণ এই ভাবে দিয়াছিলেন :

যখন কোনও একটি শূন্য জলপাত্র উপুড় করিয়া জলের মধ্যে স্থাপন করা যায়, তখন দেখা যায় পাত্রের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। পাত্রের মধ্যস্থ বাতাসই জলের প্রবেশে বাধা দেয়। তিনি কেন্দ্রানুগ শক্তির[৩] বিষয়ও অবগত ছিলেন। দড়ি-বাঁধা একটি জলপূর্ণ পাত্র যদি দড়ি ধরিয়া চারিদিকে ঘোরানো যায়, দেখা যায়, পাত্রের জল পড়িয়া যায় না। ইহা হইতে কেন্দ্রাভিমুখী গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্-জগতে যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, তাহা এম্‌পিডক্লিজ জানিতেন। অভিব্যক্তি ও যোগ্যতমের স্থিতিসম্বন্ধেও তাঁহার একটা স্থূল মত ছিল। তিনি বলিয়াছেন : প্রথমে অসংখ্যজাতীয়, অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট জীবসকল পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। গ্রীবা-হীন মস্তক, স্কন্ধহীন বাহু, কপালবিহীন চক্ষু,—শরীরের বিভিন্ন অংশ—ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য। এই সমস্ত অঙ্গের যদৃচ্ছাক্রমে মিলনের ফলে ভীষণাকৃতি জীবসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও ছিল বহু বাহু ; কাহারও মুখ ছিল একদিকে, বক্ষ তাহার বিপরীত দিকে ; কাহারও ছিল মানুষের মুখ,

---

গঠিত। আমাদের দেহেরও এই চারি উপাদান ; এইজন্যই বিশ্বের জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। ইহাই এম্‌পিডক্লিজ বলিয়াছেন। এইভাবে প্রকাশিত হইলে, এই মতের কোনও মূল্য আছে বলা যায় না। কিন্তু স্যর উইলিয়াম হ্যামিল্টন ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া ইহার উপরই তাঁহার প্রতিরূপক প্রত্যক্ষবাদের (Representative Perception) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের মনের সহিত বাহ্য বস্তুর কোনও সাদৃশ্য নাই ; সুতরাং বাহ্য বস্তুর সহিত মনের সংস্পর্শ হইতে পারে না। মনের সহিত সংস্পর্শ হয় বাহ্য বস্তুর প্রতিরূপের (images)। এই সকল প্রতিরূপ মানসিক বস্তু ; এবং ইহাদেরই জ্ঞান মনে উৎপন্ন হয়। তাহারা মনের সদৃশ বলিয়াই এই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়। বাহ্যবস্তু জড়, মন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিজাতীয় পদার্থ ; সেইজন্য তাহাদের অব্যবহিত জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। জ্ঞান হয় তাহাদের প্রতিরূপের। ডাঃ রীড্ হ্যামিল্টনের এই মতের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

[১] Mind. [২] Thought. [৩] Centrifugal force.

পশুর দেহ ; কাহারও পশুর মুখ, মানুষের দেহ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবও ছিল। এই সমস্ত জীবের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সামান্য কয়েকটি টিকিয়া থাকে।

চন্দ্রের যে নিজের জ্যোতি নাই, অন্যের জ্যোতিতে চন্দ্র আলোকিত হয়, তাহা এম্‌পিডক্লিজের জানা ছিল। সূর্য্যসম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ ধারণা ছিল। আলো আসিতে যে সময় লাগে, তাহা তিনি জানিতেন, এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে চন্দ্রের অবস্থিতির জন্য যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন।

ইটালীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়েই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাতন্ত্র-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এম্‌পিডক্লিজ আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে পাপের জন্য অনুতাপও করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বহু জন্ম ধরিয়া যাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে, দেবতাদিগের মধ্যে তাহারা চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হয়। তাহারাই পরে পৃথিবীতে ধর্ম্মগুরু, কবি, চিকিৎসক অথবা নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে তাহারা মানবীয় দুঃখকষ্ট ও অদৃষ্টের কশাঘাত হইতে মুক্ত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে আনন্দে বাস করে।

সত্তা[১] ও শক্তি[২] দুইটি পদার্থ। সত্তা নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প। শক্তি গতি ও পরিবর্ত্তনের জননী। এলিয়াটিকগণ কেবল সত্তাই স্বীকার করিয়াছিলেন, শক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে শক্তির পরিচায়ক গতি ও পরিবর্ত্তনের অস্তিত্বই নাই। জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা অলীক মায়া। হেরাক্লিটাস্ গতি ও পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অবিনশ্বর সত্তা তিনি কোথাও দেখিতে পান নাই। এম্‌পিডক্লিজ এই দুই মতের সমন্বয়-বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি সমন্বয়বাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। তিনি সত্তা ও শক্তি উভয়ই স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই জগতের উপাদানের[৩] সঙ্গে গতি ও পরিবর্ত্তনের মূল রাগ ও দ্বেষ নামে দুইটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডগোলক[৪] নিশ্চল সত্তা। তাহার মধ্যে রাগ ও দ্বেষ প্রবেশ করিয়া গতি ও পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। এলিয়াটিকদিগের মূল এক পদার্থ তাঁহার হস্তে চারি পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। এই চারি পদার্থ এলিয়াটিক একের মতই স্থিতিশীল[৫]। সেই স্থিতিশীলতা দূর করিবার জন্য রাগ ও দ্বেষের কল্পনা। পরমাণুবাদিগণের হস্তে এই কল্পনা কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, পর পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাইব।

[৭]

পরমাণুবাদ

পরমাণুবাদিগণ এম্‌পিডক্লিজের মতো এলিয়াটিক ও হেরাক্লিটিক তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সমন্বয়-প্রণালী এম্‌পিডক্লিজের প্রণালী হইতে ভিন্ন

---

১ Being. ২ Force. ৩ Matter. ৪ Sphere. ৫ Static.

প্রকারের। লিউকিপ্পাস্ ও ডেমোক্রিটাস্ পরমাণুতত্ত্বের আবিষ্কর্তা। লিউকিপ্পাস্ ডেমোক্রিটাসের পূর্ববর্তী। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আরিষ্টটল্ তাঁহাকেই পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দর্শনের জন্মভূমি মিলেটাস নগরে সম্ভবতঃ তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ আরিষ্টটল্ তাঁহার শিষ্য ডেমোক্রিটাসের নিকট হইতেই তাঁহার মত অবগত হইয়াছিলেন।

ডেমোক্রিটাস্ ৪২০ খৃ. পূ. অব্দে থ্রেস প্রদেশে আবদেরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। তিনি বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। সিসিরো প্লেটোর বক্তৃতাশক্তির সহিত তাঁহার বক্তৃতাশক্তির তুলনা করিয়াছেন। ১০৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেলার[১] বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক দার্শনিকদিগের অপেক্ষা তাঁহার পাণ্ডিত্য অধিক ছিল, এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তিতেও তিনি তাঁহাদিগের অধিকাংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ডেমোক্রিটাস্ সক্রেটিস্ ও সোফিষ্টদিগের সমসাময়িক ছিলেন। সোফিষ্ট প্রোটাগোরাস্ যখন এথেন্সে গমন করেন, তখন এথেন্সবাসিগণ তাঁহাকে আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কিন্তু ডেমোক্রিটাস্ লিখিয়াছেন, তিনি যখন এথেন্সে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। তাঁহার দর্শন বহু দিন যাবত এথেন্সে অবজ্ঞাত ছিল। প্লেটো কোথাও ডেমোক্রিটাসের নামের উল্লেখ করেন নাই। একজন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডেমোক্রিটাসের উপর প্লেটোর এতই অশ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিলেই ভাল হয়।

আরিষ্টটল্ পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"এলিয়াটিকগণ পদার্থের বহুত্ব ও গতি স্বীকার করিতেন না। কেন-না, শূন্য দেশের[২] কল্পনা ব্যতীত বহুত্ব ও গতির ধারণা হয় না। কিন্তু শূন্য দেশের ধারণা করা অসম্ভব। লিউকিপ্পাস্ স্বীকার করেন যে, শূন্য দেশ না থাকিলে গতির সম্ভব হয় না। কিন্তু গতি ও পরিবর্তনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যখন অসম্ভব, তখন পূর্ণ দেশের[৩] পার্শ্বে শূন্য দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই, তাঁহার মতে, গতি ও পরিবর্তনের অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়। সুতরাং পারমেনিদিসের রন্ধ্রহীন গতিহীন সত্তার একত্বের স্থলে পরমাণুবাদিগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্রব্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দ্রব্যগুলি এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখা অসম্ভব। তাহারা সকলেই গুণে সদৃশ, কিন্তু পরিমাণে বিভিন্ন। শূন্য-দেশে তাহারা বিচরণ করে। তাহাদের সংযোগ, বিয়োগ ও পরস্পরের উপর ক্রিয়ার ফলে বাস্তব জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি।"

উপরি-উক্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য দ্রব্যগুলিই পরমাণু। পরমাণুবাদিগণের মতে জগৎ এই সমস্ত মৌলিক অবিভাজ্য, অবিকার্য্য পরমাণুদ্বারা গঠিত। তাহারা সকলেই এক-গুণবিশিষ্ট, কিন্তু তাহাদের পরিমাণ (ওজন, আকৃতি ও আয়তন) বিভিন্ন। জড় দ্রব্যের তাহারা অবিভাজ্য অংশ। যেটুকু স্থান ব্যাপিয়া তাহারা থাকে, তাহার সমস্তটুকুই তাহাদের

---

[১] Zeller. [২] Empty space. [৩] Full space.

দ্বারা ব্যাপ্ত, মধ্যে অবকাশ নাই। চাপ দিয়া তাহাদিগকে ছোট করা যায় না। পরমাণু দিগের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ আছে। পরমাণুদিগের পরিমাণ যদিও বিভিন্ন, তাহা-দিগের মধ্যে গুণের ভেদ না থাকায়, পারমেনিদিসের বিশুদ্ধ সত্তার তাহারা সমধর্ম্মী; কিন্তু এম্পিডক্লিজের চারিটি মূল পদার্থ গুণে বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের সহিত তাহাদের মিল নাই। পরমাণুবাদীদিগের মতে বিশ্বে পরিমাণের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু অন্য কোনও বিভিন্নতা নাই। গুণের বিভিন্নতা যাহা লক্ষিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন, তাহার বাস্তবতা নাই।

জড়ের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশরূপে স্বকীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক পরমাণুকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক্ হইয়া স্বকীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই পার্থক্যরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ-বিভিন্ন-ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্য পদার্থের আবশ্যক, যাহা প্রত্যেক পরমাণুর সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। এই পদার্থই শূন্য দেশ; বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে ইহার অবস্থিতি। ইহাই এক পরমাণুকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক্ রাখে। আরিষ্টটল্ বলেন, লিউকিপ্পাস্ ও ডেমোক্রিটাস্ 'পূর্ণ' ও 'শূন্য' দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রথম পদার্থকে তাঁহারা সৎ[১] ও দ্বিতীয় পদার্থকে অসৎ[২] বলেন। সুতরাং অসতের অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন। প্লুটার্ক[৩] বলেন, ডেমোক্রিটাসের মতে অবস্তু[৪] অপেক্ষা অধিক সত্য কিছু নাই। বস্তুর সংখ্যা অগণ্য। তাহাদের প্রত্যেকেই অবিভাজ্য। তাহাদের মধ্যে শূন্য দেশ থাকিতেই হইবে; সুতরাং পূর্ণ ও শূন্য দেশ যেমন পরস্পরবিরোধী, তেমনি পরস্পরসাপেক্ষ। পূর্ণ দেশ সৎ, শূন্য দেশ অসৎ।

এম্পিডক্লিজের মতে জগতের উপাদান ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, ও অগ্নি স্বরূপতঃ গতি-হীন। তাহাদের মধ্যে যে গতি ও বিকার লক্ষিত হয়, তাহার কারণস্বরূপ এম্পিডক্লিজ রাগ ও দ্বেষ নামে দুইটি নূতন তত্ত্বের কল্পনা করিয়াছিলেন। ডেমোক্রিটাস্ ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ ও অগ্নির স্থলে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনবিশিষ্ট অসংখ্য পরমাণুকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন। এই পরমাণুদিগের স্বভাবের মধ্যেই গতি ও বিকারের কারণ নিহিত আছে, ইহাই তাঁহার মত। পরমাণুদিগের সংযোগ ও বিয়োগের ফলে চেতন ও অচেতন বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি হয়। পরমাণুদিগের মধ্যে অবকাশের অস্তিত্ববশতঃই সংযোগ ও বিয়োগ সম্ভবপর। আবার তাহারা যদি নিশ্চেষ্ট হইত, তাহা হইলেও সংযোগ ও বিয়োগের সম্ভাবনা থাকিত না। তাহারা স্বভাবতঃই গতিশীল এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ আছে বলিয়াই, সংযোগ ও বিয়োগ সম্ভবপর হয়।

আরিষ্টটল্ বলেন, পরমাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুদিগের মধ্যে তাপের ও ভারের তারতম্য আছে। অগ্নির উপাদান গোলাকৃতি পরমাণুর তাপই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পর-মাণুদিগের কোনটি অপেক্ষাকৃত ভারী, কোনটি লঘু। কিন্তু ভারের তারতম্য পরমাণু-বাদিগণ প্রথমে স্বীকার করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পরমাণুগণ যে গতিশীল, চিরকালই গতিবিশিষ্ট, এ সম্বন্ধে পরমাণুবাদের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতভেদ নাই; কিন্তু আদিতে তাহাদের যে গতি ছিল, তাহার প্রকৃতিসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও

---

[১] Being. [২] Non-being. [৩] Plutarch. [৪] Nothing.

মতে পরমাণুগণ চিরকালই নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে ; ভারী পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণু অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে পড়িতেছে। সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে লঘুতর পরমাণুদিগের সংঘর্ষ ঘটে, এবং সেই সংঘর্ষের ফলে পরমাণুগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে এপিকিউরাস্ যে এই মত পোষণ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, লিউকিপ্পাস্ ও ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণুদিগের ওজন ছিল না। তাঁহাদের মতে পরমাণুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল এবং যদৃচ্ছাক্রমে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে। ডেমোক্রিটাস্ বলিয়াছেন, অসীম শূন্যে উপর নিচু বলিয়া কিছু নাই ; নিবাত স্থলে সূর্য্যকিরণে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়, পরমাণুর গতিও তেমনি। পরমাণুদিগের সংঘর্ষের ফলে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় ; এই আবর্ত্ত হইতে গতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই গতি হইতে নানাবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

পরমাণুবাদিগণ জগতের সমস্ত ঘটনাই যদৃচ্ছার[১] ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নিয়তিবাদী ছিলেন। তাঁহাদের মতে কারণ ব্যতীত কিছুই ঘটে না। কোনও ঘটনা যে বিনা কারণে যদৃচ্ছাবশতঃ ঘটিতে পারে, ইহা ডেমোক্রিটাস্ স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় ; এবং প্রত্যেক ঘটনাই অবশ্যম্ভাবী[২]। জগৎ আদিতে যাহা ছিল, তাহা হইতে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু আদিম অবস্থা জগতের কেন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে লিউকিপ্পাস্ কোনও কারণের নির্দ্দেশ করেন নাই। এই অবস্থার কারণস্বরূপে তিনি যদৃচ্ছার নির্দ্দেশ হয়তো করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতের আবির্ভাবের পরে তাহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক অবস্থাই যান্ত্রিক নিয়মদ্বারা[৩] নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই তাঁহার মত। লিউকিপ্পাস্ ও ডেমোক্রিটাস্ পরমাণুদিগের প্রাথমিক গতির কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়া আরিষ্টটল্ তাঁহাদের ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের একটা আরম্ভ থাকিবেই, এবং যেখানেই সেই সম্বন্ধের আরম্ভ হউক না কেন, আদি কারণের কোনও কারণের নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। কোনও স্রষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই স্রষ্টিকর্ত্তার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরমাণুবাদিগণের মতের যতটা মিল আছে, ততটা প্রাচীন কোনও মতের নাই।

সৃষ্টির মূলে কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া, পরমাণুবাদিগণ স্বীকার করেন নাই। পরমাণুতে গতিসঞ্চারের জন্য, এবং তাহাদের সন্নিবেশের জন্য কোনও বুদ্ধিমান্ পুরুষের প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। পরমাণুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল, সুতরাং তাহাদের গতির কারণস্বরূপ অন্য কোনও তত্ত্বের প্রয়োজন নাই। তাহাদের সৃষ্টির পরে তাহাদের বিভিন্ন সন্নিবেশ তাহাদের স্বরূপদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। উদ্দেশ্য বলিতে ভবিষ্যতের এমন ঘটনা বোঝায়, যাহার সংঘটনের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের ইচ্ছাকৃত কার্য্য এইরূপ উদ্দেশ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে পরমাণুবাদিগণ কোন উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করেন নাই। কোন্ নিয়মানুসারে জাগতিক ব্যাপারসকল সংঘটিত হয়, তাঁহারা তাহারই সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে রাসেল

---

১ Chance. ২ Necessary. ৩ Mechanical principles.

লিখিয়াছেন, "উদ্দেশ্যের প্রশ্ন সৎ-পদার্থের[১] বিশিষ্ট অংশসম্বন্ধে করা যাইতে পারে, কিন্তু সমগ্রসম্বন্ধে এরূপ প্রশ্নের অবকাশ নাই। জগতের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যায়[২] এক জন স্রষ্টি-কর্ত্তার কল্পনা করিতে হয়। সেই স্রষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য প্রকৃতির কার্য্যদ্বারা সাধিত হইতেছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু স্রষ্টিকর্ত্তার কল্পনাদ্বারাও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না, 'কেন'র নিবৃত্তি হয় না। তিনি আছেন কেন? কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার অস্তিত্ব? সে উদ্দেশ্য কাহার? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক অর্থ করিতে হইলে, মনে করিতে হইবে, স্রষ্টিকর্ত্তাকেও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য স্রষ্টি করা হইয়াছে; অর্থাৎ স্রষ্টিকর্ত্তারও একজন স্রষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদার্থের আভ্যন্তরীণ অংশের সম্বন্ধেই উদ্দেশ্যের অবতারণা করা সম্ভবপর, সমগ্র সৎপদার্থসম্বন্ধে নহে।" জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাসম্বন্ধেও ঐ এক কথাই প্রযোজ্য। কোনও বিশেষ ঘটনার কারণরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত ঘটনার কারণস্বরূপ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনান্তরের উল্লেখ সম্ভবপর। এইরূপে অনবস্থা চলিতে থাকিবে। কিন্তু সমগ্র জগতের কারণ কি, বলিতে হইলে একজন স্বয়ম্ভু স্রষ্টিকর্ত্তার উল্লেখ করিতে হয়, যিনি জগৎ-যোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনি। প্রত্যেক প্রকারের কারণেরই প্রারম্ভ স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কারণসম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পরমাণু-বাদিগণ যে পরমাণুদিগের চঞ্চলতার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, ইহা তাঁহাদের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদন[৩]-সম্বন্ধে পরমাণুবাদীদিগের মত উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান-কালে অনেকে এই মতাবলম্বী। সংবেদন সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের উপর। কোনও দ্রব্য যে মিষ্ট অথবা তিক্ত, উষ্ণ অথবা শীতল, লঘু অথবা ভারী বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ ইহা নহে যে, উক্ত দ্রব্য স্বরূপতঃ ঐরূপ; বাহ্য দ্রব্যের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগের (মাত্রাস্পর্শ) ফলে, আমাদের মনে যে অনুভূতির উদ্রেক হয়, তাহাই উহার কারণ। এই মতের আধুনিক ব্যাখ্যাতাগণের মতে বাহ্য দ্রব্যের মধ্যে আমাদের অনুভূতির অনুরূপ গূঢ় গুণের অস্তিত্ববশতঃই আমাদের অনুভূতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রাচীন পরমাণুবাদিগণ বাহ্য দ্রব্যে গুণের বিভেদ স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের মতে পরিমাণগত[৪] ভেদের জন্যই বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। পরিমাণ-গত ভেদবশতঃ ইন্দ্রিয়ের উপর বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রিয়ার প্রকৃতি বিভিন্ন হয়, এবং সেই বিভিন্নতাই অনুভূতির বিভিন্নতার কারণ।

প্রত্যক্ষের কর্ত্তা মন অথবা জীবাত্মা ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণুদ্বারা গঠিত। এই সমস্ত পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, মসৃণ ও চঞ্চল। অগ্নির উপাদান যে সমস্ত পরমাণু, তাহারা জীবাত্মারও উপাদান বলিয়া তিনি এই সমস্ত পরমাণুকে 'আগ্নেয় পরমাণু' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আগ্নেয় পরমাণসকল বিশ্বের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যাবতীয় চেতন পদার্থে তাহারা বর্ত্তমান, কিন্তু মানবশরীরেই তাহারা অধিক সংখ্যায় মিলিত হইয়াছে।

---

১ Reality.
২ Teleological explanation.
৩ Sensation.
৪ Quantitative.

বাহ্য পদার্থ হইতে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিয়া তাহাতে গতির সৃষ্টি করে, এই গতি আগ্নেয় পরমাণুতে সংক্রামিত হয়। বাহ্য দ্রব্য হইতে নির্গত পদার্থকে ডেমোক্রিটাস্ 'প্রতিকৃতি' নাম দিয়াছেন। তাহাদিগকে বাহ্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। আগ্নেয় পরমাণুর উপর অঙ্কিত তাহাদের প্রতিরূপই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অথবা বলা যাইতে পারে যে, বাহ্য দ্রব্য হইতে নির্গত তাহাদের সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি ইন্দ্রিয়ের উপর পতিত হইয়া আগ্নেয় পরমাণুতে যে চঞ্চলতার সৃষ্টি করে, তাহাদ্বারাই বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মে। ডেমোক্রিটাসের জড়বাদ এইরূপে জ্ঞানকে জড়ের সহিত জড়ের স্পর্শদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া জড়ের ক্রিয়ায় পরিণত করিয়াছে। জড় হইতে বিভিন্ন কোনও পদার্থের উল্লেখ এই ব্যাখ্যায় নাই। এই মতদ্বারা প্রাচীন দর্শন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইংরাজ দার্শনিক লক্ এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

মানবজাতির ইতিহাসে ডেমোক্রিটাসের স্থান অতি উচ্চে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার পরমাণুবাদ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আধুনিক রসায়ন এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসকলের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা আর কেহই করেন নাই। দার্শনিক জগতে তাঁহার স্থান প্লেটো ও আরিষ্টটলের সমান। বহিঃস্থ কোনও শক্তির কল্পনা না করিয়া জড়ের স্বকীয় গুণদ্বারা তাহার কার্য্যের ব্যাখ্যার চেষ্টা পরমাণুবাদের প্রধান গৌরব। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের আবিষ্কারের ফলে পরমাণুবাদের রূপ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও, ইহার মূল সত্য এখন পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হয় নাই। ডেমোক্রিটাসই প্রথমে জগতের শক্তিমূলক[১] ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন। জগৎ যে অতি সূক্ষ্ম-অণুপুঞ্জদ্বারা গঠিত, এবং যাবতীয় দ্রব্যই যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দর্শনে এই দুইটি তাঁহার প্রধান দান। কিন্তু তাঁহার দর্শনে একটি বিষম ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে, তাহারা অবিভাজ্য, এবং তাহারা কোনও স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে না। সুতরাং তাহাদের হইতে কিরূপে স্থানব্যাপী দ্রব্যের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই। জগৎ হইতে উদ্দেশ্যমূলক কারণের[২] নির্বাসনও তাঁহার দর্শনের ত্রুটি বলিয়া কথিত হয়।*

---

[১] Dynamic.

[২] Final cause.

* ভারতবর্ষে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়সূত্র গৌতমরচিত। বৈশেষিকসূত্রের রচয়িতার নাম কণাদ। উভয়েই মহর্ষি বলিয়া কথিত। তাঁহাদের মতে পরম অণু অর্থাৎ যাহার পরিমাণ ক্ষুদ্রত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু কল্পনা করা যায় না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু নিরবয়ব; তাহার অংশ নাই। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। ত্রসরেণু প্রত্যক্ষ দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, কিন্তু পরমাণু অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষের অযোগ্য। পরমাণুসকল ক্রিয়াবান্ (নিরবয়বঃ ক্রিয়াবান্ পরমাণুঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রীক পরমাণুবাদিগণের সহিত পরমাণুর শক্তিমত্তা ও ক্রিয়াবত্তাসম্বন্ধে ভারতীয় পরমাণুবাদের মিল আছে। ন্যায়দর্শনে মনকেও পরমাণু বলা হইয়াছে। পরমাণু দ্বিবিধ—ভূত পরমাণু

[৮

আনক্সাগোরাস

খৃ. পূ. ৪৫০ অব্দে যবন দেশে ক্লাসোমিন্ নগরে আনক্সাগোরাস্ এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেরিক্লিসের বন্ধু ছিলেন, এবং ত্রিশ বৎসর এথেন্সে বাস করিয়াছিলেন। এথেন্সে সভ্যতার উন্নতির জন্য পেরিক্লিসের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই কার্য্যে সহায়তার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি আনক্সাগোরাস্কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যে-সংস্কৃতিতে মানুষ অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা উন্নততর সংস্কৃতির প্রবর্ত্তনে তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে। এথেন্সেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পেরিক্লিসের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার শত্রুগণ নানা দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। যে ফিদিয়াস্কে তিনি দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শত্রুগণ বলিতে লাগিল, তিনি মূর্ত্তিনির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত স্বর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। যাহারা পারমার্থিক বিষয়ে নূতন মত প্রচার করিত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত না, তাহাদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার জন্য পেরিক্লিসের শত্রুগণের চেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ হইল। সূর্য্য উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড এবং চন্দ্রের দেহ মৃত্তিকানির্ম্মিত বলিয়া প্রচার করিতেছেন বলিয়া শত্রুগণ আনক্সাগোরাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারের ফল কি হইয়াছিল, জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ পেরিক্লিসের সাহায্যে আনক্সাগোরাস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি যবন দেশে ফিরিয়া গিয়া তথায় একটি চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন।

আনক্সাগোরাস্ দার্শনিক হিসাবে খুব বড় না হইলেও দর্শনের ইতিহাসে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথমে এথেন্সবাসীদিগকে দর্শনের সহিত পরিচিত করেন। 'প্রকৃতি'-নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার দার্শনিক মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সক্রেটিসের সময়ে সে গ্রন্থের বহুল প্রচার ছিল। তাঁহার দর্শনের বিশেষত্ব দুইটি: (১) *Homoiomeriae*-বাদ ও (২) *Nous* (প্রজ্ঞা)-বাদ।

(১) এম্পিডক্লিজ যাবতীয় দ্রব্যকে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আনক্সাগোরাসের মতে ইহারা মৌলিক দ্রব্য নহে, মৌলিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত যৌগিক দ্রব্য। জগতের মূল উপাদান অতি সূক্ষ্ম, বহুবিধ ও সংখ্যায় অগণ্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, অস্থি প্রভৃতি যত দ্রব্য জগতে আছে, সমস্তই সেই মূল

ও অভূত পরমাণু। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্যভেদে ভূত পরমাণু চতুর্ব্বিধ। অভূত পরমাণুর মধ্যে ভেদ নাই—মন মাত্র।

অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ,
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ।

পঞ্চ মহাভূতের যে সকল সূক্ষ্ম অংশ এবং স্থূলভাগ, তৎক্রমে জগৎ সৃষ্ট হইল। মনুসংহিতার এই শ্লোক (১।২৭) হইতে মনে হয় আকাশের পরমাণুর অস্তিত্বও ভারতে কেহ কেহ স্বীকার করিতেন।

ভারতীয় পরমাণুবাদে পরমাণুদিগের মধ্যে গুণভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ ভূত পরমাণু গুণে বিভিন্ন। অভূত পরমাণুও স্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট।

উপাদানগুলির সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেক দ্রব্যেই সকল জাতীয় উপাদান আছে, তাহার প্রত্যেক অংশেই তাহারা বর্ত্তমান। যে-দ্রব্যে যে-জাতীয় উপাদানের সংখ্যার আধিক্য, তাহা সেইরূপ প্রতিভাত হয়। এই মূল উপাদানের নাম Homoiomeriæ। যে-দ্রব্যে তাপের homoiomeriæ-র সংখ্যা অধিক, তাহাই অগ্নি; যাহাতে অধিক-সংখ্যক শৈত্যের homoiomeriæ আছে, তাহা বায়ু। আদিতে জগতের সমস্ত homoiomeriæ একত্রিত ছিল। ইহারা সমস্ত দ্রব্যের বীজ, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, নিশ্চল, লক্ষ্যহীন। এই মতানুসারে জাগতিক প্রত্যেক দ্রব্যই এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ; কেন-না, প্রত্যেক জাতীয় homoiomeriæ-ই তাহাতে বর্ত্তমান। প্রত্যেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়; আত্যন্তিক ভেদ কোথাও নাই।

কোনও স্থান যে শূন্য নহে, শূন্য দেশ বলিয়া কিছু নাই, এ বিষয়ে এম্পিডক্লিজের সহিত আনক্সাগোরাস্ একমত।

(২) দর্শনের ইতিহাসে আনক্সাগোরাসের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাঁহার প্রজ্ঞাবাদই তাহার কারণ। নিশ্চল homoiomeriæ-তে গতিসঞ্চারের জন্য বহিঃস্থ কারণের প্রয়োজন। এই কারণ আনক্সাগোরাস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন প্রজ্ঞার[১] মধ্যে; এবং ইহার নাম দিয়াছিলেন 'Nous'। আনক্সাগোরাসের মতে উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া কিছু নাই। যে সকল বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রকারের সংযোগই উৎপত্তি, এবং এই সংযোগের বিশ্লেষণই বিনাশ। কিন্তু শুধু জড়দ্বারা এই সংযোগ ও বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা করা যায় না। সুকৌশলে বিন্যস্ত উপাদানরাজির সংযোগে উৎপন্ন এই শোভাময় জগতের ব্যাখ্যাও কেবল জড়দ্বারা হয় না। চিন্তাশীল, প্রজ্ঞাবান্, সর্ব্বশক্তিমান্ কোনও মন হইতেই কেবল এই বিশ্বের উৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে। আনক্সাগোরাসের 'Nous' এই মন। জড় যৌগিক বস্তু, কিন্তু Nous সরল, মৌলিক পদার্থ। আনক্সাগোরাস্ Nous-কে দেহহীন[২] বলিয়া বর্ণনা করেন নাই; এবং Nous পুরুষ[৩] কি না, তাহারও আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ইহাকে 'ঈশ্বর' বলা যায় না।*

জগতের নিশ্চল উপাদানের মধ্যে গতিসৃষ্টিই Nousএর কার্য্য। আবর্ত্তের[৪] আকারে এই গতি উদ্ভূত হইয়া চিরস্থায়ী হইয়া আছে। ইহার ফলে সমজাতীয় homoiomeriæ-গণ বিমিশ্র পুঞ্জ হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বিবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রধানতঃ একজাতীয় homoiomeriæ-দ্বারা গঠিত হইলেও, প্রত্যেক দ্রব্যেই সর্ব্ব-জাতীয় homoiomeriæ অল্লাধিক পরিমাণে আছে।† বিভিন্ন দ্রব্যের সমবায়ে 'Nous'-কর্ত্তৃক এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশাল জগতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অংশসকল সুশৃঙ্খলভাবে চালিত করা বুদ্ধি ব্যতীত সম্ভব হয় না। উদ্দেশ্যসাধনে প্রযুক্ত বুদ্ধির পক্ষেই কেবল ইহা সাধ্য। আনক্সাগোরাসের 'Nous' জগতের অন্যান্য উপাদানের মতো আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহার আকার এতই সূক্ষ্ম যে, তাহাকে চিন্তার[৫] সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট বলা চলে। অন্য দ্রব্যের সহিত ইহার কেবল পরিমাণগত ভেদ নয়,

[১] Reason. [২] Incorporeal. [৩] Person. [৪] Vortex. [৫] Thought

* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, pp. 84-85.

† সাংখ্যদর্শনের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত এই বিষয়ে সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ-গত ভেদও আছে। Nousই একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, যাহার গতি অন্য কিছুরই অপেক্ষা করে না, এবং যাহা স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দ্রব্যের পরিচালনায় সমর্থ।

যে আবর্ত্তাকার গতির কথা আনক্সাগোরাস্ বলিয়াছেন, তাহা Nous আদিম উপাদান-পিণ্ডের এক অংশেই সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই অংশ হইতে তাহা পিণ্ডের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে homoiomeriæ-সকল বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই প্রথম গতিসঞ্চারের পরে Nous জগৎসৃষ্টির পরবর্ত্তী সকল ক্রমে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন কি-না, তাহা আনক্সাগোরাস্ বলেন নাই। প্লেটো এবং আরিষ্টটল্ উভয়ই বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত তত্ত্বদ্বারা প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা[১] করেন নাই। তিনি কেবল অন্ধ জড়ীয় শক্তির দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীকে সমতল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত গতির ফলে পৃথিবী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির জন্ম হইয়াছে বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্রলোকে জীবের বাস আছে, এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, জগতের ব্যাখ্যায় এইভাবে প্রজ্ঞার প্রবর্ত্তনের ফলে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দিকে জগতের উপাদানরাজি সংখ্যায় অগণিত; অন্য দিকে Nous, একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, অন্যান্য পদার্থ হইতে একান্ত ভিন্ন। Nous-এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আনক্সাগোরাস্ তাহাতে জড়ীয় গুণের আরোপ করিয়াছেন, এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। আনক্সাগোরাসের 'Nous' জগতের বহিঃস্থ শক্তি; জগতে অনুস্যূত[২] নহে; সেইজন্য জগতের ব্যাখ্যায় 'Nous'-এর উপস্থাপন কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। গ্রীক নাটকে কোনও সঙ্গীন অবস্থা হইতে নায়ক কিংবা নায়িকার উদ্ধারলাভের স্বাভাবিক উপায় যখন পাওয়া যায় না, তখন কোনও দেবতাকে রঙ্গমঞ্চে নামাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা তাহার উদ্ধারসাধন করা হয়। এই দেবতাকে Deux-ex-machina বলে। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়েই বলিয়াছেন যে, আনক্সাগোরাস্ Nous-কে Deux-ex-machina-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। Nous-এর সঙ্গে তাঁহার দর্শনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নাই।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, আনক্সাগোরাসের দর্শনে বিধাতা[৩] কেহ নাই। ধর্ম্ম ও নীতি-সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ তিনি নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে অন্য একজন দার্শনিক বলিয়াছেন,[৪] "আনক্সাগোরাসের বিশেষত্ব এই যে, তিনি একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্রষ্টার কথা প্রচার করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক দ্রব্যের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই অবগত আছেন, যাঁহার কোনও প্রভু নাই এবং প্রাণবান্ যাবতীয় পদার্থ যাঁহার শাসনের অধীন। বিশ্বের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার আরম্ভ তাহা হইতে হইয়াছে। দর্শনে তিনি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেন; পদার্থের আদি অপেক্ষা অন্তের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ। "উৎপত্তি কিরূপে হইল", তাহা অপেক্ষা "উদ্দেশ্য কি"

---

১ Teleological explanation. ২ Immanent. ৩ Providence.

৪ *History of Philosophy* by A. B. Alexander, p. 44. কিন্তু প্লেটো ও আরিষ্টটল উভয়েই বলিয়াছেন, আনক্সাগোরাস্ জগতের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

—ইহাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য। বিশ্বে শৃঙ্খলা-স্থাপক এক বুদ্ধিতত্ত্বের অস্তিত্বে যে-সমস্ত দার্শনিক বিশ্বাস করেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে প্রথম।"

অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন, "আনক্সাগোরাস্ নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি বস্তুর প্রারম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার শেষের দিকে চাহিয়াছিলেন, বস্তুর দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, বস্তুর উৎপত্তির উৎসের দিকে তাকান নাই। অন্ততঃ তাঁহার দার্শনিক গতি এই দিকেই ছিল; এই গতি কেবলমাত্র প্রবণতা, অথবা তাহাতে প্রবণতার অতিরিক্ত কিছু ছিল, তাহা বলা যায় না, কেন-না, এই নূতন পথে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হন নাই, নূতন ধারণার বিশেষ ব্যবহারও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার নূতন ধারণার দ্বারা তিনি দার্শনিকদিগের চিন্তা এক নূতন পথে চালিত করিয়াছিলেন।... ...বিশ্বের যাবতীয় বস্তু- ও ক্রিয়া-দ্বারা যে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এবং এই সকল উদ্দেশ্য মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তিনি এই মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা এমন এক কারণের কার্য্য, যাহা নিজে জ্ঞানবান্ এবং মঙ্গলময়।" আনক্সাগোরাসের সময় পর্য্যন্ত বিশ্বের কারণতত্ত্বে কেবল শক্তিই আরোপিত হইত। আনক্সাগোরাস্ তাহাতে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিরও আরোপ করিয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বত্র প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

আনক্সাগোরাসের দর্শনেই প্রথমে আমরা জড় ও চৈতন্যের ভেদ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। জড় হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যের ধারণা তিনি করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদ্বারাই যে যাবতীয় দ্রব্য চালিত হয়, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। 'Nous'-এর ধারণা অবশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু অতীতের সেই অন্ধকারময় যুগে জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা কম কথা নয়।

[৯]

এথেন্স ও স্পার্টা

ইয়োরোপে গ্রীস নামের একটা মোহ আছে। ইয়োরোপ মহাদেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, জ্যোতিষ, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় গ্রীস দেশে। কেবল সূত্রপাত নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের প্রচুর উন্নতিও হইয়াছিল গ্রীসে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্রে রোমের অসাধারণ পটুতা ছিল, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহার দান নগণ্য। রোমের মনীষীদিগের চিন্তা গ্রীক চিন্তাদ্বারাই প্রভাবিত ছিল। গ্রীসের সীমা ভৌগোলিক গ্রীসের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এসিয়া মাইনর ও তাহার সন্নিহিত ভূমধ্য-সাগরস্থিত দ্বীপাবলী পূর্ব্বে যবন দেশ নামে পরিচিত ছিল। গ্রীকগণ গ্রীস হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সিসিলি দ্বীপ ও ইটালির দক্ষিণ উপকূলে গ্রীকগণ যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা বৃহত্তর গ্রীস[১] নামে প্রাচীন-কালে পরিচিত ছিল। এই সকল উপনিবেশেই গ্রীক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয়। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সমস্ত দার্শনিকের পরিচয় দিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই এই সমস্ত উপনিবেশে

---

১ Magna Grecia.

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন যাঁহাদের কথা বলিতে হইবে, তাঁহাদিগের সহিত এথেন্স নগরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। এইজন্য গ্রীক দর্শনের পাঠকগণের এথেন্সের ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এথেন্সের এবং গ্রীসের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর স্পার্টার প্রাচীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া, পরে আমরা এথেনীয় দার্শনিকগণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

এথেন্স ছিল এটিকা রাষ্ট্রের রাজধানী। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে এটিকা কৃষি-প্রধান ক্ষুদ্র রাষ্ট্রমাত্র ছিল। রাজধানী এথেন্স ছিল একটি ক্ষুদ্র নগর। অধিবাসী শিল্প-জীবী ও কারিকরগণ তাহাদের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিত। পল্লীবাসী কৃষি-জীবিগণ দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত ছিল। হোমারের সময় অন্যান্য গ্রীক রাজ্যের মতই এটিকায় রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। কালক্রমে শাসনশক্তি রাজার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, এবং রাজপদ বিলুপ্ত না হইলেও, রাজার কর্তৃত্ব শুধু রাজ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ফলে দেশে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। অবশেষে খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সংস্কারক, সোলনের[১] আবির্ভাব হয়। ৫৯৪ অব্দে তিনি রাজা[২] নির্ব্বাচিত হন, এবং রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা দমন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। সোলনের চেষ্টায় অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচার নিবারিত হয়, এবং শাসনতন্ত্র অনেক পরিমাণে প্রজাতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। শান্তিস্থাপন করিয়া সোলন দেশভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু তাহার দেশত্যাগের অব্যবহিত পরেই পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ৫৬০ খৃ. পূ. অব্দে পিসিষ্ট্রেটাস্[৩] শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। অন্যায় উপায়ে যাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিত, গ্রীসে তাহাদিগকে বলা হইত tyrant। এই শব্দের আধুনিক অর্থ 'অত্যাচারী', কিন্তু অন্যায় উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিলেও, অনেক tyrant ন্যায়ানুগত ভাবেই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এথেন্স-এ tyrant-দিগের রাজত্ব ৫৬০ হইতে ৫১০ অব্দ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ৫১০ অব্দে পিসিষ্ট্রেটাসের পুত্র হিপিয়াস্ ও হিপারকাস্-এর শাসনে জনসাধারণ উত্যক্ত হইয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করে, এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করে; তখন ক্লিস্থেনিসের অধীনে এথেন্সে প্রকৃত প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য সাম্রাজ্য প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠে, এবং যবন দেশের গ্রীক রাষ্ট্রগুলি এক এক করিয়া পারস্য-কর্তৃক বিজিত হইতে থাকে। ৫০০ অব্দে যবন রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। এথেন্স তখন যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য দিয়া স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করে। ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরে পারস্যপতি দরায়ুস সমগ্র যবন দেশ জয় করিয়া এথেন্সকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। পারসিক সৈন্য সমুদ্র পার হইয়া গ্রীস আক্রমণ করে, কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হয়। দুই বৎসর পরে পারসিক সৈন্য আবার গ্রীসে গিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু মারাথনের যুদ্ধে ১০ সহস্র এথেনীয় সৈন্য ৬০০ প্লেটীয় সৈন্যের সাহায্যে এক লক্ষ পারসিক সৈন্য পরাস্ত করে। ইহার ফলে এথেন্সের প্রতিপত্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত

---

[১] Solon. [২] Archon. [৩] Pisistratus.

হয়, এবং সমগ্র গ্রীসে এথেন্সই প্রধান রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। চিত্রকরগণ চিত্রে এবং কবিগণ কাব্যে এথেন্সের গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে দরায়ুসের মৃত্যু হয়, এবং দশ বৎসর যাবৎ গ্রীসে শান্তি অক্ষুণ্ন থাকে। ৪৮০ খৃ. পূ. অব্দে দরায়ুস-পুত্র ক্ষরাক্ষিস্[১] আবার গ্রীস আক্রমণ করেন। দশ লক্ষ সৈন্যসহ সমুদ্র পার হইয়া তিনি গ্রীস দেশে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ১,২০০ যুদ্ধজাহাজ গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করে। থারমপিলি ক্ষেত্রে ৭,০০০ গ্রীক সৈন্য স্পার্টার রাজা লিওনিদাসের অধীনে বিপুল পারসিক বাহিনীর গতিরোধে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিনে তাহাদিগের অধিকাংশই পশ্চাৎপদ হয়। তখন লিওনিদাস্ তাঁহার ৩০০ স্পার্টান সৈন্য ও ৭০০ থেস্পিয়ান সৈন্যদিগের হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সকলেই নিহত হয়। ইহার পরে ক্ষরাক্ষিস্ এথেন্স অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা সমগ্র নগর ভস্মসাৎ করেন। কিন্তু তাঁহার নৌ-বাহিনী সালামিসের যুদ্ধে গ্রীক নৌ-বাহিনী-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হয়। ক্ষরাক্ষিস্ গ্রীস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি মার্দ্দোনিয়াস্ আসিয়া পুনরায় এথেন্স অধিকার করেন; ইহার পরে প্লেটিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনী ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়, এবং ক্ষরাক্ষিস্‌কে গ্রীস বিজয়ের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়।

পারসিকগণকে গ্রীস হইতে বিতাড়িত করিয়া এথেনীয়গণ যবন রাষ্ট্রগুলিকে পারস্যের অধীনতা হইতে মুক্ত করে। এই ব্যাপারে স্পার্টা কোনও অংশই গ্রহণ করে নাই। এই-জন্য পারস্যের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়, এথেন্সই তাহার নেতৃত্ব লাভ করে। নৌ-শক্তির সাহায্যে এথেন্স সঙ্ঘ-বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের উপরও কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। এইরূপে এথেনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

সালামিসের যুদ্ধের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসর এথেনীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। পেরিক্লিসের পূর্ব্বে এথেন্সের গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না। গ্রীসের অনেক নগরই এথেন্স অপেক্ষা উন্নত ছিল। কলা ও সাহিত্যে তাহার দান নিতান্ত নগণ্য ছিল। কিন্তু পারস্যের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাহার অর্থসম্পদ্ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং নানা দিকে এথেনীয় প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ক্ষরাক্ষিস্ এথেন্সের ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন, এক্রোপলিসের[২] উপরিস্থ মন্দিরগুলি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর বিধ্বস্ত নগরীর পুনর্গঠনের জন্য বড় বড় স্থপতির আবির্ভাব হইল; বড় বড় ভাস্কর আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফিডিয়াস্ রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বহু দেবদেবীর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে যে সমস্ত মন্দির ও হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখন পর্য্যন্ত দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

এই সময়ে গ্রীক সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ইস্কাইলাস্ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরে সফোক্লিস্ এবং ইউরিপাইডিস্ আবির্ভূত হইয়া নাট্যশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন, এবং পরিহাসরসিক কবি এরিষ্টোফানিস্ তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় মতের উপর শ্লেষবাণ বর্ষণ করেন।

---

[১] Xerxes.

[২] Acropolis.

দর্শনশাস্ত্রে এথেন্সের দান দুইটি—সক্রেটিস ও প্লেটো। আরিষ্টটল্ এথেন্সে জন্মগ্রহণ না করিলেও এথেন্সেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকেও এথেন্সের দান বলা যাইতে পারে। এথেন্সেই তাঁহার অধ্যাপনার পীঠস্থান ছিল। এই তিন জন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের দানের জন্য জগৎ এথেন্সের নিকট কৃতজ্ঞ।

এথেনীয় ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগ পেরিক্লিসের যুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য পেরিক্লিস্‌কে দেবরাজ জিউসের সহিত তুলনা করা হইত। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ গুণশালী রাষ্ট্রনেতা অধিক আবির্ভূত হন নাই।

পেরিক্লিসের যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সত্বরই স্পার্টার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ২৭ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর এথেন্স স্পার্টা-কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও এথেন্সের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। এক সহস্র বৎসর যাবৎ এথেন্সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আলেকজান্দ্রিয়া এথেন্সকে অতিক্রম করিয়া গেলেও, দর্শনে কোনও দেশই এথেন্সকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এক সহস্র বৎসর যাবৎ দার্শনিক জগতে প্লেটো ও আরিষ্টটল্ অবিসংবাদিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ৫২৯ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান্ এথেন্সের দর্শনের চতুষ্পাঠিগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে অজ্ঞানান্ধকারে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

স্পার্টা ছিল ল্যাকিডিমন্[১] রাষ্ট্রের রাজধানী। গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও স্পার্টায় রাজতন্ত্র অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক ছিল: (১) স্পার্টানগণ স্পার্টানগরে বাস করিত; (২) পেরিওকিগণ[২] বাস করিত স্পার্টার বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে। স্বাধীন হইলেও শাসনকার্য্যে ইহাদের কোন হাত ছিল না। (৩) হেলট্‌গণ স্পার্টানদিগের দাস ছিল; এবং তাহাদিগের জমি চাষ করিত। স্পার্টানগণ ইহাদিগের সহিত অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। খৃ. পূ. ৮৫০ অব্দে লাইকারগাস্ যে সংবিধান রচনা করেন, স্পার্টান রাষ্ট্র তদনুসারে পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন দুই জন। যুদ্ধকালে তাঁহারা সেনাপতিত্ব করিতেন। বিচারকার্য্য এবং প্রধান পুরোহিতের কার্য্যও রাজারা করিতেন। কিন্তু রাষ্ট্র শাসন করিত দুইটি পরিষদ্—সেনেট ও প্রজা-পরিষদ্। সেনেটের সভ্যসংখ্যা ছিল ২৮। ৬০ বৎসরের কম বয়স্ক কেহই সেনেটের সভ্য হইতে পারিত না। সভ্যগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক স্বাধীন স্পার্টানই প্রজাপরিষদের সভ্য হইতে পারিত। যুদ্ধের সময় রাজারা সৈন্য পরিচালনা করিতেন বটে; কিন্তু তখনও প্রজাপরিষদের দুই জন প্রতিনিধি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন। প্রত্যেক স্পার্টানকে সৈন্যের কাজ করিতে হইত। প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত; রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কাহারও স্বীকৃত হইত না। রাষ্ট্রের জন্য প্রত্যেক নাগরিক প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে বাধ্য ছিল। রাষ্ট্রের প্রয়োজন-সাধন ভিন্ন কাহারও অন্যবিধ প্রয়োজন স্বীকৃত হইত না। প্রত্যেক

---

[১] Lacedemon. [২] Perioeci.

শিশুর জন্মের পরে রাষ্ট্র তাহার ভার গ্রহণ করিত, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইত। দুর্ব্বল ও বিকৃতদেহ শিশুদিগকে বর্জন করা হইত। যত্নের অভাবে তাহারা মরিয়া যাইত। সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা মাতার নিকট থাকিত; তাহার পরে তাহাকে মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইত, এবং রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক তাহার শিক্ষা আরব্ধ হইত। এই শিক্ষা ভীষণ কঠোর ছিল। দেহ সবল ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার পন্থা অবলম্বিত হইত। এক সঙ্গে বসিয়া সকলকে ভোজন করিতে হইত। সমগ্র রাষ্ট্র একটি বিরাট্ সাধারণ শিক্ষালয়রূপে পরিগণিত হইত। ইহাতে শরীরচর্চ্চা ও সামরিক শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও শিক্ষার স্থান ছিল না। এই শিক্ষায় যাহা ব্যয় হইত, প্রত্যেক নাগরিককে তাহার অংশ বহন করিতে হইত। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই শিক্ষা চলিত। তাহার পরে প্রত্যেক স্পার্টান সেনেটের সভ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিত।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জয় ও শীত-গ্রীষ্ম এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক স্পার্টান যুবকের গুণ বলিয়া গণ্য হইত। ধরা না পড়িয়া চুরি করিবার দক্ষতাও এক প্রকার গুণ বলিয়া গণ্য হইত। বালিকাদিগকেও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। রাষ্ট্রের জন্য সুস্থ ও সবল নারীজাতির সৃষ্টিই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। দেশের জন্য সন্তানগণের প্রাণ-বিসর্জন সন্তুষ্ট মনে সহ্য করিতে নারীদিগকে প্রস্তুত করা হইত। স্পার্টান নাগরিকদিগকে কোনও শিল্প, অথবা কৃষিকার্য্য করিতে অথবা বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে দেওয়া হইত না। দেশের মুদ্রা ছিল লৌহনির্ম্মিত। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে স্পার্টায় এক অসম সাহসী যোদ্ধৃজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল; সমগ্র রাষ্ট্র এক বিরাট্ যুদ্ধশিবিরে পরিণত হইয়াছিল; উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসের সকল জাতির মধ্যে স্পার্টার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও কলার অনুশীলন ছিল না, তাহার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করিত না। স্পার্টায় অন্তর্বিপ্লব কখনও হয় নাই।

ঐতিহাসিকগণ স্পার্টাসম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্লেটোর 'প্রোটাগোরাস্' নামক গ্রন্থে স্পার্টায় দার্শনিক আলোচনাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে সক্রেটিস্ তাঁহার উপকথকদিগকে বলিতেছেন, "যত প্রাচীনকাল হইতে ক্রীট্ ও ল্যাকিডিমনে দর্শনের আলোচনা হইয়া আসিতেছে, গ্রীসের অন্য কোনও দেশে তত প্রাচীন-কাল হইতে তাহা হয় নাই। এই দুই দেশে জনসাধারণের মধ্যে দার্শনিক আলোচনা যত প্রচলিত, গ্রীসের অন্য কোনও দেশেই তাহা তত প্রচলিত নহে। এই দুই দেশে যত সোফিষ্ট (জ্ঞানী) আছেন, অন্য কোন দেশে তত নাই। কিন্তু এই দুই দেশের অধিবাসিগণ তাহা স্বীকার করে না। বাহ্যতঃ তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, তাহারা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জ্ঞানে যে উন্নততর, তাহা বিদেশীকে জানিতে দিতে অনিচ্ছুক। যুদ্ধবিদ্যায় তাহারা গ্রীসের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেবল ইহাই তাহারা জানাইতে চায়। তাহারা ভয় করে যে, তাহাদের শ্রেষ্ঠতার রহস্য যদি অন্যে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের অনুকরণ করিবে। তাহাদের বিদ্যার কথা তাহারা এমনভাবে গুপ্ত রাখিয়াছে যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের যাহারা তাহাদের সমান হইতে পারিত, তাহারা সকলেই প্রতারিত হইয়াছে। স্পার্টানগণ কেবল সামরিক বিদ্যায় তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাসে তাহারা কেবল তাহাদের সামরিক বিদ্যার অনুকরণ

করিয়াছে। আপনাদিগের দেশে সোফিষ্টদিগের সাহচর্য্য নিঃসঙ্কোচে ভোগ করিবার ইচ্ছায় স্পার্টানগণ আইন করিয়া বিদেশী অনুকারীদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। ফলে তাহারা যে সোফিষ্টদিগের নিকট শিক্ষালাভ করে, বিদেশী কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। স্পার্টার কোনও যুবককেই বিদেশে যাইতে দেওয়া হয় না, বিদেশে তাহারা স্বদেশে অর্জিত বিদ্যা ভুলিয়া যাইবে, এই ভয়ে। ক্রীটনগণও ইহাই করে। এই দুই দেশে কেবল যে বিদ্যাভিমানী পুরুষই আছে, তাহা নহে; নারীগণও বিদ্যার্জনের জন্য উৎসাহী। আমার কথা যে সত্য, এবং ল্যাকিডিমনের অধিবাসিগণ যে দর্শনে শিক্ষিত, যে-কোনও সাধারণ স্পার্টানের সঙ্গে আলাপ করিলেই তাহার প্রমাণ পাইবে। এইরূপ কোনও স্পার্টানের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে, প্রথমতঃ তাহাকে খুব সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু সুযোগ পাইলেই তিনি এমন এক সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ কথা তোমার দিকে ছুড়িবেন যে, তাহা শুনিয়া তুমি তাহার নিকট আপনাকে শিশু বলিয়া গণ্য করিবে। এইজন্যই অতীতে অনেকে মনে করিতেন, এবং বর্ত্তমান কালেও কেহ কেহ মনে করেন যে, স্পার্টার শ্রেষ্ঠত্ব শারীরিক বলে নহে, জ্ঞানে। কেন-না, এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা উত্তম শিক্ষার পরিচায়ক। গ্রীসের প্রাচীন সাত জন জ্ঞানী ব্যক্তি[১] ছিলেন মিলেটাসের থালিশ, মিটিলিনের পিটাকাস্, বিয়াস্, এথেন্সের সোলন, লিন্ডাসের ক্লিওবুলাস্, চিনির মাইসন্ এবং ল্যাকিডিমনের চিলন্। ইঁহারা সকলেই স্পার্টার শিক্ষাপ্রণালীর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের উচ্চারিত প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বাক্য হইতে ইঁহারা যে স্পার্টানদিগের জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞানে মণ্ডিত ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল এপোলো দেবকে উৎসর্গ করিবার জন্য, যখন তাঁহারা ডেলফির মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ঐ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, 'আপনাকে জানো। অত্যধিক কিছুই ভাল নহে।'[২] ''

স্পার্টানগণ যে দর্শনে অনুরক্ত ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। কোনও স্পার্টান দার্শনিকের নাম এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। স্পার্টার প্রতি প্লেটোর যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার *Republic* গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। উপরি উদ্ধৃত উক্তি সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন।

[১০]

সোফিষ্টগণ

পেরিক্লিসের সময় এথেন্স সর্ব্ববিষয়ে অভ্যুদয়ের শীর্ষদেশে আরূঢ় হইয়াছিল। বাণিজ্যের বহুল প্রসারে অর্থসম্পদের বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার নানা বিভাগেও প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমগ্র গ্রীস দেশে এথেন্স বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে অলঙ্কারশাস্ত্রের এবং তর্কবিদ্যার উদ্ভব হয়। বাগ্মিতা সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্ব কালেই একটা বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত

---

[১] Seven Sages.

[২] Know thyself and Nothing in Extremes.

ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য বাগ্মিতার প্রয়োজন। সভায় বাক্‌পটুতা জনপ্রিয়তা-লাভের প্রধান উপায়। প্রজাতন্ত্রশাসিত দেশে বাক্‌পটুতা না থাকিলে কেহই প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। উচ্চাভিলাষী যুবকগণ এইজন্য বাক্‌পটুতা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। প্রয়োজন উপলব্ধ হইলেই তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। গ্রীসে লোকের মন প্রভাবিত করিবার উপযোগী বাক্য-প্রয়োগ-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারশাস্ত্রও[১] উদ্ভূত হইয়াছিল। তর্কবিদ্যার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। সাধারণের মন প্রভাবিত করিবার কোনও প্রয়োজন ইহার ছিল না। কোনও বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তি থাকিতে পারে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া তাহা উপস্থাপিত করাই ছিল তর্কবিদ্যার উদ্দেশ্য। শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দুই জনের মধ্যে তর্ক হইত। এক জন পূর্ব্বপক্ষ, দ্বিতীয় উত্তরপক্ষ। সত্যনির্দ্ধারণই ছিল তর্কের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্ত, প্রতি-পক্ষকে যেন তেন প্রকারেণ পরাভূত করিয়া বিজয়-গৌরবলাভের চেষ্টাও বিরল ছিল না। ইহার ফলে তর্কশক্তি প্রখরতা লাভ করিত, চিন্তাশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইত। যাঁহারা সভায় বক্তৃতাশক্তি অর্জন করিতে পারিতেন না, অথবা রাজশক্তি ও ধর্ম্মাধিকরণের সংস্রব যাঁহাদের ভাল লাগিত না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তর্কশাস্ত্রে পটুতালাভে প্রয়াসী হইতেন।

এথেন্সের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,—শারীরিক ও মানসিক[২]। গ্রীসে কলার[৩] অধিষ্ঠাত্রী নয় জন দেবতার নাম ছিল Muse। তাঁহাদের নামানুসারে যাবতীয় কলাকে Music বলা হইত। কেবল গীতবাদ্য নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষ ও ভূগোলও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে liberal education বলিতে যাহা বুঝায়, music শব্দে অনেকটা তাহাই বুঝাইত। এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবির্ভাব হয়। খৃ. পূ. ৫ম শতাব্দীতে এই সমস্ত music শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্ব-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতকে Sophist বলা হইত। Sophist শব্দ তখন গৌরব ও সম্মানসূচক ছিল। ইহার অর্থ ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। কোনও বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার জন্য কেহ প্রসিদ্ধি অর্জন করিলে তাঁহাকে Sophist বলা হইত। ইঁহারা শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্ত বিদ্যাদানের জন্য অর্থ গ্রহণ প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। এইজন্য প্রচুর পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও তাঁহারা লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই। Sophist নামে যে কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহা নহে। দর্শনের আলোচনা তাঁহারা যেমন করিতেন, তেমনি অন্যান্য বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শিতা-লাভের জন্য অনেকে তাঁহাদিগের নিকট আসিত। Sophist-দিগের মধ্যে অনেকে উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। Protagorus, Hippias, Prodicus ও Gorgias অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। শিষ্যদিগকে বিদ্যায় ও চরিত্রে উন্নত করাই তাঁহাদিগের

---

১ Rhetoric. ২ Gymnastics and music. ৩ Art.

লক্ষ্য ছিল। Prodicus-এর Choice of Hercules গল্পে* সোফিষ্টগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাক্‌কৌশল-প্রদর্শন ও ভাষার সৌষ্ঠবসাধনের জন্য সোফিষ্টদিগের আলোচনায় অনেক সময়েই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত না।

সোফিষ্টদিগের আবির্ভাব তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ফল। প্লেটো বলিয়াছেন, জনসাধারণ পরস্পরের সহিত ব্যবহারে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তখন যে প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইত, তাহাই সোফিষ্টদিগের দার্শনিক মতে প্রতিফলিত। পারস্যের সহিত যুদ্ধের ফলে এথেন্সীয় সমাজের সংহতিশক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নূতন নূতন বিপ্লবাত্মক মতের আবির্ভাবে জনসাধারণের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যক্তিস্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কেবল যে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধির যৌক্তিকতা-সম্বন্ধেই লোকের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা নহে। চরিত্রনৈতিক বিধি এবং ধর্ম্ম ও সত্যের অর্থ ও অবশ্যপালনীয়তা-সম্বন্ধেও সমালোচনার অভাব ছিল না। এথেন্সের রাষ্ট্রীয় জীবন ইহার ফলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; দলাদলির অন্ত ছিল না। এই দলাদলির ফলে লোকের ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্তই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের ও সাধারণের স্বার্থের উপর নিজের স্বার্থকে স্থান দিত। সোফিষ্টদিগের আবির্ভাবের ফলেই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহাদের আবির্ভাবের দ্বারা সমাজের অবস্থাই সূচিত হইয়াছিল। দর্শনের গুরুতম বিষয়ের আলোচনা—সত্তা ও পদার্থের স্বরূপের আলোচনা—বর্জন করিয়া, সোফিষ্টগণ চরিত্রনীতি ও মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাসম্বন্ধীয় গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আলোচনার সময় তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রক্ষণশীল লোকেরা এইজন্যই তাঁহাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন, এবং তাঁহারা যুবকদিগকে কুপথে লইয়া যাইতেছেন, লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, প্রভৃতি অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল।

সোফিষ্টদিগের মধ্যে অনেকে বহুবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃতির বহুল বিস্তারে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটাগোরাস্ চরিত্রনীতির শিক্ষক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আলঙ্কারিক ও রাজনৈতিক বলিয়া গর্জিয়াসের প্রভূত খ্যাতি ছিল। প্রডিকাস্ বৈয়াকরণিক ও শব্দব্যুৎপত্তিবিদ্ ছিলেন। হিপিয়াস্ বহু বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কোন কোন সোফিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। কেহ কেহ প্রাচীন কাব্যসমূহের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইউথিডিমাস্ ও ডায়োনিসোডোরাস্[১] যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ রাষ্ট্রদূতের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যার যাবতীয় বিভাগে ও সমস্ত ব্যবসায়েই সোফিষ্টদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহাদের সকলের মধ্যে যে বিষয়ে মিল ছিল, তাহা তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী। শিক্ষিত সমাজের সহিত সোফিষ্টদিগের সম্বন্ধ, জনপ্রিয়তা-লাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা, যশের আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থোপার্জন হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহাদের বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদান-তৎপরতা বিশুদ্ধ

---

* Xenophon, *Memorabilia* গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই গল্প বিবৃত আছে।

১ Euthydemas and Dionysodorus.

জ্ঞানানুরক্তিপ্রসূত ছিল না, তাহার অন্যবিধ কারণও ছিল। তাঁহাদের অনেকে বিদ্যা-ব্যবসায়ী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিতেন, এবং প্রধানতঃ প্রচুর অর্থ ও ধনীদিগের প্রসাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণের হিতকর বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। জ্ঞানের গভীরতা অপেক্ষা উপস্থিত বুদ্ধি ও বাক্‌বিন্যাস-পটুতাই তাঁহাদের অধিক ছিল। হিপিয়াস্ বলিতেন, প্রত্যেক বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কেহ কেহ বলিতেন কোনও বিষয়ের তথ্য না জানিয়াও তাঁহারা তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে পারেন। কেহ কেহ অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও (যেমন লবণ) বক্তৃতা করিতেন। ইহা হইতে মনে হয়, 'শব্দই' তাঁহাদের উপাস্য ছিল। আলোচনার বিষয় ছিল উপায়মাত্র। এইজন্যই *Phaedrus* গ্রন্থে প্লেটো তাহাদের চাতুরীর ও গাম্ভীর্য্যের অভাবের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সোফিষ্টদিগের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন; এবং তাহাদিগকে তরলচিত্ত, চরিত্রহীন, সুখলিপ্সু, স্বার্থপর, পণ্ডিতমানী ও শূন্যগর্ভতর্কপ্রিয় প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতির বিস্তারসম্বন্ধে সোফিষ্টদিগের কৃতিত্ব এই সমস্ত সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সোফিষ্টদিগের কার্য্যে সক্রেটিস্ ও প্লেটোর ঘৃণা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যদি কোন গুণ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অর্জন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সমগ্র গ্রীক জাতির চিন্তায় তাঁহারা যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যাইত না। সক্রেটিস্ নিজে প্রডিকাসের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, এবং অন্যকেও শুনিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে তাঁহার দান যদি তিনি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে তাহা তিনি করিতেন না। ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে প্রোটাগোরাস্ অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, সোফিষ্টগণ জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানবিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ভাষা, তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানের উৎপত্তি[১]-সম্বন্ধে গবেষণার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অনুসারে তাঁহারা জ্ঞানের বহু বিভাগের আলোচনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তৎকালীন এথেন্সীয় সমাজে যে বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের সৃষ্ট না হইলেও, তাহার উন্নতিবিধানে তাঁহাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। গ্রীক ভাষা তাঁহাদের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। গ্রীক গদ্য তাঁহাদেরই সৃষ্টি; তাঁহাদের চেষ্টাতেই রচনাশৈলী শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা এথেন্সের বক্তৃতাশক্তির জনক। বিখ্যাত আলঙ্কারিক আইসোক্রেটিস্[২] ও আন্তিফেন সোফিষ্টদিগেরই সন্তান।

প্রোটাগোরাস্

সোফিষ্টদিগের মধ্যে আমরা কয়েক জনের পরিচয় দিতেছি। প্রোটাগোরাসের জন্ম হয় ৪৪০ খৃ. পূ. অব্দে। তিনি বিশুদ্ধচরিত্র, এবং দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের বন্ধু ছিলেন।

---

১ Cognition. ২ Isocrates.

তিনি অনেক বার এথেন্সে আসিয়াছিলেন, এবং পেরিক্লিজ ও ইউরিপাইডিসের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ তিনি দেখিয়াছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে নাস্তিকতার অভিযোগে তিনি এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হন, এবং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ *On the Gods* আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেবতারা আছেন কি না, আমরা জানি না। বিষয়টি দুর্জ্ঞেয় ; জীবন ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য ঐ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে।" প্রোটাগোরাসের মতে নিরপেক্ষ কেবল[১] সত্তা কিছু নাই। সার্ব্বিক বলিয়াও কিছু নাই। সমস্ত সত্যই অন্তরে অনুভূতির বিষয়। স্বরূপতঃ কোনও দ্রব্যই ভাল অথবা মন্দ নহে ; প্রচলিত বিধি অথবা সমাজভুক্ত জনগণের স্বীকৃতি-অনুসারেই কোনও দ্রব্য ভাল অথবা মন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। হিতকর বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তাহাকে লোকে ভাল বলিতে অভ্যস্ত হয়, অহিতকর বলিয়া প্রতীত হইলে, মন্দ বলা হয়। **Man is the measure of all things**—মানুষই যাবতীয় বিষয়ের বিচারের মানদণ্ড, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি, রাগ ও দ্বেষ, এবং ক্ষতি ও লাভের ধারণাদ্বারাই সত্য-মিথ্যা, মঙ্গল-অমঙ্গল নির্দ্ধারিত হয়। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে এই সমস্ত দ্বারাই মানুষ চালিত হয়। যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হয়, অনেকের তাহাতে ক্ষতি হয়। কার্য্যক্ষেত্রে সত্য একটি আপেক্ষিক ব্যাপারমাত্র। লোকের রুচি, প্রবৃত্তি ও শিক্ষা-দ্বারাই সত্য ও মিথ্যা নিয়মিত হয়।

সংবেদনই[২] আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। তাহাই কেবল আমরা নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারি। তাহা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। সৎপদার্থ[৩] জানা অসম্ভব। বৃথা তর্ক ও কল্পনা বর্জন করিয়া আপনার ভিতর অনুসন্ধান করাই মানুষের কর্ত্তব্য। একমাত্র আপনাকেই মানুষ জানিতে পারে—আপনিই আপনার অধিগম্য। প্রকৃতির স্বরূপসম্বন্ধে অনুসন্ধান বৃথা। সুখই একমাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু সুখী হওয়ার অর্থ আপনাকে শাসন করা। ধার্ম্মিক জীবনলাভের কৌশলই 'দর্শন'। তাহার জন্য নির্ভুল ভাবে চিন্তা ও কথা বলার প্রয়োজন। প্রোটাগোরাস্ ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনিই প্রথম অজ্ঞেয়বাদী, এবং তিনিই জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম প্রচারক। তিনিই প্রথমে শিক্ষায় ব্যাকরণের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে গ্রীক ভাষায় ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন প্রণালীর এবং ভাষাতত্ত্বের কোনও আলোচনা হয় নাই। অলঙ্কারশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে তিনিই বাগ্মিতা শিক্ষা দিবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

গর্জিয়াস্

গর্জিয়াস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সিসিলি দ্বীপে (৪৮৩—৩৭৫)। প্রোটাগোরাসের অজ্ঞেয়বাদ তাঁহার হস্তে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। সত্য বলিয়া কিছু আছে, এবং তাহার কোনও মানদণ্ড আবিষ্কার করা সম্ভবপর, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। সিসিলির দূতরূপে তিনি এথেন্সে আগমন করেন, এবং তথায় সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেন।

[১] Absolute. [২] Sensation. [৩] Reality.

বৃদ্ধবয়সে তিনি থেসালি রাজ্যে গিয়া বাস করেন। তিনি সাধারণতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি এম্পিডক্লিজের মতাবলম্বী ছিলেন। *On Nature or the Non-Existent* নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ আছে। তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি : (১) কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, (২) যদি অস্তিত্ব থাকিত, আমরা তাহা জানিতে পারিতাম না। (৩) যদি জানাও সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান অন্য কাহারও মনে সংক্রামিত করা সম্ভবপর হইত না।

প্রোটাগোরাস্ বলিতেন প্রত্যেক মতই সত্য। গর্জিয়াসের মতে প্রত্যেক মতই মিথ্যা। সকলই মায়া। এইজন্য গর্জিয়াসকে দার্শনিক শূন্যবাদী[১] বলা হয়।

প্রডিকাস্

প্রডিকাস্[২] জীবনের লক্ষ্যনির্ব্বাচন এবং দুঃখ ও মৃত্যুসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি তীক্ষ এবং ধর্ম্মজ্ঞান বিশুদ্ধ ছিল। এইজন্য তাঁহাকে সক্রেটিসের অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে হিতকারী প্রত্যেক বস্তুতেই মানুষ দেবত্ব আরোপ করিত। এইজন্য রুটি Demeter-রূপে, মদ্য Dionysus-রূপে এবং জল Poseidon-রূপে উপাসিত হইত। তাঁহার লিখিত অনেক নৈতিক প্রবন্ধ আছে।

হিপিয়াস্

হিপিয়াস্[৩] অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। একাধারে তিনি জ্যোতির্ব্বিদ, গণিত-বিদ্, কবি ও ভাস্কর ছিলেন। প্রকৃতি ও মানবীয় বিধির[৪] মধ্যে যে ভেদ, তিনিই তাহার আবিষ্কার করেন। দ্রব্যের স্বরূপে যে-নিয়মের মূল প্রোথিত, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের প্রয়োজনসাধনের জন্য যে-নিয়ম রচিত হয়, তাহা মানবীয়। তিনি বলেন, "মানুষের রচিত নিয়ম প্রকৃতির বিরোধী অনেক বিষয় মানুষের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া মানুষের পীড়ন করে।"

পরবর্ত্তী সোফিষ্টগণের কোনও বিশেষত্ব ছিল না। তাঁহাদের শিক্ষার ফলে ধর্ম্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মূল শিথিল হইয়া পড়ে। 'জোর যার মুলুক তার,' ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া তাহারা প্রচার করে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই তাহাদের মতে পুরুষার্থ। প্রোটাগোরাসের 'মানুষ বিশ্বের মানদণ্ড' এই মত তাহারা আপনাদের মতের অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে থাকে। ন্যায় ও অন্যায়ের কোনও অনপেক্ষ মানদণ্ড নাই, যে যাহা সত্য বলিয়া বোঝে, তাহার পক্ষে তাহাই সত্য ; সত্য, পুণ্য ও সৌন্দর্য্য সকলই ব্যক্তিসাপেক্ষ। কোনও কোনও

---

১ Philosophical Nihilist.
২ Prodicus of Chios.
৩ Hippias of Ellis.
৪ Nature and Law.

সোফিষ্ট ইহাও প্রচার করিত যে, ব্যক্তিগত সুবিধাই ন্যায়ের মানদণ্ড। রাষ্ট্রীয় বিধি ও ন্যায়-বিচার কিছুরই পবিত্রতা তাহারা স্বীকার করিত না। সেই যুগে কার্য্যে অবলম্বিত নীতির সহিত সোফিষ্টদিগের প্রচারিত মতের বিরোধ ছিল না। নাস্তিক পরমাণুবাদের সহিতও তাহার অসঙ্গতি ছিল না। তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রীয় বিধির প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, শাসনপ্রণালীর ঘন-ঘন পরিবর্ত্তনের ফলে, তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ন্যায়ান্যায়ের কোনও সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি আছে কি না, তৎসম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগরিত হইয়াছিল।

সামাজিক দুর্নীতিদ্বারাই যে কেবল সোফিষ্ট মত প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা নহে। আনক্সাগোরাসের প্রজ্ঞাবাদ ও পরমাণুবাদিগণের সংবেদন-সম্বন্ধীয় মতের প্রভাবও তাহাদের উপর কম ছিল না। আনক্সাগোরাসের পূর্ব্বে প্রকৃতির স্থান ছিল মানুষের উপর, এবং প্রকৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি,—রাষ্ট্রবিধি ও শাসনতন্ত্র—তাহার উপর সকলের অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু আনক্সাগোরাস্ 'Nous'-এর আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 'Nous'-এর অধিকারী মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; মানুষ প্রকৃতির নিকট নত না হইয়া প্রকৃতিকে শাসন করিবে ; তাহার শক্তি ও তাহার নিয়মের অধীনতায় প্রকৃতিকে স্থাপিত করিবে, ইহাই সোফিষ্টগণ বলিত।

মানুষ যে বিশ্বের মানদণ্ড, ইহা সত্য। কিন্তু বিশ্বের মানদণ্ড যে-মানুষ, সে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ নহে, সে বিশ্বমানব। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সেই বিশ্বমানবের অংশ। ব্যক্তির চিন্তা, তাহার সুবিধা-অসুবিধা, তাহার সুখ-দুঃখ বিশ্বের মানদণ্ড নহে। ব্যক্তির মধ্যে সার্ব্বিক যতটুকু আছে, বিশ্বমানবের চিন্তার অঙ্গীভূত যে অংশ তাহার মধ্যে আছে, তাহাই সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায়-বিচারে মানদণ্ড। কিন্তু সোফিষ্টগণ সর্ব্বমানবসাধারণ এমন কোন বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিত না, যাহাদ্বারা অনপেক্ষ সত্য আবিষ্কার করা যায়। তাই ব্যক্তির কাছে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে সত্য, তাহার নিজের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, এই মত তাঁহারা প্রচার করিতেন। পরবর্ত্তী কালের সোফিষ্টগণ আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়া বলিত, স্বকীয় প্রকৃতিতে নিহিত প্রবৃত্তির দমন না করিয়া তাহার অনুসরণই শ্রেয়ঃ ; স্বাধীন মানুষের কামনা সংযত করার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তিতেই পুরুষার্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[১]

সক্রেটিস্

জীবনী

সোফিষ্টগণের কূটতর্কের ফলে সত্য ও চরিত্রনীতির আদর্শ যখন ধূলিসাৎ হইতেছিল, তখন সক্রেটিস আবির্ভূত হইয়া চিন্তারাজ্যে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

খৃ. পূ. ৪৬৯ অব্দে এথেন্স নগরে সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সফ্রোনিস্কাস্ ছিলেন একজন ভাস্কর, মাতা ছিলেন ধাত্রী। পৈত্রিক ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করিয়া সক্রেটিস্ প্রথমে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন, কিন্তু যৌবন অতিক্রান্ত না হইতেই ভাস্করের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তিনি তিন বার অনতি-দীর্ঘ কালের জন্য সামরিক কার্য্যে এথেন্সের বাহিরে গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সমগ্র জীবন তাঁহার এথেন্সেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কাহারও নিকটে শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাঁহার প্রভূত জ্ঞান স্বকীয় চেষ্টার ফল।

সক্রেটিস্ দেখিতে নিতান্তই কুৎসিৎ ছিলেন। তাঁহার দেহ স্থূল, উদর স্ফীত, নাসিকা অবনত ও গতিভঙ্গী অস্বাভাবিক ছিল। মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি নগ্নপদে নগরে ভ্রমণ করিতেন, পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য ছিল না। হাট-বাজার, ব্যায়ামাগার, শিল্পীদিগের কারখানা, যেখানেই লোকজন সমবেত হইত, সেখানেই সমাগত লোকদিগের সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার দৈনিক অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। তথায় জীবন ও মৃত্যুর রহস্যসম্বন্ধে যে কেহ তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইত, তাহারই সঙ্গে তিনি আলোচনা আরম্ভ করিতেন। সোফিষ্টদিগের মতো তিনি শিক্ষার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি করিতেন না; কথোপকথনই ছিল তাঁহার আলোচনার রীতি। কোনও বিষয়ে উপকথকের মত জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইতেন, সমালোচনা করিয়া তাহার দোষ বাহির করিতেন, এবং স্বকৌশলে কথোপকথনের গতি এমন ভাবে চালিত করিতেন যে, মানব-জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়সকলের কথা আসিয়া পড়িত। যুবকদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়াই তিনি দেশের উন্নতিসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেন, এবং এই বিশ্বাসেই লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।

প্রচলিত কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের জন্য অনেক রক্ষণশীল লোক তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। এনিটাস্, মেলিটাস্ এবং লাইকন্ নামে তিন জন লোক বিচারালয়ে

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি দেবতাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া যুবকদিগকে বিপথে চালিত করিতেছেন। বাদানুবাদের সময় সক্রেটিস্ এথেন্সের ক্ষমতাশালী লোকদিগের সমালোচনা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। যাঁহারা সমাজে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞতাপ্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সমস্ত লোকই সম্ভবতঃ মেলিটাস্, লাইকন্ এবং এনিটাস্‌কে মুখপাত্র করিয়া সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল। মেলিটাস্, লাইকন্ ও এনিটাস্ নিতান্তই সামান্য লোক ছিল। সক্রেটিসের সঙ্গে তাহাদের কোন শত্রুতাও ছিল না। সক্রেটিস্ রাজনীতি ভালবাসিতেন না, এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি আপনাকে জড়িত করেন নাই। কিন্তু তখন গণতন্ত্রের নামে এথেন্সে যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। আভিজাত্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল না; এবং মুষ্টিমেয় লোকের বিশেষ অধিকারের সমর্থকও তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মতে রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত হওয়া উচিত জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ এবং সৎলোকের উপর। সাধারণ লোকে তাঁহার এই মত অনুমোদন করিত না। ইহা ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের আরও একটি কারণ ছিল। যদিও সক্রেটিস্ সোফিষ্ট ছিলেন না, এবং তাহাদের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের কোনও সাদৃশ্যই ছিল না, তথাপি জনসাধারণ তাঁহাকে সোফিষ্ট বলিয়াই মনে করিত। তাহা না হইলে, এরিষ্টোফানিস্ তাঁহার *Cloud* নামক নাটকে তাঁহাকে সোফিষ্ট বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন না। সাধারণের বিশ্বাসও যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে এরিষ্টোফানিস্ তাঁহার নাটকে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। এই সময়ে এথেন্সে সোফিষ্টগণের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা সত্য ও ন্যায়ের প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে বলিয়া, লোকে তাহাদের উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিল। এই রোষাগ্নিতে সক্রেটিস্ আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

বিচারকালে সক্রেটিস্ স্বপক্ষ-সমর্থনে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিচারকদিগের অধিকাংশের মতে তাঁহার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। অবিচলিতভাবে তিনি সেই আদেশ গ্রহণ করেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধু দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া সক্রেটিস্ হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, প্লেটো তাঁহার *Crito* নামক গ্রন্থে তাহা অমর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কারাগারে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে, বিচারকদিগের নির্দ্দেশানুসারে তিনি বিষপানে জীবন বিসর্জন করেন।

সক্রেটিস্ নিজে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফন্ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। আত্মপক্ষ-সমর্থনে তিনি বলিয়াছিলেন:

"এনিটাস্, মেলিটাস্ ও লাইকন্ ব্যতীত আরও অনেকে আমার বিরুদ্ধবাদী। তাহারা বলিয়া বেড়ায় যে, আমি যেমন দেবতাদিগের সম্বন্ধে তর্ক করি, তেমনি পৃথিবীসম্বন্ধেও গবেষণা করি, এবং যাহা মন্দ, তাহাই ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, যাহারা এইরূপ তর্ক করে, দেবতায় তাহাদের বিশ্বাস নাই। আমার বিরুদ্ধে

এই প্রকার জনমত প্রকাশ্য অভিযোগ হইতেও বিপজ্জনক। একমাত্র 'এরিষ্টোফানিস্'* ব্যতীত এইরূপ কুৎসাকারীদিগের কাহারও নাম আমি জানিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের আলোচনা আমি করি না, এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থগ্রহণও কখনো করি নাই।"

"ডেলফি মন্দিরে দৈববাণী হয় 'সক্রেটিস্ অপেক্ষা বিজ্ঞতর কেহই নাই।' দৈববাণীর কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। আমি জানিতাম, আমি মূর্খ, কিছুই জানি না। কিন্তু দৈববাণী তো মিথ্যা হয় না। উহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য, যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে গিয়াছিলাম একজন রাজনীতি-ব্যবসায়ীর কাছে। বিজ্ঞ বলিয়া দেশে তাঁহার যে খ্যাতি ছিল, তিনি আপনাকে তাহা অপেক্ষাও বিজ্ঞতর মনে করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি তাঁহার জ্ঞানের কোনও পরিচয় পাই নাই। অতিশয় বিনয় ও সহৃদয়তার সহিত আমি তাঁহার অজ্ঞতা দেখাইয়া দিলাম। ফলে তিনি আমার শত্রু হইলেন। তারপরে গিয়াছিলাম কবিদিগের নিকট। তাঁহাদের কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিতে পারিলেন না। তখন বুঝিলাম, কবিদিগের কবিতা এক প্রকার অনুপ্রেরণার ফল, জ্ঞানের ফল নহে। কারিকরদিগের নিকট গিয়া দেখিলাম, তাহারাও সমানই অজ্ঞ। এই সমস্ত ব্যাপারে আমার শত্রু-সংখ্যা বাড়িয়া চলিল।

"জ্ঞানী বলিতে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। ডেলফির দৈববাণীর অর্থ এই যে, মানুষের জ্ঞানের কোনও মূল্যই নাই, এবং মানুষের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যিনি জানেন যে, তাঁহার জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। আমি ইহা জানি বলিয়া আমার নাম দৈববাণীতে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। জ্ঞানাভিমানীদিগের অভিমান ভাঙ্গিতেই এতদিন আমার সমস্ত সময় ব্যয়িত হইয়াছে। ফলে আমি কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইয়াছি। কিন্তু দৈববাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করা আমি স্বীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

"অবস্থাপন্ন ঘরের যুবকেরা আগ্রহের সহিত আমার কথা শোনে, এবং যাহারা জ্ঞানের ভাণ করে, তাহাদের অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া দেয়। এইরূপে আমার শত্রুসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।"

নাস্তিকতার অপবাদ অস্বীকার করিয়া সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "এক সময় আমি সৈনিক ছিলাম। তখন সৈনিকের কর্তব্যে অবহেলা করি নাই। দার্শনিকের যাহা কর্তব্য, ঈশ্বরের আদেশে তাহা আমি করিয়াছি। এখন সেই কর্তব্য কিরূপে ত্যাগ করিব? ত্যাগ করিলে নিতান্ত লজ্জার ব্যাপার হইবে। বিজ্ঞ যিনি, মৃত্যুভয় তাঁহার নাই। জীবন হইতে মৃত্যু শ্রেয়স্কর কি না, কেহই বলিতে পারে না। আমাকে যদি বলা হয়, দার্শনিক আলোচনা ত্যাগ করিলে আমাকে ক্ষমা করা হইবে, তাহা হইলে আমি বলিব, 'এথেন্স-বাসিগণ, আমি আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি, কিন্তু আপনাদের আদেশ পালন করা

---

* Aristophanes তাঁহার *Cloud* নামক কাব্যে সক্রেটিসের প্রতি অনেক শ্লেষবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে Sophist বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

সক্রেটিসের বিষপান

অপেক্ষা ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।' যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন আমি দর্শনের শিক্ষাদান হইতে বিরত হইব না। আমার প্রতি ইহাই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তী হওয়াতে রাষ্ট্রের যে কল্যাণ হইয়াছে, সেরূপ কল্যাণ রাষ্ট্রের আর কখনও হয় নাই।

"আমার আরও কিছু বলিবার আছে। শুনিলে আপনাদের মঙ্গলই হইবে। আপনারা যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবে, আপনাদের ক্ষতি হইবে তাহা হইতে অধিক। আমার ক্ষতি কেহই করিতে পারিবে না—মেলিটাস্‌ও নয়, এনিটাস্‌ও নয়। সাধু লোকের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর দুষ্ট লোকদিগকে দেন নাই। এনিটাস্ তাহার অপেক্ষা ভাল লোককে হত্যা করিতে পারে, নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারে, রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেও পারে। এইরূপ করিয়া সে ভাবিতে পারে যে, সে তাহার প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। অন্যেও সেরূপ মনে করিতে পারে। কিন্তু অন্যায়-ভাবে অন্যের প্রাণ নাশ করিয়া সে নিজের যে অকল্যাণ করিবে, তাহা নিহত ব্যক্তির অকল্যাণ হইতে অনেক অধিক।

"আমি যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি, তাহা নিজের জন্য নহে, আমার বিচারকদিগের মঙ্গলের জন্য। আমি তো একটি মশক মাত্র, ঈশ্বর দয়া করিয়া রাষ্ট্রকে আমায় দান করিয়াছেন। আমার মত আর একজনকে পাওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ হইবে না। সদ্যঃ নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির মত আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে; আপনারা মনে করিতে পারেন, আমাকে হত্যা করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিবেন। কিন্তু আমার স্থলে অন্য একটি মশকও ঈশ্বর পাঠাইতে পারেন।

"অনেক সময় আমি এক দৈববাণী অথবা দৈব নিদর্শনের কথা বলিয়াছি। যখন শিশু ছিলাম, তখন এই বাণী আমি প্রথম শুনিতে পাই। এই বাণী আমাকে অনেক কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছে; কিন্তু কোনও কার্য্য করিতে কখনও আদেশ করে নাই। এই জন্যই আমি রাজনীতিতে যোগ দিতে পারি নাই। কোনও সাধু লোকই রাজনীতি লইয়া বেশীদিন থাকতে পারে না।

"বিচারালয়ে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার অনেক শিষ্যও আছেন। তাঁহাদের পিতা ভ্রাতারাও আছেন। আমি যে কাহাকেও বিপথগামী করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদের কাহাকেও সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয় নাই।

"বিচারকদিগের অন্তঃকরণ অশ্রুজলে দ্রব করিবার জন্য আমি আমার সন্তানদিগকে বিচারালয়ে আনিব না। আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না, আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাই।"

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "হে আমার বিচারকগণ, হে আমার হত্যাকারিগণ, মৃত্যুকালে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যাইতেছি যে, তোমরা আমাকে যে শাস্তি দিলে, আমার মৃত্যুর পরে তাহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে, মানুষকে হত্যা করিয়া মানুষের মুখ বন্ধ করিবে, তাহা হইলে বিষম ভুল করিয়াছ। তোমাদের দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার লোকের অভাব

হইবে না। অপরকে আঘাত না করিয়া, আপনাকে সংশোধন করাই নিন্দার গ্লানি হইতে মুক্ত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মহৎ উপায়।"

বিচারকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য কোন দৈবাদেশ আমি প্রাপ্ত হই নাই। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে-দণ্ডাদেশ আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কল্যাণকর, এবং মৃত্যুকে যাঁহারা অমঙ্গল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কেন-না, হয় মৃত্যু স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তি, না হয় তাহা জন্মান্তরের দ্বার। যদি সুষুপ্তি হয়, তাহা হইলে সে তো পরম মঙ্গল। যদি তাহা না হয়, যদি মৃত্যুর পরে লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে Orpheus, Masaeus, Hesiod ও Homer-এর সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্যলাভের জন্য মানুষের অদেয় কি থাকিতে পারে? সে সৌভাগ্যলাভের জন্য বারংবার মৃত্যুবরণ করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। যাঁহারা আমারই মতো ইতিপূর্ব্বে বিনাদোষে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরলোকে আমার সাক্ষাৎ হইবে। সেখানে আমি অবাধে জ্ঞানালোচনা করিতে সক্ষম হইব। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অপরাধে পরলোকে কাহাকেও হত্যা করা হয় না। পরলোকবাসিগণ যে আমাদের অপেক্ষা সুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরলোকসম্বন্ধে যাহা লোকে বলে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেখানে মৃত্যুও নাই। আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আমরা যে যাহার পথে যাত্রা করিব। আমি যাইব মৃত্যুর পথে, আপনারা জীবনের পথে। ঈশ্বরই কেবল জানেন, কোন পথ ভাল।"

প্লেটো ও জেনোফন সক্রেটিস্‌কে যাবতীয় মানবীয় গুণের আদর্শরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ন্যায়পরতা, মিতাচার, ধৈর্য্য, সাহস ও গাম্ভীর্য্যে তাঁহার সমান তৎকালে কেহ ছিল না। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় উদাসীন ছিলেন, এবং রাগদ্বেষের অতীত আত্মজয়ী ঋষির জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে দৈবাদেশে বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহাদ্বারা চালিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিতেন, এবং কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে দৈবাদেশ শুনিতে পাইতেন। এই আদেশ বাহ্য বাণীরূপে তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অথবা তাহা তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকের প্রেরণা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। শত্রুগণ বলিত, তিনি অলৌকিক শক্তির দাবী করিয়া আপনাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, তাঁহার অপস্মার[১] রোগ ছিল, এবং ইহার সমর্থনে তিনি দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অস্বাভাবিক হইলেও সে ঘটনা হইতে রোগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

স্বকীয় শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, সাংসারিক সৌভাগ্যে ঔদাসীন্য এবং দৈববাণীর উপর ঐকান্তিক নির্ভর, সক্রেটিস্‌কে সাধারণ মানবের ঊর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছিল। জীবাত্মার অমরত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং মৃত্যুর পরে তিনি যে আনন্দময় জীবন লাভ করিবেন, তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না। জীবাত্মার অমরত্বের পক্ষে তাঁহার যুক্তি প্লেটো তাঁহার *Phaedo* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

---

[১] Catalepsy.

সক্রেটিসের দর্শন

সক্রেটিস্ কোনও সুসংবদ্ধ দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভাবন করেন নাই, কোনও সুনির্দ্দিষ্ট দার্শনিক মতেরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। দর্শনের ইতিহাসে এইজন্য তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে তাঁহার গুরুত্ব সামান্য নহে। আরিষ্টটলের মতে সক্রেটিস্ই তর্কশাস্ত্রের আরোহপ্রণালী[১] (বিশেষ হইতে সামান্যের প্রতিষ্ঠা), পদার্থের সংজ্ঞানির্দ্ধারণ[২] এবং চরিত্রনীতিশাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐতিহ্যসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ছিল সমালোচনপ্রবণ। পরীক্ষা না করিয়া পরম্পরাগত কোনও মতই তিনি গ্রহণ করিতেন না। অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহার গবেষণা আরম্ভ হইত। কিন্তু সোফিষ্ট-দিগের মতো তিনি সত্যকে আপেক্ষিক এবং ব্যক্তির অনুভবগত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি সুনীতির তলদেশে সুনীতির ও আইনের ভিত্তি, রাষ্ট্রের ইতিহাসে মানুষের সামাজিক জীবনের স্থায়ী তত্ত্ব, এবং দেবতাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের অনুসন্ধান করিতেন। ঠিক ভাবে জীবনযাপনের জন্য এই সকল তাঁহার নিকটে অপরিহার্য্য ছিল।

চরিত্রনীতি

সক্রেটিসের জীবনই তাঁহার দর্শনের প্রকৃষ্ট ভাষ্য। দর্শনে তিনি যে শ্রেয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাহা রূপায়িত হইয়াছিল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়া-ছিলেন, তদনুরূপ স্বীয় জীবন গঠিত করিয়াছিলেন। বহির্মুখী মনকে তিনি অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন; বাহ্য সম্পদ্ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আত্মার সম্পদের দিকে নিবদ্ধ ছিল। দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তিনি কামনা করেন নাই। তাঁহার কামনার বিষয় ছিল আত্মার তৃপ্তি—জ্ঞানদীপ্ত সন্তোষ। তাহা তিনি প্রচুর পরিমাণেই লাভ করিয়াছিলেন। পদার্থের স্বরূপসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নাই। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার অনুসন্ধান করেন নাই, বরং যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি মূর্খ বলিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা জগতের স্বরূপের আলোচনা করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলে, জগতে এক ভিন্ন বহুর অস্তিত্ব নাই, আবার কেহ কেহ বলে জগতের সংখ্যা অসীম; কেহ কেহ বলে, সমস্ত দ্রব্যই অবিরাম গতিতে চলিতেছে; কেহ বলে, গতির অস্তিত্ব নাই; কেহ বলে, পদার্থের অনবরত উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে; কেহ বলে, কিছুই উৎপন্ন হয় না, কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব, এবং ইহাদের বৃথা আলোচনা না করিয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে যাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিষয়ের আলোচনা করাই মানুষের কর্ত্তব্য।" মানবজীবনের উদ্দেশ্য

---

[১] Induction. [২] Definition.

কি, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহার করণীয় কি, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ইহাই মুখ্যত: তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ষবিধান তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, জ্ঞানের ভিত্তির উপরই তিনি চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম,[১] অভিন্ন, জ্ঞানব্যতিরেকে উন্নত চরিত্রলাভ অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে উপাস্য।

সোফিষ্টদিগের সন্দেহবাদ হইতে সক্রেটিসের দর্শনের আরম্ভ। তিনি বলিতেন, তিনি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কোন বিষয়েই তাঁহার সত্য জ্ঞান নাই, ইহাই মাত্র তিনি জানেন। প্রাকৃতিক গবেষণার প্রতি বিরাগবশত: তিনি বলিতেন, গাছপালার নিকটে শিখিবার কিছু নাই। মানুষ যাহার গবেষণার বিষয়, জড় পদার্থের গবেষণা করিবার তাহার অবসর কোথায়? জগতের উৎপত্তি ও পরিণামসম্বন্ধে সত্য জ্ঞান অসাধ্য হইলেও, আমাদের কি হওয়া উচিত, তাহা জানা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। জীবনের অর্থ কি, আমাদের পক্ষে শ্রেয়: কি, একমাত্র ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ। আপনাকে জানো।* আপনাকে জানাই মানুষের যোগ্য একমাত্র কাজ। ইহাতেই সুনীতির আরম্ভ, ইহাতেই সমগ্র দর্শনের পরিসমাপ্তি। ধর্ম্ম জ্ঞানেরই নামান্তর, অধর্ম্ম[২] অজ্ঞান।

সোফিষ্টগণ বলিতেন, মানুষ—প্রাকৃতিক মানুষ—কতকগুলি সংবেদন, কামনা এবং প্রবল হৃদয়াবেগের সমষ্টিমাত্র, তাহার মধ্যে ইহাদের অতিরিক্ত কিছুই নাই। চিন্তা বা মনন মানুষের সামাজিক জীবনের ফল, তাহার প্রকৃতিদত্ত ধর্ম্ম নহে। প্রাকৃতিক মানুষে—প্রকৃতি মানুষকে যে রূপ দিয়াছে, তাহার মধ্যে—চিন্তা ছিল না। সংবেদন, কামনা এবং প্রবল হৃদয়াবেগ, ইহারাই মানুষের স্বরূপ, এবং ইহাদের অনুসরণেই তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। সক্রেটিস্ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে জানো। আপনার স্বরূপ কি, তাহা অবগত হও। তুমি কেবল সংবেদন, কামনা এবং প্রবল হৃদয়াবেগের সমষ্টি নহ; তুমি প্রজ্ঞা, তুমি চিন্তা। তোমার মধ্যে যেমন সংবেদন, কামনা ও প্রবল হৃদয়াবেগ আছে, তেমনি চিন্তা এবং প্রজ্ঞাও আছে। প্রজ্ঞা ও চিন্তাই তোমার উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি। সংবেদন, কামনা ও হৃদয়াবেগ নিকৃষ্ট প্রকৃতি।" তিনি বলিয়াছিলেন, চিন্তা সক্রিয় ও স্বাধীন, মানুষও সেইজন্য স্বাধীন। নিকৃষ্ট প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করা, সংবেদন, কামনা ও হৃদয়াবেগের বশীভূত হইয়া তাহাদের প্ররোচনা-অনুসারে চলা এবং তাহাদের চরিতার্থতা-সম্পাদন পুরুষার্থ নহে। তাহাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে প্রজ্ঞার অনুসরণ করাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। চিন্তা হইতে আত্মসংবিদের উদ্ভব হয়, আত্মসংবিদ হইতে অন্য মানবের আত্মসংবিদের জ্ঞান এবং সমবেদনার উৎপত্তি হয়। এই সমবেদনাই সুনীতির উৎস। শুধু নিজের কামনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়া শ্রেয়: নহে; তাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য, ইহা সত্য। কিন্তু সে সুখ ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাজনিত সুখ নহে। প্রকৃত সুখ কামনার পরিতৃপ্তিতে নাই। মানুষের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তদনুসারী কর্ম্ম হইতেই প্রকৃত সুখ উদ্ভূত হয়। তাহার বিরোধী কর্ম্মদ্বারা সুখের বাধা উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতাই মানুষের স্বরূপ; সংবেদন, কামনা ও

---

১ Virtue. * আত্মানং বিদ্ধি। ২ Vice.

প্রবল হৃদয়াবেগের বন্ধন হইতে মুক্তিই স্বাধীনতা। সুতরাং কামনা ও তৃষ্ণা জয় করিয়া প্রজ্ঞার অনুশাসন-পালনই ধর্ম্ম, এবং তাহা হইতেই প্রকৃত সুখলাভ এবং পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সক্রেটিসের দর্শন একান্তই চরিত্রনীতিমূলক। তাঁহার মতে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের দ্বারা, এইজন্য জ্ঞানই মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদার্থ। কর্ত্তব্য কি, জানিতে পারিলে, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানপূর্ব্বক কেহই স্বকীয় স্বার্থের বিরোধী কর্ম্ম করে না। সুতরাং কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, বিচার করিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে, আমার স্বার্থ কি, আমার শ্রেয়ঃ কি, আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে। এইজন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন, নির্দ্দোষ কর্ম্মের সহায়করূপে প্রয়োজন। কর্ম্মহীন জ্ঞান সক্রেটিসের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার মতে অজ্ঞতাপ্রসূত কোন কর্ম্মই শ্রেয়ঃ[১] হইতে পারে না। জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা কৃত হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। গর্হিত কর্ম্ম যদি জ্ঞানপূর্ব্বক করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত গর্হিত কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ব্বক গর্হিত কর্ম্মই ভাল হইত। কেন-না, জ্ঞানকৃত গর্হিত কর্ম্মের সময় ধর্ম্ম মাত্র অচির-কালের জন্য অপসৃত[২] হয়। কিন্তু অজ্ঞানকৃত গর্হিত কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধই নাই।

কিন্তু জ্ঞান কি? সোফিষ্টগণ বলিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের ভিত্তি। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে সত্যের বস্তুগত কোনও মানদণ্ড থাকিত না। প্রত্যক্ষ একরূপ নহে। ব্যক্তিভেদে প্রত্যক্ষেরও ভেদ হয়। আমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই যদি আমার নিকট সত্য হয়, তোমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য কিছুই থাকে না। এই মত অগ্রাহ্য করিয়া সক্রেটিস্ বলিলেন, প্রজ্ঞা (বুদ্ধি)ই জ্ঞানের ভিত্তি। বুদ্ধি সকল মানুষেই একরূপ, বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাই সত্য। বুদ্ধি সত্য নির্দ্ধারণ করে সম্প্রত্যয়ের[৩] সাহায্যে। এক শ্রেণীর যাবতীয় দ্রব্যের যে সাধারণ প্রত্যয়, তাহাই সম্প্রত্যয়। এই সম্প্রত্যয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, সক্রেটিস্ তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সমস্ত গুণ এক শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকটিতে বর্ত্তমান, বিসদৃশ গুণসমূহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে একটি নাম দেওয়া হয়। সেই নামদ্বারা প্রকাশিত সমবেত সাধারণ গুণগুলির ধারণাই সম্প্রত্যয়। বিভিন্ন বিশেষে[৪] বর্ত্তমান সেই সমস্ত গুণের সাদৃশ্যদর্শন, বিসদৃশ গুণ হইতে তাহাদের স্বতন্ত্রীকরণ, তাহাদের সংযোজন ও সাধারণ নামপ্রদান, ও সেই নামদ্বারা সেই সকল গুণবিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থকে বিশেষিত করা, সমস্তই বুদ্ধির কার্য্য। বস্তুর সংজ্ঞা[৫] সম্প্রত্যয় হইতে অভিন্ন। মানুষ কাহাকে বলে, যদি আমরা জানিতে চাই, তাহা হইলে মানুষের সংজ্ঞায় সেই সমস্ত গুণই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যাহারা সমস্ত মানুষেরই আছে। যাহারা ঈশ্বরে ভক্তি করে, তাহারা মানুষ, একথা বলিলে মানুষের সত্য সংজ্ঞা হইবে না। কেন-না, ঈশ্বরে ভক্তি সকল মানুষের নাই। কিন্তু মানুষ দ্বিপদ জীব বলিলে ভুল হইবে না, কেন-না, যাবতীয় মানুষই দ্বিপদ। সুতরাং

---

১ Good. ২ Temporarily suspended. ৩ Concept. ৪ Individual.
৫ Definition.

দ্বিপদ-বিশিষ্টতা মানুষের সংজ্ঞার মধ্যে তাহার একটা বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। দ্রব্যের সংজ্ঞা সম্প্রত্যয়ের বাঙ্ময়রূপ। বস্তুর সংজ্ঞানিরূপণ-দ্বারা সত্যের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানদণ্ড উদ্ভাবিত হয়। ধর্ম্মের সংজ্ঞা যদি নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোনও কর্ম্ম ধর্ম্মসঙ্গত কি না, ধর্ম্মের সংজ্ঞার সহিত উক্ত কর্ম্মের তুলনাদ্বারাই কেবল তাহা নির্ণীত হইতে পারে। কেবল আমার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইলেই, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। ব্যক্তির সংবেদন 'জ্ঞান' নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সত্যের একরূপতা থাকিত না। দ্রব্য বস্তুতঃ যাহা, তাহার জ্ঞানই 'জ্ঞান'; এবং সম্প্রত্যয়ের জ্ঞানই সেই 'জ্ঞান'। সক্রেটিস্ মুখ্যতঃ সম্প্রত্যয় গঠন করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ধর্ম্ম কি? সাহস কাহাকে বলে? তিতিক্ষা কি? এই সমস্ত প্রশ্নের অর্থ—ধর্ম্ম, সাহস ও তিতিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা অথবা সম্প্রত্যয় কি? এইভাবেই তিনি সত্য ও চরিত্রনীতির ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব ভিত্তির আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই মতের প্রতিষ্ঠায় সক্রেটিসের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক[১]। ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি জানিতে চাহিতেন সত্যের আবিষ্কারের জন্য নহে, ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য। ধর্ম্ম কি, না জানিলে কেহই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না। জ্ঞানই সুনীতির ভিত্তি এবং জ্ঞান হইতেই সৎ কর্ম্মের উদ্ভব হয়। কিন্তু "জ্ঞান না থাকিলে কেহ ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করিতে পারে না", সক্রেটিস্ কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলে কেহ অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে না, ইহাও বলিয়াছেন। ইহার সমালোচনায় আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, সক্রেটিস্ জীবাত্মার প্রজ্ঞাবিহীন[২] অংশের কথা বিস্মৃত হইয়াই এই কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মই যে প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক চালিত হয়, তাহা সত্য নহে। অধিকাংশ মানুষের কর্ম্মই প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার আত্মার প্রজ্ঞাবিহীন অংশ-কর্ত্তৃক চালিত হয়। ন্যায় কি, অন্যায় কি, তাহা জানিয়াও মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সক্রেটিস্ স্বীয় প্রকৃতিদ্বারা যাবতীয় মানুষের বিচার করিয়াছেন। মানবীয় দুর্ব্বলতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। সর্ব্বদাই তিনি যুক্তিদ্বারা চালিত হইতেন, এবং ধর্ম্ম কি তাহা জানিয়া তিনি যে নিজে অন্যায় কর্ম্ম করিবেন না, ইহা তিনি নিশ্চিত জানিতেন। ধর্ম্ম কি, তাহা জানিয়াও লোকে কিরূপে অন্যায় করে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ধর্ম্ম কি, তাহা জানে না বলিয়াই লোকে অধর্ম্ম করে।* আরিষ্টটলের সমালোচনা অসঙ্গত নহে। কিন্তু কোন লোক যাহা বিশ্বাস করে, তাহার বিপরীত কর্ম্ম

---

[১] Practical. [২] Irrational.

* আরিষ্টটলের উল্লিখিত কারণ ব্যতীত সক্রেটিসের উক্তির আরও একটি কারণ ছিল। *Protagoras* গ্রন্থে এই কারণের আভাস পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এথেন্সের গণতন্ত্রের সমালোচনা-কালে সক্রেটিস্ বলিয়াছেন, "গৃহনির্ম্মাণ অথবা নৌ-নির্ম্মাণের জন্য উক্ত কার্য্যে দক্ষ লোকের প্রয়োজন; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতে কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত, তাহার কোনও বিচার করা হয় না; যদিও রাষ্ট্র-পরিচালনা গৃহ অথবা নৌ-নির্ম্মাণ অপেক্ষা অতিশয় দুরূহতর ব্যাপার। জীবন-পরিচালনার জন্য—তাহা ব্যক্তিরই হউক অথবা সমাজেরই হউক—জ্ঞান নিতান্তই আবশ্যক। গৃহনির্ম্মাতা যদি গৃহনির্ম্মাণ-

করে, ইহা যখন আমরা বলি, তখন তাহার বিশ্বাস কতটা আন্তরিক, তাহা ভাবিয়া দেখি না। যাহারা খৃষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, পর্ব্বতশিখরে দত্ত উপদেশকে তাঁহার বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে যখন বাণিজ্যক্ষেত্রে অসাধু আচরণ অবলম্বন করিতে দেখি, যুদ্ধে শত শত লোকের হত্যাব্যাপারে লিপ্ত দেখি, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা যে খৃষ্ট ও তাঁহার বাণীতে বিশ্বাস করে, সে কথা কি সত্য? তাহারা যদি বাস্তবিক বিশ্বাস করিত যুদ্ধ অন্যায়, অসাধু আচরণ অধর্ম্ম, তাহা হইলে কি যুদ্ধ করিতে পারিত? বাণিজ্যে অসাধু আচরণদ্বারা সহস্র সহস্র লোকের ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারিত? সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল যে, লোকে যদি সত্য সত্যই ধর্ম্ম কি, জানে, তাহা হইলে অধর্ম্ম করিতে পারে না। সকলেই শ্রেয়ঃ চায়, কিন্তু অনেকেই শ্রেয়ঃ কি, তাহা জানে না। ইহা অনেকাংশে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে যে জানিয়া শুনিয়াও অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে, তাহাও সত্য।

সক্রেটিস্ বলেন, 'ধর্ম্মই জ্ঞান', এই তত্ত্ব যদি ঠিকমত বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার চারিটি অনুসিদ্ধান্তও বুঝিতে পারিবে। প্রথমতঃ—অজ্ঞানপূর্ব্বক যাহা করা যায়, তাহাকে শ্রেয়স্কর বলা যায় না, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা কৃত হয়, তাহা সকল সময়ই শ্রেয়স্কর।

দ্বিতীয়তঃ—সুখ ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানে, কিসে তাহার মঙ্গল, এবং যাহাকে মঙ্গল বলিয়া জানে, তাহাই করে। সুতরাং তাহার কর্ম্মের ফল হয় সুখ। শ্রেয়ের জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম তাহার উপযোগী ফল উৎপন্ন করে।

তৃতীয়তঃ—যে যে গুণকে ধর্ম্ম বলা হয়, তাহারা এক ও অভিন্ন। কেন-না, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, ইহার জ্ঞানের উপরই সেই সকল গুণের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করাই প্রত্যেক কল্যাণগুণের কার্য্য; সুতরাং মূলে তাহাদের ভেদ নাই।

চতুর্থতঃ—ধর্ম্মলাভ প্রত্যেকেরই সাধ্য, যদি তাহার জন্য আগ্রহ থাকে, এবং যদি অভ্যাস করা যায়। শ্রেয়ঃ যখন জ্ঞানের বিষয়, তখন তাহা শিক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। ধর্ম্মের স্বরূপ যদি 'জ্ঞান' না হইত, তাহা হইলে ধর্ম্ম শিক্ষা করা সম্ভব হইত না, এবং সোপান-ক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হইত।

সক্রেটিস্ মানুষকে কখনও পাপী বলিতেন না। মানুষ জ্ঞানহীন, ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষার বিষয়। ভুল বুঝিয়াই লোকে অন্যায় করে। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, সে নিজের ভালোই করিতেছে। যখন অন্যায় কাজ করে, তখনও নিজের অমঙ্গল করিতেছে, তাহা মনে করে না। সুতরাং মানুষকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই তাহাকে সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

কৌশল অবগত থাকে, তাহা হইলে যেমন গৃহনির্ম্মাণের জন্য তাহার অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, তেমনি ধর্ম্ম কি তাহা জানা থাকিলে, ধার্ম্মিক জীবনলাভের জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম। কিন্তু এই উপমা স্পষ্টতঃই অসঙ্গত। গৃহনির্ম্মাণের জন্য নির্ম্মাণের প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়া আবশ্যক, এবং সেই প্রয়োজন-পূরণের ইচ্ছারও প্রয়োজন। ধর্ম্মলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ না হইলে, এবং তাহা লাভের ইচ্ছা উদ্রিক্ত না হইলে, কেবল ধর্ম্মের জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় না।" এই প্রসঙ্গে A. D. Lindsay, LL.D. কর্ত্তৃক প্রদত্ত *Historical Socrates and* the Platonic *Form of the Good* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত) বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

সোফিষ্টগণ বলিতেন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞানকৃত কর্ম্মের গুণ ও দোষ। অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম ধর্ম্মও নয়, অধর্ম্মও নয়। সক্রেটিস্ ইহা স্বীকার করিতেন। কিন্তু এই মতের প্রচারদ্বারা সোফিষ্টগণ সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য কোনও মানদণ্ড নাই। কিন্তু সক্রেটিস্ চিন্তাকে সাত্ত্বিক চিন্তায় উন্নীত করিয়া ব্যক্তির মতনিরপেক্ষ একটি স্বাধীন মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও যাবতীয় জ্ঞানকৃত কর্ম্মকে ব্যক্তির স্বৈর ইচ্ছার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া এই বাহ্য মানদণ্ডের[১] অধীনে স্থাপিত করেন।

সোফিষ্টগণ দার্শনিক আলোচনায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'মানুষই বিশ্বের মানদণ্ড'—মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিই জ্ঞানের সত্যতা ও কর্ম্মের ঔচিত্যের মানদণ্ড—তাঁহাদের এই মত এক হিসাবে সত্য। মানবের অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই সত্য, কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা তাহার বুদ্ধিদ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায়ের মানদণ্ড, তাহা প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি নয়। তাহা সাত্ত্বিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি। ব্যক্তির চিন্তা ও প্রজ্ঞা তাহার নিজের সম্পত্তি নহে, তাহা সর্ব্বমানব-সাধারণ, সর্ব্বজনীন। যতক্ষণ কোনও ব্যক্তি প্রজ্ঞার অনুশাসন মানিয়া চলেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রজ্ঞা ও চিন্তা সার্ব্বলৌকিক, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই বোধ আছে। তিনি যাহাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, কর্ত্তব্য মনে করেন, কল্যাণ বলিয়া মনে করেন, তাহা যে কেবল তাঁহার পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত, কর্ত্তব্য ও কল্যাণকর, তাহা নহে, যাবতীয় প্রজ্ঞাবান্ জীবের পক্ষেই তাহা ন্যায়সঙ্গত, কর্ত্তব্য ও কল্যাণকর ; এই বোধ প্রত্যেক প্রজ্ঞাবান্ জীবের আছে বলিয়াই, এই বোধের প্রসার সর্ব্বজনীন বলিয়াই, ব্যক্তিগতবোধ সাত্ত্বিকত্ব[২] প্রাপ্ত হয়। সক্রেটিসের দর্শন এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'বিষয়ত্বপ্রাপ্ত চিন্তার দর্শন'[৩] তাহা হইতেই আরব্ধ হয়।

হেগেল বলেন, সৎ কর্ম্ম[৪] দুই প্রকারের—ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক-প্রণোদিত বিচার-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্ম[৫] এবং প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুযায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্দ্ধ-জ্ঞানকৃত কর্ম্ম[৬]। বিনা বিচারে অন্ধভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের অনুশাসন-পালনের স্থলে, সক্রেটিস্ বিচারপূর্ব্বক কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোককে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি—সন্নিবেশ-বিশিষ্টতা

সক্রেটিসের দর্শন যদিও মুখ্যতঃ চরিত্রনীতিমূলক ও জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং প্রকৃতি ও সত্তা-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দৃশ্যতঃ ঔদাসীন্যের সহিত তিনি পরিহার করিতেন, তথাপি প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের[৭] অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধিমান্ জীব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করে, বিভিন্ন দ্রব্যকে স্বকীয় উদ্দেশ্য-

---

[১] Objective standard. [২] Universality. [৩] Philosophy of Objective thought. [৪] Sitlichkeit. [৫] Moral action. [৬] Moralitat. [৭] Purpose.

সিদ্ধির জন্য বুদ্ধিপূর্বক সন্নিবিষ্ট করিয়া অভিলষিত ফল উৎপন্ন করে, জগতের বিভিন্ন অংশের গঠনে ও সন্নিবেশে সেইরূপ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপায়াবলম্বনের প্রমাণ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং জগৎ-নির্মাণে বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন। জীবদেহের গঠনে ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গের সংস্থানে প্রয়োজনসাধনের ও আনন্দদানের উদ্দেশ্য তাঁহার মতে পরিস্ফুট। সক্রেটিস্‌কে Teleological Argument-এর (উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি, argument from design) আবিষ্কর্তা বলা হয়। বিশ্বে প্রতীয়মান উদ্দেশ্য হইতে তিনি জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেন বলিয়া যেনোফন্ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মতে ঈশ্বরচিন্তা তাঁহার সমগ্র জীবনে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। যখনই তিনি কর্তব্যাকর্তব্যের আলোচনা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার আলোচনা ঈশ্বরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রত্যেক নৈতিক কর্তব্যের মূলে তিনি ঈশ্বরের অনুমোদন দেখিতে পাইয়াছেন, এবং অন্যায় কর্মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি কোনও নূতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। গ্রীকদিগের ধর্মসংস্কারের কোনও ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত দেবতাদিগের গ্লানিকর কাহিনীতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ঈশ্বর নিত্য ও মঙ্গলময়, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তিনি বাহিরে যেমন জগৎরূপে প্রকাশিত, তেমনি জীবের অন্তরে তাঁহার অবস্থান। ঈশ্বরের অধীন দেবতাদিগের অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাস করিতেন।

সক্রেটিসের তর্কপদ্ধতি

সক্রেটিসের তর্কপদ্ধতি তাঁহার নামানুসারে 'সক্রেটিক পদ্ধতি'[১] নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই পদ্ধতির দুই দিক্—নিষেধমূলক[২] এবং বিধিমূলক[৩]। নিষেধমূলক পদ্ধতি 'সক্রেটিক শ্লেষ'[৪] নামেও পরিচিত। অজ্ঞতার ভান করিয়া সক্রেটিস্ জ্ঞানাভিমানীদিগের নিকট বিষয়বিশেষের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রশ্নের যে উত্তর প্রদত্ত হইত, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্যই যেন তাহার ত্রুটিগুলি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেন। এইরূপে প্রত্যেক উত্তরের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোণঠাসা করিয়া এমন অবস্থানে লইয়া আসিতেন যে, তখন ভুল স্বীকার করা ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর থাকিত না। অনেক সময় ভুল প্রদর্শন করিয়াই সক্রেটিস্ নিবৃত্ত হইতেন; তথাকথিত পণ্ডিত যে বাস্তবিক অজ্ঞ, ইহা দেখাইয়াই নিরত হইতেন। ইহাই তাঁহার নিষেধমূলক, অথবা ব্যতিরেকমুখী পদ্ধতি। কিন্তু এই শ্লেষাত্মক পদ্ধতির পরিণামই তর্কের শেষ কথা নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সক্রেটিক পদ্ধতির পরিণাম হইত অজ্ঞানবাদ—'আমরা কিছুই জানি না', এই জ্ঞান। সক্রেটিসের বিধিমূলক পদ্ধতিতে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা ছিল। সক্রেটিসের মাতা ছিলেন ধাত্রী। প্রসবকালে সন্তানের আবির্ভাবে সাহায্য করাই ছিল তাঁহার কাজ। সক্রেটিস্‌ও তাঁহার বিধিমূলক পদ্ধতিতে জ্ঞানের প্রসবে,—উপকথকের মনে জ্ঞানের আবির্ভাবে—ধাত্রীর কার্য্য করিতেন। অবিরত প্রশ্ন করিয়া

১ Socratic method. ২ Negative. ৩ Positive. ৪ Socratic irony.

উপকথকের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণা নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মুখ হইতেই ইতিপূর্ব্বে তাহার অজ্ঞাত সত্য প্রকাশিত করিতেন—তাহার ধীশক্তির প্রসববেদনায় ধাত্রীর কার্য্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রধান সাধন ছিল 'আরোহপ্রণালী'[১]। 'বিশেষ' হইতে সামান্যের অনুমানই আরোহপ্রণালী। সুবিচার[২]-সম্বন্ধে আলোচনাকালে সুবিচারের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে সক্রেটিস্ সুবিচার-'সামান্যের' সংজ্ঞা বাহির করিতেন। তাঁহার আরোহপ্রণালীর লক্ষ্যও ছিল ন্যায়সম্মত সংজ্ঞার[৩] উদ্ভাবন। আরিষ্টটল্ বলেন, "সক্রেটিসের মতে দর্শনের লক্ষ্য ধর্ম্মের স্বরূপের অনুসন্ধান। এই উদ্দেশ্যেই সুবিচার, সাহস, তিতিক্ষার[৪] স্বরূপ কি, তাহা তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম ও জ্ঞান যেমন অভিন্ন, তেমনি 'ধর্ম্মের' অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় গুণও জ্ঞানের সমার্থক। যে যে কল্যাণগুণ ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ রূপ, তিনি তাহাদের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিতেন, কেন-না, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই বিশেষত্বের সুস্পষ্ট ধারণা হইতেই কর্ম্মে সেই সেই গুণ প্রকাশিত হয়। যাবতীয় সুনীতিসম্মত কর্ম্ম[৫] তাঁহার মতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের সুস্পষ্ট ধারণা হইতেই উদ্ভূত হয়।

সমালোচনা

সক্রেটিসের আবির্ভাবের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের প্রথম যুগের অবসান এবং দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। প্রাক্-সক্রেটিক দর্শন মুখ্যত: প্রাকৃতিক গবেষণামূলক ছিল। জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপই প্রধানত: তাহার আলোচনার বিষয় ছিল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র 'চিৎ' পদার্থ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা তাহাতে ছিল না। আনক্সাগোরাস্ 'nous' (বুদ্ধি) -এর কথা বলিয়াছিলেন সত্য; তিনি চিন্তা ও উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য nous-এর গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। তাঁহার nous সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মতম পদার্থ; তাহা জগতের গতি ও পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, যদিও স্বরূপত: অবিচলিত। কিন্তু তিনি তাঁহার nous-এর ধারণাকে স্পষ্টীকৃত করিয়া, তাহাকে প্রজ্ঞায় উন্নীত করেন নাই। ইহার কারণ জড় পদার্থে গতির ব্যাখ্যার জন্যই 'nous'-এর কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল। জড় স্বরূপত: নিশ্চল। তাহাতে গতির সৃষ্টি কিরূপে হইল তাহার ব্যাখ্যার জন্যই 'nous'-এর কল্পনা এবং তাহাতে উদ্দেশ্যের আরোপ। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার 'nous' কেবলমাত্র জড়ে গতির উৎপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই গতি-উৎপাদনেই তাহার কার্য্যের পরিসমাপ্তি। সক্রেটিস্ আত্মজ্ঞানের স্বয়ংসিদ্ধ প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, এবং জড় প্রকৃতিকে বর্জ্জন করিয়া আত্মিক জগতের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। তাঁহার চরিত্রনৈতিক দর্শনে, সুবিচার, সাহস ও তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত সম্প্রত্যয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারা জীবাত্মার গুণ, এবং তাহাদের স্বরূপ চিন্তায় অবস্থিত। এই সমস্ত সম্প্রত্যয় পদার্থের স্বরূপ। সক্রেটিসের শিক্ষার দুই দিক্। সম্প্রত্যয় সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি

---

[১] Induction. [২] Justice. [৩] Logical definition. [৪] Fortitude.
[৫] Moral action.

এই মত এক দিক্। দ্বিতীয় দিক্ তাঁহার চরিত্রনীতি-সম্বন্ধী মত। তাঁহার চরিত্র-নীতি-সম্পর্কীয় মত হেত্বাভাসযুক্ত, কেন-না, মানুষের কর্ম্ম কেবল প্রজ্ঞা-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা সত্য নহে। চিন্তাজগতেও এইজন্য তাহা কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার সামান্যবাদ দর্শনে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সোফিষ্ট মতের নিরসন ইহার অব্যবহিত ফল। সোফিষ্টগণ বাস্তব সত্তা ও চরিত্রনৈতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ সেই বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান নহে, এবং জ্ঞান যে সম্প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, ইহা প্রচার করিয়া তিনি জ্ঞানকে ব্যক্তির 'খেয়াল' হইতে মুক্ত করিয়া বস্তুগত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্লেটোর সামান্যবাদ ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তাঁহার সম্প্রত্যয় প্লেটোর idea। তিনি সম্প্রত্যয়দিগকে বিশিষ্ট সত্তাবান্ পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই। বিশিষ্ট সত্তা দান করিয়া প্লেটো তাহাদিগকে idea-নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের দর্শন ইহাদ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল; পরবর্তী সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানবাদ[১] ইহার নিকট ঋণী।

একজন ইংরাজ দার্শনিক দর্শনের উপর সক্রেটিসের প্রভাব নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন* :—

চিন্তার অভিব্যক্তিতে তিনটি ক্রম লক্ষিত হয়। প্রথম ক্রম—নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস; কিন্তু সে বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস নহে, যে-সমস্ত মত সমাজে প্রচলিত, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তাহাতে বিশ্বাস। দ্বিতীয় ক্রম—সংশয়মূলক, যাহা সত্য বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার। তৃতীয় ক্রমে বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সামান্য-জ্ঞান ও যুক্তি, ঐতিহ্য নহে। সক্রেটিসের পূর্ব্বে সত্য ও মঙ্গল যে বস্তুগত সত্য[২], তাহা লোকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিত। কেহ যেমন উহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিত না, তেমনি কেহ ইহা বিশেষ করিয়া বলিতও না, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ইহা গৃহীত হইত। যুক্তিসঙ্গত কারণের অস্তিত্ববশতঃ যে লোকে বিশ্বাস করিত, তাহা নহে, চিরকাল লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, তাই বিশ্বাস করিত। সোফিষ্টগণের যখন আবির্ভাব হইল, তখন তাঁহারা প্রচলিত ব্যবস্থা[৩], রীতি ও প্রমাণ[৪] যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সত্য ও শ্রেয়ের সমস্ত প্রচলিত ধারণার মূল শিথিল হইয়া পড়িল। সক্রেটিস্ আবির্ভূত হইয়া সত্য ও মঙ্গলের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন; এই আদর্শ সরল বিশ্বাসের আদর্শ নহে, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ। আরিষ্টফানিসের সহিত তুলনা করিলে সক্রেটিসের কার্য্যের গুরুত্ব স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। রক্ষণশীল

---

১ Idealism.

* W. T. Stace : *A Critical History of Greek Philosophy.*

২ Objective realities.

৩ Law. ৪ Authority.

আরিষ্টফানিস্ সক্রেটিসের মতই সোফিষ্টদিগের প্রচারিত মতের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে স্বাধীন চিন্তা দমন করিয়া, প্রাচীনকালের বিশ্বাসে সমাজকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই এই রোগের প্রতিকার। কিন্তু সরল বিশ্বাসের একবার বিনাশ হইলে, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর নহে। বৃদ্ধকে যেমন শৈশবে ফিরাইয়া লওয়া সম্ভবপর হয় না, ইহাও তেমনি। চিন্তা হইতে যে সমস্ত পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহার প্রতিকারের উপায় অধিকতর চিন্তা। চিন্তার প্রধান ফল যদি হয় সংশয়, তাহা হইলে তাহার দমন না করিয়া, তাহার উপরই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিয়া সংশয়ের নিরসন কর্ত্তব্য। ইহাই ছিল সক্রেটিসের প্রণালী। সকল মহৎ লোকের অবলম্বিত প্রণালীই এই। তাঁহারা ছায়া দেখিয়া ভয় পান না, প্রজ্ঞার উপর তাঁহাদের বিশ্বাস আছে। যুক্তি যদি তাঁহাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায়, তাঁহারা ভয়ে পলায়ন করেন না। তাঁহারা আলোকের প্রত্যাশায় সম্মুখে অগ্রসর হন। যুক্তিতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় বলিয়া যাঁহারা যুক্তি বর্জন করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই উপায়ে চিন্তা দমিত হয় না। যুক্তির উপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করাই কর্ত্তব্য। সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত আদর্শ, প্রচলিত সমস্ত আচার-ব্যবহার যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে হইবে, সোফিষ্টদিগের এই মত সক্রেটিস্ অগ্রাহ্য করেন নাই। ইহা স্বীকার করিয়াই তিনি দ্বন্দ্বে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং জয়লাভ করিয়াছিলেন। সোফিষ্টদিগের সহিত সক্রেটিসের তর্কযুদ্ধে প্রধান শিক্ষার বিষয় এই যে, সত্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রজ্ঞার উপরে অন্য কোনও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহার নিশ্চিত ফল সংশয়বাদ, এবং সত্য ও চরিত্রনীতির বাস্তবত্ব অস্বীকার। বর্ত্তমান কালে থিওসফিষ্টগণ ও অন্যান্য আরও অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত জ্ঞান উপজ্ঞা[১]-দ্বারাই লভ্য, এবং তাঁহারা প্রজ্ঞার উপরে উপজ্ঞার স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উপজ্ঞা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান না হইলেও, অব্যবহিত ব্যক্তিগত জ্ঞান। আমার উপজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের সহিত অন্যের উপজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের ঐক্য না হইতে পারে। প্রত্যেকের উপজ্ঞালব্ধ জ্ঞান যদি তাহার পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বস্তুগত কোনও মানদণ্ড থাকে না। সোফিষ্টমতের বিপক্ষে যে সমস্ত আপত্তি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, উপজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধেও তাহারা প্রযোজ্য।*

---

[১] Intuition.

* উপরি-উক্ত মন্তব্যসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উপজ্ঞালব্ধ জ্ঞান ও যুক্তিবর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস (dogmatism) এক নহে। অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষও এক প্রকার প্রত্যক্ষ; সকলের সেরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু যাহাদের হয়, তাহাদের লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নাই। অসঙ্গের (absolute) ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, একই অখণ্ড বস্তুর খণ্ডিত প্রকাশ; সেই প্রকাশসকল সর্ব্বাংশে একরূপ না হইলেও পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে। যুক্তিদ্বারা লব্ধ না হইলেও, তাহা যুক্তিবিরোধী নহে। সোফিষ্টগণ যে মানবীয় ব্যক্তিগত জ্ঞানকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষজ জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান বিশ্বের মানদণ্ড হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদেশের গুহ্যদর্শিগণ যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

[২]

অর্দ্ধ-সক্রেটিকগণ

সক্রেটিসের উপদেশের উৎস হইতে গ্রীক চিন্তা নানা দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সক্রেটিস্ নিজে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

বড় বড় আচার্য্যদিগের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। সক্রেটিসের শিষ্যদিগের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিভিন্ন শিষ্য তাঁহার উপদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য অংশ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-সক্রেটিক বলা হয়। এই সমস্ত শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে **Cynic, Cyrenaic** এবং **Megaric** সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই সক্রেটিসের জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলেও, ইঁহাদের মতের মিল ছিল না।

সক্রেটিসের ধর্ম্মতত্ত্ব[১] হইতে প্রতীত হয় যে, মানবজীবনের একই উদ্দেশ্য, এবং তাহা প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সত্য। চিন্তাদ্বারা প্রত্যেকের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও নিয়মের প্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি? ইহার সন্তোষজনক উত্তর সক্রেটিসের উপদেশের মধ্যে নাই। ইহার উত্তরস্বরূপ সক্রেটিসের নিজের জীবন শিষ্যদিগের সম্মুখে ছিল, এবং এই জীবন ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি? ধর্ম্ম অথবা সুখ? এ প্রশ্ন সক্রেটিস্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানও করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক। যাহার জ্ঞান আছে, সে পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিবে। পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে বিরোধ নাই। কিন্তু ধর্ম্মের পরিণাম সুখ বলিয়াই কি ধর্ম্ম পালনীয়? অথবা পরিণামে সুখ হউক, বা দুঃখ হউক, ধর্ম্ম নিজের জন্যই পালনীয়? এ বিষয়ে সক্রেটিস্ কোন স্পষ্ট উত্তর দিয়া যান নাই।

সিনিক সম্প্রদায়

সিনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আন্টিস্থিনিস্ বলিয়াছিলেন, ধর্ম্ম নিজের জন্যই পালনীয়, অন্য কিছুরই অপেক্ষা তাহার নাই।

আন্টিস্থিনিস্ এক সময়ে সোফিষ্ট গর্জিয়াসের শিষ্য ছিলেন, এবং নিজেও সোফিষ্ট ছিলেন। পরিণত বয়সে সক্রেটিসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার সহিত বাস করেন, এবং সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে তিনি সিনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন, **Cynosarges** নামক ব্যায়ামাগারে তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন,

---

১ **Doctrine of virtue.**

সেই ব্যায়ামাগারের নাম হইতে তাঁহার সম্প্রদায় সিনিক নামে পরিচিত হয়। সক্রেটিসের শিক্ষানুসারে তিনি বিশুদ্ধ জীবনকে[১] মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করেন। বিশুদ্ধ জীবন ব্যতীত সুখ অসম্ভব, কিন্তু জীবন বিশুদ্ধ হইলে কেবল তাহার ফলেই সুখ হইতে পারে। অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সক্রেটিসের মতোই তিনি ধর্ম্মকে জ্ঞান ও শিক্ষালভ্য মনে করিতেন, এবং ধর্ম্মের অঙ্গীভূত যাবতীয় গুণকে অভিন্ন বলিতেন। ধর্ম্মের আদর্শ কামনারাহিত্য এবং বাহ্য-বিষয়নিবৃত্ত আত্মসমাহিত চিত্ত। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির কিছুরই অপেক্ষা নাই, বিবাহ, সমাজ, প্রতিষ্ঠা কিছুই তাঁহার কাম্য নহে। অর্থ, প্রতিপত্তি অথবা সুখ কিছুই তিনি কামনা করেন না।

আন্টিস্থিনিস্ খোলা যায়গায় জনসাধারণের নিকট সরল ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, এবং বক্তৃতার সময় গভীর দার্শনিক আলোচনা পরিহার করিতেন। তিনি বলিতেন, মানুষের পক্ষে যাহা জানা সম্ভব, সাধারণ লোকেও তাহা জানিতে পারে, গূঢ় রহস্য তাহাতে কিছুই নাই। তিনি সকলকে প্রকৃতির নিকট ফিরিয়া যাইতে[২] অর্থাৎ কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম[৩], রাষ্ট্রশাসন[৪] এবং বিবাহপ্রথারও তিনি সমর্থন করিতেন না। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়-সুখ তিনি ঘৃণা করিতেন।

এই নীরস বৈরাগ্যে সক্রেটিসের বিশুদ্ধ মানবিকতার নিতান্ত অভাব ছিল। সক্রেটিসের উপদেশের নিষেধমূলক অংশ আন্টিস্থিনিস্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিধিমূলক অংশ বর্জন করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের দার্শনিক আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি ও ইঙ্গিত ছিল, তিনি তাহাদিগের অনুসরণ করেন নাই।

আন্টিস্থিনিসের শিষ্য ডায়োজিনিস্ তাঁহার অপেক্ষাও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ডায়োজিনিসের পিতা হীনচরিত্রের লোক ছিলেন বলিয়া আন্টিস্থিনিস্ তাঁহাকে উপদেশ দিতে প্রথমে স্বীকার করেন নাই। ডায়োজিনিস্ চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ডায়োজিনিস্ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। অবশেষে আন্টিস্থিনিস্ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজে প্রচলিত পরম্পরাগত যাবতীয় প্রথাই ডায়োজিনিস্ বর্জন করিয়াছিলেন—ধর্ম্ম, খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, আচরণ, সর্ব্ববিষয়েই তিনি প্রচলিত বিধির বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কুকুরের মত একটা টবে বসিয়া থাকিতেন, এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষা করিতেন। তিনি সমগ্র প্রাণি-জগতের সহিত আপনাকে এক জাতিভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেন। ইহাও কথিত আছে যে, মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া, তিনি কোনও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও, ইহাই কেবল আমার প্রার্থনা।" ধর্ম্মের[৫] জন্য তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। ধর্ম্মের তুলনায় পার্থিব সম্পদ্ তিনি নিতান্তই তুচ্ছ গণ্য করিতেন। বাসনা হইতে মুক্ত

---

১ Moral life. ২ Return to nature. ৩ State religion.
৪ Government. ৫ Virtue.

হওয়াকেই তিনি ধর্ম ও নৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি বলিতেন, "ভাগ্য-দেবীর প্রসাদের প্রতি উদাসীন হইতে পারিলেই, ভয় হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।" সভ্যতা জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহা ঘৃণা করিতেন।

খৃ. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে সিনিকদিগের শিক্ষা প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। আলেকজান্ড্রিয়াতে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় ইহার প্রকৃতি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তখন সিনিকগণ জ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা আলস্যে কাল কাটাইয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতেন। বহুদিন পরে ষ্টোয়িক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে সিনিক দর্শন নবজীবন লাভ করে।

সাইরেনাইক সম্প্রদায়

সাইরেনাইক সম্প্রদায়ের মত সিনিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাইরিনের আরিষ্টিপ্পাস্ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। আরিষ্টটল্ তাঁহাকে সোফিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন বলিয়া বোধ হয় আরিষ্টটল্ তাঁহাকে সোফিষ্ট বলিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মানবচরিত্র-সম্বন্ধেও তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল।

সিনিকদিগের মতো দারিদ্র্য তাঁহার আদর্শ ছিল না। প্রচুর ভোগ ও বিলাসের মধ্যে তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে সক্রেটিসের শিষ্য বলিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিলেও, দুইটি বিষয়ে সক্রেটিসের মতের সহিত তাঁহার মতের সংযোগ ছিল: ধর্ম্ম ও তাহার ফল সুখকে সক্রেটিস্ মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। সৎ আচরণকেই তিনি প্রধান স্থান দিয়াছিলেন, এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণস্বরূপেই তাহার ফল সুখের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আরিষ্টিপ্পাস্ সুখকেই মুখ্য স্থান দিয়া তাহাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম শ্রেয়ঃ, বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তিনি যে সুখকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল দৈহিক সুখ, বর্ত্তমানের সুখ, সমগ্র জীবনের সুখ নহে। কোনও কার্য্যদ্বারা যদি সুখ হয়, তাঁহার মতে তাহা হইলে তাহাই কর্ত্তব্য, পরিণামের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এই সুখের সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিরোধ থাকিলে, তাহার কোন গুরুত্ব নাই। কোনও কার্য্য হইতে যদি সুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে গর্হিত, লজ্জাজনক অথবা অধর্ম্ম বলিবার কারণ নাই—কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কারণ নাই। কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য তিনি বিচার, আত্মসংযম ও মিতব্যয়ের, এবং বিশেষ বিশেষ কামনাকে জয় করিবার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সুখের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার প্রয়োজন, তাহার দাস হইলে চলিবে না। তাহার জন্য আত্মিক কৃষ্টি[১] ও সুবিচার—কোন্ সুখ বর্জন করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা—আবশ্যক। তিনি যে আত্মসংযমের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ভোগবর্জন নয়, বিচারপূর্ব্বক ভোগ। সিনিকগণ কামনার বিনাশদ্বারা জীবনকে

[১] Spiritual culture.

নীরস মরুভূমিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাইরেনাইকগণ সংযতভাবে বিষয়-ভোগের পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারা সুখের মধ্যে গুণভেদ স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদের মতে সকল সুখই একজাতীয়, ভাল-মন্দ-ভেদ তাহার মধ্যে নাই। সক্রেটিস্‌ও সংযতভাবে সুখভোগের পক্ষপাতী ছিলেন। সংযমের প্রয়োজনের কথা বলায় মনে হয়, আরিষ্টিপ্‌পাস্‌ সক্রেটিসের শিক্ষা একেবারে বর্জন করেন নাই। স্ল্যায়ারমাকার তাঁহাকে কপট সক্রেটিক্[১] বলিয়াছেন। ধর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য না বলিয়া সুখকে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করার ফলে অনেকে তাঁহার মতের অনেক কদর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যান্য সাইরেনাইকদিগের মধ্যে থিওডোরাস্‌ বলিয়াছেন, জীবনের সকল অবস্থাতে প্রজ্ঞাসঙ্গত উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হইবার সামর্থ্য হইতে যে আনন্দের উৎপত্তি হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌। দুঃখনিবৃত্তিকে হেগেসিয়াস্‌ জ্ঞানী লোকের উপযুক্ত লক্ষ্য বলিয়াছেন। আনিসিরাসের মতে সমাজ হইতে নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব, জীবন হইতে যতটা সম্ভব সুখ আদায় করিয়া লওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। এই সম্প্রদায়ের মতই পরবর্ত্তী কালে এপিকিউরীয় মতে পরিবর্ত্তিত হয়।

মেগারিক সম্প্রদায়

মেগারিক সম্প্রদায় স্থাপিত হয় ইউক্লিড-কর্ত্তৃক। ইউক্লিড সিনিক এবং সাইরেনাইক মতের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চরিত্রনীতির দিক্‌ হইতে যাহা শ্রেয়ঃ, প্রকৃতির দিক্‌ হইতে তাহাই 'সৎ'। যাহা স্বয়ম্ভূ, অন্য কিছুর উপর যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না, এবং যাহা নিজের সহিত অভিন্ন, তাহাই শ্রেয়ঃ, পরিবর্ত্তন ও বহুত্ব প্রতিভাস[২]-মাত্র। শ্রেয়ঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সত্য এবং প্রজ্ঞা ভিন্ন অন্য 'সৎ' কিছু নাই; মানুষ যখন অন্তরস্থ সত্য ও প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তী হয়, তখনই তাহার সর্ব্বোত্তম অবস্থা।

শ্রেয়ঃ অব্যয়; শ্রেয়ঃই অন্তর্দৃষ্টি,[৩] শ্রেয়ঃই প্রজ্ঞা, শ্রেয়ঃই ঈশ্বর। শ্রেয়ঃ এক ও অদ্বিতীয়। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। পরবর্ত্তী কালে ষ্টিলপো-কর্ত্তৃক মেগারিক সম্প্রদায়ের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ষ্টিলপোর মতে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজ্ঞা-ও জ্ঞান-লাভ। শ্রেয়ের জ্ঞানের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মেগারিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি প্লেটো ও আরিষ্টটলের শিক্ষার ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। পরে এই সম্প্রদায়ের মত হইতে 'সন্দেহবাদ'[৪] উদ্ভূত হয়।

সক্রেটিসের মতের উপর নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার শিষ্য প্লেটোই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্লেটোই তাঁহার প্রকৃত প্রতিনিধি। সক্রেটিসের উপদেশ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের শিক্ষার মধ্যে যেখানে যত সত্য ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া প্লেটো দর্শনকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্রে পরিণত করেন। চিন্তা[৫] যে প্রকৃত সত্তা[৬] এবং একমাত্র সত্য, মেগারিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সক্রেটিস্‌ সামান্যিক প্রত্যয়ের[৭]

---

[১] Pseudo Socratic. [২] Appearance. [৩] Insight.
[৪] Scepticism. [৫] Thought. [৬] True Being. [৭] Universal notion.

দ্বারা জ্ঞানের ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিক তিনিও অগ্রসর হন নাই। সক্রেটিসের দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হয় নাই। তাহাতে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও দার্শনিক প্রণালীর যে বীজ ছিল, তাহাই প্লেটোর দর্শনে অঙ্কুরিত হইয়া মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

[৩]

প্লেটো

জীবনী

প্লেটো জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্যতম। ইয়োরোপে তিনিই প্রথমে বিজ্ঞানবাদের[১] উদ্ভাবন করেন।

৪২৯ খৃ. পূ. অব্দে এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত বংশে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। এথেন্সের তখন বিষম দুর্দ্দিন। পূর্ব্ব বৎসর স্পার্টার সহিত যুদ্ধ[২] আরম্ভ হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী এই যুদ্ধের ফলে এথেন্সের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্লেটোর জন্মবৎসরে এথেন্সের সর্ব্বগুণান্বিত কর্ণধার পেরিক্লিজ পরলোক গমন করেন।

প্লেটোর পিতার নাম ছিল আরিষ্টন। এথেন্সের শেষ নরপতি কোড্রাস্ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। প্লেটোর প্রকৃত নাম ছিল আরিষ্টক্লিজ। প্রশস্ত বক্ষ অথবা বিস্তৃত কপালের জন্য তাঁহাকে প্লেটো বলিত।

পিতার অবস্থা ও পদমর্য্যাদার অনুরূপ শিক্ষাই প্লেটো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আভিজাত্যগর্ব্ব ছিল, এবং জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞারও অভাব ছিল না। সেইজন্য তিনি কখনও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদিগের মধ্যে অনেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইচ্ছা করিলে তিনি নিজেও উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কোলাহল হইতে দূরে দার্শনিকের নিভৃত জীবন তাঁহার প্রিয়তর ছিল। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে সিসিলির বিরুদ্ধে স্বকীয় রাষ্ট্রের বিরাট্ অভিযান তিনি দেখিয়াছিলেন, এবং আল্‌সিবিয়েড্‌স্ এবং নিকিয়াসের নেতৃত্বে যে বিশাল নৌ-বাহিনী পাইরিয়াস বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, দুই বৎসর পরে তাহার শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংস হইলে, এথেন্সে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এথেন্সের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণ ও তাঁহাদের সঙ্গে পেরিক্লিজ যুগের গৌরব অন্তর্হিত হইয়া গেল। এথেন্সের অর্থসম্পদ্ ও সামরিক বল ক্ষীণতম অবস্থায় উপনীত হইল। বিপ্লবের ফলে দেশ অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমান্ লোকেরা একে একে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান নৈতিক অবনতি দেখিয়া প্লেটো মর্ম্মাহত

---

১ Idealism.

২ Peleponnesian War.

হইয়া পড়িলেন। এথেন্সের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত আশার অবসান হইল। অজ্ঞ জনতার মনোরঞ্জন-দ্বারা জনপ্রিয়তালাভের ইচ্ছা তাঁহার কোনও দিন ছিল না। এথেন্সের প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা স্পার্টার অভিজাততন্ত্রেরই তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। অজ্ঞজন-পরিচালিত ধ্বংসোন্মুখ এথেন্স রাজ্যের রক্ষার জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় আত্মবিসর্জন না করিয়া তিনি জ্ঞানালোচনায় আপনাকে নিবিষ্ট রাখিলেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আট বৎসর প্লেটো তাঁহার সাহচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধবিষয়ে তিনি নিজে কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেনোফনের[১] *Memorabilia* গ্রন্থে এক স্থানে প্লেটোর উল্লেখ আছে। তাহা হইতে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সক্রেটিস্ তাঁহার উপর যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, প্লেটোর গ্রন্থেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি সক্রেটিস্‌কে জ্ঞানের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাঁহার উপদেশ ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি অনেক দার্শনিক সমাধানের ইঙ্গিত এবং সিদ্ধান্তের মূল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বকীয় সুকল্পিত সিদ্ধান্ত তাঁহার কথোপকথন-সূত্রে গ্রথিত গ্রন্থসমূহে সক্রেটিসের মুখে ন্যস্ত করিয়া তিনি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন, এবং সক্রেটিসের জীবন- ও উপদেশ-কর্তৃক তাঁহার দর্শন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল।

সক্রেটিসের মৃত্যুর সময় প্লেটোর বয়স ছিল ২৮ বৎসর। সক্রেটিসের মৃত্যু তাঁহার চিন্তার উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইহার ফলে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার সহজাত বিতৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে বিজ্ঞতম ও চরিত্রে উৎকৃষ্টতম লোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন। কি উপায়ে দেশের বিজ্ঞতম ও উৎকৃষ্টতম লোকদিগকে আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে দেশের শাসনভার গ্রহণে সম্মত করা যায়, ইহা তাঁহার জীবনের একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সক্রেটিসের জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া গণতন্ত্রের নেতাদিগের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্লেটোর উপর পতিত হয়। এথেন্স তাঁহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে বলিয়া বন্ধুগণ তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৩৯৯ অব্দে প্লেটো এথেন্স ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। কেহ কেহ বলেন, এই সময় প্লেটো জুডিয়া ও ভারতবর্ষেও গিয়াছিলেন। জুডিয়ার সাম্যবাদী ইহুদী পয়গম্বরদিগের মত তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমাজবন্ধন ও চিন্তাপ্রণালী-দ্বারাও যে তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ***Republic*** গ্রন্থে আদর্শ সমাজের বর্ণনায় ও সাম্যবাদে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিশরের পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবও তাঁহার আদর্শ সমাজের বর্ণনায় লক্ষিত হয়।

মেগারা রাজ্যে গমন করিয়া প্লেটো গুরুভ্রাতা ইউক্লিডের সহিত কিছুকাল বাস করেন। ইউক্লিড এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতদ্বারা প্লেটোর

---

[১] **Xenophon.**

দার্শনিক মত বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। মেগারা হইতে প্লেটো কাইরেন, মিশর, বৃহত্তর গ্রীস ও সিসিলি দ্বীপে গমন করেন। বৃহত্তর গ্রীসে পাইথাগোরীয় দর্শনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফল তাঁহার শেষের গ্রন্থসমূহে লক্ষিত হয়। পাইথাগোরীয়দিগের সহিত সংসর্গের ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহার বিতৃষ্ণা বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণও ঐ সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। *Theætetus* গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় কার্য্যের সহিত দর্শনের অসঙ্গতির কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। কিন্তু *Republic* এবং *Statesman* গ্রন্থদ্বয়ে শাসনকর্ত্তার পক্ষে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মত-পরিবর্ত্তন পাইথাগোরীয় প্রভাবের ফল।

দশ বৎসর দেশভ্রমণের পর প্লেটো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং জ্ঞানলাভের জন্য বহু লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সক্রেটিস্ উন্মুক্ত স্থানে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে দার্শনিক আলোচনা করিতেন। কিন্তু বিজনতাপ্রিয় প্লেটো নগরের বহির্ভাগে একটি নির্জ্জন উদ্যান দর্শনালোচনার জন্য নির্ব্বাচিত করেন। এই উদ্যান তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি, এবং পৌরাণিক বীর Academus-এর নামানুসারে ইহার Academy নামকরণ হইয়াছিল। এই উদ্যানের ব্যায়ামাগারে বসিয়া প্লেটো শিষ্যদিগের সহিত দার্শনিক গবেষণায় নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময় তাঁহার দার্শনিক মত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি দুই বার সিসিলি দ্বীপে গমন করেন। *Republic* গ্রন্থে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করিয়াছেন, সিসিলি রাষ্ট্র সেই আদর্শে গঠন করাই তাঁহার সিসিলি গমনের উদ্দেশ্য ছিল। নবীন রাজা ডায়োনিসাস্‌কে শিক্ষাদ্বারা তাঁহার আদর্শানুযায়ী জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া একাধারে দার্শনিক জ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মিলন সংসাধন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডায়োনিসাস্ প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেও, অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার অবসাদ উপস্থিত হইল, এবং অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে হতাশ হইয়া প্লেটো ফিরিয়া আসিলেন।

প্লেটো নির্জ্জনে কেবল শিষ্যদিগের সঙ্গে দর্শনালোচনা করিতেন। ইহার ফলে দর্শনশাস্ত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। যে-কেহ তাঁহার সহিত দার্শনিক আলোচনা করিতে চাহিত, সক্রেটিস্ যে-কোনও স্থানে বসিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। প্লেটো-কর্ত্তৃক আলোচনার জন্য নির্জ্জন স্থান ও বিশিষ্ট লোক-নির্ব্বাচনের ফলে আলোচনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে দর্শনালোচনার কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী ছিল না। প্লেটো দর্শনকে একটি সুসংবদ্ধ ও সুসন্নিবিষ্ট-প্রণালীসমন্বিত শাস্ত্রে পরিণত করিলেন। দর্শনালোচনার জন্য সুশৃঙ্খল রীতি উদ্ভাবিত হইল, এবং সেই রীতি-অনুযায়ী আলোচনার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইল। ফলে দর্শনশাস্ত্র সাধারণের বুদ্ধির বাহিরে গিয়া পড়িল, এবং এক প্রকার গুহ্যশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

দেশবিদেশে প্লেটোর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ার ফলে বহু রাষ্ট্রের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইলেন। কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য তিনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন।

প্লেটোর শিষ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিলেন। শিষ্যাগণ পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া থাকিতেন। জীবনের শেষভাগে শিষ্যদিগের মধ্যে বিরোধের ফলে প্লেটোকে

অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিরোধের জন্য আরিষ্টটল্ দায়ী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ৩৪৭ খৃ. পু. অব্দে ৮২ বৎসর বয়সে প্লেটো পরলোক গমন করেন। চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতার জন্য এবং তাঁহার ব্যাখ্যার পারিপাট্যের জন্য লোকে তাঁহাকে 'ঐশ'[১] আখ্যা দিয়াছিল।

প্লেটোর লিখিত বলিয়া ৩৫ খানি গ্রন্থ ও কতকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি কথোপকথনাকারে লিখিত। গ্রন্থগুলির সকলগুলিই প্লেটোর লিখিত কি-না, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল্ মাত্র নয়খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন : (1) *The Republic*, (2) *The Laws*, (3) *Timæus*, (4) *Phædo*, (5) *Symposium*, (6) *Phædrus*, (7) *Gorgias*, (8) *Theætetus*, (9) *Philebus* ; এইজন্য এই নয়খানি ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থ প্লেটোর বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। গ্রোট্-এর মতে প্লেটোর নামে পরিচিত সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার রচিত। উপরি-উক্ত নয়খানি ব্যতীত (1) *The Apology*, (2) *Crito*, (3) *Euthydemus*, (4) *Laches*, (5) *Lysis*, (6) *Protagoras* যে প্লেটোর রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। *Parmenides*, *Sophist* এবং *Politicus* যদি প্লেটোর রচিত নাও হয়, তাহা হইলেও তাঁহার নিজের কোনও শিষ্য-কর্ত্তৃক রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্লেটোর রচনার ক্রমসম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে। স্লায়ারমাকার বলেন, "প্লেটোর মনে দর্শনের যে পরিপূর্ণ চিত্র বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার রচনায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।" হার্মান বলেন, "প্লেটোর মনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দর্শনও ক্রমশঃ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং প্লেটোর রচনাবলী তাঁহার মানসিক ক্রমিক উন্নতির ইতিহাস, অর্থাৎ তাঁহার দার্শনিক মত যখন যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার রচনাতে তাহাই তখন প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার দর্শন একসঙ্গে পরিণত অবস্থায় জন্মলাভ করে নাই, ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁহার দর্শনের ক্রমাভিব্যক্তির নিদর্শন।" মঙ্ক বলেন, "প্লেটো সক্রেটিসের মতকে আধ্যাত্মিক রূপ দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[২] কথোপ-কথন-আকারে তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিবার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সক্রেটিক পদ্ধতির সন্তোষজনক পরিচয় দিবার জন্য কথোপকথন-প্রণালীই একমাত্র উপায়। দ্বিতীয়তঃ, কথোপকথন-প্রণালীতে সত্য সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার আবিষ্কারে বিশেষ মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না। পাঠকের স্বাধীন চিন্তাও উদ্রিক্ত হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রণালী প্লেটোর কলাকৌশলী মনের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। প্লেটোর নিকট দর্শন কেবল বুদ্ধিবিনোদের উপায়মাত্র ছিল না। দর্শন ছিল জীবনে রূপায়িত করিবার বস্তু। পূর্ব্ববর্তী দার্শনিকদিগের বন্ধ্যা আলোচনার পরে প্লেটোর রচনা এথেন্সবাসিগণ-কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিল।

প্লেটো কেবল দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি ও ঋষি। যখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত

---

১ Divine. ২ Idealistic unfolding of the ideas of Socrates.

হইলেও অন্তঃকরণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, জ্ঞান গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক সমস্যা নানা দিক্ হইতে দেখিবার সামর্থ্য তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। যে ভাষায় তিনি তাহার চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এক দিকে তাহা যেমন জ্ঞানগর্ভ, অন্য দিকে তেমনি সৌন্দর্য্যে বিলসিত। তাঁহার পূর্ব্বে অথবা পরে দর্শন কখনও এরূপ উজ্জ্বল পরিচ্ছদে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাঁহার রচনানৈপুণ্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে দীপ্যমান। ভাষান্তরিত হইয়াও তাহার সৌন্দর্য্যের অপহ্নব হয় না। দার্শনিক A. B. D. Alexander লিখিয়াছেন, "প্লেটো কেবল ভাবুক ছিলেন না, কলাকৌশলীও ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজি কলাকৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মানব ও তদিতর পদার্থসম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা তাঁহার গ্রন্থে উজ্জ্বল নাটকীয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা কোথাও বর্ণনাপ্রধান, কোথাও নাটকীয় ভাবপ্রাপ্ত, আবার কোথাও ঐতিহাসিক বর্ণনাবহুল। প্রভাতের আলো ও ছায়ার ন্যায় করুণ, হাস্য ও গম্ভীররস তাঁহার গ্রন্থে পরস্পরের অনুগামী। বিষয়ের বৈচিত্র্য, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য ও প্রসাদগুণ, সূক্ষ্মবিচার-সমন্বিত মনোহর চরিত্রবর্ণনা, শ্লেষ ও হাস্যরসের খেলা, সর্ব্বোপরি রচনাশৈলীর বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য, এই সকল গুণে প্লেটোর নাম জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।"

প্লেটোর গ্রন্থাবলী

প্লেটোর গ্রন্থের কথোপকথনের ঐতিহাসিকতা নাটকের কথোপকথনের ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা অধিক নহে। কোনও গ্রন্থেই গ্রন্থকার নিজের বলিয়া কোনও মতের উল্লেখ করেন নাই। সর্ব্বত্রই সক্রেটিস্ই প্রধান বক্তা। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় চরিত্রের মধ্যে প্লেটো নিজে বর্ত্তমান। গ্রোট[১] বলেন, "তাঁহার ৫০ বৎসরব্যাপী দার্শনিক জীবনে তিনি কখনও সন্দেহবাদী, কখনও যুক্তিহীন-মতাবলম্বী[২], কখনও গুহ্য মতাবলম্বী[৩], কখনও গণিতবিৎ দার্শনিক[৪], কখনও কলাবিৎ এবং কখনও কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।"

পৌরাণিক উপাখ্যান এবং কবিকল্পনার বহুল ব্যবহারের জন্য অনেক স্থানে প্লেটোর অর্থবোধে ব্যাঘাত হয়। তৎকালীন ভাষার অপরিণত অবস্থায় ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এইজন্যই বোধ হয় সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য তাঁহাকে পুরাণের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আবার ইহাও অসম্ভব নয় যে, অল্পবুদ্ধি সমালোচকের সমালোচনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে এবং স্বকীয় ধর্ম্মমত গোপন করিবার জন্য তিনি পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কথা মনে রাখিলে প্লেটোকে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা থাকিবে না। সুখবোধের জন্য পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যবহার ভারতবর্ষে উপনিষদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

---

১ Grote. ২ Dogmatist. ৩ Religious mystic.
৪ Mathematical philosopher.

প্লেটোর দার্শনিক ও সাহিত্যিক রচনা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) সক্রেটিস্-প্রভাবিত যৌবনকালের রচনা। এই সমস্ত গ্রন্থে সক্রেটিসের মত সক্রেটিসের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিবৃত হইয়াছে, এবং সোফিষ্ট মতের শূন্যগর্ভতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের মতের সহিত এই সময়ে প্লেটোর বিশেষ পরিচয় হয় নাই, দর্শনের ইতিহাসের আলোচনাতেও তাঁহার তখন আগ্রহ ছিল না। এই সময়ে প্রণীত গ্রন্থসমূহে তিনি মুখ্যতঃ সম্প্রত্যয়সমূহের[১] (প্রধানতঃ নৈতিক সম্প্রত্যয়ের) বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থই ক্ষুদ্রকায় ; সবগুলিতেই সক্রেটিসের মতের আলোচনা আছে। *Charmides* গ্রন্থে মিতাচার, *Lysis*-এ বন্ধুত্ব, *Laches*-এ তিতিক্ষা, *Hippias Minor*-এ স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়, *First Alcibiades*-এ রাজনীতিবিদের গুণাবলী, *Protagoras*-এ সোফিষ্টদিগের আলোচনা-প্রণালী ও প্রভাব এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে সক্রেটিসের মত, *Gorgias*-এ ধর্ম্ম ও সুখের অভিন্নতামূলক সোফিষ্ট মত আলোচিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় ভাগে মেগারিক দর্শন-প্রভাবিত গ্রন্থাবলী। কবিতায় লিখিত, ভাষা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। এই সকল গ্রন্থে প্লেটোর সামান্যবাদ ও জ্ঞানের চরম ভিত্তি আলোচিত হইয়াছে।

নানা দেশে ভ্রমণের সময় প্লেটো নূতন নূতন দার্শনিক মতের সহিত পরিচিত হন। লিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার তখন ছিল না বলিয়া, এথেন্সে থাকিবার সময় এই সমস্ত মতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। পরিচয়ের ফলে তিনি চরিত্রনীতির সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের ভিত্তির অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং সক্রেটিসের সম্প্রত্যয়-নিষ্কাষণের প্রণালীকে[২] একটি বিজ্ঞানে[৩] উন্নীত করিয়া স্বকীয় সামান্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। সক্রেটিসের মত অনুসরণ করিয়া প্লেটো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মানুষের যাবতীয় কর্ম্ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, এবং জ্ঞান নির্ভর করে সম্প্রত্যয়ের[৪] উপর। দার্শনিক আলোচনায় এই সামান্যদিগের প্রবর্ত্তন, এবং ব্যবহারিক জগতের নশ্বর পরিণামরাজির একত্ব-বিধায়ক এই সামান্যদিগের নিত্যপদার্থরূপে প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের যে ভিত্তির অনুসন্ধান সক্রেটিস্ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার আবিষ্কার, এবং বিরুদ্ধ মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার চরম মূলের আবিষ্কার ; ইহাই ছিল মেগারিক গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য।

Theætetus গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রোটাগোরাসের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ,[৫] এবং প্রত্যক্ষ ও চিন্তার[৬] অভেদবাদের নিরসন। *Gorgias* গ্রন্থে প্লেটো চরিত্র-নৈতিক প্রত্যয়সকলের,[৭] এবং *Theætetus*-এ তার্কিক প্রত্যয়সকলের[৮] আলোচনা করিয়াছেন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, ভেদ ও অভেদ প্রভৃতি সম্প্রত্যয়ই[৯] তাঁহার তার্কিক প্রত্যয়। যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও চিন্তা এই সমস্ত সম্প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। সত্য মনঃনিরপেক্ষ, তাহা ব্যক্তির মনঃ ও অনুভূতির অপেক্ষা করে না ; তাহা প্রত্যক্ষের অধীন

---

[১] Concepts. [২] Art of universalisation. [৩] Science.
[৪] Universal or notion. [৫] Relativity. [৬] Perception and thought.
[৭] Ethical ideas. [৮] Logical ideas. [৯] Universal notion.

নহে, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে না। তাহা চিন্তায় অনুস্যূত,[১] সামান্যগুলিই সত্য, ইহাই প্রমাণ করা *Theætetus* গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

Sophist গ্রন্থে প্রত্যয়দিগের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা আছে।

Parmenides গ্রন্থে সত্তার গবেষণা এবং ব্যবহারিক জগতের সহিত সামান্যদিগের সম্বন্ধের আলোচনা আছে।

সামান্য এবং মৌলিক 'প্রকারদিগকে'[২] জগতের পরিণাম-প্রবাহের অন্তরালে একমাত্র নিত্য পদার্থ অবধারণ করিয়া প্লেটো দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এলিয়াটিক দার্শনিকগণ ভিন্ন পথে প্রায় একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এলিয়াটিকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, বহুর বাস্তব সত্তা নাই, প্রকৃত সত্তা এবং নিত্যত্ব কেবল 'এক'েরই আছে। প্লেটো তাঁহার মনঃনিরপেক্ষ 'সামান্য'-দিগকে নিত্যত্ব দান করিলেন, কিন্তু জগতের বহুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া তাঁহার পক্ষে এলিয়াটিকদিগের নির্বিশেষ 'এক'-কে স্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি এলিয়াটিকদিগের 'এক'কে বহুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে[৩] সম্বন্ধ বলিয়া, বহু যে একের মধ্যে অক্ষর স্বরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলেন।

বাহ্যতঃ সোফিষ্টদিগকে ভ্রান্ত দার্শনিকরূপে প্রতিপন্ন করা 'Sophist'-এর উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অসতেরও যে সত্তা আছে, তাহা প্রমাণ করা, এবং সৎ ও অসতের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা করা। এলিয়াটিকগণ যে কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; বহুত্ব ও ভবনের প্রত্যক্ষকালে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাতেও সত্য নাই বলিয়াছিলেন। বহুত্ব ও ভবন প্রত্যক্ষ করার অর্থ আমাদের বোধে তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করা। যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার অস্তিত্ব-অস্বীকার ও বোধে তাহাদের অস্তিত্ব-স্বীকার, এই উভয়ের মধ্যে স্পষ্টতঃ বিরোধ বর্ত্তমান। এই বিরোধ প্লেটোর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মিথ্যা ও অসতের চিন্তা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে যাহার অস্তিত্ব নাই, এমন পদার্থের ভ্রান্ত জ্ঞানও অসম্ভব হইত। অসতের চিন্তার প্রধান অন্তরায় এই যে, যিনি অসতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তিনিও স্ববিরোধী উক্তি করিতে বাধ্য হন। এক অথবা বহুরূপে অসতের চিন্তাও যেমন করা যায় না, তেমনি তাহাকে এক অথবা বহু বলিয়া প্রকাশ করাও যায় না। কিন্তু অসৎসম্পর্কে কিছু বলিতে হইলেই, তাহাতে একত্ব ও বহুত্ব উভয় ধর্ম্মেরই আরোপ করিতে হয়। ভ্রান্ত মতের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অসতের ধারণা করা সম্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেন-না, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসই ভ্রান্ত মত। মিথ্যা ধারণার অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে অসতেরও অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আছে। এইরূপে অসতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া, প্লেটো সৎ ও অসতের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে যাবতীয় সম্প্রত্যয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। অসতের সত্তা যদি সতের সত্তা অপেক্ষা কম না হয়, সতের সত্তা যদি অসতের সত্তা অপেক্ষা বেশী না হয়, যদি বৃহৎ ও অ-বৃহৎ উভয়ের সত্তাই তুল্যপরিমাণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক

[১] Immanent to thought. [২] Logical categories. [৩] Organic relation.

সম্প্রত্যয়কেই এক একটি দ্বন্দ্বের একটি অঙ্গরূপে প্রকাশিত করা যায়[১]; এবং সৎ ও অসৎ উভয় রূপেই উহার ধারণা করা যায়। নিজের সহিত সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রত্যয় সৎ; কিন্তু অন্যান্য যে-সকল প্রত্যয়ের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা অসৎ। 'অনন্য'[২] ও 'অন্য'[৩] প্রত্যয় দুইটি এই দ্বন্দ্বের রূপ[৪]। এই দুই প্রত্যয়ই সমস্ত প্রত্যয়ের মিলনসূত্র। প্রত্যেক প্রত্যয়ই এই অর্থে সৎ ও অসৎ। সমস্ত প্রত্যয়কেই এই সূত্রদ্বারা একত্র গ্রথিত করা যাইতে পারে। প্রত্যয়গণের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্বন্ধই Dialectic-এর ভিত্তি। কোন্ প্রত্যয়গুলি পরস্পর সংযোগের যোগ্য, কোন্‌গুলি অযোগ্য, তাহাও Dialectic-এর আলোচ্য। 'সুবিচার' প্রত্যয়ের সঙ্গে যে যে প্রত্যয়ের সাদৃশ্য আছে, তাহাদিগকে সুবিচারের অধীনে তাহার নিম্নে সজ্জিত করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম বলিতে যে যে গুণ বোঝায়, তাহাদিগকে 'ধর্ম্ম' প্রত্যয়ের নিম্নে সজ্জিত করা যাইতে পারে। সত্তা, গতি ও স্থিরতা এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে গতি ও স্থিরতা পরস্পরবিরোধী, এবং তাহাদের সংযোজন অসম্ভব, কিন্তু সত্তার সঙ্গে ইহাদের কোনটির বিরোধ নাই, সুতরাং সত্তার সঙ্গে উভয়ই সংযুক্ত হইতে পারে। গতি ও স্থিরতার প্রত্যয় নিজের সম্বন্ধে সৎ, কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধে অসৎ। এইরূপে যাবতীয় সম্প্রত্যয়কেই শ্রেণীবদ্ধ এবং সকলকেই একটি ক্রমবন্ধনের মধ্যে[৫] সজ্জিত করা যায়।

Parmenides গ্রন্থে সক্রেটিস্ ও পারমেনিদিসের মধ্যে কথোপকথন-ছলে সামান্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এলিয়াটিকদিগের বিশিষ্ট মত বলিয়া এই তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় এক ও বহুর পারস্পরিক সাপেক্ষতা। বহুকে বর্জন করিয়া একের চিন্তা অসম্ভব, একককে বর্জন করিয়া বহুর চিন্তাও অসম্ভব। এই মত স্পষ্টতঃই এলিয়াটিকদিগের মতের বিরোধী। কিন্তু পারমেনিদিস্ তাঁহার স্বরচিত কাব্য 'এক' ও 'বহুর জগৎ' নামে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী দুই ভাগের মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং প্লেটোর সামান্যবাদকে পারমেনিদিসের দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও পরিণতি বলিয়া বর্ণনা করিলে অসঙ্গত হয় না। 'এক' প্রত্যয়ের আলোচনাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বহুর একত্বই প্লেটোর সামান্য। বহুর মধ্যে যাহা এক ও অনন্য, তাহাই সামান্য। প্লেটো সামান্য ও 'এক' সমান অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বহুর সমবায়ে একত্বস্থাপনই Dialectic বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *Parmenides* গ্রন্থে প্লেটো যে 'একের' অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সাধারণ ভাবে তাহাই তাঁহার সামান্য। ব্যবহারিক জগতের একত্বরূপে Dialectic-এর সাহায্যে সামান্যের প্রতিষ্ঠাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে প্রমাণ করিয়াছেন, একাকে বাদ দিয়া বহুর চিন্তা অসম্ভব। তাহার পরে প্রমাণ করিয়াছেন, বহুর ধারকরূপেই একের অস্তিত্ব সম্ভবপর। সুতরাং বহু অথবা ব্যবহারিক জগৎ এই হিসাবে সত্য যে, তাহার মধ্যে সামান্য বর্তমান আছে। ব্যবহারিক জগতে অবস্থানের জন্য একাকে কেবল একটা বস্তুহীন চিন্তা[৬] হইলে

---

[১] One side of an antithesis. [২] Identical. [৩] Other.
[৪] Form [৫] Hierarchy. [৬] Abstraction.

চলিবে না, বস্তুর একত্বরূপে তাহাকে জগতে অবস্থিতি করিতে হইবে। অসীম অংশে বিভাজ্য বিশেষত্বহীন পদার্থপুঞ্জ হিসাবে উপাদানের কোন বাস্তবতা নাই। সামান্য-জগৎ-সম্বন্ধে উপাদান অসৎ। সামান্য সত্তা পদার্থরূপে উপাদানের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও, সেই প্রকাশে যাহা সত্য, তাহা সামান্যই। প্রকাশের জগৎ সামান্য জগতের আলোকে আলোকিত, এবং তাহার সমস্ত সত্তা এই জগতের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সামান্যকে যতটা প্রকাশ করে, ততটাই তাহার সত্তা।

(৩) তৃতীয় ভাগে পাইথাগোরীয় মতপ্রভাবিত গ্রন্থাবলী: এই বিভাগে প্লেটো তাঁহার সামান্যবাদ, মনোবিজ্ঞান, চরিত্রনীতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়াছেন। নানা দেশে ভ্রমণের ফলে নূতন নূতন মতের সংসর্গে তাঁহার চিন্তার পরিপুষ্টি এই সমস্ত গ্রন্থে প্রতিফলিত। সকল গ্রন্থেই সক্রেটিস্ জ্ঞানীর আদর্শরূপে উপস্থাপিত, এবং প্লেটোর পরিপুষ্ট মত তাঁহার মুখ হইতেই প্রকাশিত। সমস্ত গ্রন্থই পাইথাগোরীয় মত-কর্ত্তৃক প্রভাবিত; গুহ্যতত্ত্বের দিকে প্রবণতাও সর্বত্র পরিস্ফুট।

এই বিভাগের গ্রন্থসমূহের প্রধান কথা—সামান্যগণের মনঃনিরপেক্ষ বাহ্য সত্তা। সামান্যগণই যাবতীয় সত্যের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিভাসসমূহ[১] সামান্যদিগের প্রতিরূপ মাত্র, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এই সমস্ত গ্রন্থে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত এই সত্য স্বীকার করিয়া ইহার উপরই একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। সক্রেটিসের চরিত্রনৈতিক তত্ত্ব, এলিয়াটিকদের অদ্বৈততত্ত্ব ও পাইথাগোরীয়দিগের প্রাকৃতিক তত্ত্বের সমন্বয় ও সমবায়ে পূর্ণাবয়ব দার্শনিক শাস্ত্রের প্রণয়নের চেষ্টা আছে।

Phædrus—একাডেমিতে আচার্যাপদ গ্রহণ করিবার পরে ইহাই প্লেটোর প্রথম রচনা। এই গ্রন্থে এবং *Banquet*-এ প্লেটো প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অভ্যস্ত সংস্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে আমাদের চিন্তাকে মুক্ত করিবার জন্য সামান্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা আবশ্যক।

Phaedo গ্রন্থে সামান্যদিগের ভিত্তির উপর জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব স্থাপিত হইয়াছে। *Philebus* গ্রন্থে সুখ ও পরমার্থকে[২] সর্ব্বোচ্চ 'প্রকার'[৩] রূপে প্রমাণের চেষ্টা আছে। *Timæus* গ্রন্থে প্রকৃতি ও ভৌতিক জগতের আলোচনা এবং *Republic* গ্রন্থে রাষ্ট্রের স্বরূপ ও আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা আছে।

প্লেটো নিজে তাঁহার দর্শনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। আরিষ্টটল্ তর্ক[৪], ভৌতিক বিজ্ঞান[৫] ও চরিত্রনীতি[৬] এই তিন ভাগে প্লেটোর দর্শনকে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরাও সেই বিভাগ অবলম্বন করিয়া প্লেটোর দর্শন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

তর্কবিজ্ঞান (Dialectic or Logic)

Dialectic শব্দের অর্থ আলোচনা, কথোপকথন; কথোপকথন-দ্বারা সত্যের আবরণ অপাবৃত করিয়া সত্যের আবিষ্কারই এই বিদ্যা। কথোপকথন হয় বাক্যদ্বারা।

---

[১] Phenomena. [২] Supreme good. [৩] Categories.
[৪] Logic. [৫] Physics. [৬] Ethics.

বাক্য ও তাহার অর্থ (চিন্তা) নিত্যসংপৃক্ত ও তাহাদের ব্যাবৃত্তি অসাধ্য। প্রত্যয়সকল চিন্তার রূপ। এইজন্য উপযুক্তভাবে প্রত্যয়সকলের সংযোজন ও বিযোজনের কৌশলই Dialectic। সাধারণভাবে Dialecticকে প্রত্যয়বিজ্ঞান[১] অথবা অনপেক্ষ সত্যের[২] বিজ্ঞান বলা চলে।*

আরোহপ্রণালী[৩] সক্রেটিসের আবিষ্কৃত বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও লোক অথবা কার্যকে 'ন্যায়ানুগত' অথবা 'সুন্দর' অভিধানে অভিহিত করা হইলে, সক্রেটিস্ জিজ্ঞাসা করিতেন, "ন্যায় কি? সৌন্দর্য্য কি?" তাহার পরে ন্যায়বিচার ও সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক সংজ্ঞাই[৪] বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তদ্বারা পরীক্ষা করিতেন। প্লেটোও বিচারের সময় সাধারণতঃ এই প্রণালী—বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান—অবলম্বন করিতেন। কিন্তু *Theætetus* গ্রন্থে তিনি 'জ্ঞান কি?' এই প্রশ্ন প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রোটাগোরাস্ সংবেদনকে জ্ঞান বলিয়াছিলেন। প্লেটো দেখাইয়াছেন, সংবেদন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন; এবং তাহা যদি 'জ্ঞান' হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈশ্চিত্য থাকিত না, প্রত্যেকের পক্ষে তাহা সত্য হইত না। আবার জ্ঞান ও 'মত'ও অভিন্ন নহে। কোন বিষয়ে কাহারও যে 'মত',[৫] তাহা তাহার 'জ্ঞান' নহে। সে মত সত্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য হইবার নিশ্চয়তা নাই; যতই দৃঢ় হউক না কেন, সে মত সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু যখন কোন বিষয়ের কারণ[৬] অথবা যুক্তি[৭] কেহ অবগত হয়, তখন বলা যায়, সে বিষয়ের জ্ঞান তাহার হইয়াছে। তথ্যসকল[৮] পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া যখন তাহাদিগকে পরস্পরসম্বদ্ধ ও একীভূতভাবে দেখা হয়, তখনই জ্ঞান হইয়াছে, বলা যায়। জ্ঞানের ভিত্তি সার্ব্বলৌকিক নিত্য পদার্থ। তথ্যসমূহকে যাহা পরস্পরসম্বদ্ধ ও একীভূত করে, তাহাই কেবল ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সত্য নহে, সকলের পক্ষেই সত্য। সেই পদার্থ কি, প্লেটো তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের আলোচনাতেই তাঁহার সামান্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

[১] Science of ideas. [২] Absolute truth of things. [৩] Inductive Method.
[৪] Definition. [৫] Opinion. [৬] Cause. [৭] Reason. [৮] Facts.

* Dialectic [ও Logic] শব্দ প্রাচীন দার্শনিকেরা খুব বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; প্লেটো সাধারণতঃ Philosophy অর্থেই উভয় শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কখন কখন তিনি Dialectic শব্দ Philosophy-র বিশিষ্ট শাখা অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা পরিণামশীল, যাহা স্থির থাকে না, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার বিজ্ঞান ভৌতিক বিজ্ঞান। Dialectic তাহা হইতে ভিন্ন 'সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থের বিজ্ঞান'। চরিত্রনীতি-বিজ্ঞান শ্রেয়ের স্বরূপের আলোচনা না করিয়া কর্ম্মে ও রাষ্ট্রনীতিতে তাহার প্রয়োগের বিষয় আলোচনা করে বলিয়া, প্লেটো তাহাকে Dialectic বলেন নাই।

প্রশ্ন ও উত্তর-দ্বারা জ্ঞানের আবিষ্কার-পদ্ধতি সক্রেটিসের উদ্ভাবিত নহে। পারমেনিদিসের শিষ্য জেনোই এই প্রণালীর প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু সক্রেটিসের হস্তে এই পদ্ধতি যে বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সক্রেটিসের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইবার পরে সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "পরলোকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অপরাধে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে না।" প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর দেওয়াই Dialectic method—সত্যনির্দ্ধারণ-প্রণালী।

প্রোটাগোরাসের মত খণ্ডন করিতে প্লেটো বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। প্রোটাগোরাস্ প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানকে একই পদার্থ বলিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে প্রত্যেক দ্রব্য যেরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই তাহার সত্য রূপ বলিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন; ব্যক্তিবিশেষের নিকটও তাহা কালভেদে ভিন্ন হয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনও পদার্থে কোনও গুণের আরোপ করা সম্ভবপর হয় না; কেন-না, যে গুণ আমি প্রত্যক্ষ করি, অন্যের তাহা প্রত্যক্ষ না হইতে পারে; আমি এখন যে গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সময়ান্তরে তাহা আমারও প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। সুতরাং কোনও দ্রব্যের স্বরূপসম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবপর হয় না; বড়, ছোট, ভারী, হাল্কা, কম, বেশী প্রভৃতি বিশেষণ আপেক্ষিকমাত্র হইয়া দাঁড়ায়, এবং সম্প্রত্যয় সকলেরও কোন নিত্যত্ব থাকে না; কেন-না, নিত্যপরিণামী বস্তুর আলোচনা হইতেই তাহাদের উদ্ভব হয়, এবং সেই বস্তুরই যখন স্থিরতা নাই, তখন তাহা হইতে উৎপন্ন ধারণারও কোনও স্থিরতা থাকিতে পারে না। প্রোটাগোরাসের নিম্নলিখিত ত্রুটি প্লেটো প্রদর্শন করিয়াছেন:—

(ক) প্রোটাগোরাসের মত সত্য হইলে, গুরুতর অসঙ্গতির উদ্ভব হয়। প্রকৃত সত্য এবং তাহার প্রতিভাস, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিশিষ্ট প্রজ্ঞাহীন[১] পশুও মানুষের মতই সত্যমিথ্যার মানদণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। আমার নিজের মানসিক অবস্থার অনুভবে যদি ভুল হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল-স্বরূপ আপনা হইতেই আমার মনে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য বলিতে হইবে। সুতরাং উপদেশ ও শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও তর্কের কোনই অবকাশ থাকে না।

(খ) প্রোটাগোরাসের মত স্ব-বিরোধী। কেন-না, কেহ যদি তাঁহাকে ভ্রান্ত বলে, তাহা হইলে যে ভ্রান্ত বলে, তাহার মতকেও সত্য বলিতে হইবে। কেন-না, কাহারও প্রত্যক্ষ অথবা অনুভূতি তো ভ্রান্ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রোটাগোরাস্ যাহাকে সত্য বলেন, তাহা তাঁহার নিজের মত অনুসারেও সত্য নহে।

(গ) প্রোটাগোরাসের মত-অনুসারে ভবিষ্যতের জ্ঞান হইতে পারে না। আমি যাহা হিতকর বলিয়া মনে করি, তাহা হয়তো ভবিষ্যতে হিতকর বলিয়া প্রমাণিত নাও হইতে পারে। যাহাকে হিতকর বলা হয়, তাহা যে কেবল বর্ত্তমানেই হিতকর, তাহা নয়; তাহা ভবিষ্যতেও হিতকর। কিন্তু ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অনুমান করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নহে; কাহারও কম, কাহারও বেশী। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে যে, সকল মানুষই সত্যমিথ্যার মানদণ্ড নয়, শুধু জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধেই এই উক্তি সঙ্গত হইতে পারে।

(ঘ) প্রোটাগোরাসের মত সত্য হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়াই অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগের ফলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় তাঁহার মতেও এতই পরিবর্ত্তনশীল যে, প্রত্যক্ষের সময়েও তাহারা স্থির থাকে না। এইজন্যই ইন্দ্রিয়জ্ঞান কেন, যাবতীয় জ্ঞানই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

---

[১] Irrational.

(৬) জ্ঞানের মধ্যে যে প্রত্যক্ষপূর্ব[১] অংশ আছে, প্রোটাগোরাস্ তাহার বিষয় অবগত নহেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষের সময় যে যে কার্য্য হয়, তাহারা সমস্তই ইন্দ্রিয়-কর্তৃক কৃত হয় না; তাহাদের মধ্যে বুদ্ধির কার্য্যও আছে। চক্ষু-দ্বারা আমরা দেখি, কর্ণদ্বারা আমরা শুনি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে স্ব-সংবিদের[২] একত্বের মধ্যে সংযুক্ত করা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরস্পরের সহিত তুলিত করি; এই কার্য্যও ইন্দ্রিয়ের হইতে পারে না, কেন-না, যখন আমরা দৃষ্টি-জ্ঞানকে শ্রুতিজ্ঞানের সহিত তুলিত করি, তখন চক্ষুদ্বারা শ্রুতিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়ে আমরা যে সমস্ত গুণের আরোপ করি—যেমন সৎ অথবা অসৎ, সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য, ভেদ অথবা অভেদ, সৌন্দর্য্য অথবা অসৌন্দর্য্য, ভাল অথবা মন্দ—তাহাও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুণ জ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থিত; ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা জ্ঞানের এই ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। অন্যত্র *Sophist* গ্রন্থে প্লেটো বলিয়াছেন, যাহারা যাবতীয় দ্রব্যকেই ভৌতিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে, যাহারা কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকেই সত্য বলে, জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইতে হইলে তাহাদিগকে মহত্তর প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে। তাহা লাভ করিলেই তাহারা আত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাতে যে প্রজ্ঞা ও সুবিচার আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহারা স্বীকার করিবে যে, যদিও অতীন্দ্রিয়, তথাপি তাহারাই সত্য পদার্থ।

প্লেটোর দর্শন

সামান্যবাদ (Ideal Theory)

পৃথিবী কোন্ পদার্থে নির্মিত, এই প্রশ্ন হইতেই গ্রীক দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। চিন্তা করিতে শিখিবার পর হইতেই মানুষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছিল। কেহ উত্তর দিয়াছিল, 'শূন্য হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল', অর্থাৎ কোথাও কিছু ছিল না, ঈশ্বর ছিলেন একমাত্র; তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সমন্বিত ধরণীর আবির্ভাব হইল। কিন্তু গ্রীকগণ এই উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করে নাই। গ্রীক-দার্শনিকগণও প্রথমে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুব ভাল উত্তর নয়। তাঁহাদের কেহ বলিয়াছিলেন, জলই পৃথিবীর মূল উপাদান, কেহ বলিয়াছিলেন বাতাস, কেহ বলিয়াছিলেন অগ্নি। অচিরেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা আরও ভাল উত্তরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হইল। পৃথিবী আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট অতি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? ইন্দ্রিয়া-নুভূতি অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে। যাহা দেখিতে পাই, দৃষ্টিগোচর হইবার পরক্ষণেই তাহার অনুভূতি পরিবর্তিত হয়; প্রতি পলে, প্রতি বিপলে তাহার পরিবর্তন চলিতে থাকে, প্রতিক্ষণের অনুভূতি তিরোহিত হয়, নূতন অনুভূতি তাহার স্থান গ্রহণ করে। যাহা

[১] *A priori.* [২] Self-consciousness.

একাডেমিতে অধ্যাপনারত প্লেটো

পরিণামী, তাহাকে তো সত্য ও নিত্য বলা চলে না ; যাহা সত্য, তাহা সব সময়েই সত্য। এখনই যাহা আবির্ভূত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহাকে সত্য বলিব কিরূপে ? যাহা সত্য, তাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ যে সত্যের সন্ধান দেয় না, দিতে পারে না, সেই অপরিণামী সত্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তরেই প্লেটো তাঁহার সামান্যবাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

জ্যামিতি হইতে সম্ভবতঃ প্লেটো তাঁহার মতের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। জ্যামিতিতে 'বৃত্ত', 'সরলরেখা', 'ত্রিভুজ' প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। 'বৃত্তের' সংজ্ঞার বিষয় আলোচনা করা যাউক। যে সংজ্ঞা জ্যামিতিতে দেওয়া আছে, তাহার অনুরূপ নির্দ্দোষ বৃত্ত কেহ কখনও দেখে নাই। উৎকৃষ্ট কম্পাসের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কেহ সংজ্ঞানুরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও জ্যামিতিক পণ্ডিত অঙ্কিত বৃত্তের সাহায্যে দোষস্পর্শহীন বৃত্তের ধর্ম্ম প্রমাণ করিতে পারেন। যখন তিনি কম্পাসের ব্যবহার করেন, তখন তিনি নির্দ্দোষ বৃত্তের ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া তাহার এমন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, যাহা দেখিলে নির্দ্দোষ বৃত্তের রূপ মনে উদিত হইতে পারে। নির্দ্দোষ বৃত্তের সহিত অঙ্কিত বৃত্তের সম্বন্ধ ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু পার্থক্য যে আছে, তাহা বোঝাও কষ্টকর নহে। সে পার্থক্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন-না, জ্যামিতিক যাহা প্রমাণ করেন, তাহা নির্দ্দোষ বৃত্তসম্বন্ধেই সত্য, অঙ্কিত বৃত্তসম্বন্ধে নহে, কেন-না, সে বৃত্তের কখনও সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার মনে করুন, শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন, "কোনও ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণের সমান।" তিনি ছাত্রকে বোর্ডে একটি ত্রিভুজ আঁকিতে বলিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরূপ ত্রিভুজ ?' শিক্ষক বলিলেন, "যে কোনও রূপই আঁকিতে পার।" শিক্ষক যাহা প্রমাণ করিয়া বুঝাইতে চাহেন, তাহা সকল ত্রিভুজের পক্ষেই সত্য, কেবল যে সমবাহু, অথবা দ্বি-সমবাহু অথবা বিষম-বাহু ত্রিভুজের সম্বন্ধে সত্য, তাহা নহে। কিন্তু ছাত্র যে ত্রিভুজ আঁকিল, তাহার সম্বন্ধে তাহা সত্য নহে। কেন-না, কোনও ত্রিভুজ তাহার পক্ষে নির্দ্দোষভাবে অঙ্কিত করা সম্ভব নহে। অঙ্কিত ত্রিভুজ মুছিয়া ফেলিয়া অন্য রকমের ত্রিভুজ আঁকিলেও, প্রমাণের হানি হইবে না। কেন-না, প্রমাণের সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মনে নির্দ্দোষ ত্রিভুজের জ্ঞানই উদিত হইতেছে। অঙ্কিত ত্রিভুজ, নির্দ্দোষ না হইলেও, নির্দ্দোষ ত্রিভুজের প্রতীকের কাজ করিতেছে। এই প্রতীকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্যে ইহাকে ত্রিভুজ বলা চলে, যাহা হইতে প্রতীকের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, প্রতীক তাহা প্রাপ্ত হয়, যাহা না থাকিলে প্রতীক কি, তাহাই বোধগম্য হইত না ; তাহাকে অর্থহীন খড়ির দাগ বলিয়া মনে হইত। যাহার অস্তিত্ববশতঃ প্রতীকের দ্বারা নির্দ্দোষ ত্রিভুজের কাজ চলে, তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, পদার্থের যে-অংশ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই প্রকৃত সত্য, অবশিষ্ট অংশ প্রাতিভাসিক[১] সত্তামাত্র। এই প্রাতিভাসিক অংশ ইন্দ্রিয়ের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। বহির্জগতের সংবাদের জন্য আমা-দিগকে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে প্রাতিভাসিক সত্তার

---

১ **Phenomenal.**

সংবাদই দিতে পারে, প্রকৃত সত্তার জ্ঞান দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আমাদের একটি বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে প্রতিভাসসমূহ যাহাদের প্রতীয়মান রূপ সেই সকল নিত্য সত্তার জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। এই বৃত্তি 'প্রজ্ঞা'[১]। বুদ্ধিগ্রাহ্য এই সমস্ত সত্তাই প্লেটোর সামান্য। এই মতে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ যে আংশিকভাবে সত্য—জগতে সামান্য অনুস্যূত থাকার জন্য সত্য—তাহা স্বীকৃত। ব্যবহারিক জগৎ সামান্যদিগের প্রতিরূপ। সামান্যগণ ব্যবহারিক জগতের সর্বত্র অনুস্যূত। এইজন্যই ব্যবহারিক জগতের সত্যতা। সামান্যবর্জিত ব্যবহারিক জগতের কোনও সত্যতা নাই।

প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য-জগতের কথা বলিয়াছেন। সামান্য-জগৎ বহির্জগতের প্রতিরূপ নয়; ফোটোগ্রাফে বহির্জগতের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার মত নয়। বরঞ্চ বহির্জগতকেই এই সামান্য-জগতের প্রতিবিম্ব বলা যায়।

প্লেটোর সামান্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে সম্প্রত্যয়[২] কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান লাভ করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান। জাতির জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কোনও বিশেষ মানুষের জ্ঞান—রাম, শ্যাম অথবা যদুর জ্ঞান—আমরা ইন্দ্রিয় হইতে পাই। 'মানুষ'-জাতির জ্ঞান পাই বুদ্ধি হইতে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাধারণ যে ধর্ম্মগুলি আমরা প্রত্যেক মানুষে প্রত্যক্ষ করি, বুদ্ধি তাহাদিগের সমবায়ে মানুষজাতির ধারণা গঠন করে। বহু-দ্রব্যের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদের ধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া বুদ্ধি সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে অন্য ধর্ম্ম হইতে নিষ্কর্ষণ[৩] করিয়া লয়। তাহার পরে সেই সাধারণ ধর্ম্মগুলির একত্র চিন্তা করিয়া তাহাদের সঙ্গে একটি নাম সংযুক্ত করিয়া দেয়। এই নামের সাহায্যে সাধারণ গুণের সমষ্টিকে স্মৃতির ভাণ্ডারে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা, প্রয়োজনমত স্মরণ ও অন্যের নিকট প্রকাশ সম্ভবপর হয়। এই রকম গঠিত ও রক্ষিত মানসিক সৃষ্টিকে 'সম্প্রত্যয়' বলে। সম্প্রত্যয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জগতে বিশিষ্ট সত্তাবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জাতি অর্থাৎ সাধারণ পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই। কেবল নাম আছে, যাহার সাহায্যে একধর্ম্ম-বিশিষ্ট বহু পদার্থের চিন্তা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে কোনও সাধারণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানসিক ভাব নাই। সাধারণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতাই মানুষের মনের নাই। যুবক নয়, বৃদ্ধ নয়, শিশু নয়, কিশোর নয়, খর্ব্ব নয়, দীর্ঘ নয়, গৌর নয়, কৃষ্ণ নয়, পীত নয়, এমন কোনও মানুষের চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং 'মানুষে'র কোন সম্প্রত্যয় হইতে পারে না। যখনই আমরা 'মানুষ' শব্দের ব্যবহার করি, তখনি কোন বিশিষ্ট বয়সের, বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের ও বিশিষ্ট বর্ণের মানুষের মূর্ত্তিই মনে উদিত হয়। মানুষ নামের সঙ্গে সাধারণ প্রকৃতিবিশিষ্ট কোনও মানসিক ভাবের অস্তিত্ব নাই। মনের বাহিরেও বাহ্য জগতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই মতকে নামবাদ[৪] বলে।

---

১ Reason. ২ Concept. ৩ Abstract. ৪ Nominalism.

সম্প্রত্যয়বাদিগণ[১] বলেন, সম্প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে। 'মানুষ', এই সম্প্রত্যয়ের মধ্যে আছে প্রাণিত্ব[২] ও প্রজ্ঞাবত্তার[৩] ভাব। এই দুই ভাবের সমাবেশে 'মানুষ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। যখন 'মানুষ' শব্দ শ্রুত হয়, তখন এই সামান্যজ্ঞানের উদয় হয়। এই সম্প্রত্যয় সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ; মনের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু বাস্তববাদিগণ[৪] বলেন, প্রত্যেক সম্প্রত্যয়ের প্রতিরূপ এক একটি বাস্তব পদার্থ মনের বাহিরে আছে। মনের মধ্যে যেমন 'মানুষের' সম্প্রত্যয় আছে, বাহিরে তেমনি সেই প্রত্যয়ের অনুরূপ পদার্থ আছে। সে পদার্থ মনের বাহিরে হইলেও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য জগতে নাই, অন্য জগতে আছে। এই মনঃনিরপেক্ষসত্তাবিশিষ্ট পদার্থই প্লেটোর সামান্য। এই সমস্ত সামান্য বিশিষ্ট পদার্থ সকলের আদর্শ[৫]; তাহাদের অনুরূপ করিয়াই বিশিষ্ট পদার্থসকল গঠিত হইয়াছে, যদিও সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় নাই। প্লেটোর মতে নানা বস্তুর মধ্যে যাহা সাধারণ, ব্যক্তির মধ্যে যাহা সার্বিক, ক্ষরের[৬] মধ্যে যাহা অক্ষর, বহুর মধ্যে যাহা এক, তাহাই সামান্য। বিষয়ীর[৭] দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে, তাহারা জ্ঞানের মূলতত্ত্ব। অভিজ্ঞতা[৮] হইতে তাহাদের উৎপত্তি অসম্ভব। সহজাত[৯] জ্ঞান-নিয়ামক তত্ত্ব তাহারা। বিষয়ের দিক্ হইতে দেখিলে, তাহারা সত্তার ও বহির্জগতের অব্যয় তত্ত্ব, নিরবয়ব, অবিভাজ্য, মৌলিক পদার্থ, যাহা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ ও যাবতীয় বস্তুতে বিদ্যমান। বস্তুর সারভাগ, যাহা না থাকিলে বস্তুর বস্তুত্ব থাকে না, সত্তার মধ্যে যাহা চিন্তার সহিত অভিন্ন, তাহাই সম্প্রত্যয়ের সাহায্যে বর্ণনা করা এবং বাস্তব জগৎকে বুদ্ধির জগৎ রূপে গ্রহণ[১০] করার ইচ্ছা হইতেই সামান্যবাদের উৎপত্তি বলিয়া আরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন। আরিষ্টটল্ আরও বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎসম্বন্ধে হেরাক্লিটাসের মত যে সত্য, সে সম্বন্ধে প্লেটোর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যাহা পরিণামী, স্থির হইয়া যাহা থাকে না, তাহার সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সম্ভব হয় না। একবারের অধিক যদি কোনও পদার্থের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, উৎপন্ন হইয়াই যদি প্রত্যেক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহা দেখিলাম, দেখিতে না দেখিতেই যদি তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, জগৎ যদি কেবল পরিণামপ্রবাহ-মাত্র হয়, স্থির কোন কিছু যদি তাহাতে না থাকে, তাহা হইলে কোনও বিজ্ঞানেরই সম্ভব হয় না। তাই প্লেটো পরিবর্ত্তনরাজির মধ্যে নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সামান্যবাদ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্যগণই তাঁহার অন্বিষ্ট নিত্য পদার্থ। জগতের পরিণামী রূপ সামান্যদিগের কালিক ও দেশিক রূপ, অসম্পূর্ণ রূপ। সুন্দর ও মঙ্গলেরই যে কেবল সামান্য আছে, তাহা নহে। যেখানেই 'জাতি' আছে, সেখানেই সামান্য আছে। তাই প্লেটো শয্যা, টেবিল, স্বাস্থ্য, কণ্ঠস্বর ও বর্ণের সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ, দ্রব্যের গুণ, ও গণিতের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের সামান্যের কথাও তিনি বলিয়াছেন। এমন কি 'অসৎ'-এরও সামান্য আছে, বলিয়াছেন। চরিত্রভ্রষ্টতা ও ব্যভিচারের সামান্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে এক

---

[১] Conceptualist. [২] Animalism. [৩] Rationalism. [৪] Realists.
[৫] Archetype. [৬] Mutable. [৭] Subject. [৮] Experience.
[৯] Inborn. [১০] Comprehend.

নামের দ্বারা বহুর নির্দ্দেশ করা হয়, সেখানেই সামান্য আছে। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থেরই এক একটি সামান্য আছে।

প্লেটো সামান্যদিগের তিনটি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক সামান্যই এক, বহু নয়। সুন্দর বস্তু অনেক আছে; কিন্তু সুন্দরের সামান্য একের বেশী নাই। সেই এক সুন্দরের সামান্যের প্রতিবিম্বই যাবতীয় সুন্দর বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যগণ অপরিণামী ও সনাতন। ইহারা নিত্য, অচল ও স্থাণু। কখনও ইহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। প্রত্যেক সামান্যের বহু বিশেষ আছে। বহু রূপে ব্যবহারিক জগতে তাহারা অভিব্যক্ত। এই সকল বিশেষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু সামান্য নিত্য ও অবিনশ্বর। পার্থিব জগতের বিরামহীন পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসের বাহিরে স্থির অবিচল সামান্যের জগতেই আমরা অবিচল স্থিতির সাক্ষাৎ লাভ করি। সামান্যদিগের তৃতীয় ধর্ম্ম পূর্ণতা। যে যে দ্রব্যে কোনও সামান্য অভিব্যক্ত, তাহাদের ভালমন্দ বিচারের জন্য সেই সামান্যই মানদণ্ড; সেই সামান্যের সুষ্ঠু প্রকাশের উপরে সেই সেই দ্রব্যের তৎ-ত্ব—সেই দ্রব্যত্ব—নির্ভর করে। সূত্রধর যখন কোনও পালঙ্ক অথবা চেয়ার নির্ম্মাণ করে, তখন পালঙ্ক ও চেয়ারের পূর্ণ আদর্শেরই চিন্তা করে। শিল্পীর নির্ম্মিত দ্রব্য কখনও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতিতে ও শিল্পে সর্ব্বত্রই সামান্যরূপ আদর্শ বর্ত্তমান, কিন্তু সে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় না। সৌন্দর্য্যের আদর্শ কবি ও শিল্পীর কল্পনা উত্তেজিত করিয়া কবিতায়, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে আত্ম-প্রকাশ করে; কিন্তু সে প্রকাশ পূর্ণ হয় না। সামান্য কিন্তু সদাই পূর্ণ।

আরিষ্টটল্ বলেন, হেরাক্লিটাসের, পরিণামপ্রবাহ-বাদের সঙ্গে সক্রেটিসের সামান্য-দিগের সমন্বয় হইতে প্লেটোর সামান্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। হেরাক্লিটাসের মতে জগতে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই; সকলই অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী; জগৎ পরিবর্ত্তনপ্রবাহ-মাত্র। পারমেনিদিস্ ও অন্যান্য এলিয়াটিক দার্শনিকগণ পরিণাম ও গতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। বহুর অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে মাত্র এক পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা নিত্য ও পরিণামবিহীন। পরিবর্ত্তন-প্রবাহরূপে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা মায়া, তাহার অস্তিত্ব নাই। সক্রেটিসের সম্প্রত্যয়েরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সক্রেটিস্ মুখ্যতঃ সুবিচার, তিতিক্ষা, সাহস প্রভৃতি সম্প্রত্যয়েরই আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মনীতির বহির্ভূত সম্প্রত্যয়েও কোনও পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। 'গো' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। বিশেষ গরুর পরিবর্ত্তন আছে, যে গরু আজ ছোট আছে, কিছুদিন পরে তাহা বড় হইবে, তাহার পরে তাহা মরিয়া যাইবে। কিন্তু 'গো' এই সাধারণ নামে যাহা বোঝায়, 'গো' শব্দের সংজ্ঞাদ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা পরিবর্ত্তনহীন; তাহা নিত্য। কিন্তু নিত্য হইলেও সম্প্রত্যয় এক নহে, বহু। প্লেটো এই সকল সম্প্রত্যয়কে Idea নাম দিয়া পারমেনিদিসের 'একের' স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বহু হইলেও সামান্যগণ পরস্পর সম্বন্ধ, এক অঙ্গীর বিভিন্ন অঙ্গের মত সম্বন্ধ। এই সমস্ত পরস্পরসম্বদ্ধ সামান্যরাজির শীর্ষ-দেশে যে সামান্য, প্লেটো তাহার নাম দিয়াছেন 'শ্রেয়ঃ'।[১] পারমেনিদিসের 'একের' স্থানে

---

১ Goed.

প্লেটো নানা সামান্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ 'শ্রেয়ঃ' অথবা 'পরমার্থ'কে স্থাপন করিয়াছেন। সামান্য শব্দদ্বারা যে সার্বিক ও অপরিণামী সত্তা ব্যক্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বস্তুই অপরিণামী নহে। তাহা নিত্য ও সার্ব্বলৌকিক বলিয়াই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সত্তা তাহার আছে। সামান্যদ্বারা যে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহারা বাহ্য দ্রব্য, মনের বাহিরে অবস্থিত। সম্প্রত্যয় (জাতির প্রত্যয়—concepts) মানসিক পদার্থ, মনে তাহাদের স্থিতি। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাহারা প্রত্যেকে বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত ; তাহারা জাতি নহে, জাতির অন্তর্গত বিশেষ। জাতিজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। জাতির অন্তর্গত বিশেষদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনও নির্ব্বিশেষ মানুষ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। যে যে ধর্ম্ম থাকিলে কোনও পদার্থ মানুষ-পদবাচ্য হয়, প্রত্যেক মানুষে তাহাতো আছেই, তদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্মও আছে। সুতরাং যখন কোনও একটি মানুষ দেখি, তখন বিশেষত্বপ্রাপ্ত মানুষই দেখি, বিশেষত্ববর্জিত মানুষ দেখিতে পাই না। 'মানুষ' শব্দের সংজ্ঞায় যে জীবের বর্ণনা আছে, তাহা বিশেষত্ববর্জিত মানুষ। সেই সংজ্ঞার অনুরূপ যে সম্প্রত্যয় আমাদের মনে আছে, তাহা মানসিক পদার্থ। কিন্তু সেই প্রত্যয়ের যাহা উদ্দিষ্ট,—বিশেষত্ববর্জিত মানুষ,—প্লেটো বলেন, ইন্দ্রিয়ের জগতে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহা আমাদের মনের বাহিরে স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তমান[১]। তাহাদিগকেই প্লেটো "সামান্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সামান্য-শব্দদ্বারা সাধারণতঃ প্রত্যয়রূপ মানসিক পদার্থ বোঝায়। কিন্তু প্লেটোর সামান্য, প্রত্যয় যাহার প্রতিরূপ, তাহা মনের বহির্ভূত স্বতন্ত্র পদার্থ। বিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যয়ের বিষয়ও বাহ্য ; তাহারা মনের বাহিরে প্রত্যক্ষ জগতে অবস্থিত। কিন্তু সামান্য জাতি ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক জগতে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাহারা থাকে স্বতন্ত্র জগতে, যেখানে ইন্দ্রিয়ের অধিকার নাই, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার অবারিত। ব্যবহারিক জগতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহারা সেই জগতের বিশিষ্ট পদার্থসকলে অনুস্যূত[২]।

ব্যবহারিক জগতে যদি সামান্যদিগের অস্তিত্ব না থাকে, তবে কোথায় আছে? তাহারা আছে অতীন্দ্রিয় জগতে। কোথায় সে জগৎ? ব্যবহারিক জগতে—দেশকালের জগতে—বহু ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা নাই, নিত্য কিছু নাই, অনবদ্য পূর্ণ কিছু নাই। কিন্তু এই অপূর্ণ ও দোষযুক্ত প্রত্যেক দ্রব্যেই তাহার আদর্শের—যে আদর্শের তাহা অপূর্ণ প্রকাশ, তাহার—ইঙ্গিত আছে। যে জগতে সামান্যদিগের অধিষ্ঠান, তথায় দেবগণ বা পবিত্রাত্মাগণ তাহাদিগকে দেখিতে পান। সে জগৎকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে স্বর্গ দেশ ও কালের অতীত। ব্যবহারিক জগতে যেমন ক্রমভেদ আছে, উচ্চ-নীচ ভেদ, নিতান্ত অসম্পূর্ণ দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতর, তাহার পরে পূর্ণতম দ্রব্য আছে, তেমনি সামান্য-জগতেও সামান্যদিগের মধ্যে ক্রমভেদ আছে ; অপূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও সর্ব্বশেষে পূর্ণতম সামান্য আছে। এই পূর্ণতম সামান্যের নামই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ের সামান্য যাবতীয় সামান্যের

---

[১] They are objectively real. [২] Immanent.

যোজক, অর্থাৎ তাহাদের যোগসূত্ররূপে তাহাদিগকে সংবদ্ধ করিয়া তাহাদের একত্ববিধান করে। প্লেটোর দর্শনের পরিণতি এই শ্রেয়ের সামান্যে। সামান্য-জগতে প্রত্যেক সামান্য এক একটি বিশেষ, তাহাদের সকলের সমবায়ে তাহাদের একত্ব বিহিত হইয়াছে। সমবেত সামান্য-সংঘ অঙ্গী, প্রত্যেক সামান্য অঙ্গ। শ্রেয়ঃকে প্লেটো এই জগতের সম্রাট্ বলিয়াছেন। সূর্য্য যেমন ইন্দ্রিয়জগতের সম্রাট্, জড়-জগতের প্রত্যেক অংশ যেমন সূর্য্য হইতে আলোক ও প্রাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সামান্য-জগতে শ্রেয়ের সামান্য অন্যান্য সামান্যের প্রাণস্বরূপ; তাহা হইতেই তাহাদের সত্তা। শ্রেয়ঃই এই সমস্ত সামান্যের মধ্যে প্রকাশিত জ্ঞানের কারণ। সকল জ্ঞানের কারণই শ্রেয়ঃ। তাহার আলোকেই অন্যান্য সামান্য প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়। সত্তার যাবতীয় প্রকাশ যাহার বিশেষ, তাহার কারণও শ্রেয়ঃ। জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞানগম্য হয়, তাহার কারণ শ্রেয়ঃ। সেই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের কারণও শ্রেয়ঃ। সূর্য্য যেমন যাবতীয় দ্রব্যের প্রকাশক, শ্রেয়ঃও তেমনি জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের প্রকাশক। সূর্য্য যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল দ্রব্যের উৎপত্তি ও পুষ্টির কারণ, শ্রেয়ঃও তেমনি জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তির কারণ। নিম্নস্থ প্রত্যেক Idea শ্রেয়ের Idea-রই বিশেষ-ভাবপ্রাপ্ত অবস্থা।

তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত শ্রেয়ের সম্বন্ধ কি? শ্রেয়ঃই ঈশ্বর, ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ বলেন, শ্রেয়ঃ ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব প্লেটোর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তাহাদের অনন্যতা স্বীকার না করিলে জগতে দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের অস্তিত্ব মানিতে হয়।*

প্লেটো অনেক স্থলে এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা হইতে তিনি যে শ্রেয়ঃকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন মনে করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রেয়ঃসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "যত পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে শ্রেয়ঃই সর্ব্বোত্তম। শ্রেয়ঃই বিশ্বের আদি, অন্ত, সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা, এবং সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়া আমাদের জগতেরও স্রষ্টা ও পিতা।" ঈশ্বরকেও প্লেটো সকলের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু কল্যাণকর, সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত, তাহাদের সকলেরই পিতা ও স্রষ্টা বলিয়াছেন। এই সর্ব্বোত্তম সত্তা যে ব্যক্তিত্বহীন, তাহা নহে। অনেক স্থলে প্লেটো তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিতা ও রাজা বলিয়াছেন। তিনি শ্রেয়ঃকে ইন্দ্রিয়জগতের ও চিন্তাজগতের স্রষ্টা বলিয়াছেন।

---

* This idea of the Good was identified by Plato both in its earlier and later forms with God.....Zeller's. *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 134.

Plato's Ethics is based on a religion—his own. This consists of a philosophic monotheism, which identified God with the idea of the Good, belief in providence with the conviction that the world is work of reason and a copy of the world of ideas, and sees its worship of God in virtue and knowledge—Zeller's Outlines, p. 139.

ইহা হইতে তিনি যে শ্রেয়ঃকে বুদ্ধিসমন্বিত পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা অনুমিত হয়।*

সামান্যদিগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে প্রশ্ন উঠে, অন্য জগতে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত সামান্যের জ্ঞান মানুষের হয় কিরূপে? মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি? অভিজ্ঞতাদ্বারা সামান্যের জ্ঞান হয় না, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানদ্বারা তাহা উৎপন্ন হয় না। অথচ আমাদের সমস্ত চিন্তার সহিত সামান্য জড়িত। বিশেষ জ্ঞান হইতে সাধারণ জ্ঞানে আরোহণও সামান্যের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। কেহ কেহ বলেন, প্লেটোর সামান্য মানুষের মনেই থাকে। কিন্তু প্লেটো বারংবার তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ সত্তার কথা বলিয়াছেন।

---

* উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে শ্রেয়ের স্বরূপ কি, তাহা সম্যক্ বোধগম্য হয় না। শ্রেয়ঃ যাবতীয় সত্তার কারণ, ইহা হইতে অনুমান করা যায় শ্রেয়ঃ জগতের স্রষ্টা, জগৎ-যোনি। শ্রেয়ঃ জ্ঞানক্রিয়ার কারণ ও জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্বেরও কারণ; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, শ্রেয়ঃ হইতে আমরা জ্ঞান লাভ করি, তিনিই আমাদের জ্ঞানবৃত্তিকে পরিচালিত করেন (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ); তিনি নিজে জ্ঞান-স্বরূপ। কিন্তু প্লেটো বলিয়াছেন, "যদিও সত্য এবং জ্ঞান উভয়ই সুন্দর, তথাপি শ্রেয়ঃকে সত্য ও জ্ঞান হইতে সুন্দরতর ও পৃথক্ মনে করাই সঙ্গত।" জ্ঞানের বিষয়সমূহ যে জ্ঞানগোচর হয়, তাহার কারণ যদিও শ্রেয়ঃ, তথাপি শ্রেয়ঃ নিজে সত্তা নহে। তাহার মর্য্যাদা এবং শক্তি (**Dignity and Power**) সত্তার মর্য্যাদা ও শক্তির উপরে। শ্রেয়ঃ **Idea**-দিগের মধ্যে একটি **Idea**-মাত্র নহে। **Idea**-গণই প্লেটোর মতে সত্যজ্ঞানের বিষয়। শ্রেয়ঃ **Idea**-জগতের উপরে ও তাহার বাহিরে। শ্রেয়ঃই সকলের মূল তত্ত্ব। **Idea**-দিগের জ্ঞানের সঙ্গে যে জ্ঞানক্রিয়া আরব্ধ হয়, শ্রেয়ঃ তাহার শেষ সীমা।

প্রত্যক্ষ-জগৎ হইতে সামান্য-জগতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য গণিতমূলক বিজ্ঞানসকলের (**Mathematical Science**) জ্ঞানের প্রয়োজন। এই সকল বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকিলে, সম্প্রত্যয় ও সামান্যদিগের জ্ঞান অসম্ভব। শ্রেয়ঃকে বুঝিতে হইলে যাবতীয় বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রথমেই আবশ্যক। যাবতীয় বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যয়-জগতের জ্ঞান লাভ করিলেই শ্রেয়ের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রেয়ঃ কি, তাহা লাভের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি, বুঝিতে হইলে প্রথমে জগতের জ্ঞানের প্রয়োজন। ইহা হইতে এই অনুমান আসিয়া পড়ে যে, শ্রেয়ঃ কি, তাহা কেবল পণ্ডিতেরাই বুঝিতে সক্ষম। এইজন্য প্লেটো *Republic* গ্রন্থে শাসকদিগের (**Guardian**) গণিতে ও দর্শনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য নির্ম্মল চরিত্রের আবশ্যকতাও প্লেটো স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে জীবনব্যাপারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের (**Experts in life**) উপদেশ যে প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান যে স্বাভাবিক, প্রত্যেক মানুষেরই যে তাহা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রলাভের জন্য গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইবে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। শ্রেয়ঃ কি,' তাহা ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও, কোন্ কর্ম্ম মঙ্গলকর, কোন্ কর্ম্ম অমঙ্গলকর, কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, তাহার ধারণা প্রত্যেক লোকেরই আছে। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, কেন-না, বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা বিজ্ঞান করিতে পারে না। তাহাদিগকে স্বীকার করিয়াই বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ করিতে হয়। তেমনি বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানহীন সাধারণ ধার্ম্মিকের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞানও অসম্পূর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জন্য দর্শন-বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করা যায় না। শ্রেয়ের দ্বিবৃত্ত-অতিক্রান্তি- (**Double Transcendence**) বাদই প্লেটোর এই মতের মূলে বর্ত্তমান। শ্রেয়ের স্বরূপ জানিতে হইলে প্রথমে জন্মমৃত্যু-সঙ্কুল জগৎকে অতিক্রম করিয়া সামান্যের জগতে (রূপের জগতে) উপনীত হইতে হইবে,

আমাদের মনে সামান্যের অনুরূপ যাহা আছে, তাহা সম্প্রত্যয়, তাহা সামান্যের প্রকাশ। কিন্তু মানুষের মনে সামান্যগণ যে আংশিক ভাবে আছে, তাহাও এক হিসাবে সত্য। অসীম যদিও সসীমের বাহিরে ও উপরে, তথাপি তাহা সসীমের মধ্যেও যে বর্ত্তমান, তাহাতে প্লেটোর সন্দেহ ছিল না। *Phædo* গ্রন্থে সক্রেটিস্ বলিতেছেন, "যদি কোনও বস্তু সুন্দর হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ এই যে, সেই বস্তু আদর্শ-সৌন্দর্য্যের অংশভাক্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আদর্শ-সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি, অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ, অথবা যে কোনও ভাবেই হউক, সেই সামান্যের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুতেই কোনও দ্রব্যকেই সুন্দর করিতে পারে না। আদর্শ-সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দর দ্রব্যের সংযোগ কি প্রকার, সে সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কিছুই আমি বলিতে চাহি না; কিন্তু ইহা বলিতে চাই যে, সৌন্দর্য্যের সামান্যদ্বারাই সুন্দর বস্তু সুন্দর হয়।" মানুষের প্রজ্ঞাবৃত্তি অথবা আত্মাকে মানবের ঐশী অংশ বলিয়া প্লেটো

পরে এই সামান্যের জগৎ অতিক্রম করিয়া শ্রেয়ঃকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। প্রথমে সামান্য-জগতের জ্ঞানলাভের প্রয়োজন বলিয়া গণিতের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

প্লেটো মানবাত্মার দুইটি বিভিন্ন অংশের কথা বলিয়াছেন, প্রজ্ঞা ও কামনা। দ্বিতীয় অংশে বহু-সংখ্যক কামনার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। বাধাহীন হইলে এই সকল বিভিন্নমুখী কামনার ফলে এই অংশে অরাজকতার উদ্ভব হয়। কোন কামনাই পরিতৃপ্ত হয় না। প্রত্যেকেই 'আরও চাই', 'আরও চাই', বলিতে থাকে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে, তাহার পরিণাম সুনিশ্চিত বিনাশ। রাষ্ট্রের মধ্যেও এইরূপ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থ ও কামনা এবং তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত বর্ত্তমান। যদি এই সমস্ত কামনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য্য। রাষ্ট্রের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য দ্বিবিধ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন স্বার্থ ও কামনার মধ্যে সন্ধিদ্বারা। প্রত্যেকের শক্তি বিবেচনা করিয়া, তাহার প্রাপ্য স্থির করিয়া, তাহাকে তাহার শক্তির অনুরূপ সুবিধা দিতে হয়। এই উপায়ে গণতন্ত্রের শাসকগণ, আপনাদের হস্তে শাসনক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। আত্মার মধ্যেও এই উপায়ে এক প্রকার সামঞ্জস্য সাধন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়, প্রত্যেক কামনা ও প্রত্যেক স্বার্থের ন্যায্যতা বিচার করিয়া পরে তাহার দাবীর বিচার করা। যে সকল দাবী অন্যায্য ও অযৌক্তিক, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা। রাষ্ট্রের কর্ণধার যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন; তাহা হইলেই এই উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। আত্মার মধ্যে প্রজ্ঞার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের শাসকদিগের জীবন যদি রাজনীতি অপেক্ষা মহত্তর হয়, তবেই রাষ্ট্র সুশাসিত হইতে পারে। তাহাদের শাসনে যখন শ্রেয়ঃ অধিগত হয়, তখন রাষ্ট্রের জনগণ বুঝিতে পারে, ইহাই তাহারা চাহিতেছিল, কিন্তু কি চাহিতেছিল, তাহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই। ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। যখন অন্যান্য কামনা দমিত হইয়া আত্মার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রেয়ঃ অধিগত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র জীবন ধরিয়া এই শ্রেয়ঃকেই কামনা করিয়াছি, কিন্তু যতদিন শ্রেয়ঃ অধিগত হয় নাই, ততদিন শ্রেয়ঃ যে কি,,তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই শ্রেয়ঃদ্বারাই আত্মার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (*Vide* A. D. Lindsay's *Historical Socrates and Platonic Form of the Good* Published by the Calcutta University, 1930.)

এততেও শ্রেয়ের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। যে বস্তু আমরা সকলেই চাই, অথচ চাই বলিয়া জানি না, যাহার সন্ধানে আমরা বিভিন্ন কামনার অনুসরণ করি, কিন্তু তাহাদের ভোগে তৃপ্তি হয় না, যাহা অধিগত হইলেই কেবল বুঝিতে পারি, ইহাকেই চিরদিন কামনা করিয়াছি, তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সে বস্তু কি? যিনি তাহা পাইয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা বলিতে পারিবেন না। যিনি পাইয়াছেন,

উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এক অর্থে বলা যায় যে, সামান্যগণ মানুষের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ত্র অবস্থিত।

সামান্যগণ মানুষের মনে আদিতে যখন সুপ্তভাবে থাকে, তখন তাহাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে মানুষের কোনও জ্ঞান থাকে না। শিক্ষাদ্বারা তাহারা ক্রমান্বয়ে জাগরিত হয়। মানুষের মনে জ্ঞানের বীজরূপে তাহারা অবস্থান করে, শিক্ষাদ্বারা সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পরিণতি-প্রাপ্ত হয়।

মানুষের মনে সামান্যদিগের অবস্থিতির কারণ কি? ইহার উত্তরে প্লেটো বলেন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এই সমস্ত সামান্যের সহিত জীবাত্মার পরিচয় ছিল, এবং জন্ম-গ্রহণের পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়; তাহার প্রাক্তন বিদ্যা ক্রমশঃ অধিগত হয়। দার্শনিক জ্ঞান স্মৃতির উদ্ধারমাত্র। সত্যের একমাত্র সাধন যুক্তি। জীবাত্মার মনে সত্য চিন্তার আবির্ভাবের জন্য ডায়লেক্‌টিক-রূপ ধাত্রীর আবশ্যক। *Meno* গ্রন্থে এক দাস-বালকের সঙ্গে কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। একটির পরে একটি প্রশ্ন করিয়া সক্রেটিস্ বালককে একটি সরল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে সাহায্য করিতেছেন। বালকের মনে যাহা সুপ্ত অবস্থায় আছে, সক্রেটিসের প্রশ্নে তাহা জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। বালক প্রথমে সত্যের একটি অংশ দেখিতে পাইল, ক্রমশঃ অন্যান্য অংশ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সংবেদনদ্বারা Idea জাগরিত হয়, সৃষ্ট হয় না। শরীরী দ্রব্যের প্রত্যক্ষদ্বারা

তিনিও তাহার তটস্থ গুণের কথাই বলিতে পারেন (যেমন প্লেটো বলিয়াছেন), তাহার স্বরূপগত গুণ অনির্বাচ্য। এই শ্রেয়ের কথাই নচিকেতাকে যমরাজ বলিয়াছিলেন:

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যম্ এতঃ।
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ॥
শ্রেয়ো হি ধীরো অভি প্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাৎ বৃণীতে॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানেন। তিনি প্রেয়ঃ অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন। অল্প-বুদ্ধি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তের সংরক্ষণের ইচ্ছায় প্রেয়ঃকে গ্রহণ করে।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ॥
অনন্যপ্রোক্তে, গতিরত্র নাস্তি।
অণীয়ান্ হি, অতর্ক্যম্, অনুপ্রমাণম্॥

অবর (হীন) লোক-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, ইনি সুবিজ্ঞেয় হন না, কেন-না, নানাভাবে তাঁহার চিন্তা করা হয়। শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-কর্ত্তৃক উক্ত না হইলে তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। ইনি অণু হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্কদ্বারা অপ্রাপ্য (কঠোপনিষৎ—২য় বল্লী)।

যম যাহার কথা বলিয়াছেন, তিনি শ্রেয়োরূপ ব্রহ্ম। প্লেটোর শ্রেয়ঃও (Good) ব্রহ্ম। উভয়েই শ্রেয়ঃকে অধিগম্য বলিয়াছেন। যম বলিয়াছেন, তিনি দুর্দর্শ, গূঢ়, বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়াতীত জগতে অধিষ্ঠিত, অধ্যাত্মযোগ-দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। প্লেটোও জ্ঞানদ্বারা তাঁহার প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বহুদিনের বিস্মৃত বিষয়ের স্মৃতি উদ্বোধিত হয়, এবং Idea-র প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয়। এই প্রীতিবশতঃই জীবাত্মা অসঙ্গের সহিত পুনর্মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পূর্ব্বপরিচিত সত্যসকলের পুনরায় পরিচয়লাভের জন্য উৎসুক হয়; অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। *Republic* গ্রন্থে একটি সুন্দর উপমাদ্বারা প্লেটো ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে আত্মার Idea-জগতে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ গহ্বরে কতিপয় লোক আশৈশব বন্দী। তাহাদের গ্রীবা ও পদ এমন ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ যে, গ্রীবাসঞ্চালন করিতে অথবা সম্মুখ ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাহারা অসমর্থ। গহ্বরের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত। সেই পথে ভূপৃষ্ঠের সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে। গহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, কিছু দূরে উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড ও গহ্বরের মধ্যে উচ্চ রাজপথ। রাজপথ ও গহ্বরের মধ্যে অনতি-উচ্চ প্রাচীর। বন্দিগণ দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবিষ্ট। কতিপয় লোক মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর কাষ্ঠ ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া রাজপথ দিয়া যাইতেছে। তাহাদের মস্তক ও বাহিত দ্রব্যের ছায়া গহ্বরের ভিত্তি-গাত্রে বন্দীদিগের সম্মুখে পড়িতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বরও গহ্বরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের অধিকাংশ মানুষের প্রতীক এই বন্দিগণ। পথচারী মানুষের ও তাহাদের বাহিত দ্রব্যের ছায়া ভিন্ন বন্দিগণ যেমন তাহাদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না, সংসারের অধিকাংশ লোকই তেমনি সত্যের ছায়া ভিন্ন তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না। বন্দীদিগের কাহাকেও বন্ধনমুক্ত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের কাছে আনিলে, অগ্নির আলোকে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে; প্রথমে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না; কিন্তু ক্রমশঃ সে বুঝিতে পারিবে যে, সে যাহা দেখিত, তাহা সত্য নয়। পরে ভূপৃষ্ঠে দিনের আলোকে সে মানুষ ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইবে। তখন গহ্বরে দৃষ্ট পদার্থ ছায়া বলিয়া বুঝিতে পারিবে। গহ্বরে থাকিবার সময়ের স্বকীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বসঙ্গীদিগের জন্য বেদনায় তাহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। সে গহ্বরে ফিরিয়া পূর্ব্বসঙ্গীদিগকে তাহার নবলব্ধ জ্ঞানের কথা বলিলে, তাহারা তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, এবং সে যদি তাহাদিগকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষমতা থাকিলে, তাহার প্রাণনাশও করিতে পারে। এই উপমাদ্বারা প্লেটো মানুষের অজ্ঞান অবস্থা, এবং দার্শনিক আলোচনাদ্বারা জ্ঞানলাভের ক্রম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ-জগতের সঙ্গে সামান্য-জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে প্লেটো কোথায়ও বলিয়াছেন সামান্যগণ প্রত্যক্ষ দ্রব্যে আংশিকভাবে অবস্থিত, কোথায়ও বলিয়াছেন প্রত্যক্ষ দ্রব্যসকল সামান্যের নকল অথবা অস্পষ্ট প্রকাশ, কোথায়ও বলিয়াছেন সামান্যগণ আদর্শ, প্রত্যক্ষ দ্রব্যসকল সেই আদর্শে গঠিত। কিন্তু এই প্রকার রূপক বর্ণনাদ্বারা প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। প্রত্যক্ষ-জগৎ যদি সামান্যদিগের প্রকাশিত অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাহারা অস্তিত্ববিহীন নয়। কিন্তু প্লেটো সামান্যদিগকেই একমাত্র সৎ পদার্থ বলিয়াছেন। সামান্যসম্পর্ক-বর্জিত জগতের জড় উপাদানকে[১] অসৎ বলিয়াছেন। তাহা সতের মত দেখায়, কিন্তু সৎ নহে। কোন কোন স্থলে ব্যবহারিক জগৎকে মানসিক ব্যাপার বলিয়াছেন,

---

[১] **Crass matter.**

সামান্যদিগের অস্পষ্ট ধারণা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জগতের স্বয়ং-প্রতিষ্ঠা নাই। তাহা সামান্যের অসংরূপে প্রকাশমাত্র। তাহার অস্তিত্ব সামান্য-জগতের নিকট ধার করা। কিন্তু *Timæus* গ্রন্থে প্লেটো জগতের উপাদানস্বরূপ দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তথায় কারিকরদিগের ব্যবহৃত উপাদানের সহিত জগতের উপাদানের উপমা দিয়াছেন। জগতের উপাদানের রূপ ছিল না, কিন্তু রূপগ্রহণের ক্ষমতা ছিল বলিয়াছেন। প্লেটোর দ্বৈতবাদের নিরসনচেষ্টা সফল হয় নাই।

প্লেটোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

Timæus গ্রন্থে প্লেটোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। জগতের উদ্দেশ্যের দিক্ হইতে তিনি প্রাকৃতিক ব্যাপারসকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব-প্লেটোনিষ্টগণের মতে *Timæus*-ই প্লেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। Raphael-এর "School of Athens" নামক চিত্রে প্লেটোর হস্তে *Timæus* গ্রন্থ রহিয়াছে। প্লেটোর অন্য কোনও গ্রন্থ-কর্তৃক গ্রীক চিন্তা এত প্রভাবিত হয় নাই। প্লেটো নিজে কিন্তু এই গ্রন্থের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইহাতে জ্যোতিষসম্বন্ধে প্লেটো যে মত বিবৃত করিয়াছেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মত।

পূর্ববর্তী গ্রন্থসকলে সক্রেটিস্ উপদেষ্টার আসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। *Timæus*-এ Timæus নামক একজন পাইথাগোরীয়কে সক্রেটিসের আসনে বসানো হইয়াছে। গ্রন্থে মুখ্যতঃ পাইথাগোরীয় মতই গৃহীত হইয়াছে। পাইথাগোরীয় দর্শনে সংখ্যার যে স্থান, *Timæus*-এ অনেকটা সেই স্থানই সংখ্যাকে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে *Republic* গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, পরে আটলান্টিস্ দ্বীপসম্বন্ধে কিংবদন্তী বর্ণনা করা হইয়াছে। এশিয়া ও লিবিয়া মিলিয়া যত বড় হয়, হারকুলিসের স্তম্ভদ্বয়ের অদূরে অবস্থিত এই দ্বীপ তত বড় ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আটলান্টিস্-এর বর্ণনার পরে জগৎসৃষ্টির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা এইরূপ:

যাহা অপরিমেয়, তাহা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাদ্বারা গৃহীত হয়। যাহা পরিণামী, তাহা 'মতে'র বিষয়। জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং অনিত্য এবং কালে সৃষ্ট। ঈশ্বরই ইহার সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর মঙ্গলময়, শ্রেয়োরূপ, সুতরাং নিত্য পদার্থের অনুরূপ করিয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরে মাৎসর্য্য নাই, সেইজন্য প্রত্যেক বস্তু যথাসম্ভব নিজের মতো করিতে চাহিয়াছিলেন। "সমস্ত দ্রব্যই যথাসম্ভব ভাল হইবে, কিছুই মন্দ হইবে না"—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। দৃশ্যমান যাবতীয় মণ্ডল[১] অবিশ্রাম অনিয়ত গতিতে অব্যবস্থিতভাবে চলিতে দেখিয়া, ঈশ্বর বিশৃঙ্খলা হইতে শৃঙ্খলার উদ্ভাবন করিলেন, জীবাত্মার মধ্যে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া তাহাকে দেহে সন্নিবেশিত করিলেন। সমগ্র জগৎকে আত্মা ও বুদ্ধি-বিশিষ্ট এক প্রাণীতে পরিণত করিলেন। জগৎ একটি মাত্র, একাধিক জগৎ নাই। ঈশ্বরের অন্তরস্থিত এক নিত্য আদর্শের অনুকৃতি এই জগৎ। সুতরাং একাধিক জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব।

---

১ Sphere.

সমগ্র জগৎ মিলিয়া একটি মাত্র প্রাণী, যাহা অন্য যাবতীয় প্রাণী আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া আছে। জগৎ গোলাকার, কেন-না, গোলাকার পদার্থের অংশসমূহের মধ্যে সর্বত্রই সাদৃশ্য আছে, আর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্য সুন্দরতর। জগৎ আবর্ত্তনশীল, কেন-না, চক্রাকার গতি যাবতীয় গতির মধ্যে পূর্ণতম। এই গতির জন্য জগতের হস্তপদের প্রয়োজন হয় না, কেন-না, ইহার অন্য কোনও প্রকারের গতি নাই।

ঈশ্বর জগতের উপাদান সৃষ্টি করেন নাই। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক দ্রব্য পরস্পর সমান অনুপাতে বর্ত্তমান ছিল। জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বর চারিটি দ্রব্যই ব্যবহার করিয়াছেন, সেইজন্য জগৎ পূর্ণ, জরাব্যাধির অধীন নহে। উপাদানগুলির মধ্যে সঙ্গতি থাকায় জগতে মৈত্রীভাব বর্ত্তমান, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কেহই ইহার ধ্বংস করিতে পারে না। ঈশ্বর প্রথমে জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়া পরে দেহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জীবাত্মার এক অংশ অবিভাজ্য ও অপরিণামী; অন্য অংশ বিভাজ্য ও পরিণামী; উভয়ের সমবায়ে জীবাত্মা গঠিত।

সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা সনাতন দেবতাদিগের প্রতিরূপ চলন্ত জীবন্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন। আনন্দের প্রভাবে তিনি সৃষ্ট জীবকে আদর্শের অধিকতর অনুরূপ করিবার ইচ্ছায়, জগৎকে যথাসম্ভব চিরস্থায়ী করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু আদর্শের চিরস্থায়িত্ব সৃষ্ট পদার্থে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা অসম্ভব হওয়ায়, তিনি মহাকালের একটি চলন্ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। স্বর্গে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া সেই প্রতিরূপ সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া তাহার গতি সংখ্যাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিলেন। কিন্তু মহাকাল নিজে একত্বে প্রতিষ্ঠিত (সংখ্যার অতীত)। তাহার প্রতিরূপকে আমরা 'কাল' নামে অভিহিত করি।

ইহার পূর্ব্বে দিনরাত্রি ছিল না। সনাতন সত্তাসম্বন্ধে 'ইহা ছিল', অথবা 'ইহা হইবে', একথা বলা যায় না। 'ইহা আছে', কেবল ইহাই সত্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, মহাকালের চলন্ত মূর্ত্তি (কাল) সম্বন্ধে 'ইহা ছিল', অথবা 'ইহা হইবে' বলা যায়।

কাল ও আকাশের একই সময়ে উৎপত্তি হয়। প্রাণিগণ যাহাতে গণিত শিক্ষা করিতে পারে, সেইজন্য ঈশ্বর সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দিন ও রাত্রির ধারাবাহ না থাকিলে সংখ্যার কথা আমাদের মনে উঠিতে পারিত না। দিন ও রাত্রি, মাস ও বৎসর, আসিতে যাইতে দেখিয়া তাহাদের সংখ্যার জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং কালের ধারণাও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতেই দর্শনের উদ্ভব। দৃষ্টিশক্তি হইতে যাহা যাহা আমরা লাভ করিয়াছি, ইহা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান।

সমগ্র জগৎ তো নিজে একটি প্রাণী। তাহার অতিরিক্ত চারি প্রকার প্রাণী আছে,—দেবতা, পক্ষী, মৎস্য ও স্থলচর জন্তু। দেবতারা প্রধানতঃ অগ্নি; নক্ষত্রগণ সনাতন দৈব প্রাণী। সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, কিন্তু বিনাশ করিবেন না। অন্যান্য প্রাণীদিগের অবিনশ্বর অংশ স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নশ্বর অংশ সৃষ্টি করিবার ভার তিনি দেবতাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেক নক্ষত্রের জন্য একটি করিয়া আত্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আত্মাদিগের অনুভূতি, প্রেম, ভয় ও ক্রোধ আছে। এই সকল জয় করিতে পারিলে, তাহারা

পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে, অন্যথা নয়। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে, মৃত্যুর পরে চিরকাল সুখে বাস করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষ 'তাহার নক্ষত্রে' গমন করে। অপবিত্র জীবন যে যাপন করে, পরজন্মে সে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিবে। পাপ হইতে বিরত না হইলে, পশু হইয়া জন্মিতে হয় (পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কেই) এবং যতদিন কাহারও প্রজ্ঞা জয়ী না হয়, ততদিন তাহাকে জন্মমৃত্যুর অধীনে থাকিয়া একটির পরে একটি দেহ ধারণ করিতে হয়। ঈশ্বর কতকগুলি আত্মাকে পৃথিবীতে, কতকগুলিকে চন্দ্রে, কতকগুলিকে অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রে স্থাপিত করিয়া তাহাদের শরীরনির্ম্মাণের ভার দেবতাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

'কারণ' দুই জাতীয়। এক জাতীয় কারণ বুদ্ধিমান্। অন্য জাতীয় কারণ কারণান্তরদ্বারা চালিত হইয়া অন্য কারণকে চালিত করিতে বাধ্য হয়। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের মনঃ আছে, এবং তাহারা ন্যায়সঙ্গত কল্যাণ কর্ম্ম করে। দ্বিতীয় প্রকারের কারণ শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীন-ভাবে যাদৃচ্ছাসম্ভূত ফল উৎপন্ন করে। উভয় প্রকার কারণেরই গবেষণা কর্ত্তব্য, কেন-না, বিমিশ্র সৃষ্টির মধ্যে নিয়তি ও মন উভয়ই বর্ত্তমান।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুত মূল তত্ত্ব নহে, মূল দ্রব্য অথবা বর্ণ[১]ও নহে। তাহারা শব্দাংশও[২] নয়, অথবা প্রথমজাত যৌগিক দ্রব্যও নয়। 'অগ্নি'সম্বন্ধে 'এই' শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে, 'এই প্রকার' শব্দই তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কেন-না, অগ্নি কোনও দ্রব্য নহে, দ্রব্যের অবস্থা মাত্র। এইখানে প্রশ্ন উঠে—'বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্তাসমূহ[৩] কি শুধু নাম-মাত্রই'। মন ও সত্য মত এক পদার্থ কি না, তাহার উপরই এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। যদি তাহারা এক না হয়, তাহা হইলে 'জ্ঞান' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নিশ্চয়ই সত্তার জ্ঞান, সত্তা কখনও নাম-মাত্র হইতে পারে না। মন ও সত্য মত যে বিভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। মনের মধ্যে আছে প্রজ্ঞা; সত্য মতে তাহা নাই। মন (জ্ঞান) সংক্রামিত হয় শিক্ষাদ্বারা, মত সংক্রামিত হয় প্রবর্ত্তনা[৪]দ্বারা। সত্য মত সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু দেবতা ও সামান্য-সংখ্যক মনুষ্যেরই মন আছে।

ইহার পরে দেশ[৫]সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

"এক প্রকারের সত্তা আছে, যাহা সর্ব্বদাই একরূপ, যাহার সৃষ্টি হয় নাই (অনাদি), যাহার ধ্বংস নাই, যাহা নিজের বহিঃস্থ কোন দ্রব্য আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, নিজেও অন্য কোন পদার্থের নিকট গমন করে না। তাহা অদৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। কেবল বুদ্ধিদ্বারা তাহার চিন্তা সম্ভবপর। ইহার যে নাম, সেই নামের অন্য এক প্রকৃতি[৬] আছে। তাহা ইহারই সদৃশ, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সৃষ্ট, সদা গতিশীল, স্থানে তাহার আবির্ভাব হয়, আবার স্থান হইতে তাহা অন্তর্হিত হয়; তাহা ইন্দ্রিয় ও মত-দ্বারা গৃহীত হয়। আবার তৃতীয় এক প্রকৃতি আছে, তাহার নাম দেশ; তাহা সনাতন, অবিনশ্বর, যাবতীয় সৃষ্ট দ্রব্যের আবাসস্থল। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত তাহা গৃহীত হয় এক প্রকার ভাক্ত প্রজ্ঞা[৭]-কর্ত্তৃক।

---

১ Letter.
২ Syllables.
৩ Intelligible essence.
৪ Persuasion.
৫ Space.
৬ Nature.
৭ Spurious reason.

তাহার বাস্তবতা[১] আছে বলা যায় না। স্বপ্নে যেমন আমরা অস্তিত্ববিহীন পদার্থ দর্শন করি, তেমনি ইহা দেখিয়া আমরা বলি, যে-কোনও সত্তাবান্ পদার্থই বিশেষ স্থানে বিশেষ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্বর্গেও নাই, মর্ত্যেও নাই, তাহার অস্তিত্বই নাই।"

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, উদ্ধৃত অংশ এতই কঠিন যে, তিনি ইহার অর্থ বুঝিয়াছেন, বলিতে পারেন না। কিন্তু এই মত জ্যামিতির আলোচনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহার ধারণা। পাটীগণিতের মত জ্যামিতিও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার[২] বিষয় বলিয়া প্লেটোর ধারণা ছিল। জ্যামিতি দেশসম্বন্ধী, দেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের একটা রূপ। এই মতের সঙ্গে ক্যাণ্টের মতের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রাসেল মনে করেন।

জড়জগতের প্রকৃত উপাদান দুই প্রকারের সমকোণী ত্রিভুজ; ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুত নয়। সমকোণী ত্রিভুজ দুইটির একটি অর্দ্ধ-বর্গাকার, দ্বিতীয়টি অর্দ্ধ-সমবাহু ত্রি-ভুজাকার। আদিতে সকলই বিশৃঙ্খল ছিল, এবং বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন স্থানে ছিল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আকৃতি ও সংখ্যানুসারে সজ্জিত করেন। অসুন্দর ও অকল্যাণ-কর দ্রব্য হইতে ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিলেন, তাহা যতদূর সম্ভব সুন্দর ও কল্যাণকর হইল। উপরোক্ত দুই প্রকার ত্রিভুজ অপেক্ষা সুন্দর আকৃতি আর কিছুরই নাই। সেইজন্যই জড়ের সৃষ্টিতে ঈশ্বর তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই দুই ত্রিভুজের সাহায্যে সমান বাহু ও কোণ-বিশিষ্ট পাঁচটি ঘন পদার্থের মধ্যে চারিটি গঠন করা যায়। চারিটি মৌলিক দ্রব্যের প্রত্যেক পরমাণুই সমবাহু ও সমকোণ ঘন; মৃত্তিকার পরমাণু ষড়তল ঘন, অগ্নির পরমাণু চতুস্তল ঘন[৩], বায়ুর পরমাণু অষ্টতল ঘন[৪], জলের পরমাণু বিংশতিতল ঘন[৫]। এই চারি প্রকারের আকৃতির অতিরিক্ত আর একটি আকৃতির উল্লেখ প্লেটো করিয়াছেন—তাহা দ্বাদশ-তল-বিশিষ্ট ঘন[৬]; বিশ্বের গঠনে ঈশ্বর সেই আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে, কেন-না, অন্যত্র প্লেটো বিশ্বের আকৃতি মণ্ডলাকার বলিয়াছেন। দ্বাদশাস্র ঘন-ক্ষেত্রের প্রত্যেক তল পঞ্চভুজাকার। পাইথাগোরীয়গণ আপনাদিগের মধ্যে এই চিহ্ন সভ্যদিগের অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করিত। বিশ্বের প্রতীকরূপেই এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

Regular Solids ইউক্লিডের ১৩শ ভাগের আলোচ্য বিষয়। প্লেটোর সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়। রাসেল বলেন, Regular tetra hedron, octa hedron, icosa hedron, সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি তল; কিন্তু dodecahedron-এর তল পঞ্চভুজ। সুতরাং প্লেটোর উপরে বর্ণিত ত্রিভুজ-দ্বারা তাহাদের গঠন অসম্ভব।

মানুষের আত্মা দুইটি—একটি নশ্বর, অপরটি অবিনশ্বর; একটি দেবতাসৃষ্ট, অন্যটি স্বয়ং ঈশ্বরসৃষ্ট। নশ্বর আত্মা কতকগুলি ভয়াবহ, অদম্য রিপুর বশ। প্রথম সুখ। সুখের

---

১ Reality. ২ Pure reason. ৩ Tetra hedron.
৪ Octa hedron. ৫ Icosa hedron. ৬ Dodeca hedron.

লোভে মানুষ পাপকার্য্যে প্রণোদিত হয়। দ্বিতীয় দুঃখ। দুঃখের ভয়ে কল্যাণকর্ম্ম হইতে বিরত হয়। তৃতীয় হঠকারিতা ও ভয়। চতুর্থ ক্রোধ, ইহা সহজে দমিত হয় না। পঞ্চম আশা। ইহা মানুষকে বিপথে চালিত করে। এই সমস্তের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও কামের সংযোগে দেবতারা মানুষ গঠন করিয়াছিলেন।

শারীরবিদ্যার আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, অতিভোজন নিবারণের উদ্দেশ্যে অন্ত্রের সৃষ্টি।

পুনর্জ্জন্মের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, কাপুরুষ ও অধার্ম্মিক লোক পরজন্মে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সমস্ত মূর্খ মনে করে যে, গণিতের বিদ্যা না থাকিলেও কেবল আকাশের পর্য্যবেক্ষণ করিলেই জ্যোতির্ব্বিদ্ হওয়া যায়, তাহারা পক্ষিজন্ম লাভ করিবে। যাহাদের দার্শনিক জ্ঞান নাই, তাহারা বন্য পশু হইয়া জন্মিবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ যাহারা, তাহারা হইবে মৎস্য।

Timæus গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে আছে, "বিশ্বের প্রকৃতিসম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ হইল। পৃথিবী মর ও অমর জন্তু লাভ করিয়াছে; তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ। দৃষ্টিগোচর প্রাণীর আবাস পৃথিবী নিজেও দৃষ্টিগোচর প্রাণী হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী বুদ্ধিগ্রাহ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম, সুন্দরতম, অনবদ্যতম ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, এবং স্বর্গের একমাত্র সন্তান।"

রাসেল বলেন, মধ্যযুগে প্লেটোর গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র *Timæus* পশ্চিম ইয়োরোপে পরিচিত ছিল। সেই সময়ে ও তৎপূর্ব্বে নব-প্লেটোনিক্ মতের বহুল প্রচলনের সময় প্লেটোর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থের প্রভাবই অধিক ছিল। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়; কেন-না এই গ্রন্থে যত অর্ব্বাচীন উক্তি আছে, প্লেটোর অন্য কোনও গ্রন্থে সেরূপ নাই। দর্শন হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে, কিন্তু ইতিহাসে ইহার প্রভাব খুব বেশী ছিল।

সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সম্বন্ধ—উপাদান

প্লেটো দুইটি জগতের কথা বলিয়াছেন। একটি ইন্দ্রিয়াতীত সামান্য জগৎ, অন্যটি সমুৎপাদিক জগৎ। উভয় জগতের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য প্লেটোর শিষ্যগণ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক সামান্য স্বতন্ত্র "এক", কিন্তু তাহার অন্তর্গত বস্তুর সংখ্যা বহু। প্রত্যেক সামান্য সনাতন ও অপরিণামী; কিন্তু তাহার অন্তর্গত বস্তুসকল উৎপত্তিশীল, নশ্বর ও নিত্যপরিণামী। সামান্যদিগের সত্তা পূর্ণ, কিন্তু বস্তুসকল সত্তা ও অসত্তার মধ্যে দোদুল্যমান। 'মত'[১] যেমন জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের[২] মধ্যবর্ত্তী, 'মতের' বিষয় যে সকল বস্তু, তাহারা ও তেমনি সত্তা ও অসত্তার মধ্যবর্ত্তী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদিগের অপূর্ণতার কারণ এই যে, সামান্য হইতে তাহাদের এক অংশ মাত্র উৎপন্ন হয়, অবশিষ্ট অংশ উৎপন্ন হয় অন্য এক তত্ত্ব হইতে। এই দ্বিতীয় তত্ত্ব কি? আরিষ্টটল্ ইহাকে উপাদান (Materia) নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটো এই শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি ইহাকে অন্তহীন[৩]

[১] Opinion [২] Knowing and not knowing [৩] Unlimited

সদা-পরিবর্ত্তনশীল, অসৎ ও অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। বস্তুর মধ্যে যাহা সত্য ও পূর্ণ, সামান্যই তাহার উৎস। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুৎপাদ ও সামান্যের মধ্যে যে ভেদ, তাহাই উপরি উক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের স্বরূপ। ইহা অসীম, নিত্য-পরিণামী, অসৎ ও অজ্ঞেয়। এই দ্বিতীয় তত্ত্বই materia বা উপাদান। বিশেষের ব্যাখ্যার জন্য materiaর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। প্লেটো ইহাকে আকারহীন, অদৃশ্য, সর্ব্বগ্রাহী, উদ্ভূত যাবতীয় বস্তুর মাতা ও আশ্রয়, তাহাদের ধাত্রী এবং "নমনীয় সত্তার বা পুঞ্জ[১]" বলিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতির অন্তরালে এই সত্তার বর্ত্তমান। ইহা আকারহীন হইলেও পরিবর্ত্তনশীল যাবতীয় প্রতিভাসের ইহা ভিত্তি, এবং সকল প্রতিভাসই ইহার অন্তর্গত। ইহা সমস্ত ভবনের অধিষ্ঠান দেশ[২] বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এমন পদার্থ যে চিন্তা, প্রত্যক্ষ প্রতীতি[৩] অথবা সংবেদনদ্বারা ইহাকে জানিতে পারা যায় না। অতি কষ্টে ইহার অনুমান করা যায় মাত্র। সেলারের মতে প্লেটোর এই materia ও অসঙ্গ দেশ[৪] এক বস্তু নহে। ইহাকে দেশে বিস্তৃত বস্তু বলা যায়। কিন্তু ইহার কোনও রূপ নাই, গুণও নাই। না থাকিলেও ইহা শূন্য দেশের মতো অসৎ নহে। materia সদা-পরিণামী, সামান্যগণ অপরিণামী, ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু বার্নেট† বলেন, প্লেটোর এই মৌলিক বস্তু তিন-পরিমাপবিশিষ্ট দেশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দেশের মধ্যে যে সকল বস্তু অবস্থিত, তাহারা তাহাদের মৌলিক উপাদান দেশ হইতেই উৎপন্ন। প্লেটো Regular solids দিগের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাদ্বারাই এই সকল মৌলিক উপাদানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায়। Regular solidsও মৌলিক ত্রিভুজ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তাহাদের ব্যাখ্যার জন্য materia কে দেশে বিস্তৃত বস্তু রূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্লেটোর মতে ভৌতিক দ্রব্যদিগকে সম্পূর্ণ ভাবেই বিস্তৃতি[৫] মাত্রে পরিণত করা যায়। দেশের প্রতীতির জন্য আমাদের কোনও ইন্দ্রিয় নাই। আমরা ইহার অস্তিত্ব অনুমান করি মাত্র। যে যুক্তির উপর এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলবতী যুক্তি নহে, জারজ যুক্তি[৬]। উপরি বর্ণিত materia দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। *Timœus* গ্রন্থে সৃষ্টিকার্য্যের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা বহুল পরিমাণে পৌরাণিক ভাবের হইলেও ইহা হইতেই ঈশ্বর, আত্মা ও সৃষ্টিসম্বন্ধে প্লেটোর মত নিরূপণ করিতে হইবে।

ঈশ্বর, বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মা

অনন্ত আকাশে গতিশীল জ্যোতিষ্কগুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তৎক্ষণাৎ মনে হয় যে, তাহারা এক অথবা একাধিক সৎ আত্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কারণ তাহাদের সকলের গতিই

---

* *Vide* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*. pp.146-49 (13th edition).

† Barnet's *Greek Philosophy* (Thales to Plato. pp. 344).

[১] Plastic mass [২] Space [৩] Perception

[৪] Absolute space [৫] Extension [৬] Bastard reasoning

বৃত্তাকার। এই বৃত্তাকার গতিদ্বারাই তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যে কল্যাণ-কৃৎ[১] তাহা বুঝিতে পারা যায়। কেন-না বস্তু সকলের স্বভাব হইতেছে সরল রেখায় চলা। এই সরলরৈখিক গতির বৃত্তাকার গতিতে পরিবর্ত্তন-সাধনের যিনি অথবা যাঁহারা কারণ, তিনি অথবা তাঁহারাই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মা। তাঁহাদের সংখ্যা যদি একাধিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেবতা[২] বলে। যদি তিনি এক মাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। বহু দেবতার মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম, তাঁহাকেও ঈশ্বর বলা হয়। ইহাই প্লেটোর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যুক্তি। এই যুক্তিদ্বারা কিন্তু এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, তিনি যাবতীয় সৎ গতির স্বয়ংচালিত উৎস[৩]। প্লেটোই দর্শনশাস্ত্রে প্রথমে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস পাইথাগোরীয় ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল, কিন্তু পাইথাগোরীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্লেটোর মতে ঈশ্বর একটি জীবন্ত আত্মা, এবং তিনি মঙ্গলময়। ইহার অধিক ঈশ্বরসম্বন্ধে তিনি কিছুই প্রমাণ করেন নাই। বর্ত্তমান কালের ঈশ্বরবাদিগণের ঈশ্বরের ধারণার সহিত প্লেটোর ঈশ্বরের ধারণা যে অভিন্ন, তাহা নহে। প্লেটোর ঈশ্বর অবশ্য পুরুষ[৪] তিনি জীবন্ত আত্মার মধ্যগত মনঃ[৫]। কিন্তু ইহা হইতে মনে করা যায় না যে তিনি সর্ব্বেশ্বর[৬]। প্লেটো যে Goodএর কথা বলিয়াছেন, সেই Good ও ঈশ্বর এক কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহার আলোচনায় বার্ণেট লিখিয়াছেন "যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আধুনিক ঈশ্বরবাদিগণের ঈশ্বরের ধারণার সহিত Good অভিন্ন কি না, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, প্লেটোর Good এর ধারণা যে আধুনিক ঈশ্বরবাদীর ধারণার অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু ঈশ্বরবাদীদিগের ধারণার মধ্যে আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় প্লেটো যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত Good অভিন্ন কি না, তাহা হইলে তাহার উত্তর 'না'। কেন-না Good আত্মা নহে—তাহা একটি রূপ[৭] মাত্র।"* বার্ণেট বলেন, Good ও ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রভেদদ্বারা প্লেটো সর্ব্বেশ্বরবাদ পরিহার করিয়াছেন। প্লেটো সর্ব্বেশ্বরবাদকে নাস্তিকতা বলিয়া গণ্য করিতেন। পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ Good-কেই সর্ব্বেশ্বর এবং সৃষ্টি-কর্ত্তাকে (Demiurgus) তাহার অধীন বলিয়া গণ্য করিতেন।† প্লেটোর ঈশ্বর Form নহেন, আত্মা; তাঁহার Good আত্মা নহে, Form. Goodএর সাহায্যে সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বোত্তম গতিদিগের স্বয়ংচালিত চালক।

ঈশ্বরই যে একমাত্র স্বয়ংচালিত চালক, তাহা নহে। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। Timœus গ্রন্থে যে সকল দেবতাদিগের কথা আছে তাঁহারা পৌরাণিক দেবতা; দর্শনের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই। প্লেটো যে একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর অপেক্ষা মানবাত্মাগণ নিম্নস্তরের নিকৃষ্ট আত্মা। এইসকল

---

১ Good ২ gods ৩ Self-moving source of good motions ৪ Person
৫ Mind ৬ Supreme Being ৭ Form

* *Vide* Barnet's *Greek Philosophy*. pp. 335-37.

† সেনারের মতেও ঈশ্বর ও Good অভিন্ন।

আত্মা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট ? Timœus গ্রন্থে প্লেটো বলিয়াছেন যে, জীবাত্মাগণ অবিনশ্বর বটে, কিন্তু এই অবিনশ্বরতা তাহাদের প্রকৃতিগত নহে। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া, তাহার ধ্বংস করা তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের সহিত অসংগত। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, প্লেটো জীবাত্মাদিগকে ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

উপরে সৃষ্টির উপাদান যে নমনীয় সম্ভারের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গতি ছিল, কিন্তু সে গতি ছিল শৃঙ্খলাবিহীন। তাহার মধ্যে ঈশ্বর শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; ইহার কারণ ঈশ্বর মঙ্গলময়, এবং তাঁহাতে মাৎসর্য্য নাই। সেইজন্যই তিনি যাবতীয় বস্তু যতদূর সম্ভব আপনার অনুরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায়, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক এক শক্তি আছে। এই শক্তি নিয়তি (necessity)। ইহার অস্তিত্ববশতঃ ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহাকে সমস্ত বস্তুর 'উৎপথিক কারণ'[১] বলা যায়। এই নিয়তি প্রাকৃতিক নিয়তি নহে। কেন-না প্লেটো বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর এই নিয়তিকে সহগামী করিতে সক্ষম।[২] ইহা ঈশ্বররূপ কারণের অধীন। জগৎ যে মঙ্গলময়, ইহা তাহার একটী সহযোগী কারণ[৩]। এই কারণকে প্লেটো শরীরীও বলিয়াছেন।[৪] এই শরীরী কারণ যেমন উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিবন্ধক, তেমনি সহায়কও বটে, কেন-না ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে উপাদানের অভাবে কোনো সৃষ্টিই সম্ভবপর হইত না। এই শক্তি বস্তুর অন্তর্গত—বস্তুর অন্তর্গত সামান্যের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় শক্তি। ইহা অন্ধ ও যুক্তি-হীন। ইহা দ্বারা প্রকৃতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হয়। সামান্য হইতে বস্তু যাহা প্রাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত যাহা, তাহাই এই দ্বিতীয় শক্তি।

প্লেটো বলেন বিশ্বকর্ম্মা ঈশ্বর[৫] যাবতীয় প্রাণবান্ বস্তুর সামান্যের সাদৃশ্যে তাহাদের উপাদানসমূহের সংমিশ্রণদ্বারা প্রথমে বিশ্বাত্মার[৬] সৃষ্টি করেন। বিশ্বাত্মা অদৃশ্য, কিন্তু চিন্তা বা মনন-স্বরূপ এবং সনাতন। সামান্যগণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, বিশ্বাত্মার সহিত সেই সামঞ্জস্যের সংগতি আছে। সামান্য ও প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে থাকিয়া বিশ্বাত্মা তাহাদের সংযোগবিধান করেন এবং স্বকীয় গতিদ্বারা জগৎ পরিচালিত করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা সামান্য-জগতের আদর্শে সমগ্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র প্রাণিজগৎ তাঁহারই সৃষ্টি, সংখ্যা ও পরিমাণের সকল সম্বন্ধ, এবং জগতের সমস্ত শৃঙ্খলা তাঁহারই সৃষ্টি। যে উদ্দেশ্যে প্রাণিগণ সৃষ্ট, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী আকার তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে দিয়াছেন। বিশ্বের যাবতীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, এবং ব্যক্তির যাবতীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের তিনি উৎস।*

প্লেটো দশ প্রকারের গতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে এক প্রকারের গতি অন্য বস্তুকে চালিত করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে চালিত করিতে পারে না। অন্য প্রকারের গতি আপনাকেও চালিত করিতে পারে অন্য বস্তুও চালিত করিতে পারে।

---

১ Errant cause ২ It can be persuaded ৩ Con-comitant cause
৪ Corporeal ৫ Demiurgus ৬ World soul

* *Vide* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*. p. 148.

শেষোক্ত প্রকারের গতি পার্থিব কোনও বস্তুর মধ্যে নাই, আছে কেবল আত্মার মধ্যে। সুতরাং বলা যায়, "যে গতি আপনা হইতেই আপনাকে চালিত করিতে পারে, তাহাই আত্মা।" অন্য সকল প্রকারের গতি আছে দেহের মধ্যে। সুতরাং আত্মা দেহের পূর্ব্ববর্ত্তী।*

আত্মা যদি দেহের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহার সকল ধর্ম্ম (যেমন চরিত্র, ইচ্ছা, যুক্তি, বিশ্বাস, স্মৃতি প্রভৃতি) দেহের ধর্ম্মের (যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি), পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ভালো ও মন্দের মধ্যে, সৎ ও অসতের মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদের কারণও আত্মা বলিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আত্মাগণ দ্বিবিধ—সৎ ও অসৎ। আত্মার সংখ্যা যে কেবলমাত্র দুইটি—একটি সৎ ও অন্যটি অসৎ—ইহা প্লেটো বলেন নাই। আত্মার সংখ্যা দুইএর কম নয়, ইহাই বলিয়াছেন। সুতরাং সৎ আত্মাও যেমন বহু, অসৎ আত্মার সংখ্যাও তেমনি বহু। তিনি একমাত্র অসৎ আত্মার কথাও বলেন নাই। আত্মাদিগের মধ্যে কতকগুলি সৎ, কতকগুলি অসৎ। সৎ আত্মাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৎ আত্মাই ঈশ্বর। অসৎ আত্মাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসৎ (সয়তান) আত্মার কথা প্লেটো বলেন নাই। প্রধান কথা এই যে, যখন অমঙ্গলের অস্তিত্ব[১] আছে, তখন তাহার কারণ আত্মাও আছে, কেন-না অমঙ্গলই হউক অথবা মঙ্গলই হউক, তাহার কারণ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। অমঙ্গল দেহের অথবা জড়ের ধর্ম্ম বলা যায় না। গতি-সম্বন্ধে প্লেটো যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গল ও অমঙ্গল আত্মাতেই আরোপ করিতে হয়।†

প্লেটোর নৃ-বিজ্ঞান

যে আদর্শের অনুকরণে জগৎ সৃষ্ট, তাহার মধ্যে যেমন সকল প্রকার জীবই আছে, তেমনি জগতের মধ্যেও আছে। কিন্তু প্লেটো মুখ্যতঃ কেবল মানুষসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোনও আলোচনা করেন নাই। *Timæus* গ্রন্থে তিনি মানবদেহের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শরীরতাত্ত্বিক মতের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মানবের আত্মার স্বরূপ বিশ্বের আত্মার স্বরূপের সহিত অভিন্ন। বিশ্বের আত্মা হইতেই মানবাত্মা উদ্ভূত। মৌলিক এবং অভৌতিক বলিয়াই মানবাত্মার স্বাধীন গতিশক্তি আছে। দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিশক্তি আত্মা হইতেই প্রাপ্ত। মানবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। একটি উচ্চতর জগৎ হইতে পতিত হইয়া তাহা পৃথিবীতে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়। যে সকল আত্মা পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহারা যে স্থান হইতে আসিয়াছে, তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহাদের শুদ্ধি সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহারা অন্য জগতে কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে, তাহার পরে মনুষ্য অথবা অন্য প্রাণী-দেহ ধারণ করে। পৃথিবীতে মানবাত্মা যে সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সংসর্গে আসে, জন্মপূর্ব্ব অবস্থায় সে তাহাদের সামান্যের সহিত পরিচিত ছিল ; সেইজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদর্শনে তাহার সামান্য স্মৃতিপথে উদিত হয়। মানবাত্মার প্রজ্ঞাই

* *Vide* Burnet's *Greek Philosophy.* p. 334.

† Burnet's *Greek Philosophy.* p. 335.

[১] Evil

তাহার স্বরূপ। প্রজ্ঞাই তাহার ঐশ্বরিক এবং অবিনশ্বর অংশ। তাহার যে অংশ বিনশ্বর, তাহা তাহার দৈহিক সংযোগ হইতে উদ্‌ভূত হয়। শেষোক্ত অংশ দুই ভাগে বিভক্ত—সাহস ও কামনা। প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান মস্তক; সাহসের অধিষ্ঠান হৃদয়, এবং দেহের অধোভাগ কামনার অধিষ্ঠান। এই সকল বিভিন্ন অংশের সমবায়ে কিরূপে ব্যক্তিগত জীবনের একত্ব সংসাধিত হয়, এবং আত্মসংবিদ ও ইচ্ছা কোন্ অংশের অন্তর্গত, প্লেটো তাহা বলেন নাই। যাহার মধ্যে কোনও ভৌতিক উপাদান নাই, সেই আত্মা কিরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিরূপেই বা দৈহিক অবস্থা ও সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়াদ্বারা মানুষের চরিত্র গভীরভাবে প্রভাবিত হয়, প্লেটো তাহার উল্লেখ করিলেও, কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মসংবিদ এবং ইচ্ছার প্রকৃতিসম্বন্ধেও তিনি কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আবার "কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় কর্ম্ম করে না" সক্রেটিসের এই মতও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার সহিত সক্রেটিসের মতের সংগতিবিধান করেন নাই।

প্রত্যভিজ্ঞা-বাদ

একদিকে জীবাত্মার জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব, অন্যদিকে তাহার অমরতা, উভয়ের সহিত প্লেটোর প্রত্যভিজ্ঞাবাদ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। জন্মের পূর্ব্বেও যদি জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি কিছু কাল আচ্ছন্ন থাকিলেও চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইতে পারে না। জন্মের পূর্ব্বে সামান্য জগতে যাহার সহিত জীবাত্মার পরিচয় ছিল, পার্থিব বস্তুতে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাইলে, আত্মার মনে তাহার স্মৃতি জাগরিত হয়। ইহাই প্লেটোর মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদদ্বারা প্লেটো একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসাও করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা যে স্বাধীনভাবে গবেষণা করিতে সমর্থ হয়, প্রত্যভিজ্ঞাই প্লেটোর মতে তাহার কারণ। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান, তাহা অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা যে অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান বস্তুতে সেই অজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কার করে, ইহা সম্ভবপর হইত না, যদি সেই অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মনে বর্ত্তমান না থাকিত। Idea-দিগের কোনও ধারণাই সম্ভবপর হইত না, বস্তুর শাশ্বত স্বরূপের ধারণা অসম্ভব হইত, যদি জন্মের পূর্ব্বে তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকিত।*

প্লেটোর চরিত্রনীতি

কর্ম্মক্ষেত্রে সামান্যবাদের প্রয়োগই প্লেটোর চরিত্রনীতি। জীবনের উদ্দেশ্য কি? পরমার্থ কি?[১] এই প্রশ্নের মীমাংসাই প্লেটোর চরিত্রনীতির আলোচনার বিষয়।

প্লেটোর সামান্যবাদের যাহা শেষ ফল, তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য। জগতের মধ্যে জীবনযাপন, নশ্বর পরিণামী ইন্দ্রিয়জগতে বাস, জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সত্য এবং

* Zeller's *Plato and Older Academy.* pp. 406-7.

১ Summum bonum.

ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাই শ্রেয়ঃ। ইন্দ্রিয়ের ক্লেদ ও শরীরের প্রভাব হইতে মুক্ত, পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও ঈশ্বরের সদৃশ হইবার চেষ্টা—ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, ইহাই তাহার নিয়তি। ইহার উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয়বিষয়ক কল্পনা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি, এবং চিন্তারাজ্যে অবস্থান করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার-লাভ। সংক্ষেপে দার্শনিক জ্ঞান-অর্জ্জনই সেই উপায়। প্লেটোর নিকট দর্শন কেবল বিচারের বস্তু ছিল না। দর্শন ছিল জীবনে রূপায়িত করিবার বস্তু। জীবাত্মার নিজ সত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন, Idea-জগতের বিস্মৃত জ্ঞানের পুনরুদ্ধার, স্বকীয় আভিজাত্যের এবং জন্মপূর্ব্বকালের ইন্দ্রিয়জগতের উর্দ্ধে স্থিতির চেতনালাভ সহ নূতন আধ্যাত্মিক জন্মই তাঁহার দর্শন। জ্ঞানী যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া যে স্বাধীনতা ও শান্তি হারাইয়াছিলেন, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। *Gorgias* এবং *Philebus* গ্রন্থে প্লেটো সোফিষ্ট ও Cyrenaic দিগের সুখবাদের[১] প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুখের মধ্যে সত্য পদার্থ কিছু নাই, সুখ সুনিশ্চিত নয়, সুখ হইতে জীবনের শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি হওয়া অসম্ভব। সুখ নিতান্তই আপেক্ষিক ব্যাপার, এবং যখন যাহা সুখ, শীঘ্রই তাহা দুঃখে পরিণত হয়। সুখের যতই উপাসনা করা যায়, দুঃখের মাত্রাও তত বাড়িয়া যায়। এই তুচ্ছ পদার্থকে ধর্ম্ম ও[২] জীবাত্মার শক্তি অপেক্ষা মূল্যবান্ মনে করা স্ব-বিরোধী। সুখবাদ বর্জ্জন করিলেও, Cynic ও মেগা-রিকদিগের মতও প্লেটো সমর্থন করিতেন না। Cynic ও Maggaricগণ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়েরই মূল্য আছে মনে করিতেন না। প্লেটোর মতে যে আনন্দে আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গতির হানি হয় না, প্রাকৃতিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য হইতে উদ্ভূত সেই আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার মানুষের আছে। কেবল সুখ যেমন শ্রেয়ঃ নয়, কেবল জ্ঞানও তেমনি শ্রেয়ঃ নয়, আনন্দমিশ্র জ্ঞান অথবা জ্ঞানপ্রধান আনন্দই শ্রেয়ঃ। সত্য ও শিবের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের অধিকার প্লেটো স্বীকার করিয়াছেন।

প্লেটো জীবাত্মাকে মানুষ, সিংহ ও বহুশীর্ষ সর্পের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যত্র তাহাকে মহৎ ও হীন প্রকৃতির দুইটি অশ্ববাহিত রথের সারথিরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। মহৎ অংশ অনবরত স্বর্গে আরোহণের জন্য চেষ্টা করিতেছে; হীন অংশ পৃথিবীতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বরূপতঃ, জীবাত্মা অবিনাশী ও ঐশ্বরিক গুণান্বিত, কিন্তু দেহসংযোগবশতঃ আংশিকভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া দেহের প্রভাবাধীন হইয়াছে।* জীবাত্মা দুই জগতের অধিবাসী এবং প্রত্যেক জগতের বিশেষত্বই তাহার মধ্যে আছে। Idea-জগতের অনুরূপ পদার্থ যেমন তাহার মধ্যে আছে, প্রত্যক্ষ-জগতের অনুরূপ পদার্থও তেমনি আছে। Idea-জগতের অনুরূপ পদার্থ হইতেছে মানুষের প্রজ্ঞানুগত প্রকৃতি, যাহা জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্ঞাপক। প্রত্যক্ষ জগতের অনুরূপ পদার্থ তাহার প্রজ্ঞাহীন প্রকৃতি[৩]। প্রজ্ঞাহীন প্রকৃতিকে প্লেটো দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —এক ভাগ প্রজ্ঞাপ্রবণ, অন্য ভাগ প্রজ্ঞাবিরোধী। প্রজ্ঞাপ্রবণ ভাগ আত্মার ইচ্ছাশক্তি,

---

১ Hedonism. ২ Virtue. ৩ Irrational nature.

* প্লেটোর এই মতের সহিত সাংখ্যদর্শনে পুরুষের সহিত প্রকৃতির (প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত দেহেন্দ্রিয়াদির) সংযোগ হইতে পুরুষের বন্ধ হয় এই মত তুলনীয়।

প্রজ্ঞাবিরোধী ভাগ ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা। প্রজ্ঞা, ইচ্ছা ও কামনা আত্মার ক্রিয়াপরতার এই তিন রূপ। আত্মার প্রজ্ঞানুগত অংশই অমর। যাবতীয় পরিণামের মধ্যে ইহা অটুট থাকে। আত্মার অবিনাশিতার পক্ষে প্লেটোর যুক্তি নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) আত্মা অবিমিশ্র মৌলিক পদার্থ, সুতরাং তাহার ধ্বংস অসম্ভব।

(২) ঈশ্বর মঙ্গলময়, সুতরাং বিজ্ঞানবান্ আত্মাকে বিনশ্বর করিয়া সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

(৩) আত্মা জীবনের মূল তত্ত্ব; সত্তা হইতে তাহার অসত্তায় পরিণত হওয়া অসম্ভব।

(৪) জ্ঞানী লোকদিগের দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া Idea-জগতের সহিত বাধাহীন আদান-প্রদানের আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্বদ্বারাও আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা জীবাত্মার ব্যক্তিগত অমরতা প্রতিপন্ন হয় না। ইহাদ্বারা বড় জোর প্রমাণিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা কেবল ব্যবহারিক জগতের অধিবাসী নয়, Idea-জগতের অধিবাসীও বটে। কিন্তু জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি-সম্বন্ধে প্লেটোর মত হইতে পূর্ব্ব জন্মের সহিত বর্ত্তমান জন্মের ধারাবাহিকতা প্রতীত হয়। প্লেটো তাঁহার প্রমাণে সর্ব্বত্রই ব্যক্তিত্বাপন্ন অমরতার কথাই বলিয়াছেন। প্লেটোর মতে আমাদের প্রকৃতির সার ভাগই আত্মা। ইহাকে তিনি 'nous' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সর্ব্বাধার আত্মার মধ্যে আমরা সর্ব্বদাই বাস করিতেছি; তাঁহাতেই আমাদের সত্তা, তাঁহার মধ্যেই আমরা চলাচল করিতেছি, তাঁহার সহিত মিলনে আমাদের ব্যক্তিত্বের নাশ তো হয়ই না, বরং তাঁহাদ্বারা তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়, ইহাই প্লেটোর মত।

আত্মার এইপ্রকার ধারণা-অনুসারেই প্লেটো তাহার নৈতিক পরিণামের কল্পনা করিয়াছেন। শরীরের বন্ধন আত্মার ইন্দ্রিয়-সুখ-তৃষ্ণার ফল, সেই তৃষ্ণার শাস্তি। পার্থিব জন্মের পূর্ব্বেও জীবাত্মার অস্তিত্ব ছিল, পরেও থাকিবে। পার্থিব জন্মের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পাপই বর্ত্তমান জীবনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে;* বর্ত্তমান জীবনে আপনাকে তৃষ্ণা হইতে সে যতটা মুক্ত করিতে পারিবে, এবং Idea-জগতের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিবে, ততটা তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ পরিণাম নির্ভর করিবে।

পুনর্জন্ম-সম্বন্ধে প্লেটোর মত পাইথাগোরীয় মতের অনুরূপ। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কর্ম্মোচিত পুরস্কার অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং সহস্র বৎসরান্তে পুনরায় নব জীবন-ধারণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তিন বার যাহারা উন্নত জীবন বাছিয়া লয়, তিন সহস্র বৎসরান্তে তাহারা চিন্তারাজ্যে দেবগণের সহিত বাস করিতে পারে। অপরে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুসঙ্কুল সংসারে বিচরণ করে। অনেকে নীচ যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে।

পাপের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীনতা, জ্ঞান ও শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য। উন্নত জ্ঞানলাভের উপায়-সম্বন্ধে প্লেটোর মনে সংশয় ছিল বলিয়া মনে হয়। যাবতীয় তৃষ্ণা দমন করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে তিনি কোন কোন স্থলে উপদেশ দিয়াছেন। আবার অন্যত্র ইন্দ্রিয়জগতে বাস করিয়াও জ্ঞান ও পবিত্রতা-লাভ সম্ভবপর বলিয়াছেন।

---

* সাংখ্যের কর্ম্মফল।

জগৎ আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের আগার ; এবং সংযত ও সংগতিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া স্বকীয় উন্নতির জন্য এই জগতের সদ্ব্যবহার করাও তাঁহার মত। আত্মায় নিহিত কামনা প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিয়া মহত্তর জীবনের জন্য তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করাই সঙ্গত।

Eros বা প্রেম

পার্থিব জীবনে পার্থিব দ্রব্যের মধ্যে জীবাত্মা যখন Idea-দিগের প্রতিরূপ দেখিতে পায়, তখন তাহার মনে Idea-দিগের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়, এবং সে বিস্মিত আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে। যে কৌতূহল হইতে দর্শনের আরম্ভ, Idea এবং তাহার প্রতিরূপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যই তাহার ভিত্তি। Idea-র স্মৃতির উদ্বোধনের ফলে জীবাত্মা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক বস্তুর ধারণা তাহার মনে উদ্ভূত হয়। এই ধারণা হইতে এক প্রকার বেদনা, এবং সেই বেদনা হইতে উক্ত উৎকৃষ্টতর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য উৎসাহের[১] উদ্ভব হয়। এই উৎসাহই প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়।

প্লেটো বলিয়াছেন, সুন্দরের Idea-র পার্থিব প্রতিরূপ অন্যান্য Idea-দিগের পার্থিব প্রতিরূপ হইতে উজ্জ্বলতর বলিয়া তাহাদ্বারা জীবাত্মা অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আবার মরণশীল মানব অমরত্বের পিপাসু বলিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে চায়। এই সন্তানোৎ-পাদন প্রবৃত্তিতে প্রেম প্রকাশিত হয়। এক দিক্ হইতে দেখিলে প্রেম মানবের উচ্চতর প্রকৃতি হইতে—অমর দেবতাদিগের সাদৃশ্যলাভের প্রবৃত্তি হইতে—উদ্ভূত। অন্য দিক্ হইতে দেখিলে উহা এক অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা মাত্র—অভাবের সূচক মাত্র। এই দিক্ হইতে প্রেম সসীমের ধর্ম্ম, পূর্ণতার পরিচায়ক নহে। এই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—শ্রেয়ঃ বা আনন্দ। সকল মানুষই আনন্দ কামনা করে, এবং আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ চিরস্থায়ী হউক, ইহাই চায়। আনন্দের কামনা হইতেই অমরত্বের কামনা উদ্ভূত হয়। সুতরাং সসীমকে অসীমে প্রসারিত করা, যাহা শাশ্বত, তাহাদ্বারা সসীমকে পূর্ণ করা, যাহা বিনশ্বর তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার প্রবৃত্তিই প্রেম।

সৌন্দর্য্যই প্রেমের প্রতিষ্ঠাভূমি, কেন-না, সৌন্দর্য্যদ্বারাই অসীমের জন্য পিপাসা সঞ্জাত হয়। প্রেম এক দিনে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে প্রকাশ করে না। উহা অপূর্ণ হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে। প্রেম প্রথমে আবির্ভূত হয় সুন্দর রূপের প্রতি আসক্তিরূপে—প্রথমে একটি সুন্দর রূপের প্রতি আসক্তি, পরে যাবতীয় সুন্দর রূপের প্রতি আসক্তি-রূপে। ইহার পরে আবির্ভূত হয় সুন্দর আত্মার প্রতি প্রেম। ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় নৈতিক উপদেশে, লোকশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টায়, চারু-শিল্পে এবং সমাজের সুব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়নে। ইহার পরে আবির্ভূত হয় সুন্দর বিজ্ঞানের[২] প্রতি অনুরাগে। প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হয় বিশুদ্ধ, আকারহীন, শাশ্বত, অপরিণামী, জড় ও সসীম বস্তুর সংস্পর্শ-বর্জ্জিত Idea-র প্রতি অনুরাগে। এই Idea-হইতেই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত

[১] Enthusiasm.

[২] Beautiful Sciences.

সুকৃতির উদ্ভব হয়। প্রেমের লক্ষ্য যে অমরতা, তাহা ইহাদ্বারাই লভ্য। প্রেমের বিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমগুলি সকলই এই লক্ষ্যের অভিমুখী প্রচেষ্টা মাত্র—Idea-কে তাহার প্রতিরূপের মধ্যে ধরিবার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক প্রেরণা[১] অসঙ্গ সৌন্দর্য্যকে[২] প্রকাশিত করিবার প্রচেষ্টা। গবেষণামূলক জ্ঞান[৩] এবং দার্শনিকের উপযোগী জীবনযাপনদ্বারা সসীমের মধ্যে Idea-কে দর্শন করিবার প্রচেষ্টাই প্রেমের স্বরূপ।*

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র

Republic-গ্রন্থে প্লেটো এক আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করিয়াছেন। সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র। সুবিচারে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। জীবনের প্রত্যেক অংশেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, এবং প্রত্যেক অংশের লক্ষ্যই পূর্ণতালাভ। সমস্ত ধর্ম্ম[৪] মূলতঃ এক হইলেও, তাহাদিগকে চারিটি প্রধান গুণে বিভক্ত করা যায়: জ্ঞান, সাহস, মিতাচার ও ন্যায়পরতা। জ্ঞান প্রজ্ঞার ধর্ম্ম; সাহস হৃদয়ের ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়পিপাসার ধর্ম্ম মিতাচার, দম। এই সকলের উপরে সমগ্র জীবাত্মার ধর্ম্ম সুবিচার। সুবিচার অন্যান্য ধর্ম্মকে একত্র সংহত করিয়া পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করে। ব্যক্তির প্রত্যেক অংশের এবং সমাজের প্রত্যেক অংশের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ও অন্যের কার্য্যের প্রতিবন্ধক না হওয়াই সুবিচার।

আত্মার বিভিন্ন অংশের সুখের জাতি ও উৎকর্ষের ভেদ আছে। উচ্চতর অংশের সুখ নিম্নতর অংশের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কেন-না, উচ্চতর অংশ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত, এবং ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা কেবল প্রজ্ঞার আছে। সুখই পরমার্থ, Cyrenaic-দিগের এই মত সত্য নহে। কেবল জ্ঞানও পরমার্থ নয়। সর্ব্বোত্তম জীবনে দুই-এরই স্থান আছে।

জীবাত্মাসম্বন্ধে প্লেটো যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে। গ্রীসের রাজনৈতিক জীবন তখন ধ্বংসোন্মুখ। ব্যক্তির সুখ তখন রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের উপরে স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রতিবাদে প্লেটো রাষ্ট্রকেই মানুষের আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ নিম্নে বর্ণিত হইল—

মানুষের আত্মার যেমন তিন অংশ আছে, তেমনি রাষ্ট্রকেও তিন ভাগে ভাগ করিতে হইবে—শাসক, সৈনিক ও কর্ম্মী। রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে প্রথম শ্রেণীর হস্তে। তাহাদের সংখ্যা অন্য দুই শ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম হইবে। নূতন রাষ্ট্রগঠনের সময় ব্যবস্থাপকগণই শাসকদিগকে নির্ব্বাচিত করিবেন। তাহার পর বংশানুক্রম চলিতে থাকিবে। ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নশ্রেণী হইতে উপযুক্ত বালকদিগকে উন্নীত করিয়া শাসক-

---

[১] Philosophic Impulse. [২] Absolute Beauty.
[৩] Speculative Knowledge. [৪] Virtue.
* *Plato and Older Academy*, pp. 191-93.

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে। শাসকদিগের অনুপযুক্ত সন্তানদিগকেও নিম্নশ্রেণীতে অবনত করা যাইবে।

ব্যবস্থাপকদিগের নির্দ্দেশমত শাসকদিগকে পরিচালিত করাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কাজ। ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্লেটো কতকগুলি উপায়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমে শিক্ষার কথা। শিক্ষার দুই ভাগ—music ও gymnastics। গাম্ভীর্য্য, শিষ্টতা ও সাহসের উদ্বোধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ পুস্তক বালকদিগকে পড়িতে দেওয়া হইবে, তাহার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। রাষ্ট্রের অনুমত গল্প মাতা ও ধাত্রী বালকদিগকে শুনাইতে পারিবেন। হোমার ও হেসিয়দের গল্প শুনিতে দেওয়া হইবে না, কেন-না তাঁহারা দেবতাদিগকে স্থানবিশেষে এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যে তাহাতে তাঁহাদের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। দেবতারা পাপকার্য্য করেন, এমন কথা শিশুদিগকে কখনও বলা চলিবে না। দেবতারা কেবল পুণ্য কর্ম্মই করেন, এই কথাই তাহাদিগকে বলিতে হইবে। হোমার ও হেসিয়দে এমন কথা আছে, যাহা পড়িলে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। মৃত্যুভয় দূর করা শিক্ষার এক উদ্দেশ্য। এমন ভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে যে, যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে তাহাদের ইচ্ছা জন্মে। দাসত্বকে মৃত্যু অপেক্ষা হীন মনে করিতে যাহাতে শিশুরা অভ্যস্ত হয়, এমন শিক্ষা দিতে হইবে। যে গল্পে সৎলোকের ক্রন্দন ও বিলাপের (বন্ধুশোকেও) কথা আছে, তাহা শিশুদিগকে পড়িতে দেওয়া হইবে না। উচ্চহাসি শিষ্টতাবিরুদ্ধ। কিন্তু হোমারে দেবতাদিগের অবিশ্রান্ত হাসির কথা আছে। অনেক স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের প্রশংসা আছে, এবং দেবতাদিগের কামপ্রবৃত্তির বর্ণনাও আছে। এই সমস্ত পড়িলে মিতাচার রক্ষা করা কঠিন হয়। পাপীর সুখ এবং ধার্ম্মিকের দুঃখের বর্ণনাযুক্ত কোনও গল্প শিশুদিগকে পড়িতে দেওয়া যাইবে না।

নাটকের প্রয়োজনায় সৎলোককে দুষ্টলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, ইহা অনুচিত। দুষ্টচরিত্র-বর্জিত নাটক যখন সম্ভবপর নয়, তখন সমস্ত নাটক-রচয়িতাদিগকে নির্ব্বাসনে পাঠান কর্ত্তব্য। প্লেটো বলেন, "এইপ্রকার অনুকরণদক্ষ ভদ্রলোক, যিনি যে-কোন বস্তুরই অনুকরণ করিতে পারেন, আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি ও অনুকরণক্ষমতা প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব করিলে, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিব, এবং লোকে যেমন পবিত্র, আশ্চর্য্য ও ললিত পদার্থের পূজা করে, তেমনি তাঁহার পূজা করিব; কিন্তু একথাও তাঁহাকে জানাইয়া দিব যে, আমাদের রাষ্ট্রে তাঁহার মত কাহাকেও অবস্থান করিতে দেওয়া হয় না। তাহার পরে তাঁহাকে চন্দনচর্চিত ও মাল্যভূষিত করিয়া অন্য নগরে বিদায় করিয়া দিব।"

তাহার পরে সঙ্গীত-নিয়ন্ত্রণের কথা। Lydian ও Ionian সুর একেবারেই নিষিদ্ধ করা উচিত। Lydian এবং Ionian সুর নিশ্চেষ্টতাব্যঞ্জক। সাহস-উত্তেজক Dorian এবং মিতাচার-উদ্বোধক Phrygian সঙ্গীত প্লেটোর অনুমোদিত। সঙ্গীতের সুর সরল এবং সাহস-ও-সঙ্গতি-পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জক হওয়া উচিত।

কঠোর ব্যায়ামচর্চা আবশ্যক। মাছ এবং ভাজা মাংস ভিন্ন অন্যবিধ পক্ব মাংস নিষিদ্ধ। তাহাও খাইতে হইবে মশলা ও চাটনি না দিয়া। মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ।

নির্দ্দিষ্ট-বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্যপানের অথবা অন্য প্রকারের কুৎসিত দৃশ্য যুবকদিগের সম্মুখে যাহাতে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত হইলে প্রলোভনের মধ্যে অথবা ভীতিজনক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ফেলিয়া যুবকদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা শাসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

প্লেটো শাসক ও সৈনিকদিগের মধ্যে পূর্ণ বিষয় Communism প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। শাসকদিগকে দিতে হইবে ছোট ছোট গৃহ ও সাধারণ খাদ্য। তাহাদিগকে একসঙ্গে ভোজন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহাদিগের থাকিবে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে তাহাদের অধিকার থাকিবে না। ধনী হইতে না পারিলেও, তাহাদের সুখী না হইবার কারণ নাই। রাষ্ট্রের সকলের সুখই রাষ্ট্রের লক্ষ্য, শ্রেণীবিশেষের সুখ নহে। সম্পদের প্রাচুর্য্য ও অভাব, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য, উভয়ই অনিষ্টকর। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দুইটির কোনটিই থাকিবে না।

অনিচ্ছার ভাণ করিয়া শাসক ও সৈনিকদিগের পারিবারিক জীবনেও প্লেটো Communism-এর প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বন্ধুদিগের মধ্যে সকল সম্পত্তিই এজমালি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না। স্ত্রী ও সন্তানে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। বালক-বালিকাদিগকে একই প্রকারের শিক্ষা দিতে হইবে। বালকদিগের মত বালিকারাও যুদ্ধবিদ্যা শিখিবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অধিকার সকল বিষয়েই সমান হইবে। কোন কোন স্ত্রীলোকও শাসক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কেহ কেহ সৈনিক হইবারও উপযুক্ত।

রাষ্ট্রগঠনের সময় শাসকশ্রেণীর নির্ব্বাচনের পরে, ব্যবস্থাপকগণ তাহাদের একত্র বাস ও আহারের ব্যবস্থা করিবেন। বিবাহব্যবস্থারও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বৎসরে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি উৎসবে প্রকাশ্যে 'লট'[১] অথবা অনুরূপ অন্য কোনও কৌশল অবলম্বন করিয়া বিবাহযোগ্য যুবক ও যুবতীদিগের মিলন সংঘটিত করিতে হইবে। লোকে বুঝিবে যাহার যেরকম অদৃষ্ট, তাহার সেইরূপ সঙ্গী জুটিয়াছে। কিন্তু নগরের শাসকগণ প্রজনন-তত্ত্বানুসারেই 'লট' নিয়ন্ত্রিত করিবেন। যাহাতে সুসন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীপুরুষের সংযোগের ব্যবস্থা করিবেন। সন্তান প্রসূত হইবার পরেই, তাহাদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে সরাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে কে কাহার সন্তান, কে কাহার পিতা কিংবা মাতা, তাহা কেহ না জানিতে পারে। বিকৃত অথবা নিকৃষ্ট পিতামাতার সন্তানদিগকে গোপনে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, যেন কেহ না জানিতে পারে। রাষ্ট্রের অমনোনীত সংযোগের ফলে উৎপন্ন সন্তান জারজ বলিয়া গণ্য হইবে। মাতার বয়স হইবে ২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত, পিতার বয়স ২৫ হইতে ৫০। এই বয়সের অতিরিক্ত বয়সের স্ত্রীপুরুষের সংযোগের কোনও বাধা থাকিবে না, কিন্তু তাহার ফলে উৎপন্ন সন্তানদিগকে ভ্রূণাবস্থায় অথবা জন্মের পরেই বিনষ্ট করিতে হইবে। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক যে সমস্ত বিবাহের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে যাহাদের বিবাহ, তাহাদের মতামতের অপেক্ষা থাকিবে না। রাষ্ট্রের

[১] Lot.

প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারাই তাহারা চালিত হইবে। যে প্রেমের মহিমাকীর্ত্তনে কবিগণ শতমুখ তাহার স্থান এই ব্যবস্থায় নাই।

কে কাহার পিতা, তাহা যখন কেহ জানে না, তখন পিতা হইবার উপযুক্ত বয়সের সকলকেই লোকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীসম্বন্ধেও এই নিয়ম। পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যেও সাধারণতঃ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে নয়।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, এই সকল নামের সঙ্গে যে স্নেহের ভাব জড়িত থাকে, প্লেটো মনে করিতেন, তাঁহার ব্যবস্থায় সে ভাবের নাশ হইবে না। কোনও যুবক বৃদ্ধের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবে না, সে তাহার পিতাও হইতে পারে এই ভয়ে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অর্জনের ইচ্ছা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই প্লেটো এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ধর্ম্মবিষয়ে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে প্লেটো আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে মিথ্যাকথনের অনুমোদন করিয়াছেন। উত্তম সন্তান-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের মিলনসাধনের জন্যে প্রতারণাপূর্ণ 'লট'-পরিচালনার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের তিন শ্রেণীর লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করে, তাহার জন্য প্লেটো প্রস্তাব করিয়াছেন, যে প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগ যে ঈশ্বরের অনুমোদিত এই বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া, তাহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেবরাজ তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীকে রৌপ্যদ্বারা এবং তৃতীয় শ্রেণীকে পিতল ও লৌহদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। স্বর্ণনির্ম্মিত যাহারা, তাহারা শাসক হইবার উপযুক্ত, যাহারা রৌপ্যনির্ম্মিত, তাহারা সৈনিক হইবার এবং পিতল ও লৌহনির্ম্মিত লোক শারীরিক পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত। এক পুরুষে এই কাহিনীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-উৎপাদন সম্ভবপর না হইলেও, দ্বিতীয় পুরুষে অসম্ভব নহে।

তারপরে সুবিচারের কথা। সুবিচারই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে সুবিচার রক্ষিত হয়। এই সুবিচার কি? প্লেটো বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় কর্ত্তব্যপালন এবং অন্যের কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ না করাই সুবিচার। সেই রাষ্ট্রকেই ন্যায়পরায়ণ বলে, যে রাষ্ট্রে বণিক্, সৈনিক ও শাসক কেহই অন্যের কাজে বাধা না দিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করে।*

যে গ্রীক শব্দের অনুবাদে সুবিচার (ইংরাজী Justice) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ঠিক প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় নাই। ইংরেজী ভাষাতেও নাই। ইংরেজীতে Justice শব্দদ্বারা তাহার অনুবাদ করা হয়। কিন্তু ঐ শব্দেও গ্রীক শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। প্রাচীন গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জড় কিংবা চেতন দ্রব্যের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। জিউস্[১]ও এই নিয়মের অধীন। গ্রহ-নক্ষত্রগণও ইহার অধীন। যেখানেই শক্তি, সেখানেই স্বীয়

১ Zeus.

* "স্ব-ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"—গীতা।

স্থান ও অধিকার অতিক্রম করিবার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু যখনই এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, তখনই একটি স্বয়ংসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদত্ত হয়, এবং লঙ্ঘিত ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়। প্লেটোর Justice এই বিশ্বাসের দ্যোতক। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও অধিকারের সমতা না থাকিলে, তাহা Justice-এর পরিপন্থী হয় না। শাসকগণ সমাজে বিজ্ঞতম লোক বলিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের অধিকারী। কিন্তু অন্য শ্রেণীতেও শাসকদিগের অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদেরও শাসক শ্রেণীভুক্ত না হওয়া অবিচার বটে। সেই জন্যই প্লেটো নিম্নশ্রেণী হইতে উন্নয়ন ও উচ্চশ্রেণী হইতে অবনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্লেটোর বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার প্রস্তাবিত শিক্ষা ও উচ্চবংশে জন্মের ফলে শাসকদিগের সন্ততি অন্যের সন্ততি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে। প্লেটোর মতে প্রত্যেক লোকের স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন (স্বধর্ম্ম-পালন) করাই সুবিচার। কিন্তু স্বধর্ম্ম কি? পৈতৃক ব্যবসা? প্লেটোর মতে তো কে কাহার পিতা, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রত্যেকের কর্ত্তব্য রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

রাষ্ট্রের শাসনভার স্বার্থহীন উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত করাই প্লেটোর উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা শাসনকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইবেন, সেইজন্যই প্লেটো তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে দার্শনিকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, স্বার্থচিন্তা যাহাতে দার্শনিকদিগের না থাকে, তাহার জন্য পারিবারিক জীবন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং ধনসঞ্চয়ের ইচ্ছা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্লেটো মিথ্যা ও ছলের ব্যবহারও অনুমোদন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও কলাসম্বন্ধে প্লেটোর মত

প্লেটোর চরিত্রনীতি ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় মতদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম ও কলাসম্বন্ধীয় মত বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। কলার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রাচীন কালে ঘনিষ্ঠ ছিল। কবিগণ কাব্যে ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন; নাট্যাভিনয়-দ্বারা লোকের ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ হইত। সুতরাং কলার বিশুদ্ধির উপর সাধারণের ধর্ম্মভাবের বিশুদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিত। প্লেটো নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বর মঙ্গলময়। জগৎ যে প্রজ্ঞার সৃষ্টি, এবং এক আদর্শের অনুকৃতি, তাহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশুদ্ধ চরিত্র এবং জ্ঞানকেই ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়া গণ্য করিতেন। ঈশ্বরের পুরুষত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে[১] তিনি তাঁহার দর্শনে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে[২] বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব এবং ন্যায়পরতার সহিত তাঁহার দর্শনের সঙ্গতি আছে কি-না, সে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি অমর দেবতাদিগের কথাও বলিয়াছেন; বিশ্ব ও নক্ষত্রদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াছেন; কিন্তু পৌরাণিক

---

১ Personality. ২ Providence.

দেবতাদিগকে কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। পুরাণে দেবতাদিগের যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের বর্ণনা আছে, তাহাদিগকে তিনি দেবতাদিগের অনুপযুক্ত এবং গ্লানিকর বলিয়াছেন। তিনি প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মের বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই; তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলার নৈতিক ফল দ্বারাই তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন, তাহার যে কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহা তিনি বলেন নাই। সুন্দর ও শিবকে তিনি অভিন্ন বলিয়াছেন, সুন্দরের কোনও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। বস্তুসকল ইন্দ্রিয়ের নিকট যেরূপে প্রকাশিত হয়, কলাকে তিনি তাহার অনুকরণ বলিয়াছেন; বস্তুর অন্তঃস্থ সারভাগের[১] অনুকরণ বলেন নাই। ইহা যে বস্তুর সারভাগের অনুকরণ নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, যদিও অন্তরের একটি স্তিমিত উৎসাহ[২] হইতে ইহার উদ্ভব, তথাপি সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ উভয়ের দিকে সমানভাবে ইহা আমাদের সমবেদনা দাবী করে। অনেক সময় ইহা আমাদের নীচ প্রবৃত্তিদিগকে পরিতৃপ্ত করে। উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য কলাকে দর্শনের সহকারী এবং নৈতিক উন্নতির উপায়রূপে গণ্য হইতে হইবে, ধর্ম্মের গৌরব খ্যাপন করিতে হইবে, পাপের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্যই প্লেটো দেবতাদিগের সম্বন্ধে যাবতীয় দুর্নীতিমূলক কাহিনী, ভীরুতাজনক সঙ্গীত এবং হোমার প্রভৃতি কবিকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসনের উপদেশ দিয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের সংস্কারের জন্যও তিনি উপদেশ দিয়াছেন।

প্লেটোর মতের রূপান্তর

Timæus এবং *Critias* গ্রন্থে, এবং তাহাদের পূর্ব্বে লিখিত গ্রন্থসকলে প্লেটো যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবনে সেই সকল মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সিসিলী দ্বীপে ডাইওনিসাসের উপর তাঁহার শিক্ষার ব্যর্থতাই বোধ হয় কতকগুলি মতের পরিবর্ত্তনের কারণ।

পূর্ব্বে প্লেটো বাক্‌দ্বারা প্রকাশ্য প্রত্যেক পদার্থেরই 'সামান্য' আছে বলিয়াছিলেন। দ্রব্যজাতেরই যে কেবল 'সামান্য' আছে, তাহা নহে; গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ, কলার সৃষ্টি[৩], মূল্যবান্ ও মূল্যহীন, সুন্দর, কদর্য্য, ঘৃণিত সকলেরই 'সামান্য' আছে, বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কেবল প্রাকৃতিক দ্রব্যশ্রেণীসকলের[৪] মধ্যে সামান্য-জগতের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সময় পাইথাগোরীয় দর্শনের সংখ্যাবাদও তাঁহার দর্শনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত *Philebus* গ্রন্থে তিনি যে মত বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা পাইথাগোরীয় সংখ্যাবাদের সদৃশ। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বস্তুদিগের মধ্যে যেমন 'এক' এবং 'বহু' উভয়ই আছে, তেমনি তাহাদের সারভূত

---

১ Essence.
২ Dim Enthusiasm.
৩ Creation of Art.
৪ Kinds of natural objects.

সামান্যদিগের মধ্যেও আছে। বস্তুসকল যেমন এক দিক্ হইতে দেখিলে সীমাবদ্ধ এবং অন্য দিক্ হইতে দেখিলে সীমাহীন, সামান্যগুলিও তেমনি। শেষ জীবনে তিনি সামান্যদিগকে সংখ্যা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং গণিতের সংখ্যার সহিত সামান্যরূপ সংখ্যার পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য বলিয়াছিলেন যে, সামান্যসকল স-জাতীয় এককদ্বারা গঠিত নহে বলিয়া তাহাদের সংযোগে কোনও সমষ্টি সংখ্যার উদ্ভব হয় না। পাঁচটি একক (সম-জাতীয়) যোগ করিলে পাঁচ হয়; দশটি যোগ করিলে দশ হয়, কিন্তু প্রত্যয়দিগের সংযোগের ফলে এইরূপ কোনও বৃহত্তর সংখ্যার উৎপত্তি হয় না। প্রত্যয়রূপ সংখ্যা হইতে পরিমাণের[১] সামান্য উদ্ভূত হয়, গণিতের সংখ্যা হইতে গাণিতিক পরিমাণের উদ্ভব হয়। গণিত ইন্দ্রিয়জগৎ এবং সামান্য-জগতের মধ্যবর্ত্তী। এই সময় তিনি সামান্যদিগকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেন না; প্রাতিভাসিক জগতের মৌলিক ভিত্তি বলিতেন না। তিনি সামান্যদিগের মূল অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে 'এক', 'সীমাহীন' এবং বহুত্ব, এই তিন উপাদানদ্বারা গঠিত বলিয়াছিলেন। 'এক'কে তিনি 'মঙ্গলের' সঙ্গে সমান আসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং 'সীমাহীন'কে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া-ছিলেন, কেন-না যাহা সীমাহীন তাহা উর্দ্ধ ও অধঃ উভয়দিকেই সীমাহীন। বহুত্বকে তিনি "অনির্দ্দিষ্ট দ্বিত্ব" বলিয়াছিলেন, কেন-না ইহা হইতে সংখ্যাসকল উদ্ভূত হয়।* সামান্যের এই 'সীমাহীন' অংশের সহিতই বাহ্যজগতের সম্বন্ধ; কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্লেটো কিছুই বলেন নাই। আরিষ্টটল্ বলেন যে, এই অংশকে তিনি বাহ্যজগতের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন। এই সময়ে তিনি পাইথাগোরীয়দিগের মতো ইথারকে (আকাশ) জড়-জগতের পঞ্চম মৌলিক উপাদান বলিয়া গণ্য করিতেন।

হেরাক্লিটাস্ জগতে 'ভবন' ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। প্লেটো বাহ্যজগতের বহুত্বের অন্তরালে সামান্যের মধ্যে সত্তার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্য নিশ্চল সত্তাস্বরূপ হইলেও, এলিয়াটিক দার্শনিকদিগের মতো তিনি তাহাদিগের মধ্যে ভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না। *Sophist* গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যাহার 'সত্তা' আছে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট কোনও বস্তুর মধ্যে তাহার একত্ব-সত্ত্বেও বহু গুণের সমবায় আছে। প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য যাবতীয় বস্তু হইতে ভিন্ন এবং বস্তুর সংখ্যা অসীম, সুতরাং অসীমসংখ্যক বস্তুর প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অন্য কোনও বিশেষ বস্তুতে নাই, সুতরাং সেই বস্তুর এই অভাব অসীম। সুতরাং বলা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার সত্তার সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ অসত্তা মিশ্রিত আছে। *Parmenides* গ্রন্থে প্লেটো দেখাইয়াছেন যে, জগতে কেবল বহুত্ব আছে, একত্ব নাই, ইহা যেমন সত্য নহে, তেমনি বহুত্ব নাই, একত্ব আছে, ইহাও সত্য নহে। প্লেটোর এই মতই পরে সামান্য ও সংখ্যার অভেদে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক সামান্যকে এইজন্যই তিনি এক ও বহুর সমবায় বলিয়াছিলেন।

---

১ Magnitude.

* ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

পোপের প্রাসাদের ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত র‍্যাফেলের "School of Athens"

Laws গ্রন্থ প্লেটোর শেষ জীবনে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার *Republic* গ্রন্থে বর্ণিত আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবে রূপায়িত করা অসাধ্য হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থাতেই রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে। পুর্ব্বে প্লেটো রাষ্ট্রের পরিচালকদিগকে দার্শনিক জ্ঞানে মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দার্শনিক শাসকদিগের স্থলে প্লেটো এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ লোকদিগকে রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। দর্শন এবং ব্যবহারশাস্ত্রের জ্ঞানের স্থলে গণিত এবং ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাষ্ট্রপরিচালকদিগের জন্য প্লেটো যে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার দর্শনের বিরোধ না থাকিলেও, পুর্ব্বে তিনি সাধারণ লোকদিগের জন্য যে দুর্নীতি-বর্জিত প্রাকৃতিক ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য নাই। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনি সাহস অপেক্ষা কর্ম্মমুখী অন্তর্দৃষ্টির[১] অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। প্লেটো তাঁহার এই পরবর্ত্তী কালের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা নির্দ্দেশ করিবার পরমার্শ দিয়াছেন; পারিবারিক জীবন বিনাশ না করিয়া বিবাহ এবং গার্হস্থ্যজীবনের রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বালক ও বালিকাদিগের এক সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমর্থন করিয়াছেন। বিদেশের সহিত যোগাযোগও বিশেষ সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে মিটোকি[২] এবং ক্রীতদাসদিগকে 'একচেটিয়া' অধিকার দিয়াছেন। ফলে পুর্ব্বে তিনি রাষ্ট্রের জনগণকে যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী (যোদ্ধা) অবশিষ্ট রহিল। রাষ্ট্রের সংবিধান[৩] হইল অংশতঃ গণতান্ত্রিক, অংশতঃ শ্রেণীশাসনতান্ত্রিক[৪]। প্রত্যেক আইনের পুর্ব্বে তাহার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া একটি উপক্রমণিকা দিবার পরমার্শ দিয়াছেন, কেন-না জনসাধারণ যাহাতে আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

সমালোচনা

পরিশেষে প্লেটোর দর্শনের গুণ ও ত্রুটিসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

জগতের স্বরূপের জ্ঞানলাভই দর্শনের উদ্দেশ্য। মানবীয় জ্ঞানের মূল্য কি, তাহা কতটা সত্য, কতটা ভ্রান্ত, সত্য জ্ঞানলাভের উপায় কি, তাহার ভিত্তি কি, ইহার অনুসন্ধানের প্রয়োজন প্লেটোই প্রথম উপলব্ধি করেন, এবং তিনিই প্রজ্ঞাকে সত্য জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'আপনাকে জানো'—সক্রেটিসের এই নীতি অবলম্বন করিয়া, তিনি আপনার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তথায় পরিণামী জগতে একমাত্র নিত্য পদার্থ ও সত্য জ্ঞানের উৎস প্রজ্ঞার, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রত্যয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্ঞানের বিজ্ঞানের[৫] তিনিই সৃষ্টি করেন।

---

[১] Practical insight.
[২] Metoeci.
[৩] Constitution.
[৪] Oligarchic.
[৫] Epistemology.

ভৌতিক জগৎ হইতে ভিন্ন, পরিণামপ্রবাহের মধ্যে অপরিণামী সামান্যরাজিই আমাদের প্রজ্ঞানুগত চিন্তার[১] বিষয়—প্লেটোর আবিকৃত এই মহান্ সত্যদ্বারা পরবর্ত্তী দর্শন বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বৃটিশ দার্শনিক Locke এই সত্যের অস্পষ্ট আভাস পাইয়াছিলেন। Kant-এর সময় হইতে ইহার গুরুত্ব প্রত্যেক দর্শনেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু Idea-জগতে প্রকৃত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও, প্লেটো দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। একদিকে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শবর্জিত চিন্তার আধার অভৌতিক জীবাত্মা; অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের আধার ভৌতিক জগৎ। প্রজ্ঞাগৃহীত পদার্থ স্থায়ী ও সত্য; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য ক্ষণভঙ্গুর প্রতিভাস মাত্র। প্রাতিভাসিক জগতের বাধার জন্য সামান্য-জগৎ আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না। জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় প্রাতিভাসিক জগতের বাধা দূর করা; দূর করিয়া সামান্য-জগতের রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত করা। এই বাধা দূর হইলেই Idea-জগতে বাস সম্ভবপর হয়। কারারুদ্ধ আত্মাকে দেহকারাগার হইতে মুক্ত করিবার উপায় দৈহিক ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া, এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কলুষ সংস্পর্শ হইতে চিন্তাকে বিযুক্ত করা। অভৌতিক জগতের যে স্মৃতি বহন করিয়া জীবাত্মা ভৌতিক জগতে জন্মগ্রহণ করে, ভৌতিক জগৎ তাহা ম্লান করিয়া দেয়। দেবাধ্যুষিত স্বর্গের সেই স্মৃতির উদ্বোধনই সত্য জ্ঞান; সেই জ্ঞানলাভ এবং দৈহিক কামনার উচ্ছেদদ্বারা আত্মার দৃষ্টির বিশুদ্ধিসাধনই জ্ঞানীর লক্ষ্য ও আদর্শ। Idea-জগৎ ও প্রাতিভাসিক জগৎ, জ্ঞানজীবন ও ইন্দ্রিয়জীবন—প্লেটোর সৃষ্ট এই দ্বৈতের সমাধান বর্ত্তমান দর্শনের এক প্রধান সমস্যা। প্লেটো বলেন, প্রতিভাস সামান্যে বিলীন কর, এবং প্রাতিভাসিক জগৎকে অসতের জগতে নির্ব্বাসিত কর। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ের অধিকার অস্বীকারদ্বারাই পবিত্র জীবন লাভ করা যায়। কিন্তু ইহাদ্বারা সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহার সমাধান হয় নাই; বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের একতরকে দমন করিয়া একত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মানবজীবনে ভোগের যদি কোনও স্থানই না থাকিবে, তবে ভোগের কামনা ও তৃষ্ণা কেন মানবকে দেওয়া হইয়াছে? প্লেটোর নিজের মনেও যে এ প্রশ্ন জাগে নাই, তাহা নহে। তাই তিনি সংযতভাবে ভোগের অনুমোদনও কোনও কোনও স্থলে করিয়াছেন।

দর্শনে প্লেটোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার সামান্যবাদ। পরবর্ত্তী যাবতীয় অধ্যাত্ম দর্শন ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামান্যবাদের যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটোর স্থান চিরস্থায়ী। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাকৃতিক গবেষণার যে পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল বিজ্ঞানই তাঁহার নিকট অশেষ পরিমাণে ঋণী। ইউক্লিডের জ্যামিতি জগতের মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্লেটোর চতুষ্পাঠীতে[২] অবলম্বিত প্রণালী ও তাহার মীমাংসা বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। মধ্যযুগের পরে গ্যালিলিও প্রভৃতি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্লেটোর মতাবলম্বী[৩]

---

[১] Rational thought. [২] Academy. [৩] Platonist.

ছিলেন। কিন্তু জীববিদ্যা ও যান্ত্রিক বিজ্ঞানের যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা প্লেটোকে তাঁহাদের বিজ্ঞানের মহাশত্রু বলিয়া গণ্য করেন। প্লেটো যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিকারী অনেককে গণিত ও তাহার উপর তিনি যে দুরূহ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তাহা হয়তো সত্য ; কিন্তু গণিতের বহির্ভূত বিজ্ঞান-সকল তখন অঙ্কুরাবস্থা অতিক্রম করে নাই, এবং তাহাদের আলোচনায় তখন বিশেষ ফল-লাভের সম্ভাবনাও ছিল না। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, প্লেটো কেবল যে শরীরবিজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই, তাহা নহে, তিনি তাহাদের মধ্যে গুরুতর ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *Timæus* গ্রন্থে শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক যাহা কিছু আছে, শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তু গণিতসম্বন্ধে যাহা আছে, গণিতবিদ্‌গণ তাহার প্রশংসা করেন। অধ্যাপক Whitehead এমনও মনে করেন, যে গণিতমূলক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতত্ত্বের জন্য আমাদিগকে *Timæus*-এর শরণ লইতে হইতেও পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্লেটোর মত বৈজ্ঞানিক মতের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। রোমক সাম্রাজ্যে জ্যোতির্বিদ্, চিকিৎসক, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ সকলেরই মত ইহাদ্বারা প্রভাবিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার প্রভাব হইতে ইয়োরোপে কেহই মুক্ত ছিল না। *Timæus*-এর গণিতবিষয়ক অংশের ব্যবহার কেহ করিত না। পৃথিবী, আকাশ, মানবদেহ ও আত্মার সৃষ্টির বিবরণই সকলের চিন্তা অভিভূত করিয়াছিল। প্লেটো যে তাঁহার কথা আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই গ্রাহ্য করে নাই। তাঁহাকে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ, এবং তাঁহার কথা ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। ইহার ফল হইয়াছিল শোচনীয়। Roger Bacon-এর আবির্ভাব পর্যন্ত তথ্য ও কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফল বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। আবার যখন প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইল, তখন প্লেটোর *Timæus* গুহ্যমূলক অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইল। গণিতে অনভিজ্ঞ লোকে এখনও ইহাকে গুহ্যমূলক বলিয়া মনে করে, কিন্তু গণিতবিদ্‌গণ জানেন উহা অর্থহীন নহে।

Laws গ্রন্থে ধর্ম ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে প্লেটোর সুচিন্তিত ও পরিপক্ক মত লিপিবদ্ধ আছে। প্রাকৃতিক জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে বলিয়া প্লেটো বিশ্বাস করিতেন। সে প্রমাণ তাঁহার নিকট এতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ বলিয়া প্রতীত হইত যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার এবং অবিশ্বাস বর্জন না করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবারও তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্লেটোর এই মত হইতে পরবর্তী কালে স্পেনীয় Inquisition-এর উদ্ভব হইয়াছিল। যিনি অতুলনীয় ভাষায় সক্রেটিসের বিচারের ও প্রাণদণ্ডের বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি লিখিয়াছেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অপরাধে পরলোকে কাহারও প্রাণদণ্ড হয় না, তিনি ব্যবস্থা দিলেন অবিশ্বাসীর প্রাণদণ্ডের। ইতিহাসের কি মর্মান্তিক পরিহাস! প্লেটো ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রথম উদ্ভাবক। তাঁহার পূর্বে ঈশ্বরকে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় বলিয়া কেহ মনে করিত না। ঈশ্বরের মঙ্গল-ময়ত্বের ধারণা তিনিই প্রবর্তিত করেন। অবিচারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের আদেশপালনের পরিবর্তে তিনি বিচারপূর্বক অপাপবিদ্ধ পুণ্যময় ঈশ্বরের সারূপ্যলাভপ্রচেষ্টা এবং

একেশ্বরবাদমূলক এক পবিত্র মানবধর্মের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনবদ্য রচনাশৈলীর মাধুর্য্য এ পর্য্যন্ত কেহই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনাপাঠে মন এক অবর্ণনীয় পবিত্র রসে অভিষিক্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়জগতের উর্দ্ধে এক পবিত্র আদর্শ লোকে উন্নীত হয়। Raphael-এর অমর চিত্রে প্লেটো উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই জগতের পরিণাম ও বিনাশের মধ্যে সত্য ও জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। দ্যুলোকের উর্দ্ধে যেখানে পূর্ণ ও অব্যয় ঈশ্বরের অধিবাস, সেখানেই তাহা লভ্য। সেই জ্ঞানলোকই প্লেটোর জীবনের লক্ষ্য ছিল।

গোটে বলিয়াছেন, "প্লেটোর প্রতিভা সর্ব্বদাই নিত্যের দিকে ধাবমান। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের লক্ষ্য সত্য-শিব-সুন্দর। প্রত্যেকের অন্তরে সত্য-শিব-সুন্দরের ভাব জাগরিত করিতেই তাঁহার প্রয়াস।"

আরিষ্টটল্

জীবনী

খৃ. পূ. ৩৮৪ অব্দে থ্রেস প্রদেশের অন্তর্গত ষ্ট্যাগিরা নগরে আরিষ্টটল্ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীক্ উপনিবেশ ষ্ট্যাগিরার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব্ব ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ম্যাসিডোনিয়া তখন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। আরিষ্টটলের পিতা নাইকো-ম্যাকাস্ চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং ম্যাসিডোনিয়া-রাজের চিকিৎসক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সপ্তদশ বর্ষ বয়সে আরিষ্টটল্ এথেন্সে গমন করেন, এবং তথায় প্লেটোর শিষ্যরূপে কুড়ি বৎসর তাঁহার সহিত বাস করেন। পিতার নিকট হইতে আরিষ্টটল্ প্রাণি-তত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই দৃষ্টিদ্বারাই যাবতীয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ষ্ট্যাগিরার সংস্কৃতিও ছিল বিজ্ঞানমূলক। তাহার অনতি-দূরে আবডেরা নগরে পরমাণুতত্ত্বের আবিষ্কারক ডেমোক্রিটাসের বাস ছিল। বিজ্ঞানের প্রভাব আরিষ্টটল্ কখনই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্লেটোর একাডেমি তখন বিজ্ঞানা-লোচনার পীঠস্থান ছিল। আরিষ্টটল্ স্বভাবতঃই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

একাডেমিতে আরিষ্টটল্ প্রতিভাশালী সতীর্থগণের সাহচর্য্যে বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং অনেকের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্বও সংঘটিত হয়। এই বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়াই পরবর্ত্তী কালে তিনি বন্ধুত্বসম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে এই বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিরূপে এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, পরিষ্কারভাবে তাহা জানা যায় নাই। প্রথমে আরিষ্টটল্ প্লেটোর মত সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বহু দিন যাবৎ তিনি সেই মতাবলম্বীই ছিলেন। একাডেমিতে অবস্থানকালে লিখিত তাঁহার রচনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের সহিত তিনি প্লেটোর মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। গণিতে তাঁহার প্রীতি ছিল না, পারদর্শিতাও ছিল না; কিন্তু গণিতকে দর্শনের ভিত্তি করিবার দিকে প্লেটোর ঝোঁক ছিল। ইহা আরিষ্টটলের

আরিস্টট্‌ল

মনঃপূত ছিল না। গণিত জানিতেন না বলিয়া একাডেমির সুপণ্ডিত জ্যামিতিকগণের নিকট তিনি হীনপ্রভ ছিলেন। হয়তো তাঁহার মনে হইয়াছিল এডাকেমিতে তাঁহার প্রতিভার সম্যক আদর হইতেছিল না। প্লেটোর পরে কে একাডেমির অধ্যক্ষ হইবেন, এই প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন আরিষ্টটল্‌কে লঙ্ঘন করিয়া প্লেটো Speusippusকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। Speusippus বিদ্যাবুদ্ধিতে আরিষ্টটলের সমকক্ষ ছিলেন না। প্লেটো যতদিন জীবিত ছিলেন, আরিষ্টটল্ তাঁহার অনুগত ছিলেন। খৃ. পূ. ৩৪৮ সালে প্লেটোর মৃত্যু হইলে আরিষ্টটল্ একাডেমি ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার সতীর্থ হার্মিয়াস্ তখন মর্ম্মরাসাগর-তীরস্থ দুইটি রাজ্যের অধিপতি। আরিষ্টটল্ তথায় গিয়া তিন বৎসর বাস করেন এবং হারমিয়াসের কন্যা পাইথিয়াস্‌কে বিবাহ করেন। পাইথিয়াস্‌কে যে আরিষ্টটল্ বিশেষ ভালবাসিতেন, তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে লিখিত আরিষ্টটলের উইল-এ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন বৎসর পরে আরিষ্টটল্ লেস্‌বস্ দ্বীপে গিয়া এক বন্ধুর সহিত বাস করেন এবং তথায় সামুদ্রিক জন্তুদিগের সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

লেস্‌বস্ দ্বীপে বাস করিবার সময় ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ তাঁহার পুত্র আলেক-জান্দারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য আরিষ্টটল্‌কে আহ্বান করেন। আরিষ্টটল্ ফিলিপের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী পেলাস নগরে গমন করেন। আলেকজান্দারের বয়স তখন ১৩ বৎসর। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল, এবং আরিষ্টটলের শিক্ষা আলেকজান্দারের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আলেকজান্দার ও আরিষ্টটলের পরস্পরকে লিখিত বলিয়া কতকগুলি পত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত পত্র জাল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। হেগেল বলেন, "আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে দর্শনের উপকারিতা প্রমাণিত হয়।" ইহার উত্তরে A. W. Benn লিখিয়াছেন, "আলেকজান্দারের চরিত্র অপেক্ষা ভাল প্রশংসাপত্র যদি দর্শনের না থাকিত, তাহা হইলে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত। উদ্ধত, মদ্যপ, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, কুসংস্কারাপন্ন আলেকজান্দারের চরিত্রে হাইল্যাণ্ড সর্দ্দারের যাবতীয় দোষের সহিত প্রাচ্য স্বেচ্ছাশাসিত নরপতির উন্মত্ততার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।" রাসেল বলেন, "আলেকজান্দারের চরিত্রসম্বন্ধে বেনের সহিত আমি একমত; কিন্তু আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী আমি বিশেষ মূল্যবান্ এবং হিতকর বলিয়া বিশ্বাস করি। আলেকজান্দার না থাকিলে হেলেনিক সভ্যতার সমস্ত ঐতিহ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত।" আরিষ্টটলের শিক্ষায় আলেকজান্দারের উপর কোন ফল হয় নাই; ইহাই রাসেলের মত। তাঁহার মতে আলেক-জান্দারের যে চরিত্র ছিল, তাহাতে আরিষ্টটলের শিক্ষা নিষ্ফল হওয়ায় আশ্চর্য্যের কিছু নাই; বরং আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী আরিষ্টটলের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আলেকজান্দারের কার্য্য দেখিয়া আরিষ্টটলের বোঝা উচিত ছিল যে, নগর-রাষ্ট্রের দিন ফুরাইয়া গিয়া সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আরিষ্টটল্ যে তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থে নাই। কোনও রাষ্ট্রেরই একলক্ষ অধিবাসী হওয়া তিনি অনুমোদন করেন নাই। সভ্যতার উৎকর্ষ ছিল তাঁহার লক্ষ্য, এবং

তাঁহার মতে সভ্যতার পরাকাষ্ঠার সম্ভব হয় কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে।[১] নেশানকে তিনি নগর-রাষ্ট্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর সংঘ বলিয়া মনে করিতেন।

৩৩৫-৪ সালে ফিলিপের মৃত্যুর পরে আরিষ্টটল্ এথেন্সে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় Lyceum নামক উদ্যানে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেন, এইজন্য তাঁহার দর্শন 'ভ্রাম্যমাণ দর্শন'[২] নামে আখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, একাডেমির প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে Lyceum-এর চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে একাডেমির অনুকারী বলিলেও ভুল হয় না ; একাডেমিতে যে যে বিষয়ের শিক্ষা হইত, Lyceum-এও তাহাদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু আরিষ্টটল্ ভৌতিক জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার তথ্যসংগ্রহকেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করিতেন। প্লেটোর মন নিবিষ্ট থাকিত আত্মিক জগতের সত্যনির্দ্ধারণে।

৩২৩ খৃ. পূ. অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে এথেনীয়গণ ম্যাসিডোনিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। আলেকজান্দারের সহিত আরিষ্টটলের সম্বন্ধ এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আন্টিপেটারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের জন্য অনেকে তাঁহার শত্রু হয়, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মহীনতার অভিযোগ উপস্থিত করে। আরিষ্টটল্ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয় (৩২২ খৃঃ পূঃ)।

কথিত আছে, আরিষ্টটল্ দেখিতে সুশ্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি ছোট ছিল এবং মাথায় টাক ছিল। তাঁহার কথাতেও জড়তা ছিল।

আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী

আরিষ্টটল্ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের একষষ্ঠাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যেও সকলগুলি আরিষ্টটলের লিখিত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আরিষ্টটলের অনেক গ্রন্থেরই অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোনও ঐক্য নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মৌখিক বক্তৃতার যে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আরিষ্টটলের রচনা সুস্পষ্ট, কিন্তু সৌন্দর্য্যহীন। প্লেটোর রচনার সহিত তাহার তুলনা হয় না। প্লেটো যেমন দার্শনিক, তেমনি কবি ছিলেন। আরিষ্টটল্ ছিলেন কেবল বৈজ্ঞানিক। ১৮৯১ সালে তাঁহার *Constitution of Athens* আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গ্রন্থ British Museum এ রক্ষিত আছে। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে আরিষ্টটলের লিখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ নহে। আরিষ্টটল্ নিজে তাঁহার রচনাবলী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন : (১) বাদ-মূলক, (২) কর্ম্মমূলক, (৩) সৃষ্টিমূলক[৩]। বাদমূলক গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার।

---

[১] City State. [২] Peripatetic.
[৩] Theoretic, Practical, Productive.

তাহারা আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—(১) গণিত, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (৩) ঈশ্বর বিজ্ঞান। চরিত্রনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি কর্ম্মমূলক শ্রেণীভুক্ত। কবিতা, কলা ও অলঙ্কারশাস্ত্র সৃষ্টিমূলক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিদ্যার নাম নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ আরিষ্টটল্ তর্কবিদ্যাকে স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। তর্কবিদ্যাকে তিনি বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য করিতেন। তর্কবিদ্যাবিষয়ক (১) *Categories* (২) *Concerning Interpretation*, (৩) *Analitics* (দুই ভাগে) এবং (৪) *Topics* নামক গ্রন্থচতুষ্টয় একত্র সংগৃহীত হইয়া *Organon* (সাধন) নামে প্রচারিত হইয়াছে। এই নাম আরিষ্টটল্-কর্ত্তৃক প্রদত্ত নহে।

প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থগুলির নাম (১) *Physics* (২) *De Coelo* (৩) *De Generatione et Corruptione* (৪) *Meteorology* (৫) *Historiac Animalium* (৬) *De Generatione Animaliam* (৭) *De Partibus Animalium.*

আরিষ্টটলের দর্শনবিষয়ক গ্রন্থাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া সমগ্র গ্রন্থাবলীতে Physics-এর পরে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই Metaphysics নামের উৎপত্তি। *meta* উপসর্গের অর্থ 'পরবর্ত্তী'।

(1) *De Anima*, (2) *De Sensu et Sensibili* (3) *De Memoria* এবং (4) *De Vita et Morte*, এবং অন্য কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত।

চরিত্রবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে আছে (১) *Magna Moralia*, (২) *Nicomachean and Eudemian Ethics* এবং অষ্টম খণ্ডে বিভক্ত (৩) *Politics.*

আরিষ্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলী খৃ. পূ. চতুর্থ শতকে অধিগত জ্ঞানের মহাকোষ।

আরিষ্টটলের দর্শনের সাধারণ প্রকৃতি : প্লেটো ও আরিষ্টটলের মধ্যে প্রভেদ

দর্শনসম্বন্ধে আরিষ্টটলের ধারণা সাধারণতঃ প্লেটোর ধারণার অনুরূপ ছিল। প্লেটোর মতো বস্তুর সার্ব্বিক সারভাগের জ্ঞানকেই তিনিও দর্শন বলিতেন। সৎপদার্থের জ্ঞান যে কেবল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বস্তুর সামান্য-ধর্ম্মের নির্দ্ধারণদ্বারাই সম্ভবপর, তাহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু প্লেটোর দর্শনের আরম্ভ সম্প্রত্যয় হইতে; আরিষ্টটলের দর্শনের আরম্ভ বস্তুর প্রতীয়মান রূপ হইতে। তিনি বিশেষ হইতে আরোহপ্রণালীর সাহায্যে সামান্যে পৌঁছিয়াছিলেন। বিশেষকেই তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করেন নাই। প্লেটো সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করিতেন সামান্যকে, আরিষ্টটল্ বিশেষকে।

প্লেটো ও আরিষ্টটলের মধ্যে পার্থক্য আর এক ভাবে বর্ণনা করা যায়। প্লেটো সৎপদার্থের স্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন। আরিষ্টটল্ আলোচনা করিয়াছেন

সৎ-পদার্থের কারণের। তাঁহার মতে সত্তা স্থির নয়—তাহা ক্রমশঃ বিকাশশীল। দ্রব্যের স্বরূপের অনুসন্ধান অপেক্ষা কিরূপে কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইল, ইহার অনুসন্ধানই তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মতে বিশুদ্ধ উপাদান[১] বলিয়া কিছু নাই। জগতের যাহা উপাদান, তাহা অনবরতই নূতনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে[২]। উপাদানের মধ্যে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত আরও কিছুর শক্যতাও[৩] তাহাতে আছে। সুতরাং কোনও বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাহার শেষ পরিণত অবস্থাতেই[৪] তাহার প্রকৃত অর্থবত্তা। শক্যতা হইতে বাস্তবতায় পরিবর্ত্তনকে আরিষ্টটল্ গতি, বৃদ্ধি ও বিকাশরূপে ধারণা করিয়াছেন। প্লেটো জগতের স্থিতিবান্ সত্তার আলোচনা করিয়াছেন, আর আরিষ্টটল্ জগতের গতির দিক্‌টাই বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে তাহার পরিণতিলাভের শক্যতা প্রথম হইতেই নিহিত আছে; এবং সেই পরিণতির শক্যতা বাস্তবতায় পরিণত করিবার দিকে প্রত্যেক বস্তুর লক্ষ্য, এবং প্রত্যেক বস্তু তাহার অন্তর্নিহিত গতিপ্রবণতার ফলে সেই লক্ষ্যের দিকে চলিতেছে। সমস্ত সত্যপদার্থ[৫] প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে বর্ত্তমান এবং তাহাদের রূপ-অনুসারে উচ্চনীচ শ্রেণীতে ক্রমবদ্ধ। এই ক্রমবদ্ধ শ্রেণী[৬] হীনতর রূপ হইতে সুরু হইয়া ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তায় পরিসমাপ্ত। ইহাই আরিষ্টটলের মত।

তর্কবিজ্ঞান

প্লেটো Dialectic শব্দ তত্ত্ববিদ্যা[৭] অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তখনো metaphysic শব্দের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু metaphysicএর আলোচ্য বিষয়ই Dialectic এ আলোচিত হইয়াছে। আরিষ্টটল্ metaphysicকে 'প্রথম দর্শন' এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে[৮] 'দ্বিতীয় দর্শন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার তর্কশাস্ত্রে দার্শনিক আলোচনা নাই, কিরূপ প্রণালীতে তর্ক[৯] করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহারই বর্ণনা আছে। প্লেটোর তর্ক ছিল, 'অবরোহিক'[১০], আরিষ্টটলের 'অবরোহিক' ও 'আরোহিক'[১১] উভয়ই। আরিষ্টটল্ তর্কবিদ্যাকে দর্শনের মর্য্যাদা দেন নাই, দর্শনের উপক্রমণিকা ও সহকারী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহাকে তিনি স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া মনে করিতেন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আরিষ্টটলের তর্কবিষয়ক গ্রন্থাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া Organon নামে প্রচারিত হয়। Organon শব্দের অর্থ 'সাধন, যন্ত্র', 'উপায়'। সত্য-আবিষ্কারের যন্ত্র অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। Organonএর প্রথম গ্রন্থের নাম *Categories*। বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন, "আরিষ্টটল্, ক্যাণ্ট ও হেগেল কি অর্থে Categories শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে

[১] Pure matter. [২] Is a process of becoming. [৩] Potentiality.
[৪] Final cause. [৫] Realities. [৬] Graduated series.
[৭] Metaphysic. [৮] Physics. [৯] Reasoning.
[১০] Deductive. [১১] Inductive.

পারি নাই। দর্শনশাস্ত্রে এই শব্দদ্বারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।" Categories গ্রন্থে সত্তার ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা আছে। সত্তার ধর্ম্ম সমস্তই প্রত্যয়। এই সমস্ত প্রত্যয় সত্তার বিশেষ বিশেষ রূপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সত্তার অতিতম সার্বিক রূপ[১] আরিষ্টটলের মতে দশটি: (১) দ্রব্য, (২) পরিমাণ, (৩) গুণ, (৪) সম্বন্ধ, (৫) স্থান, (৬) কাল, (৭) অঙ্গসংস্থান[২], (৮) স্বামিত্ব[৩], (৯) ক্রিয়া, (১০) নিষ্ক্রিয়তা[৪]। এই দশটি Categories-সমন্বিত বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত হইয়া থাকে। সক্রেটিস্ একজন লোক, সপ্ততিবর্ষীয়, জ্ঞানী, প্লেটোর শিক্ষক, এখন কারাগারে পালঙ্কে উপবিষ্ট, পদে শৃঙ্খল, শিষ্যদিগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত এবং শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত। আরিষ্টটলের এই শ্রেণীবিভাগে অনেক ত্রুটি আছে। ইহাতে কতকগুলি শ্রেণীর নাম নাই, আবার একই শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। আরিষ্টটলের পদার্থের শ্রেণীবিভাগ অনেকটা প্রাণীদিগের চতুষ্পদ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও মানুষ এই শ্রেণীগুলিতে বিভাগ করিবার মতো হইয়াছে।*

Organon-এর দ্বিতীয় ভাগে[৫] সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ[৬] এবং অংশতঃ বিরুদ্ধ বাক্য, এবং সম্ভাব্য[৭] ও অ-বশ্য বাক্যের বিভেদ আলোচিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এসম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই।

আরিষ্টটল্ই প্রথমে তর্কশাস্ত্রকে প্রণালীবদ্ধ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার Logic-এর মূল্য খুব বেশী নহে, কিন্তু বহুদিন যাবৎ ইহা পণ্ডিতদিগের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বড় বড় পণ্ডিতগণ ইহা হইতেই তর্কশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবর্ত্তিত পরিভাষাই আমরা ব্যবহার করিতেছি। তাঁহার Logic-এর প্রয়োজন এখনও ফুরায় নাই। তিনি এমন সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার সন্তোষ-জনক উত্তর এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সেই সমস্ত প্রশ্নের জিজ্ঞাসা এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট সমস্যার অস্তিত্বখ্যাপন কম কথা নহে।

প্রত্যেক বাক্যেই কোন কিছুর সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি। যাহার সম্বন্ধে বলা হয়, তাহা 'উদ্দেশ্য', আর যাহা বলা হয়, তাহা 'বিধেয়'। বাক্যদিগকে এইভাবে বিশ্লেষণ

---

* ভারতবর্ষের বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত। ন্যায়দর্শনে পদার্থ ১৬ ভাগে বিভক্ত। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও আরিষ্টটলের Categories এক বলিয়াই মনে হয়। কাণ্ট ও হেগেল কথঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে Category শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সমস্ত পদার্থকে (Concept) যে যে শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তাহাই আরিষ্টটলের Categories এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থবিভাগ। সেলার লিখিয়াছেন, "আমাদের যাবতীয় প্রত্যয়ই (Concepts) প্রধান দশটি শ্রেণীর এক বা একাধিকের অন্তর্গত। যে যে বিভিন্ন রূপে তাহা-দিগের ধারণা করা যায়, ঐই শ্রেণীগুলিদ্বারা তাহাই প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের উপরে এমন কোনও সার্বিক শ্রেণীর কল্পনা করা যায় না, যাহার মধ্যে এই Category গুলির স্থান হইতে পারে।

[১] Most universal forms of Existence. [২] Posture.
[৩] Property. [৪] Passion.
[৫] De Interpretatione. [৬] Contrary. [৭] Possible.

করিয়া আরিষ্টটল্ উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ হইতে ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভব। আরিষ্টটলের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না।

Syllogism-এর উদ্ভাবক আরিষ্টটল্। Organon-এর তৃতীয় ভাগ Analytics এ ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Syllogism-ই আরিষ্টটলের Logic-এর মুখ্য বিষয়। দুইটি সাধক-বাক্য[১] হইতে তৃতীয় সাধ্যবাক্যের অনুমানই Syllogism বা পরামর্শ। প্রত্যেক সাধকবাক্যে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়-রূপ দুইটি প্রত্যয় থাকে। বিধেয়-প্রত্যয় উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়। কোন সাধ্যবাক্যকে প্রমাণ করিতে হইলে এমন একটি মধ্যপদের প্রয়োজন, যাহার সহিত উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয়েরই সম্বন্ধ আছে। Syllogism-এর তিনটি অবয়ব—প্রথমটিকে বলে প্রধান অবয়ব[২], উদাহরণ, দ্বিতীয়টিকে বলে অপ্রধান অবয়ব[৩], উপনয়। প্রমাণিত বাক্যকে বলে সিদ্ধান্ত[৪]। (১) সকল মানব মরণধর্ম্মী; (২) সক্রেটিস্ মানুষ; (৩) সুতরাং সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মী। ইহা- Syllogism -এর একটি উদাহরণ। Syllogism-এর সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাদ্বারা কোন নূতন সত্য-আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। সক্রেটিস্ মানুষ, ইহা যদি জানা থাকে, আর সকল মানুষ মরণধর্ম্মী, ইহা যদি জানিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে সক্রেটিস্ যে মরণধর্ম্মী, তাহা তো সেই সঙ্গেই জানা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত-বাক্যের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আরিষ্টটলের পূর্ব্বে তর্কের যে রীতি ছিল, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাপ্রমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রীতিকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করাই আরিষ্টটলের উদ্দেশ্য ছিল। ইউক্লিড একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া সার্ব্বিক সত্যরূপে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। একটিমাত্র ত্রিভুজের কোণ-সমষ্টি দুই সমকোণের সমান প্রমাণ করিয়া, তিনি যাবতীয় ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সম-কোণের সমান প্রমাণ করেন। তেমনি পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তাহাদের প্রত্যেকে মরণধর্ম্মী কি-না, নির্দ্ধারণ করিয়া, পরে সকল মানুষ মরণধর্ম্মী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না। সক্রেটিস্কে না দেখিয়াও সকল মানুষ মরণধর্ম্মী বলা যায়।

Syllogism অবরোহিক। কিন্তু আরোহপ্রণালী-সম্বন্ধেও আরিষ্টটল্ অজ্ঞ ছিলেন না। Organon -এর তৃতীয় ভাগে তাহারও ব্যাখ্যা আছে। আরোহ অবরোহের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। এক হিসাবে বিপরীতই বটে। কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে আরোহকেও একপ্রকার অবরোহই বলা যায়। যখন কোনও সার্ব্বিক সত্যের কয়েকটা বিশেষ দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তৎক্ষণাৎই আমরা সেই সার্ব্বিক সত্যের অনুমান করি, অন্য দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করি না। শিশু কয়েকটি মাত্র খেলার বেলুন লইয়া খেলিবার পরেই জানিতে পারে, যে সমস্ত খেলার বেলুনই সহজে ফাটিয়া যায়। আরোহপ্রণালীতেও ইহার বেশী কিছু করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা অবরোহ নহে সত্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে এবিষয়ে শিশুর সাদৃশ্য আছে। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, যাহা শ্রেণীবিশেষের কয়েকটি সম্বন্ধে সত্য, তাহা সমগ্র শ্রেণীর পক্ষে সত্য, এই জ্ঞান বিদ্যুৎ-বিকাশের মত তাঁহাদের মনে উদিত

---

[১] Premise, [২] Major premise. [৩] Minor premise. [৪] Judgment.

হয়। ইহাই বৈজ্ঞানিকের কল্পনাশক্তি। আরিষ্টটল্ এই কল্পনাশক্তির মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

Syllogism-সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তর্কের রীতি-অনুসারে কোন Syllogism ঠিক হইতে পারে, কিন্তু বিষয়সম্বন্ধে সত্য নাও হইতে পারে। সকল মানুষ অমর, সক্রেটিস্ মানুষ, সুতরাং সক্রেটিস্ অমর ; এই Syllogism-এর আকার নির্ভুল, কিন্তু বিষয় সত্য নহে। তবে তর্কের সত্যতাসম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় কি? তাহার সত্যতাপ্রমাণের উপায় কি? সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ সম্ভবপর হয় না। এক Syllogism-এর সত্য অন্য Syllogism-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, দ্বিতীয় Syllogism-এর জন্য তৃতীয় একটি গঠন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শেষে এমন স্থানে পৌঁছিতে হয়, যেখানে স্বতঃসিদ্ধতা ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা ভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে স্বীকার্য্য বিষয়ও আছে। 'দুই সরল রেখার দ্বারা কোনও স্থান সীমাবদ্ধ হইতে পারে না", ইহা জ্যামিতিতে স্বীকার্য্য। জ্যামিতির অনেক প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক বিজ্ঞানেই এমন কতকগুলি সংজ্ঞা আছে, যাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, নহিলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ স্বীকার্য্য কিছু না থাকিলেও, চিন্তায় যাহা স্বতঃই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই সাধারণ স্বীকার্য্য বিষয়গুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য বিষয় প্রমাণযোগ্য না হইলেও সত্য, প্রমাণযোগ্য বিষয় হইতে অধিকতর সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কেন হয়? তাহার উত্তরে আরিষ্টটল্ "উপজ্ঞা" বা বোধির[১] উল্লেখ করিয়াছেন। উপজ্ঞা প্রজ্ঞার[২] অব্যবহিত জ্ঞান, তর্কনিরপেক্ষ জ্ঞান। কতকগুলি সত্য আলোকের মতই স্বয়ংপ্রকাশ ; মনে তাহারা আলোকের মতই প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য মনের যে বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, তাহা হইতে উচ্চতর বৃত্তি এই উপজ্ঞা। —উচ্চতর হইলেও বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। আরিষ্টটল্ মানসিক বৃত্তিগুলিকে বিপণিতে রক্ষিত পণ্যের মত পাশাপাশি বিন্যস্ত বলিয়া মনে করিতেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বিকশিত হইতে হইতে, উপজ্ঞা কিরূপে বিশেষের মধ্যে সামান্যকে গ্রহণ করে, পরে প্রত্যেক বিজ্ঞানের অন্তিম সামান্যদিগকে[৩], এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূলীভূত সামান্যদিগকে গ্রহণ করে, তাহা আরিষ্টটল্ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরিস্টটলের আতিভৌতিক দর্শন বা তত্ত্ববিজ্ঞান

তত্ত্বমূলক[৪] শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার। গ্রন্থগুলি তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) আতিভৌতিক দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (৩) গণিত।

আতিভৌতিক গ্রন্থাবলীতে আরিষ্টটল্ যাবতীয় বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ তত্ত্ব আছে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে যে যে বিষয় আলোচিত হয়,

১ Intuition. ২ Reason. ৩ Ultimate Universals. ৪ Theoretic.

তাহাতে সেই সেই বিষয়ের সন্নিহিত[১] কারণের অনুসন্ধান করা হয়, আদি কারণের নহে। আতিভৌতিক বিজ্ঞানে আদি কারণ অর্থাৎ মূল সত্তার আলোচনা—স্থান ও কালের ভেদ বর্জন করিয়া পদার্থের সারভূত নিত্যসত্তার আলোচনা—করা হয়। প্লেটো জড়জগৎ ও প্রত্যয়-জগৎকে পরস্পরবিরোধী রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্ এই দ্বৈতের সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, প্লেটোর সামান্য-জগতের প্রকৃত সত্তা নাই। সামান্য-জগতের কল্পনা করিয়া প্লেটো সত্তাসমস্যার[২] সমাধান করিতে তো পারেনই নাই, অধিকন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে কেবলমাত্র নাম ও নিরাধারগুণের[৩] সমবায়ে গঠিত একটি অনাবশ্যক জগৎ যুক্ত করিয়া অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তু ও সামান্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা তিনি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তিনি সত্তার—প্রত্যক্ষ জগতের সত্তার—কারণ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সামান্যগণ দ্রব্যের দ্বিত্ব মাত্র, কবির কল্পনা-মাত্র, কোনও কারণশক্তি—দ্রব্যকে চালিত করিবার শক্তি,—তাহাদের নাই। প্রত্যক্ষ দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থদিগকে (তাহাদের গুণদিগকে) তিনি তাহাদের আধার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সামান্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন[৩]। প্লেটোর সামান্যবাদের বিরুদ্ধে আরিষ্টটলের যুক্তি চারিটি :

(১) প্লেটো প্রত্যক্ষ সত্তাকে অনর্থক দ্বিগুণিত করিয়াছেন।

(২) সামান্যদের প্রকৃত সত্তা নাই। তাহাদের দ্বারা গতির অর্থাৎ এক দ্রব্যের দ্রব্যান্তরে পরিণতির উৎপত্তি হইতে পারে না। জগতের বিভিন্ন ব্যাপারের ব্যাখ্যাও তাহাদের দ্বারা হয় না।

(৩) সামান্যদিগকে বস্তুর সার[৪] বলা হইয়াছে, অথচ বস্তুর মধ্যে তাহারা থাকে না, ইহাও বলা হইয়াছে। পরস্পরবিরোধী উক্তি।

(৪) তর্কের অনুরোধে যদিও স্বীকার করা যায় যে, সামান্যদিগের অস্তিত্ব আছে, তাহা হইলেও, দ্রব্য ও তাহার সামান্য, উভয়কে ধারণের জন্য অতিরিক্ত আর একটি সামান্যের প্রয়োজন হইবে। 'মানুষের' সামান্য যদি বাস্তব মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, তাহা হইলে মানুষ ও তাহার সামান্য, উভয়কে ধারণ করিবার জন্য উচ্চতর আর একটি সামান্যের —একটি 'তৃতীয় মানুষের'—প্রয়োজন। আরিষ্টটলের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই ; কোনও দ্রব্য হইতে তাহার সামান্যকে স্বতন্ত্র করা যায় না।

এই সমস্ত কারণে আরিষ্টটল্ প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে শ্রেণীর[৫] অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। সামান্য যে বিশিষ্ট দ্রব্যের সার, তাহা প্লেটোর মতই তিনি বিশ্বাস করেন। সামান্য যে বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, ইহাই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। সামান্য দ্রব্যের মধ্যেই অবস্থিত। ইহা বিশিষ্ট দ্রব্যের রূপ, এবং দ্রব্য হইতে ইহাকে পৃথক্ করা যায় না।

---

[১] Proxi-mate causes. [২] Problem of Being. [৩] Abstraction.
[৩] Things of Sense externalised. [৪] Essence. [৫] Species.

অন্য দিকে সামান্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উপাদানেরও কোন অস্তিত্ব নাই। অতএব সামান্যবর্জিত উপাদান নিরাধার কল্পনামাত্র। গতিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। গতি বলিতে চালক ও চালিত উভয়ই বোঝায়। প্লেটোর সামান্যগণ গতিহীন, স্থিতিশীল। তাহাদের মধ্যে কোনও শক্তিই নাই, সামান্য হইতে বস্তুতে এবং বস্তু হইতে সামান্যে যাইবার কোনও সেতুই নাই। সুতরাং সামান্য, উপাদান ও গতি, ইহাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। তিনের সমবায়েই প্রকৃত সত্তা।

প্লেটোর সমালোচনা করিয়া আরিষ্টটল্ স্বকীয় মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) রূপ ও উপাদান[১] এবং (২) শক্যতা ও বাস্তবতা[২]। আরিষ্টটল্ প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করিলেও এক বিষয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি প্লেটোর মতাবলম্বী ছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহাদের এক অংশ সত্য, অবশিষ্ট অংশ প্রতিভাস-মাত্র, সত্য নহে। প্লেটোর সহিত আরিষ্টটলের অনৈক্য যেমন মৌলিক, এই ঐক্যই তেমনি মৌলিক। আরিষ্টটলের মতে যাবতীয় সত্য প্রাকৃতিক জগতেই বর্তমান, তাহার বাহিরে কিছু নাই। প্লেটোর মতে সত্য ও অসত্যের মধ্যে, অথবা সত্য ও আংশিক সত্যের মধ্যে পার্থক্য যদি একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে একটি প্রকৃত সত্যের জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কেন-না, প্রত্যক্ষ জগতের যেরূপ সত্যতাই থাকুক না কেন, তাহার জন্য যদি তাহাকে সামান্য জগতের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দ্রব্য হইতে সামান্য যে স্বতন্ত্র, তাহারা যে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সামান্যদিগকে প্লেটো প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেন কি না, তাঁহার লেখা পড়িয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু প্লেটোর শিষ্যগণের এই বিশ্বাস ছিল, এবং এই বিশ্বাস প্লেটোর সামান্যবাদ হইতে স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। আরিষ্টটল্ কিন্তু সৎ ও অসতের মধ্যে সম্বন্ধ অন্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে রূপ ও উপাদানের মত উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কোনও রূপ ও গুণহীন উপাদানদ্বারা যে বর্তমান রূপ-ও-গুণ-যুক্ত জগৎ গঠিত হইয়াছে, ইহা গ্রীক দর্শনের প্রাচীনতম মতসমূহের অন্যতম। রূপগুণহীন এই উপাদানকে যে নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাহার লাটিন নাম materies, ইংরেজী matter। এই মতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আরিষ্টটল্ তাহাতে নূতন অর্থ সন্নিবেশিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের বিশিষ্ট রূপ আছে। আধার না থাকিলে রূপ থাকিতে পারে না। রূপের আধারকেই আরিষ্টটল্ matter নাম দিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় matter-এ ব্যতীত রূপ থাকিতে পারে না, কিন্তু এই matter-ও 'ভবনের' শক্যতা-মাত্র, রূপপ্রাপ্ত হইলে ইহা যাহা হইবে, তাহার শক্যতা-মাত্র। কিন্তু matter যেমন form-এর জন্য অত্যাবশ্যক, তেমনি form-ও matter-এর জন্য অপরিহার্য। চিন্তায় তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়, কিন্তু তাহাদিগকে স্বতন্ত্র অবস্থায় কখনও পাওয়া যায় না। যাবতীয় দ্রব্য রূপ ও উপাদানের সমবায়। সত্য যদি থাকে, তাহাদিগের মধ্যেই

[১] Form and Matter. [২] Potentiality.

আছে। অন্যত্র কোথাও নাই। Form ও matter, রূপ ও উপাদান, পরস্পর-সাপেক্ষ। জড় পদার্থের আদিম, সরল রূপ এবং জড়ের রূপহীন অবস্থা বুঝাইতেই যে কেবল ঐ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে। সর্ব্ববিধ রূপ ও সর্ব্ব-অবস্থাপ্রাপ্ত জড় বুঝাইতেও উহারা প্রযোজ্য। প্রস্তর-নিম্মিত মুর্ত্তিতে প্রস্তরের উপর রূপ অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরেরও নিজস্ব রূপ আছে। সুতরাং মানুষের দত্ত রূপবর্জ্জিত প্রস্তরের বিশ্লেষণ-দ্বারাও আমরা রূপ ও উপাদান প্রাপ্ত হই। প্রস্তরকে আরও বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় হয়তো ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ। তাহাদিগকেও রূপ ও উপাদানে বিভক্ত করা যায়। কখনই রূপহীন উপাদান, অথবা উপাদানহীন রূপ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ matter ও বিশুদ্ধ form কেবল চিন্তাতেই আছে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে।

উপাদান ও রূপের ভেদ স্থির নহে। একের সম্বন্ধে যাহা রূপ, অন্যের সম্বন্ধে তাহাই উপাদান। বর্দ্ধমান বৃক্ষসম্বন্ধে কাষ্ঠ রূপ; কিন্তু কাষ্ঠনিম্মিত গৃহসম্বন্ধে কাষ্ঠ উপাদান। দেহসম্বন্ধে আত্মা রূপ, কিন্তু প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপাদান। সমগ্র সত্তাবান্ জগৎ ক্রমবদ্ধ বস্তুর সমষ্টি[১]; তাহার সর্ব্বনিম্নে আছে আদিম উপাদান, সম্পূর্ণ রূপবর্জ্জিত; সর্ব্বোপরি আছে অন্তিম রূপ, যাহাতে উপাদানের সংস্পর্শ নাই (বিশুদ্ধ রূপ, অসঙ্গ, ঈশ্বর)। আদিম উপাদান ও অন্তিম রূপের মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহার এক দিকে রূপ, অন্য দিকে উপাদান। আরিষ্টটলের মতে সমগ্র প্রকৃতিতে উপাদান অনবরত রূপে পরিণত হইতেছে; আদিম অফুরন্ত উপাদান অনবরত প্রাণরূপে প্রকাশিত হইতেছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর রূপ প্রাপ্ত হইতেছে। অনন্ত কাল ধরিয়া প্রকৃতিতে উপাদান রূপে পরিণত হইতেছে। কোনও দিন কি এই বিরামহীন পরিণতির শেষ হইবে না? যাবতীয় উপাদান কি রূপে পরিণত হইয়া যাইবে না? তাহা অসম্ভব। রূপহীন উপাদান কখনও সম্পূর্ণভাবে রূপে পরিণত হইতে পারে না। উপাদান ও রূপের দ্বৈত অখণ্ডনীয়। আরিষ্টটলের দর্শনের সমাপ্তি এই দ্বৈতবাদে।

শক্যতা এবং বাস্তবতার মধ্যে যে সম্বন্ধ, উপাদান এবং রূপের মধ্যে সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বাস্তবতার শক্যতাই উপাদান, শক্যতার বাস্তবতা রূপ। শক্যতার বাস্তবতায় পরিণতিই ভবন। শক্যতার এই বাস্তবতায় পরিণতি হয় কিরূপে? রূপ নিশ্চল; উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্য যে গতির প্রয়োজন, তাহা তাহাতে নাই। কিন্তু উপাদানরূপ শক্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে চালিত করিতে পারে, তাহাতে গতিসঞ্চার করিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্যে এই গতি-প্রবণতা আছে। এই গতি-প্রবণতার ধারণা আরিষ্টটলের দর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। Bergson *Elan Vital* অথবা Life force দ্বারা যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আরিষ্টটলের এই ধারণা তাহার অনুরূপ। কিন্তু গতি অপেক্ষা গতির লক্ষ্যই আরিষ্টটলের দৃষ্টিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে লক্ষ্যের অভিমুখে জগতের প্রত্যেক দ্রব্য চলিতেছে, সে লক্ষ্য কি? প্রত্যেক দ্রব্য তাহার অন্তর্নিহিত গতির ফলে যে রূপ ধারণ করে, সেই রূপই তাহার লক্ষ্য; সেই রূপের উদ্দেশ্যেই তাহার গতি, সেই রূপে রূপায়িত হইবার যে শক্যতা

---

১ Graduated scale.

তাহার আছে, সেই শক্যতাকে সেই রূপধারণদ্বারা বাস্তবতা দান করিবার জন্যই সেই রূপের অভিমুখে তাহার গতি ; সেই রূপই তাহার গতির কারণ ; সেই রূপপ্রাপ্তিতে তাহার গতির শেষ। গতির শেষে অবস্থিত বলিয়া আরিষ্টটল্ সেই রূপপ্রাপ্তিকে 'শেষ কারণ'[১] বলিয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যই উচ্চ হইতে উচ্চতর রূপলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে ; এই চেষ্টাই 'ভবনে'র কারণ—জগতের পরিণাম-প্রবাহের কারণ।

দ্রব্যের উপাদান ও নিষ্মিত দ্রব্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্যক্তিবিশেষের নিদ্রিত ও জাগরিত অবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার দ্বারা আরিষ্টটল্ শক্য ও বাস্তবের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শক্যতার দিক্ হইতে বটবীজই বটবৃক্ষ, বাস্তবতার দিক্ হইতে বটবৃক্ষই বটবীজ ; সেনাপতি বিজেতার শক্য রূপ, বিজেতা সেনাপতির বাস্তব রূপ। যে দার্শনিক দর্শনের চর্চা করেন না, তিনি শক্য দার্শনিক ; দর্শনের চর্চা যিনি করেন, তিনি বাস্তব দার্শনিক। যাহার ভিতরে গতি আছে, পরিণাম-সংঘটন করিবার শক্তি আছে, বিকাশের ক্ষমতা আছে, বহিঃস্থ কোনও দ্রব্যকর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ না হইলে নিজের শক্তিবলে অন্য কিছু হইবার সামর্থ্য যাহার আছে, তাহাই 'শক্য'[২]। কার্য্য সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্য অধিগত হইলে, শক্যতা বাস্তবতায় পরিণত হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছ্ বীজের বাস্তবতা।

স্বোয়েগ্লার বলেন, আরিষ্টটলের দর্শন 'ভবন'বাদমূলক, এবং হেরাক্লিটাসের দর্শনের পূর্ণতর রূপ। এই 'ভবনবাদ'-দ্বারা আরিষ্টটল্ প্লেটোর দ্বৈতনিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। উপাদান যদি রূপের শক্যতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রজ্ঞার পরিণমন্ত[৩] অবস্থা বলা যাইতে পারে, এবং উপাদান ও রূপ একই প্রজ্ঞার বিভিন্ন অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইলে, সামান্য জগৎ ও প্রত্যক্ষ জগতের বিরোধও দূরীভূত হয়।

এই শক্যতা কাহার? উপাদানের। কিন্তু উপাদান হইতে তাহার রূপ বিচ্যুত করিলে কিছুই থাকে না। রূপ অর্থে কেবল বাহ্যিক রূপ নহে ; প্রত্যেক বস্তুর যাহা সারভাগ, যাহা না থাকিলে তাহার বস্তুত্ব থাকে না, তাহাই তাহার রূপ। স্বর্ণের ভার, পীতবর্ণ, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি যাবতীয় গুণ—যাহা থাকার জন্য কোন ধাতুখণ্ডকে স্বর্ণ বলা যায়,—তাহা যদি স্বর্ণ হইতে অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; যাহা থাকে তাহা শূন্য, তাহা অসৎ। তাহার যে সমস্ত ধর্ম্ম অপসারণ করিয়া লওয়া হইল, তাহারা স্বর্ণের রূপ। এই রূপবিহীন স্বর্ণ অসৎ হইলেও, সেই অসতেরও একরকম সত্তা আছে। যে শক্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই অসতের শক্যতা। এই 'অসৎ' কিছুই নয়, অথচ সবই হইতে সমর্থ ; শুধু তাহার জন্য রূপের প্রয়োজন। এই অসতের উপর রূপ স্থাপিত হইলে বাস্তবতার উদ্ভব হয়। অসতের উপর স্থাপিত রূপদ্বারা বাস্তবতা-প্রাপ্ত রূপ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর রূপের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে জগতের যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি।

প্লেটোর সামান্য আরিষ্টটলের রূপ, দ্রব্য হইতে নিকৃষ্ট তাহার ধর্ম্ম। আরিষ্টটল্ প্লেটোর সামান্যের দ্রব্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার রূপকে স্বাধীন অস্তিত্ব

---

[১] Final cause. [২] Potential. [৩] In process of becoming.

দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

রূপের জন্যই উপাদান বিশিষ্ট দ্রব্যে পরিণত হয়। রূপই সেই বিশিষ্ট দ্রব্যের সার। প্রত্যেক দ্রব্যই সীমাবদ্ধ[১], তাহার সীমাই তাহার রূপ। কোনও মূর্ত্তির বিষয় বিবেচনা করুন। যে প্রস্তরে মূর্ত্তি গঠিত, খনিতে থাকিবার কালে তাহা যাহা ছিল, তাহার সহিত তাহার কোনও ভেদ নাই। তাহার উপর মানুষের রূপ অর্পিত হওয়ার ফলেই সেই প্রস্তর একটি স্বতন্ত্র বস্তু হইয়াছে। সুতরাং এই রূপই সেই প্রস্তরখণ্ডকে বস্তুত্ব[২] দান করিয়াছে। পরমাণুবাদ-দ্বারা আমাদের বুদ্ধি অভিভূত থাকায়, এই কথা স্বীকার করিতে আমাদের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু পরমাণু যদি 'বস্তু' হয়, তাহা হইলে, অন্যান্য পরমাণু হইতে স্বতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ থাকার জন্যই প্রত্যেক পরমাণুর বস্তুত্ব, এবং তাহার সীমাবদ্ধতাই তাহার রূপ। আরিষ্টট্‌ল্ আত্মাকে দেহের রূপ বলিয়াছেন। এখানে দেহের আকারকে রূপ বলা হয় নাই। সমস্ত দেহ যাহার জন্য এক উদ্দেশ্য এবং সংঘাত[৩]-ধর্ম্মবিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আত্মা। চক্ষুর উদ্দেশ্য দেখা ; কিন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া চক্ষু দেখিতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে দেহস্থ আত্মাই দেখে।

আরিষ্টট্‌ল্ বলেন, দ্রব্যের সারভাগ,—যাহার জন্য তাহার দ্রব্যত্ব, তাহাই—তাহার রূপ। সুতরাং রূপ বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত গুণমাত্র নহে, তাহা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট[৪]। যখন কেহ পিত্তলের গোলক নির্ম্মাণ করে, তখন পিত্তল ও গোলকের রূপ পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান। গোলক নির্ম্মাতা যেমন পিত্তলের সৃষ্টি করে না, তেমনি গোলকের রূপেরও সৃষ্টি করে না। সে পিত্তল ও রূপকে একত্রিত করে মাত্র। প্রত্যেক বস্তুরই যে উপাদান আছে, তাহা নহে। সনাতন বস্তু অনেক আছে ; তাহাদের মধ্যে যাহারা দেশে সঞ্চলনক্ষম, তাহারা ভিন্ন অন্য সকলের উপাদান নাই।

Form যে দ্রব্য,[৫] এবং matter হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার অবস্থান, আরিষ্টটলের এই মতের বিরুদ্ধে, তিনি প্লেটোর সামান্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে। 'সামান্যের' অনেক ধর্ম্ম রূপে থাকা সত্ত্বেও আরিষ্টট্‌ল্ রূপকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি রূপকে উপাদান অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং প্লেটোর দর্শন ও তাঁহার দর্শনের মধ্যে যতটা ভেদ আছে বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা ভেদ নাই। সেলারও এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "এই বিষয়ে আরিষ্টটলের অস্পষ্টতার কারণ এই যে, সামান্য-দিগকে বাস্তবতা দিবার দিকে প্লেটোর যে ঝোঁক ছিল, তাহা হইতে আরিষ্টট্‌ল্ আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। প্লেটোর সামান্যদিগের যে আতিভৌতিক[৬] অস্তিত্ব ছিল, তাঁহার রূপদিগেরও তাহা ছিল।"

---

[১] Bounded.
[২] Substantiality.
[৩] Organism.
[৪] Substantial.
[৫] Substance.
[৬] Metaphysical.

কিন্তু স্নোয়েগ্লার এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, "প্লেটোর সামান্য গতি ও ভবনের বিপরীত, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্তা। আরিষ্টটলের রূপ 'ভবন' হইতে উৎপন্ন; শক্যতার বাস্তবতার অভিমুখে গমনের ফলে যে লক্ষ্য প্রতিমুহূর্ত্তে অধিগত হইতেছে, তাহাই রূপ। ইহা কোনও নির্ম্মিত পদার্থ নয়, অথবা যাহার নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন বস্তুও নয়। ইহার উৎপত্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা সনাতন শক্তি, পূর্ণতা-প্রাপ্তি বাস্তবতার অন্তরস্থ ক্রিয়াপরতা[১]।"

আরিষ্টট্‌ল্ চারি প্রকার কারণের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) উপাদান কারণ[২], (২) রূপগত কারণ[৩] (৩) নিমিত্ত কারণ[৪] ও (৪) শেষ কারণ[৫]। তিনি বলেন, প্রত্যেক দ্রব্যেরই এই চারি প্রকার কারণ আছে, এবং কোনও দ্রব্যের উপাদান, তাহার রূপ, তাহার উপর প্রযুক্ত শক্তি যাহার বলে সে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে , এবং তাহার উদ্দেশ্য, এই চারিটি কারণের কোনটিই একাকী কিছু উৎপাদন করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। সাধারণতঃ চারিটি কারণের সমবায়ই কার্য্যের জন্য প্রয়োজন। উপাদান ও রূপকেও যে আরিষ্টট্‌ল্ কারণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু 'কারণ' শব্দ বিশিষ্ট অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ শব্দের গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ "কোন বস্তুর অস্তিত্ব যাহার উপর নির্ভর করে"। এই অর্থে রূপ ও উপাদানও কারণ সন্দেহ নাই। কোনও বস্তু যাহা, তাহা হইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, রূপ ও উপাদান তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির উপাদান প্রস্তরখণ্ড নিশ্চয়ই মূর্ত্তির কারণ, কেন-না প্রস্তর না হইলে মূর্ত্তি হইত না। সেইরূপ মূর্ত্তির আকারও একটা কারণ, কেন-না সেই আকার না থাকিলে প্রস্তরখণ্ড মূর্ত্তি বলিয়াই গণ্য হইত না। মূর্ত্তির নির্ম্মাতা ভাস্কর যে এক কারণ, তাহাতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু শেষ কারণ? মূর্ত্তিনির্ম্মাণের পরিসমাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভাস্করের সমস্ত কৌশল প্রস্তরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই 'সমাপ্তি'ও একটি কারণ। সমাপ্তি-কারণ—শেষ কারণ—ভিন্ন অন্যান্য কারণ কালে মূর্ত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু শেষ কারণ চিন্তায় পূর্ব্ববর্ত্তী, কেন-না ভাস্করের মনে সমাপ্তির (সমাপ্ত মূর্ত্তির) চিন্তা মূর্ত্তিনির্ম্মাণের পূর্ব্বেই ছিল।

রূপবিযুক্ত উপাদান অর্থহীন। উপাদানের সঙ্গে রূপ সংযুক্ত হইলেই, তাহা অর্থবৎ হয়। রূপকেই উপাদানের অর্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্য কি, তাহা তাহার রূপদ্বারাই বুঝা যায়। রূপই দ্রব্যের সার। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, রূপগত, নিমিত্ত ও শেষকারণের মধ্যে প্রভেদ নাই। নির্ম্মাতার মনে নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দ্রব্যের যে আকৃতি ছিল, তাহাই নির্ম্মাণের পরে তাহার রূপ হইয়াছে। তাহাদ্বারাই নির্ম্মাতার শক্তি তাহার বাস্তবতা-সম্পাদনে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই বাস্তবতা-সম্পাদন-কার্য্যের সমাপ্তির অভিমুখেই নির্ম্মাতার শক্তি চালিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি গৃহের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। গৃহের উপাদান ইট ও কাষ্ঠ তাহার উপাদান-কারণ। স্থপতির মনে গৃহের যে নক্সা ছিল—যে

---

১ Eternal Energy, Activity in completed actuality. ২ Material cause.
৩ Formal cause. ৪ Efficient cause. ৫ Final cause.

নক্সামত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে,—তাহা রূপগত কারণ; স্থপতি নিমিত্ত-কারণ, কেন-না তাহার শক্তি গৃহনির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাপ্ত গৃহ—যাহার উদ্দেশ্যে স্থপতির শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে,—শেষ কারণ।

প্রকৃতিতেও এই চারি কারণ বর্ত্তমান। মানুষের কথা আলোচনা করা যাউক। মানুষের দেহ যে উপাদানে গঠিত, তাহা উপাদান কারণ; (২) মানবদেহের রূপের যে আদর্শে ভ্রূণ গঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হইয়াছে, তাহা রূপগত কারণ; (৩) যে শক্তি উপাদানসমূহ একত্রিত করিয়া দেহ গঠন করিয়াছে, তাহা নিমিত্ত কারণ; (৪) যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শেষ কারণ।

শক্যতার বাস্তবে পরিণতি হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কালে শক্য বাস্তবের পূর্ববর্ত্তী, কিন্তু বাস্তবে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বাস্তবকে লক্ষ্য করিয়াই শক্যের গতি চালিত হয়। সুতরাং যুক্তির দিক্ হইতে[১] বাস্তব শক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী; শেষ কারণ নিমিত্ত কারণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বিশেষ ও সার্ব্বিক

প্লেটোর মতন আরিষ্টটলের মতেও যাহা অ-বশ্য এবং অপরিণামী, তাহাই কেবল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্তই আপতিক[২] এবং পরিণামী। তাহার অস্তিত্ব অ-বশ্য নহে, থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অথচ চিন্তার বিষয়, যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই অপরিণামী। পরিণাম শব্দদ্বারা পরিণামী বস্তুর অস্তিত্ব —যাহার পরিণাম, তাহার অস্তিত্ব—সূচিত হয়। ভবন শব্দদ্বারা 'ভবন্ত' বস্তুর অস্তিত্ব —যাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার অস্তিত্ব—সূচিত হয়। কিন্তু এই পরিণামী অথবা ভবন্ত বস্তু কি? যাহা পরিণমিত হয়, যাহার উপর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাই এই বস্তু। কিন্তু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় কিরূপে? কতকগুলি গুণ এই বস্তুতে সংক্রমিত হওয়ার ফলেই পরিবর্ত্তন হয়, এবং এই সকল গুণের সংক্রমণই পরিবর্ত্তন। এই সকল সংক্রমিত গুণকেই আরিষ্টটল্ form বা রূপ বলিয়াছেন; এবং যাহাতে গুণ সংক্রমিত হয়, তাহাকে বলিয়াছেন matter বা উপাদান। গুণসংক্রমণ শেষ হইবামাত্রই, অর্থাৎ উপাদানের রূপগ্রহণ সম্পূর্ণ হইলেই, ভবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুতরাং বস্তুর রূপই তাহার প্রকৃত সত্তা, তাহাই সৎ; উপাদান শক্যতা-মাত্র, সম্ভাবনা-মাত্র। সমস্ত রূপ বিচ্যুত উপাদানই প্রথম উপাদান; তাহা সীমাহীন এবং সমস্ত বিশেষের ভিত্তিভূমি। এই প্রথম উপাদানের অস্তিত্ব কখনও ছিল না, থাকা সম্ভবপরও ছিল না। কেন-না রূপহীন উপাদানের ধারণা করাই অসম্ভব। কিন্তু রূপ সনাতন। যাবতীয় রূপ—ভিন্ন ভিন্ন রূপ—যে এক সার্ব্বিক রূপের বিশিষ্ট অবস্থা, তাহা নহে। প্রত্যেক রূপই সার্ব্বিক রূপের মতই সনাতন এবং অপরিণামী।* কিন্তু প্লেটোর সামান্যদিগের মতন দ্রব্যের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে আছে কেবল তাহার রূপ। সেই রূপ সেই বস্তুতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তথায় ছিল সেই রূপগ্রহণের শক্যতামাত্র। রূপগ্রহণে সেই শক্যতা বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং রূপগ্রহণের পরে, তাহার মধ্যে রূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

---

[১] Logically. [২] Accidental.

* Zellers' *Outlines of Greek Philosophy*, pp. 174-75.

এই রূপই বস্তুর সার অথবা তাহার স্বরূপ। এই রূপই তাহার উদ্দেশ্য (বর্ত্তমানে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে)। যে শক্তিদ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, অথবা শক্যতারূপ উপাদান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও এই রূপ। প্রত্যেক বস্তুর নিমিত্ত কারণ, তাহার শেষ কারণ ও তাহার বিশিষ্টরূপের কারণ যদি একই হয় (রূপ), তাহা হইলে রূপ ও উপাদান কারণ অবশিষ্ট থাকে। উপাদানই আরিষ্টটলের matter।* কিন্তু এই matter তো শক্যতা মাত্র। এই শক্যতাকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। শক্যতারূপ matter-এর মধ্যে গতি আছে, আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন। কিন্তু এই গতি আসে কোথা হইতে? গতির উদ্ভব হয় আদি-প্রবর্ত্তক[১] হইতে। যাহা শক্য, তাহার বাস্তবতা-প্রাপ্তি এই গতির ফল। সুতরাং রূপ হইতে স্বতন্ত্র নিরাধার এক শক্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই শক্যতা যদি রূপের বলা হইত, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ পরিহার করা সম্ভবপর হইত। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কতকগুলি সাবিকের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। সাবিকগুলি যদি বস্তু হইতে অপসারিত হয়, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং বলা যায় যে, কতকগুলি সাবিকের সমবায়ই বিশেষ, এবং এইভাবে সমবেত হইবার শক্যতা সাবিকদিগের একটা ধর্ম্ম। প্লেটো দ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ নিরসন করিতে সক্ষম হন নাই। Matter-এর কল্পনা করিয়া আরিষ্টটল্ এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু আরিষ্টটলের উপাদানের মধ্যে শক্যতার অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, উপাদান হইতে নিয়তির[২] উদ্ভব হয়। নিয়তিদ্বারা প্রকৃতি এবং মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়। প্রকৃতির মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে, তাহার কারণ এই নিয়তি। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে যে পার্থক্য, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার কারণও এই নিয়তি। উপাদান রূপের বাস্তবতাপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে বলিয়া প্রকৃতি একেবারে উচ্চতর রূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না—ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে উচ্চতর রূপ ধারণ করে। এইজন্যই প্রকৃতির অন্তর্গত নিম্নতম শ্রেণীসকল বিভিন্ন বিশেষত্বপ্রাপ্ত বস্তুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু উপাদান তো নিষ্ক্রিয়। এই বাধাদানের শক্তি উপাদান পায় কোথা হইতে? আর অন্যত্র হইতেই যদি এই শক্তি আগত হয়, তাহা হইলে উপাদানকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিবার কোন কারণ থাকে না। আরিষ্টটল্ কখনও রূপকে কখনও উপাদানকে দ্রব্য বলিয়াছেন। কখনও বলিয়াছেন, সাবিকদিগের মধ্যে কোনও দ্রব্যত্ব নাই, কেন-না, বস্তুর যাহা স্বরূপ, যাহা তাহার সার, তাহা তাহার বাহিরে থাকিতে পারে না। যাহা অন্য কিছুর গুণ বা ধর্ম্ম নহে এবং যাহা অন্য কিছুতে আরোপিত হইতে পারে না, আরিষ্টটলের মতে তাহাই দ্রব্য। সুতরাং যাহা বিশেষভাব-প্রাপ্ত, কেবল তাহাকেই দ্রব্য বলা যায়। সাবিকদিগকে দ্রব্যে আরোপ করা যায়, তাহাদিগের দ্বারা দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে দ্রব্য বলা যায় না। এইজন্য

---

* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, pp. 174-175.

[১] Prime mover. [২] Necessity.

রূপকেও দ্রব্য বলা যায় না। সুতরাং উপাদান অপেক্ষা রূপের সত্তা নিম্নস্তরের হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্যত্র আরিষ্টটল্ সার্ব্বিককেই কেবল জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাহাকে বিশেষের ঊর্দ্ধ্বে স্থাপিত করিয়াছেন। এই অসঙ্গতি তাঁহার দর্শনের সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়*। Matter-কে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি অবস্তুকে, শূন্যগর্ভ প্রত্যয়কে, বস্তুত্ব দান করিয়াছেন[১]।

আদি-প্রবর্ত্তক[২]

জাগতিক প্রত্যেক বস্তু যে পরিবর্ত্তনের অধীন, রূপ ও উপাদানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার কারণ। উপাদানের একটির পরে আর একটি রূপগ্রহণই পরিবর্ত্তন। উপাদানের রূপগ্রহণের শক্যতা এবং রূপের উপাদানের সহিত সংযুক্ত হইবার শক্যতা, ইহাই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ; ইহারই ফল পরিবর্ত্তন। যাহা শক্য, যাহা সম্ভাব্য, তাহার বাস্তবতাপ্রাপ্তিই গতি, তাহাই পরিবর্ত্তন। কিন্তু বাস্তবতাপ্রাপ্তির প্রেরণা[৩] আসে কোথা হইতে? গতির ফলে চলন্ত বস্তু যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেই কেবল গতির প্রেরণা আসা সম্ভবপর। প্রত্যেক গতির মধ্যে দুইটি অংশ আছে—চালিত এবং চালক। স্বয়ংচালিত বস্তুর মধ্যেও এই দুই অংশ স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান। মানুষের মধ্যে আত্মা এবং দেহ, এই দুই অংশ। আত্মা চালক, দেহ চালিত। চালক অংশ বস্তুত্বপ্রাপ্ত, তাহাই রূপ। চালিত অংশ শক্যতা অথবা উপাদান। প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশকে বাস্তবতার দিকে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট রূপের দিকে চালিত করে। উপাদানের মধ্যে মঙ্গল এবং ঈশ্বরের রূপ পাইবার জন্য একটা ইচ্ছা আছে। প্রত্যেক শক্যতার মধ্যেই শক্যতার বাস্তবতা-সম্পাদনের ইচ্ছা বর্ত্তমান। যখন রূপ ও উপাদানের সংস্পর্শ ঘটে, তখন গতির উদ্ভব অপরিহার্য্য। রূপ ও উপাদান, এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ (যাহার উপর গতি নির্ভরশীল) সকলই সনাতন। রূপ ও উপাদানের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহা গতি হইতেই উদ্ভূত। এই সম্পর্কের বিচ্ছেদও গতি ভিন্ন সংঘটিত হইতে পারে না। আবার গতিহীন কাল ও জগতের চিন্তা করাও সম্ভবপর নহে। এইজন্য গতির আদিও নাই, অন্তও নাই। কিন্তু এই আদি ও অন্তহীন সনাতন গতির ভিত্তি কি? অন্য বস্তু-কর্ত্তৃক অ-বিচলিত কোনও বস্তুই কেবল এই সনাতন গতির কারণ হইতে পারে। সমস্ত গতিরই উৎপত্তি হয় চালিত বস্তুর উপর কোনও চালক বস্তুর ক্রিয়া হইতে। এই চালক বস্তু গতি প্রাপ্ত হয়, অন্য এক চালক বস্তু হইতে। এইরূপ পশ্চাৎদিকে যাইতে যাইতে এমন এক বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা গতির কারণ হইয়াও নিজে কাহারও দ্বারা চালিত নহে। এই আদি-প্রবর্ত্তক কারণ যদি অনন্যচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অভৌতিক[৪] রূপ—উপাদানহীন রূপ অথবা বিশুদ্ধ বাস্তবতা[৫] বলিতে হইবে। কেন-না, উপাদান

---

* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, p. 176.

[১] Hypostatised. [২] Prime mover. [৩] Impulse.

[৪] Immaterial. [৫] Pure actuality.

থাকিলেই পরিবর্ত্তনের শক্যতা তাহার মধ্যে থাকিবে। অশরীরী বস্তুই কেবল পরিবর্ত্তন-হীন এবং অবিচলিত হইতে পারে। উপাদান সত্তার অপূর্ণ অবস্থা ; রূপ পরিপূর্ণ সত্তা। সুতরাং আদি-প্রবর্ত্তক সত্তার পূর্ণতম রূপ—রূপের পূর্ণতম রূপ। আদি প্রবর্ত্তক এক ও অদ্বিতীয় ; কেন-না, সমগ্র জগৎ এক, ইহার বিভিন্ন অংশ এমনভাবে বিন্যস্ত যে, তাহারা পরস্পর সুসম্বদ্ধ হইয়া একে পরিণত হইয়াছে ; ইহার একই উদ্দেশ্য। জগতের যাহা উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যের অভিমুখে জগৎ অগ্রসর হইতেছে, তাহাই আদি-প্রবর্ত্তক ; তাহা হইতেই জগৎ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাহার বাস্তবতা-সাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। যাহার দেহ নাই, তাহা চিন্তা অথবা আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং যাবতীয় গতির আদি-কারণ বিশুদ্ধ পূর্ণতম সর্ব্বশক্তিমান আত্মা বা ঈশ্বর।*

ব্রহ্মবিজ্ঞান

আরিষ্টটল্‌কে উদ্দেশ্যবাদী[১] বলা হয়। প্রত্যেক দ্রব্যেরই উদ্দেশ্য আছে, এবং সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে তাহার গতি, ইহা আরিষ্টটলের মত, এবং এই অর্থে তিনি উদ্দেশ্যবাদী। কিন্তু কোনও স্রষ্টিকর্ত্তা স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জগতের দ্রব্যসকলকে স্বকীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী বিন্যাসে সন্নিবেশিত করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে পরিচালিত করিতেছেন, ইহা আরিষ্টটল্ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর স্রষ্টি-কর্ত্তা নহেন। তিনি বিশুদ্ধ চিৎ। তিনি কেবল আপনাকে আপনি জানেন (আত্মানং আত্মনা বেত্তি, আত্মানং আত্মনা পশ্যতি)। তিনি আনন্দস্বরূপ, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার অনবাপ্ত কিছুই নাই। প্রত্যক্ষ জগৎ অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাহার প্রাণ আছে, কামনা আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, অসম্পূর্ণ চিন্তাশক্তিও আছে। যাবতীয় প্রাণবান্ পদার্থই ন্যূনাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় অবগত আছে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা তাহারা কার্য্যে প্রণোদিত হয়। সুতরাং জগতের সমস্ত কার্য্যের অন্তিম কারণ ঈশ্বর। কেবল মাত্র ঈশ্বরই অবিমিশ্র রূপ —উপাদানবর্জিত রূপ। জগৎ অবিরাম অধিকতর রূপপ্রাপ্তির জন্য, এবং সেই উপায়ে ঈশ্বরের অধিকতর সারূপ্যলাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এই গতির শেষ নাই, কেন-না, উপাদানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা অসাধ্য।

ঈশ্বর স্বয়ংপূর্ণ ও অনবদ্য। কিন্তু তাঁহার প্রতি সান্ত জীবের যে ভক্তি আছে, তাহা-দ্বারাই জগৎ উন্নতির পথে চালিত হয়। এই অভিব্যক্তির ধারণায় আরিষ্টটলের জীবতাত্ত্বিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আরিষ্টটল্ তিন জাতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন (১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নশ্বর, (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু অবিনশ্বর, (৩) অতীন্দ্রিয় ও অনশ্বর। উদ্ভিদ ও জন্তুসকল

---

* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, pp. 176-77.

১ Teleologist.

প্রথমজাতীর। জ্যোতিষ্কসকল দ্বিতীয় শ্রেণীর। মানুষের প্রজ্ঞাবান্ আত্মাও ঈশ্বর তৃতীয় শ্রেণীর।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আরিষ্টটল্ 'প্রথম কারণ' যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। গতির উৎপত্তির জন্য এমন এক বস্তুর প্রয়োজন, যাহা স্বয়ং গতিহীন থাকিয়া গতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ, এবং যাহা সনাতন, এবং বাস্তবতা ও দ্রব্যত্বসমন্বিত। স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া গতিসৃষ্টি যে সম্ভবপর, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আরিষ্টটল্ কামনা ও চিন্তার উদাহরণ দিয়াছেন। কামনার বিষয়দ্বারা আমরা কামনা-পরিতৃপ্তির পথে চালিত হই। কিন্তু কামনার বিষয় অবিচলিত থাকে। চিন্তার বিষয়ও আমাদিগকে কার্যে প্রণোদিত করিয়া নিজে স্থির থাকে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নরলোক হইতে যে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাদ্বারা স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বর গতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু তৎ-সৃষ্ট গতিদ্বারা অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট হইয়া গতির উৎপত্তি করে (বিলিয়ার্ড বলের মত)। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চিন্তা, চিন্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছুই নাই। "চিন্তার বাস্তবতাই জীবন ; ঈশ্বর চিন্তার বাস্তবতা, সুতরাং তাঁহার জীবনও আছে। সে জীবন সনাতন ও পরম শ্রেয়ঃ। সুতরাং বলা যায়, ঈশ্বর সনাতন, পরম শ্রেয়োরূপ জীবন্ত সত্তা। জীবন এবং অনবচ্ছিন্ন সনাতন সত্তা তাঁহার আছে, কেন-না, তাহাই, ঈশ্বর।"

ঈশ্বরের অংশ নাই, তিনি নিষ্কল, আয়তনহীন। তিনি নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। তিনি নিজের চিন্তা করেন, অন্য কিছুর চিন্তা করেন না। কেন-না, তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছুই নাই। তাঁহার চিন্তা 'চিন্তার চিন্তা'। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আমাদের পৃথিবীর কথা ঈশ্বর অবগত নহেন। আরিষ্টটলের মতে মানুষ ঈশ্বরকে ভক্তি না করিয়া পারে না, কিন্তু ঈশ্বর যে মানুষকে ভাল বাসিবেন, তাহা অসম্ভব।

আরিষ্টটল্ ঈশ্বরকে বলিয়াছেন 'চিন্তার চিন্তা'[১]। ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আরিষ্টটলের দর্শনে সত্তার যে শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে, তাহার সকলের উপরে আছে সম্পূর্ণ উপাদানবর্জিত রূপ। এই উপাদানের সংস্পর্শহীন রূপকেই আরিষ্টটল্ ঈশ্বর বলিয়াছেন, কেন-না, সমস্ত সত্তার মূলই রূপ। এই বিশুদ্ধ রূপের মধ্যে কোনও উপাদান নাই, কেবল রূপ আছে। সুতরাং এই রূপ উপাদানের রূপ নয়, ইহা রূপের রূপ। 'রূপের রূপ' পরিবর্তিত হইয়া 'চিন্তার চিন্তা' হইয়াছে, কেন-না, আরিষ্টটল্ রূপকে চিন্তা বলিয়াই মনে করিতেন। ঈশ্বর উপাদানের চিন্তা করেন না, তিনি কেবল চিন্তারই চিন্তা করেন। তিনি স্বয়ং চিন্তাস্বরূপ ; তাঁহার চিন্তার বিষয়ও চিন্তামাত্রই। তিনি কেবল আপনাকেই চিন্তা করেন। ঈশ্বর স্ব-সংবেদ্য[২]।

De Amina গ্রন্থে আরিষ্টটল্ আত্মার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে, অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত কোনও পদার্থও নহে। ইহা দেহের সঙ্গতি[৩]। ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা বিশ্লেষণদ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা জড় পদার্থ নহে। শরীরের রূপই আত্মা। উপাদানের সঙ্গে রূপের

[১] Thought of thought. [২] Self-conscious.
[৩] Harmony of the body.

যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মারও সেই সম্বন্ধ। দেহ ও আত্মা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—একই দ্রব্যের দুই রূপ। জীবিত দেহের যে শক্তি মৃত দেহে অবর্ত্তমান, তাহাই আত্মা। আত্মা দেহের শেষ কারণ, যাহার জন্য দেহের অস্তিত্ব।

আরিষ্টটল্ জীবাত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। *On the Soul* গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। পাইথাগোরাসের জন্মান্তরবাদের প্রতি তিনি শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মতে দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়। তিনি বলিয়াছেন, "আত্মাকে দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করা যায় না।" আবার তাহার পরেই বলিয়াছেন, "অন্ততঃ আত্মার কোন কোনও অংশকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না।" কিন্তু এই গ্রন্থেই তিনি আত্মা ও মনের[১] মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। মনঃ আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর; এবং আত্মার মত দেহে সংসক্ত নহে। আত্মা ও দেহের সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন "মনের কথা স্বতন্ত্র। মনঃ আত্মার মধ্যে নিহিত, কিন্তু আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদার্থ বলিয়া মনে হয়। এবং ইহার ধ্বংসও অসম্ভব বোধ হয়।" "মনঃ অথবা চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রমাণ নাই। ইহা অত্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় একপ্রকার আত্মা বলিয়া বোধ হয়। সনাতনের সঙ্গে নশ্বরের যে প্রভেদ, ইহার সঙ্গে আত্মার অন্যান্য অংশের সেই ভেদ। আত্মার অন্যান্য শক্তি হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার শক্তি কেবল মনেরই আছে। আত্মার অন্যান্য অংশ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না।" "আমাদের যে অংশ গণিত ও দর্শন বুঝিতে পারে, তাহাই মনঃ। ইহার বিষয় যাহা, তাহা কালাতীত, সুতরাং ইহাকেও কালাতীত মনে করা হয়। শরীরকে যাহা চালিত করে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যাহা গ্রহণ করে, তাহাই আত্মা। ইহার ধর্ম্ম স্বকীয় পুষ্টি, অনুভূতি, বেদনা[২] এবং উদ্দেশ্যের অনুসরণ, কিন্তু মনের কর্ম্ম চিন্তা করা, তাহার সহিত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং মনঃ অমর হইতে সক্ষম, কিন্তু আত্মার অন্যান্য অংশ নহে।"

মনোবিজ্ঞান

আত্মার কোনও অংশ নাই, কিন্তু বিবিধ শক্তি আছে। (১) পুষ্টিসাধন-শক্তি, (২) অনুভূতিশক্তি, (৩) তৃষ্ণা, (৪) গতিশক্তি ও (৫) প্রজ্ঞাশক্তি। যে শক্তির বলে আত্মা খাদ্যগ্রহণদ্বারা স্বকীয় পুষ্টিসাধন করে ও বংশরক্ষা করে, তাহা পুষ্টিসাধন-শক্তি। যে শক্তিদ্বারা বাহ্য দ্রব্যের রূপের জ্ঞান হয়—মোমের উপর সিলের ছাপের মত বাহ্যদ্রব্যের প্রতিকৃতি ইন্দ্রিয়ের উপর অঙ্কিত হয়—তাহা অনুভূতিশক্তি[৩]। এমপিডক্লিজ্ বলিয়াছিলেন, সদৃশ দ্রব্য-কর্ত্তৃক সদৃশ দ্রব্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আরিষ্টটলের মতে সদৃশ-কর্ত্তৃক সদৃশের, অথবা বিসদৃশ-কর্ত্তৃক বিসদৃশের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। বিসদৃশকে সদৃশে রূপান্তরিত করাই[৪] প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু যে পদার্থ সদৃশে পরিণত হয়, তাহা কি? আরিষ্টটল্ বলেন, তাহা ইন্দ্রিয়। রক্তবর্ণ গোলাপ দৃষ্টির সম্মুখে ধরিলে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়—তদাকারিত হয়।

---

১ Mind. ২ Feeling. ৩ Sensibility. ৪ Assimilation.

কিন্তু আরিষ্টটল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। আত্মাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তির সময় কি ঘটনা ঘটে, তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ যে আত্মার কার্য্য তাহা বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে কল্পনার জন্ম। প্রত্যক্ষের বিষয় অন্তর্হিত হইবার পরেও আত্মাতে প্রত্যক্ষের স্থিতিই কল্পনা। কল্পনাশক্তি না থাকিলে মানসিক প্রতিকৃতির উৎপত্তি হইত না, এবং সেইজন্য স্মৃতিরও সম্ভব হইত না। কোনও দ্রব্যের স্মৃতি এবং তাহার প্রতিকৃতি এক নহে। প্রতিকৃতি[1] দ্রব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আরিষ্টটল্ স্মৃতি[2] এবং স্মরণের[3] মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়াছেন। স্মৃতি অবচেতনায় অবস্থিত হইতে পারে; কোনও বিষয়কে সংবিদের[4] দ্বার অতিক্রম করিয়া উপরে আনয়নই স্মরণ। চিন্তার জন্য যদিও দ্রব্যের প্রতিকৃতি আবশ্যক, তথাপি চিন্তা ও প্রতিকৃতি অভিন্ন নহে। স্মৃতি ও কল্পনাকে আরিষ্টটল্ অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়াছেন।

ইহার পরে বুদ্ধির[5] কথা। বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান যে শক্তিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধি। অনুভূতিশক্তির সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার বিষয় সাত্ত্বিক এবং বস্তু হইতে পৃথক্কৃত গুণ[6]। অনুভূতির বিষয় 'বিশেষ'[7]। বুদ্ধিদ্বারা সামান্য গৃহীত হয় বলিয়া বুদ্ধিকে সামান্যদিগের অধিষ্ঠান[8] বলা হইয়াছে। সহজাত[9] প্রত্যয়ের অস্তিত্ব আরিষ্টটল্ স্বীকার করিতেন না। সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে প্রবেশ করে ;* বুদ্ধিদ্বারা সম্প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় না। পরবর্তী কালে বৃটিশ দার্শনিক লক মনের সহিত পরিষ্কার শ্লেটের[10] তুলনা করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের মত সেরূপ ছিল না। তিনি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়[11] বুদ্ধির কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, উপাদানের সংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ বুদ্ধিই সক্রিয় বুদ্ধি। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ইহার উদাহরণ। মানুষের প্রজ্ঞা, যাহা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অধীন, তাহা নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির উদাহরণ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক। উপাদান কিরূপে ক্রমে ক্রমে নিম্নতর রূপ হইতে উচ্চতর রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এই সকল গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। আরিষ্টটল্ প্রকৃতিকে প্রাণবান্ সত্তা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং কিরূপে প্রকৃতি ক্রমশঃ উচ্চতর রূপ উদ্ভাবন করিয়া জীবাত্মার আবির্ভাব সম্ভবপর করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তুলনামূলক প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিনিই উদ্ভাবক।

---

১ Image. ২ Memory. ৩ Recollection. ৪ Consciousness.
৫ Intellect. ৬ Abstract. ৭ Particular. ৮ Locus of idea.
৯ Innate. ১০ Tabula rasa. ১১ Active and passive intellect.

* শ্বোয়েগ্লার বলেন, একথা আরিষ্টটল বলেন নাই (*History of Western Philosophy. p.* 114).

আরিষ্টটলের মতে প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্য কিন্তু 'রূপ' ভিন্ন অন্য কিছু নহে। উদ্দেশ্য ও রূপ অভিন্ন। অনপেক্ষ রূপ—যাহা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাহার জন্য উপাদানের প্রয়োজন হয় না, তাহা—আত্মা[১]। সাম্বিক প্রকৃতির উদ্দেশ্য—তাহার লক্ষ্য—মানুষ। আরিষ্টটল্ পুরুষ মানুষকেই প্রকৃতির লক্ষ্য বলিয়াছেন। মানুষ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হইয়াছে এবং হইতেছে, বলিয়াছেন। পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ ব্যতিরিক্ত আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই মানুষসৃষ্টি, কিন্তু সর্ব্বত্র এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। তাই প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নারী ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত যাবতীয় বস্তুই ত্রুটিপূর্ণ। আরিষ্টটল্ তাহা-দিগকে অকালপ্রসূত ভ্রূণ[২] বলিয়াছেন। পিতার পর্য্যাপ্ত বলের অভাবই কন্যাসন্তান-উৎপত্তির কারণ। নরের সহিত তুলনায় আরিষ্টটল্ নারীকে হীন বলিয়া মনে করিতেন। ইতর জন্তুগণ অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃতির কার্য্য যে পূর্ণজ্ঞানমূলক নহে, এই সমস্ত অপূর্ণ তাই তাহার প্রমাণ। প্রকৃতির কার্য্য আর্টিষ্টের ক্রিয়ার মত জ্ঞানহীন এবং সাংসিদ্ধিক প্রবৃত্তি[৩] হইতে উৎপন্ন।

যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তু গতি, দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল। গতি, কাল ও দেশ না থাকিলে, কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিত না। গতি, দেশ ও কাল শক্যতা ও বাস্তবতার প্রকারভেদ। যাহা শক্যভাবে বর্ত্তমান, তাহার সক্রিয়তাই গতি। ইহা শক্য সত্তা এবং বাস্তব সত্তার মধ্যবর্ত্তী। গতির সম্ভাবনা দেশ। তাহার বাস্তবতা নাই, শক্যতা আছে। তাহা অসংখ্য অংশে বিভাজ্য (বিভক্ত হইবার শক্যতা আছে, বস্তুতঃ বিভক্ত নহে)। গতির পরিমাপ[৪] কাল। কালও গতির মত অসীম অংশে বিভাজ্য এবং সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ্য। গতির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অবস্থার সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশই কাল। গতি, দেশ ও কাল সকলই অসীম। কিন্তু এই অসীম বাস্তবতাপ্রাপ্ত সমগ্রতা নহে, শক্য সমগ্রতা। অসীম তাহার সমগ্ররূপে কখনও বাস্তবতা প্রাপ্ত হয় না। অসীমকে যে সর্ব্বাধার বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহা ভুল। অসীম আধার নহে, আধেয়।

যাবতীয় গতির মধ্যে চক্রাকার গতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন-না, চক্রাকার গতি বাধাহীন, একবিধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই গতির উপর সমগ্র জগৎ নির্ভরশীল। জগৎ গোলাকার এবং স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। জগৎ কয়েকটি মণ্ডলে[৫] বিভক্ত। এই সকল মণ্ডলের মধ্যে যে মণ্ডলের গতি চক্রাকার, তাহা অন্যান্য মণ্ডল হইতে উৎকৃষ্টতর। তাহা জগতের প্রান্তভাগে অবস্থিত। যে মণ্ডল জগতের কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, তাহা নিকৃষ্ট। প্রথম মণ্ডল স্বর্গ, শেষের মণ্ডল পৃথিবী। উভয় মণ্ডলের মধ্যে গ্রহদিগের মণ্ডল অবস্থিত। স্বর্গের উপাদান অবিনশ্বর, তাহা আদি প্রবর্ত্তকের নিকটতম, এবং তাঁহার অব্যবহিত প্রভাবের অধীন। ইহা ইথার-নির্ম্মিত। প্রাচীনগণ এখানেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নক্ষত্রগণ স্বর্গের অংশ ও তাহারা অপরিণামী সনাতন সত্তা। তাহাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে

---

[১] Spirit. [২] Abortion. [৩] Instinct. [৪] Measure. [৫] Sphere.

বোধগম্য না হইলেও, তাহারা মানুষ অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন। স্বর্গের নিম্নে গ্রহদিগের মণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্র ও অন্য পাঁচটি গ্রহ অবস্থিত। নক্ষত্রগণ দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তনশীল, কিন্তু গ্রহগণ তাহার বিপরীত দিকে বক্রপথে আবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক গ্রহের একজন চালক দেবতা আছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহগণ গতি প্রাপ্ত হয়। এই চালক দেবতাগণ সনাতন আত্মা। জগতের মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিত—আদি প্রবর্ত্তক হইতে দূরতম প্রদেশে অবস্থিত। সুতরাং ঐশ্বরিক গুণও ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। সূর্য্য ও গ্রহগণের প্রভাবাধীন পৃথিবীতে অনবরত জন্ম ও মৃত্যু, উৎপত্তি ও লয় সংঘটিত হইতেছে। এই জন্মমরণের আবর্ত্তনপ্রবাহেও স্বর্গের সনাতনত্বের ছায়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে ত্রিবিধ সত্তা বর্ত্তমান: প্রথমতঃ, এক অভৌতিক সত্তা—যাহা স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া গতিসঞ্চার করেন। ইহাই অক্ষর আত্মা বা ঈশ্বর। দ্বিতীয়তঃ, এক সত্তা, যাহা অন্য-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্বদা চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে, তাহাও অবিনশ্বর; কিন্তু উপাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাই স্বর্গ। সর্ব্বশেষে পৃথিবীর নশ্বর বস্তুনিচয়। তাহারা কেবল অন্যত্র হইতে গতি প্রাপ্ত হয়।

ভৌতিক পদার্থনিচয়ের ক্রিয়াক্ষেত্র প্রকৃতি। প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভৌতিক বস্তু উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে, উদ্ভিদ্ জন্তুতে রূপান্তরিত হইতেছে। ভৌতিক বস্তুর মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন অচেতন দ্রব্য সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণজাত অচেতন দ্রব্যরাজির মধ্যগত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহাদের বাস্তবতা। তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রৈতি[১] প্রকাশিত হয় বিশ্বের মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত স্থানের অভিমুখী গতিতে। সেই স্থান অধিগত হইলে তাহাদের আর ক্রিয়া থাকে না; সেই অবস্থায় তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকে। চেতন বস্তু যে গতির ফলে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহাদের অভ্যন্তরে সংঘাত-তত্ত্ব[২]রূপে বর্ত্তমান থাকে, এবং সংহনন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পরেও তাহা দেহের সংরক্ষণের ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে। ইহাই তাহাদের আত্মা। উদ্ভিদের মধ্যে আত্মা দেহরক্ষণ ও দেহের পুষ্টির শক্তিরূপে বর্ত্তমান। আপনার দেহের পুষ্টিসাধন এবং বংশবিস্তার ভিন্ন উদ্ভিদের অন্য কোনও কাজ নাই। জন্তুদিগের আত্মা সংবেদনশীল। জন্তুদিগের ইন্দ্রিয় আছে। তাহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ। মানুষের আত্মা ত্রিবিধ ধর্ম্মান্বিত। তাহা বাহির হইতে খাদ্যগ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে; তাহার সংবেদন এবং জ্ঞানলাভের সামর্থ্য আছে। উদ্ভিদের দৈহিক পুষ্টিসাধন-সামর্থ্য, জন্তুর সংবেদন এবং উচ্চ শ্রেণীর জন্তুর যাতায়াত-সামর্থ্য। মানুষের এই তিনটিই আছে। এই তিন ধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেকটি তাহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মের কালিক প্রতিবন্ধ,[৩] অর্থাৎ প্রত্যেকটি কালে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীটির উপর নির্ভরশীল। এই তিন জৈব ধর্ম্মের একত্বই আত্মা; ইহার ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক। দেহের উদ্দেশ্যমূলক একত্বই আত্মা। রূপের সঙ্গে উপাদানের যে সম্বন্ধ, আত্মার সঙ্গে দেহের সেই সম্বন্ধ। আত্মা দেহের জীবন-বিধায়ক তত্ত্ব। এই জন্য দেহ-ব্যাবৃত্ত আত্মার চিন্তা করা যায় না; দেহবিযুক্ত অস্তিত্ব আত্মার নাই; দেহের সঙ্গেই ইহার অস্তিত্বের অবসান হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত তিন ধর্ম্মের অতিরিক্ত মানুষের আর একটি ধর্ম্ম

[১] Energy. [২] Organising principle. [৩] Condition.

আছে, তাহা চিন্তা অথবা প্রজ্ঞা। তাহাই মানুষের বিশেষত্ব। ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন। ইহা নিম্নতর ধর্ম্মসকল হইতে উদ্ভূত নহে; কেবল তাহাদের উন্নততর অবস্থামাত্রও নহে। দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, যন্ত্রের সহিত তাহার উদ্দেশ্যের যে সম্বন্ধ, বাস্তবতার সহিত শক্যতার যে সম্বন্ধ, রূপের সহিত উপাদানের যে সম্বন্ধ, নিম্নতর ধর্ম্মসকলের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ সেরূপ নহে। ইহা বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব; কোনও দৈহিক সাধনের প্রয়োজন ইহার নাই; দৈহিক ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা অত্যন্ত মৌলিক, অতৌতিক এবং স্ব-প্রতিষ্ঠ। ইহাই মানুষের ঐশ্বরিক অংশ। দৈহিক কোনও ক্রিয়ার দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয় না, দেহের বাহির হইতে আসিয়া ইহা দেহে অধিষ্ঠিত হয়, এবং দেহ হইতে ইহা স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে সমর্থ। সংবেদনের সহিত চিন্তার যে সম্বন্ধ নাই, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-দ্বারা উৎপন্ন সংবেদনগণ একটি কেন্দ্রে সমবেত হয়। এই কেন্দ্রকে সাধারণ ইন্দ্রিয় বলা যায়; সেই সাধারণ ইন্দ্রিয়ে এই সকল সংবেদন প্রথমে প্রতিরূপ[১] এবং প্রত্যয়, পরে চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, চিন্তা সংবেদনের ফল, এবং বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় এবং সংবেদন-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আরিষ্টটল্‌ প্রজ্ঞার দুইটি রূপের কথা বলিয়াছেন: একটি সক্রিয়, অন্যটি নিষ্ক্রিয়; এবং নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা ক্রমে ক্রমে চিন্তামূলক জ্ঞানরূপে বিকশিত হয়, বলিয়াছেন। নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও সক্রিয়তা বর্ত্তমান। জ্ঞান চিন্তার বাস্তব রূপ। জ্ঞানরূপে বিকশিত চিন্তাই রূপে পরিণত হয়; আবার রূপই যখন যাবতীয় বস্তুর সার, তখন যাবতীয় বস্তু চিন্তারই পরিণাম। চিন্তা যাহাতে রূপান্তরিত হয়, চিন্তা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহা হয়, তাহা সমস্তই চিন্তারই সৃষ্টি। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞার মধ্যে একটি সক্রিয় তত্ত্ব আছে, বলিতে হইবে; এই সক্রিয় তত্ত্বদ্বারাই ইহার পরিণতি সংঘটিত হয়—প্রজ্ঞা স্বরূপতঃ যাহা, সেইরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সক্রিয় তত্ত্ব—সক্রিয় প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞার বিশুদ্ধ রূপ; ইহার উপর উপাদানের কোন প্রভাব নাই; ইহা উপাদানের অপেক্ষা করে না, ইহা দৈহিক আত্মা হইতে ভিন্ন। সুতরাং দেহের মৃত্যুতে ইহার কিছুই আসে যায় না। সার্ব্বিক্‌ প্রজ্ঞারূপে ইহা সনাতন ও অবিনাশী।

আরিষ্টটলের জীবাত্মা ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মতের সমালোচনায় শ্বোয়েগ্লার বলিয়াছেন, "এই মত দ্বৈতমূলক। আরিষ্টটল্‌ যাহাকে সক্রিয় তত্ত্ব (সক্রিয় বুদ্ধি) বলিয়াছেন, তাহার সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ তাহাই। এই সক্রিয় প্রজ্ঞা ও জীবাত্মার মধ্যে কোনও স্বরূপগত সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বিক জীবনের অংশীভূত হন না, মানবাত্মাও[২] তেমনি তাহার ইন্দ্রিয়জীবনের[৩] অংশীভূত হয় না। কিন্তু যদিও মানবাত্মাকে অভৌতিক এবং বাহ্য প্রভাবের অনধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি জীবাত্মা-রূপে, ইহাকে জড়ের সহিত সম্বন্ধ বলিতে হইবে। যদিও ইহা বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন 'রূপ', তথাপি বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমাত্মা[৪] হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিতে হইবে।" ইহাই 'দ্বৈত'*।

---

[১] Images. [২] Human spirit. [৩] Life of the senses. [৪] Divine Spirit.

* *Vide* Schwegler's *History of Philosophy*. p. 115.

চরিত্রনীতি

আরিষ্টটলের চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই-খানি তাঁহার শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। *Nicomachean Ethics* তাঁহার নিজের লিখিত।

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত মুখ্যতঃ তৎকালীন শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই মত। তাহার মধ্যে গুহ্য কিছু নাই। প্লেটোর *Republic* গ্রন্থে সম্পত্তি ও পারিবারিক সম্বন্ধবিষয়ে যে সকল বৈপ্লবিক মত বিবৃত হইয়াছে, সে রকম কোন মত ইহাতে নাই।

মানুষে প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি লক্ষিত হইলেও, মানুষ প্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত। তাহার বুদ্ধি তাহাকে প্রকৃতির কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের বহির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়াছে। স্ব-সংবেদনের অধিকারী মানুষ আপনার বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? তাহার শ্রেয়ঃ কি? আরিষ্টটল্ বলেন, সুখই উদ্দেশ্য, সুখই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সুখ কি? আরিষ্টটল্ বলেন, "অনুকূল অবস্থায়, ধর্ম্মানুগত ও সচেতন কার্য্যে রত প্রজ্ঞাবান্ জীবনই সুখ।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে (১) সুখ দৈহিক পদার্থ নয়, মানসিক; (২) ধর্ম্মের সাধনা ভিন্ন সুখ অনধিগম্য; (৩) ইহা কেবল শক্যতা নহে: ইহা শক্তি অথবা ক্রিয়া; (৪) সুখের জন্য অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন।

সুখের এই সংজ্ঞা হইতে তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়: (১) সুখের জন্য বাহ্যিক কোন্ কোন্ অবস্থা আবশ্যক? (২) সুখের জন্য কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন? (৩) যে শক্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তাহা কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল্ বাহ্যিক অবস্থার উপর সুখের নির্ভরশীলতার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, পর্য্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান, উচ্চ বংশে জন্ম, এবং বন্ধুলাভ ও শারীরিক সুবিধা সুখের সম্পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল্ মানুষের প্রধান সম্পদ্ বুদ্ধি ও ধর্ম্মের[১] আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধির স্বকরণীয় কার্য্য ব্যতীত, ইহাদ্বারা বলবান্ প্রবৃত্তিসকল দমিত হয়। ইহা হইতে ধর্ম্ম দ্বিবিধ প্রমাণিত হয়। বুদ্ধি-সম্বন্ধী ধর্ম্ম একই, কিন্তু প্রবৃত্তিসম্বন্ধী ধর্ম্ম (চরিত্রনৈতিক) বহুবিধ। প্রবৃত্তি শাসিত ও সৎপথে চালিত হইতে হইতে, ধর্ম্ম অভ্যাসে পরিণত হয়। এইজন্য আরিষ্টটল্ ধর্ম্মকে 'মধ্যপন্থা' বলিয়াছেন, এবং 'প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম্মে মধ্যপন্থা-অবলম্বনের অভ্যাসকে' ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্য যে ক্রিয়াপরতার প্রয়োজন, তাহার আলোচনা আছে। ধর্ম্ম প্রকৃতির দানও নয়, অথবা যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহার জ্ঞানও নয়। ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক নয়, প্রত্যেকের অবস্থা ও অন্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধদ্বারা তাহার ধর্ম্মের নির্ণয় হয়। জীবনের প্রত্যেক সম্বন্ধের সহিত তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। প্রধান প্রধান ধর্ম্মের একটা তালিকা আরিষ্টটল্ দিয়াছেন। মিতাচার, সাহস, উদারতা, মহাপ্রাণতা তাহার মধ্যে আছে। এই সকল ধর্ম্মের প্রত্যেকটিই তাহার ঐকান্তিক অভাব ও অতিতম আতিশয্য, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কাপুরুষতা ও হঠকারিতার মধ্যবর্ত্তী সাহস।

---

[১] Virtue.

অতিরিক্ত লালসা ও নির্লিপ্ততার মধ্যবর্ত্তী মিতাচার। দানশীলতা অমিতব্যয়িতা ও অর্থ-গৃধ্নুতার মধ্যবর্ত্তী। ঔদ্ধত্য ও লজ্জাশীলতার মধ্যবর্ত্তী বিনয়। দাম্ভিকতা ও আপনার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনের মধ্যবর্ত্তী অকপটতা ; চাটুকারিতা ও রোষপ্রবণতার মধ্যবর্ত্তী 'ভাল মেজাজ'। ন্যায়ানুগত রোষ অনুভূতিহীনতা ও অসূয়াপরতার মধ্যবর্ত্তী ; মহাপ্রাণতা নীচতা ও আত্মম্ভরিতার মধ্যবর্ত্তী।

বুদ্ধিসম্বন্ধী ধর্ম্মলাভ হয় শিক্ষা হইতে। নৈতিক ধর্ম্মের অভ্যাস করিতে হয়। ব্যবস্থাপকগণের কর্ত্তব্য এমন ব্যবস্থার প্রণয়ন করা, যাহাদ্বারা সৎ অভ্যাস অর্জন করা সহজ হয়। ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিতে করিতে আমরা ন্যায়বান্ হই। সৎ অভ্যাস অর্জন করিতে বাধ্য হইয়া আমরা সৎ কার্য্যেই আনন্দ লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত উল্লেখযোগ্য :

"মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্ম্মেই[১] মহান্। পার্শ্বে বাহু ঝুলাইতে ঝুলাইতে বিপদ্ হইতে পলায়ন করা অথবা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা তাহার অনুপযুক্ত। কিছুই যিনি মহৎ বলিয়া গণ্য করেন না, কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি হীন কাজ করিবেন ? অন্যান্য ধর্ম্মের সহযোগে ভিন্ন মহাপ্রাণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মহাপ্রাণতার সহযোগে অন্যান্য ধর্ম্ম মহত্তর হয়। এইজন্য মহাপ্রাণতা সমস্ত ধর্ম্মের মুকুট বলিয়া প্রতীত হয়। মহাপ্রাণ হওয়া দুরূহ ব্যাপার, কেন-না, চরিত্রের উৎকর্ষ ও মহত্ত্ব ব্যতীত মহাপ্রাণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। সৎলোক-প্রদত্ত উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রাণ ব্যক্তি অনধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি মনে করেন, তাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাহাই, অথবা তাহা অপেক্ষা কমই তিনি পাইতেছেন, কেন-না, পরিপূর্ণ ধর্ম্মের উপযুক্ত কোনও সম্মানই নাই। তথাপি উচ্চতর কোনও সম্মান তাঁহাকে দিবার নাই বলিয়া, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু সামান্য কারণে যে-কোনও লোকপ্রদত্ত সম্মান তিনি তুচ্ছ মনে করেন, কেন-না, এই রকম সম্মান অথবা অপমান তাঁহার প্রাপ্য নহে, কেন-না, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ক্ষমতা ও সম্পদ্ সম্মানের জন্য প্রার্থনীয় ; যাহার কাছে সম্মানও তুচ্ছ, তাহার কাছে অন্যান্য সবই তুচ্ছ। সেইজন্য মহাপ্রাণ লোকদিগকে লোকে অবজ্ঞাকারী বলিয়া মনে করে। ছোট ছোট বিপদ্ মহাপ্রাণ লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করেন না, কিন্তু তিনি বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করেন না, এবং বিপদে তিনি জীবনের ভয় করেন না। তিনি জানেন, এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন জীবনত্যাগই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে তিনি উদ্যত, কিন্তু গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করেন। কেন-না, পরের উপকার করা উৎকর্ষের লক্ষণ, গ্রহণ করা অপকর্ষের লক্ষণ। প্রাপ্ত উপকার অপেক্ষা অধিকতর উপকার করাই তাঁহার স্বভাব, কেন-না, তাহাদ্বারাই উপকারীর ঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে ঋণে আবদ্ধ করা হয়। নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা না করা, কিন্তু অবিলম্বে অন্যকে সাহায্য করা মহাপ্রাণতার লক্ষণ। উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে আত্মসম্মানপূর্ণ ব্যবহার, ও মধ্য শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অনহঙ্কৃত ব্যবহারও মহাপ্রাণ লোকের লক্ষণ। উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ছোট না হইয়া বড় হওয়া কঠিন, কিন্তু মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে সহজ। সাধারণ লোকের

১ Virtue.

মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া খ্যাত করা অশিষ্ট, কিন্তু উচচ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব্যবহার নয়। ঘৃণা ও ভালবাসা তিনি গোপন করেন না, কেন-না, ভাব গোপন করার অর্থ সত্য অপেক্ষা লোকের মতকে অধিক মর্য্যাদা দেওয়া ; তাহা কাপুরুষের কাজ। তিনি মুক্তবাক্, কেন-না, তিনি সকলই অবজ্ঞা করেন, এবং নীচ লোকের সঙ্গে রসিকতা করিবার সময় ভিন্ন সর্ব্বদাই সত্য বলেন। তিনি প্রশংসা করিতে অভ্যস্ত নহেন, কেন-না, কিছুই তাঁহার নিকট মহৎ নহে। তিনি খোশগল্প করেন না ; তিনি নিজেও প্রশংসা ইচ্ছা করেন না, অন্যের নিন্দাও ভালবাসেন না। লাভজনক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপেক্ষা সুন্দর ও নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যই তিনি পছন্দ করেন। ধীর পদক্ষেপ, গম্ভীর স্বর এবং স্পষ্ট উচচারণ মহাপ্রাণ লোকের উপযুক্ত।"

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয় সামাজিক উচচ মর্য্যাদার অধিকারী না হইলে কাহারও পক্ষে মহাপ্রাণ হওয়া সম্ভবপর নহে।*

আরিষ্টটলের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্ঞান ; এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান—যাহা মানবজীবনের অন্তিম লক্ষ্য, তাহা—দর্শন, অর্থাৎ জ্ঞানতৃষ্ণা। প্রত্যেক লোক তাহার অভ্যাসানুরূপ কার্য্য বাছিয়া লয়। ধর্ম্মে অভ্যস্ত বলিয়া ভাল লোকে সেইজন্য ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম বাছিয়া লয়। সুখের অর্থ আমোদ-প্রমোদ নহে। ধর্ম্মানুগত জীবনই সুখের জীবন। কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম ? ইহার উত্তর মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের ধর্ম্ম। বুদ্ধিই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ জীবন হইতেছে চিন্তার জীবন, ধ্যানের জীবন। ইহাই মহত্তম, স্থায়িতম, অতিতম সুখকর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন। কিন্তু এই পূর্ণ সুখ অনুকূল অবস্থাসাপেক্ষ। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আবশ্যকতা চিন্তাশীল লোকের আছে। কিন্তু অন্য লোকের অপেক্ষা তাহার নাই। নির্জ্জনে, শান্তিতে ধ্যান করিতে হয় ; কোনও ফলের অপেক্ষা না করিয়া শুধু ধ্যানের জন্যই ধ্যান ভালবাসা যায় ; রাষ্ট্রনীতি ব্যবসায়ী ও সৈনিকদের কারবার লোকের সঙ্গে, কিন্তু ধ্যানপ্রিয় ব্যক্তির লোকের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের জীবন ভাগবত জীবনের সদৃশ। এ সুখ মানুষের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত। তাহা হইলেও মানুষের মধ্যে একটা ঐশ অংশ আছে, তাহার বৃদ্ধির জন্য তাহার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ মরণধর্ম্মী ; সুতরাং কেবল পার্থিব ব্যাপারে মগ্ন থাকা তাহার উচিত নহে। যতটা তাহার সাধ্য, আপনাকে অমর করিবার জন্যে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার মনে রাখা উচিত যে, এই ঐশ অংশই প্রত্যেক মানুষের 'স্ব', এবং যদিও দেহের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র, ইহার মূল্য অত্যধিক। ধ্যানের সুখই দেবতারা ভোগ করেন। চরিত্রনৈতিক ধর্ম্ম মানবীয় ধর্ম্ম, কিন্তু ধ্যানরূপ ধর্ম্ম স্বর্গীয়। মানুষের কার্য্যের সদৃশ কার্য্যে দেবতারা ব্যাপৃত আছেন, ইহা মনে করাও হাস্যকর। যিনি দেবতাদের সাযুজ্য ও তাঁহাদের সুখের মত সুখ কামনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের জীবনে প্রবেশলাভের জন্য চেষ্টা করা।

আরিষ্টটল্ ধর্ম্মের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নয় ; তাহাতে কোনও শৃঙ্খলা নাই। বিনয়, মৃদুতা প্রভৃতির উল্লেখ তাহাতে নাই। আভিজাত্য-লক্ষণাক্রান্ত সে তালিকা। অভিজাত-দিগের ধর্ম্মের উল্লেখই তাহাতে আছে, সাধারণ মানুষের ধর্ম্মের উল্লেখ নাই। দাসদিগকে

---

* Bertrand Russell's *History of Western Philosophy.*

তিনি ধর্ম্মসাধন অথবা সুখপ্রাপ্তির উপযুক্ত মনে করিতেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার 'মধ্য পথ' মতদ্বারা তিনি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় পার্থক্য বিদূরিত করিয়াছেন। আরিষ্টটলের চরিত্রনীতিতে যে কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু আছে, তাহা বলা যায় না। সুনীতি-সঙ্গত ইচ্ছার[১] আলোচনাও যৎসামান্য মাত্র আছে। তিনি সৎকার্য্যের সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।*

আরিষ্টটলের মতে মানবমনের প্রবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ রূপে প্রজ্ঞারহিত[২]। এই অর্থে প্রবৃত্তিদিগের মধ্যে কোনও মধ্য পথ[৩] থাকা সম্ভবপর নহে। কেবল অভ্যাস কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে পারে না। অভ্যাস অনেক সময় উন্নত জীবনের পরিপন্থী হইয়াও দাঁড়ায়। "অভ্যাস উত্তম প্রভু বটে, কিন্তু অধম ভৃত্য।" সুনীতিকে ধরা-বাঁধা নিয়মে পরিণত করা যায় না। অভ্যাসের নিগড় ভঙ্গ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপরই আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে।

আরিষ্টটল্ বুদ্ধিসম্বন্ধী ধর্ম্ম ও চরিত্রনৈতিক ধর্ম্মসকলের স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা পরস্পরসাপেক্ষ। আমাদের যাবতীয় সহজাত সংস্কার—তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি-সমন্বিত নৈতিক প্রকৃতি—চরিত্রনৈতিক ধর্ম্মসকল-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং প্রজ্ঞার শাসনাধীনে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়াই এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। আবার আমাদের নৈতিক প্রকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত না হইলেও, প্রজ্ঞা তাহার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। মানব-প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে। আত্মসংযমের এবং প্রত্যেক সৎ সঙ্কল্পের কার্য্যে পরিণতিদ্বারা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং প্রজ্ঞা তাহার কার্য্যসম্পাদন-দ্বারা অধিকতর সামর্থ্য লাভ করে। আবার প্রজ্ঞা যতই শক্তিশালী হয়, ততই আমাদের প্রকৃতির নিম্নাংশের বাধা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, নৈতিক জীবন প্রজ্ঞার দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়, এবং আমাদের সৎ কাজ করিবার অভ্যাস বলবত্তর হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বলিয়াই তাহার আচরণ ভাল কি মন্দ, এই প্রশ্ন উঠে। যদি একাকী থাকিত, অন্য কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ তাহার না থাকিত, তাহা হইলে চরিত্রনীতির কোনও প্রশ্নই উঠিত না। অন্যকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় অবিচার; ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের গঠন যদি এ-রকম হয়, যে তাহার উৎকৃষ্টতম ভোগের দ্রব্য রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করিতে থাকে, রাষ্ট্রের অবশিষ্ট অধিকাংশের নিকট সে সমস্ত দ্রব্য অপ্রাপ্য থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থা চরিত্রনীতির দিক্ হইতে ভাল কি মন্দ, এই প্রশ্নের মীমাংসা বর্ত্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ এই ব্যবস্থায় কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। কিন্তু গণতান্ত্রিকেরা বলেন, রাষ্ট্রনীতিতে ক্ষমতা ও সম্পত্তির কথাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকে তাহা ভোগ করিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগের খৃষ্টানগণও এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হইতেছে ধর্ম্ম। ক্ষমতা ও সম্পত্তির অভাবে মানুষের ধর্ম্মসাধনার কোনও

---

১ Moral will.

* Bertrand Russell's *History of Western Philosophy.*

২ Irrational.

৩ Mean.

ব্যাঘাত হয় না ; সুতরাং রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বিভাগ না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। পরবর্ত্তী কালে ষ্টোয়িক্গণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের ধারণা আরিষ্টটলের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। দাস তাহার প্রভুর মতই ধর্ম্ম-উপার্জনে সক্ষম, ইহা তাঁহাদের মত। গর্ব্বকে আরিষ্টটল্ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টান মতে তাহা বর্জনীয়। বিনয় খৃষ্টান মতে ধর্ম্ম, আরিষ্টটলের মতে অধর্ম্ম। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক ও দরিদ্র লোকদিগকে যদি অন্যের মত ধার্ম্মিক হইবার সুবিধা দিতে হয়, তাহা হইলে আরিষ্টটলের বুদ্ধির ধর্ম্মসমূহকে ধর্ম্মের তালিকা হইতে বর্জন করিতে হইবে।*

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রচলিত মত হইতে ভিন্ন। সকল মানুষের অধিকার সমান, এবং ন্যায় বিচারের অর্থ সাম্য, ইহাই আধুনিক মত। ইহা আরিষ্টটলের মত নহে। তাঁহার মতে সাম্য নয়, ন্যায়সঙ্গত অনুপাতই সুবিচার। পিতা অথবা প্রভুর সুবিচার এবং সাধারণ সুবিচার এক নহে। পুত্র পিতার এবং দাস প্রভুর সম্পত্তি। স্বকীয় সম্পত্তিসম্বন্ধে অবিচারের কথা উঠিতে পারে না। পুত্র যদি দুর্বৃত্ত হয়, পিতা তাহাকে বর্জন করিতে পারে, কিন্তু পুত্র পিতাকে বর্জন করিতে পারে না। কেন-না, পিতার ঋণ পরিশোধ করা পুত্রের পক্ষে অসাধ্য। যাহার মূল্য যেরূপ, সেই অনুপাতে সে ভালবাসা পাইবার অধিকারী। যেখানে পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে সাম্য নাই, সেখানে যিনি গুরু, তিনি লঘুকে যে পরিমাণে ভালবাসিবেন, লঘুর কর্ত্তব্য তাহা হইতে অধিক পরিমাণে গুরুকে ভালবাসা। স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও প্রজাগণ সেইজন্য স্বামী, পিতামাতা ও রাজা তাহাদিগকে যে পরিমাণে ভালবাসেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে। স্ত্রীর যাহা কার্য্য, তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ উচিত নয় ; স্বামীর কার্য্যেও স্ত্রীর হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য।†

আরিষ্টটলের সময়ে চরিত্রনৈতিক গুণ ও অন্যবিধ গুণের মধ্যে যে ভেদ ছিল, খৃষ্টীয় মতের প্রভাবে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কবিত্ব একটি বড় গুণ ; চিত্রাঙ্কনপটুতাও বড় গুণ ; কিন্তু তাহারা নৈতিক গুণ নহে। কবি ও চিত্রকরকে আমরা কবিত্ব ও চিত্রাঙ্কনপটুতার জন্য অধিকতর ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করি না। মানুষের 'ইচ্ছার' সহিতই চরিত্রনীতির ভালমন্দের সম্বন্ধ। বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বাছিয়া লওয়াই নৈতিক ধর্ম্ম। যখন আমি দুইটি পথের যে-কোনওটি অবলম্বন করিতে পারি, তখন আমার ধর্ম্মবিবেক[১] উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, তাহা আমাকে বলিয়া দেয় ; তখন ভালটি অবলম্বন করা ধর্ম্ম, মন্দটি গ্রহণ করা পাপ। ইহাই খৃষ্টীয় মত। কিন্তু আধুনিক অনেক দার্শনিক এ মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রথমে শ্রেয়ঃ কি, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া যে কার্য্যে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই মতের সঙ্গে আরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্য আছে।

---

* **Bertrand Russell's** ***History of Western Philosophy.***

† **Bertrand Russell's** ***History of Western Philosophy.***

১ **Conscience.**

ধর্ম্ম নিজেই উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আরিষ্টটল্ মুখ্যতঃ ধর্ম্মকে সুখরূপ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলিয়াই গণ্য করেন। কিন্তু এক স্থলে তিনি ধর্ম্মকেই উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মনে হয়। "পরিপূর্ণ জীবনে আত্মার ধর্ম্মানুগত কার্য্যই মানবের শ্রেয়ঃ।" বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, বুদ্ধির ধর্ম্মসকল উদ্দেশ্য, আর কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম উপায়, ইহাই বোধ হয় আরিষ্টটলের মত। খৃষ্টীয় মতে ধর্ম্মের নিজের জন্যই ধর্ম্ম পালনীয়, ধর্ম্মের ফলের জন্য নয়। যাঁহারা সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে সুখলাভের উপায় বলিয়া গণ্য করেন।

কিন্তু কাহার শ্রেয়ঃ নৈতিক কর্ম্মের লক্ষ্য? ব্যক্তির না সমাজের? সামাজিক মঙ্গল কি সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলের সমষ্টি, অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজের মঙ্গল? জার্ম্মান দার্শনিকদিগের অনেকে শেষোক্ত মতাবলম্বী। কিন্তু আরিষ্টটলের মত তাহা ছিল না।

আরিষ্টটল বিস্তৃতভাবে বন্ধুত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সৎ লোকদিগের মধ্যেই পূর্ণ বন্ধুত্ব সংঘটিত হইতে পারে। বহুসংখ্যক লোকের সহিত বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। উচ্চতর পদস্থ লোকের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করা কর্ত্তব্য নয়, যদি সে অধিকতর ধার্ম্মিক না হয়। ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব অসম্ভব, কেন-না, ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসিতে পারেন না। কেহ নিজের বন্ধু হইতে পারে কি-না, আরিষ্টটল্ সে প্রশ্নেরও আলোচনা করিয়াছেন। যদি সে সৎ লোক হয়, তাহা হইলেই নিজের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব সম্ভবপর। দুর্ব্বৃত্তেরা আপনাদিগকে অনেক সময়ে ঘৃণা করে। সৎ লোকের আপনাকে ভালবাসা উচিত, কিন্তু সে ভালবাসা 'মহৎ' হওয়া চাই। দুর্ভাগ্যের সময় বন্ধুদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া বন্ধুদিগকে অসুখী করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকেরা এবং স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট পুরুষও এইরূপ করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যের সময়েই যে বন্ধুর প্রয়োজন, তাহা নহে, সুখের সময়েও সুখের অংশ লইবার জন্য বন্ধুর প্রয়োজন।

সুখের আলোচনায় আরিষ্টটল্ সুখকে[১] আনন্দ[২] হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন, যদিও সুখ ব্যতীত আনন্দ সম্ভবপর হয় না। তিনি বলেন, সুখসম্বন্ধে তিন মত আছে। প্রথমতঃ, সুখ কখনই কল্যাণকর নয়। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি সুখ ভাল, অধিকাংশই মন্দ। তৃতীয়তঃ, সকল সুখই ভাল, কিন্তু সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ নহে। তিনি প্রথম মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কেন-না, কষ্ট যখন নিশ্চয়ই মন্দ, তখন সুখকে ভাল বলিতেই হইবে। যন্ত্রণাদায়ক 'র‍্যাকের'[৩] উপর শায়িত কেহ সুখী হইতে পারে, ইহা বলা মূর্খতামাত্র। আনন্দের জন্য বাহ্যিক সৌভাগ্য কিছু আবশ্যক। সমস্ত সুখই যে শারীরিক, তাহাও আরিষ্টটল্ অস্বীকার করিয়াছেন। সৎলোক যদি দুর্ভাগা না হয়, তাহা হইলে সুখ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বদা এক অবিমিশ্র আনন্দ ভোগ করেন।

অন্যত্র সুখসম্বন্ধে আরিষ্টটল্ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি লিখিত মতের সম্পূর্ণ মিল নাই। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, এমন সুখও আছে, যাহা সৎলোকের নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে। সুখের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ভাল ও মন্দ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধের জন্যই সুখ ভাল কিংবা মন্দ হয়। সুখ অপেক্ষা মূল্যবান্

১ Pleasure. ২ Happiness. ৩ Rack.

বলিয়া গণ্য বস্তুও আছে। শিশুর বুদ্ধি লইয়া জীবন অতিবাহিত করা সুখের হইতে পারে, কিন্তু কেহই তাহা চাহিবে না। মানুষের উপযুক্ত সুখ প্রজ্ঞার সহিত সংযুক্ত।

পূর্ণ আনন্দ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া হইতেই পাওয়া যায়। ধ্যান সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া। আনন্দের জন্য অবসরের প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অন্যবিধ কার্য্য হইতে ধ্যান উৎকৃষ্টতর, কেন-না, ধ্যানে অবসর পাওয়া যায়। কর্ম্মনৈতিক ধর্ম্মে যে সুখ, তাহা গৌণ। প্রজ্ঞার সক্রিয়তাতেই পূর্ণতম আনন্দ, কেন-না, প্রজ্ঞাই মানুষ। মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ধ্যানযোগী হওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু মানুষ যতটা ধ্যানপরায়ণ হয়, ততটা ঐশ্বরিক জীবনের অংশভাক্ হয়। ঈশ্বরের কর্ম্ম অন্য যাবতীয় কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর সুখকর। সে কর্ম্ম ধ্যান। সকল মানুষের মধ্যে দার্শনিকের কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্যের অতিতম অনুরূপ। সুতরাং দার্শনিকই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক। দার্শনিক দেবতাদিগের প্রিয়তম।

রাষ্ট্রনীতি

আরিষ্টটলের *Politics* গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধ ও রচনা সংকলিত হইয়াছে। বহু তথ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। ১৫৮টি রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে আছে এথেন্সরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র। ঐতিহাসিকের নিকট *Polity of the Athenians* গ্রন্থ বহু মূল্যবান্। বলিতে গেলে ইহা হইতেই গঠনতান্ত্রিক ইতিহাসের[১] সূত্রপাত। কিন্তু ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির অত্যন্ত অভাব। 'ঐতিহাসিক বোধ'[২] আরিষ্টটলের ছিল না। প্লেটোর গ্রন্থে নাটকীয় কথোপ-কথন সুকৌশলে অতীতকালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে কালব্যতিক্রম ঘটে নাই। আরিষ্টটলের গ্রন্থে উক্তরূপ কৌশলের পরিচয় নাই। ইহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে *Politics* উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার কারণ আরিষ্টটলের তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা।

আরিষ্টটলের মতে কেহই কেবল আপনার চেষ্টায় ধর্ম্ম অথবা সুখ লাভ করিতে পারে না। সমাজের বাহিরে বাস করিয়া নৈতিক উন্নতিলাভ অসম্ভব। যে সমস্ত আবশ্যকীয় বাহ্য বস্তুর উপর সুখ নির্ভর করে, তাহাও একাকী সংগ্রহ করা যায় না। অন্যান্য লোকের সহিত একসঙ্গে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যেই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের সহিত সহযোগেই তাহার জীবনযাত্রা সম্ভবপর। এই দিক্ হইতে দেখিলে রাষ্ট্র ব্যক্তি এবং পরিবারের উপরে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশমাত্র। কিন্তু প্লেটোর মত আরিষ্টটল্ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সহায়তা ভিন্ন ব্যক্তির অন্য কোনও সার্থকতা নাই, ইহা বলেন নাই। প্লেটোর রাষ্ট্রনীতি তিনি অনুমোদন করেন নাই। রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণকে ধর্ম্মে উন্নত করিয়া তাহাদের জীবনের পূর্ণতা সাধন করা যে রাষ্ট্রের কার্য্য, তিনি তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রাকৃতিক অধিকারও আছে; তাহাদের নিজেদের স্বার্থ

---

১ Constitutional History. ২ Historic Sense.

আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তিনি অনুমোদন করেন নাই। বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং পরিবারের সমবায়ই রাষ্ট্র। এই সকল ব্যক্তির মঙ্গলই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের গঠন এমন হওয়া উচিত, যে রাষ্ট্রীয় জনগণের চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা তাহার থাকে। সকলের মধ্যে যাহাতে মনুষ্যত্বের ও ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাহা দেখা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রভুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের হস্তে যাহাতে রাষ্ট্রপরিচালন-ক্ষমতা থাকে, রাষ্ট্রের সংবিধান সেরূপ হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মানুষ দুইটি সহজাত প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—কাম এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার অথবা অন্যকর্ত্তৃক শাসিত হইবার ইচ্ছা। কোন কোন জাতি যে অন্যের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আরিষ্টটল্ বিশ্বাস করিতেন। পুরুষের আদেশ পালন করিবার জন্যই যে নারীর জন্ম, তাহাও আরিষ্টটল্ বিশ্বাস করিতেন। আরিষ্টটলের সময়েও এই মত প্রতিক্রিয়াসম্ভূত বলিয়া গণ্য হইত। প্লেটোর একাডেমীর শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু আরিষ্টটলের ধারণা ছিল যে, যদিও কামপ্রবৃত্তিবশতঃ পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত হইতে পারে, তথাপি তাহাদের স্থায়িভাবে একত্র অবস্থানের ইহাই যথেষ্ট হেতু নহে। পরিবারের সৃষ্টি রাষ্ট্রসৃষ্টির মূলে। পরিবারের স্থায়িত্বের কারণ এই যে, নারীর ও দাসগণের অন্তরে শাসিত হইবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। তাহারা স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা করে না। পরিবারের সৃষ্টির পর আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ পরিবারসকল লইয়া গ্রামের সৃষ্টি হয়; এবং বহুসংখ্যক গ্রাম একত্রিত হইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্র বলিতে আরিষ্টটল্ নগর রাষ্ট্রই[১] বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের এতটা বড় হওয়া দরকার, যাহাতে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এত বড় নয় যে, রাষ্ট্রের যাবতীয় পুরুষের একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, আরিষ্টটলের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। নগর রাষ্ট্রের দিন যে ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আরিষ্টটলের জীবিতকালের মধ্যেই মাসিডোনিয়া-কর্ত্তৃক গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি বিধ্বস্ত হইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরাক্রান্ত পারসিক সাম্রাজ্যের কথাও তিনি জানিতেন, সুতরাং নেশান রাষ্ট্রের সম্বন্ধে তিনি যে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা বলা চলে না। তবুও তিনি নগর রাষ্ট্রের কথাই বলিয়াছেন। ইহার কারণ, নগর রাষ্ট্রেই মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। নেশান রাষ্ট্রকে তিনি নগর রাষ্ট্রের তুলনায় নিকৃষ্টজাতীয় সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য করিতেন।

'নাগরিক প্রাণী'[২] বলিয়া তিনি মানুষের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণও ঐ। নগরে সমাজবদ্ধ হইয়া বাসের ফলেই মানুষের বিকাশ হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার পক্ষে নগর রাষ্ট্রের মূল্য যে অত্যধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত সমস্যাই নগর রাষ্ট্রে বর্ত্তমান। অল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ।

---

১ City state. ২ Political animal.

রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনায় আরিষ্টটল্ আরও বলিয়াছেন, যদিও আবির্ভাবের কাল ধরিলে রাষ্ট্র পরিবারের পরবর্তী, তাহার 'প্রকৃতি'তে রাষ্ট্র পরিবার এবং ব্যক্তিরও পূর্ববর্তী। যখন কোন দ্রব্য পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরিণত অবস্থাকে তাহার 'প্রকৃতি' বলা হয়। পরিণতিপ্রাপ্ত মানবসমাজই রাষ্ট্র। ব্যক্তি ও পরিবার রাষ্ট্রের অংশ। সেইজন্য সমগ্র রাষ্ট্র তাহার অংশের পূর্ববর্তী। জৈব শরীরের সহিত তুলনায় বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। দেহ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার হস্তকে আর হস্ত বলা যায় না। অর্থাৎ হস্তের যাহা কার্য্য, যাহা তাহার উদ্দেশ্য, তাহাদ্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয়। যখন দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখনি হস্তদ্বারা তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সেইরূপ সমাজে যুক্ত না থাকিলে ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারে না। রাষ্ট্রের যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার মতো উপকারক আর কেহই জন্মে নাই। কেন-না, আইন-বর্জিত মানুষ পশুর সমান, এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপরই আইন নির্ভর করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সৎ জীবন। রাষ্ট্রের মধ্যে বাসদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কেবল পরস্পরের সাহচর্য্যে বাসের জন্য নয়, মহৎ কার্য্যের জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের প্রয়োজন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আরিষ্টটল্ দাসপ্রথার অনুমোদন করিয়াছেন। গ্রীকদিগের দাস হওয়া তিনি সমর্থন করেন নাই। নিকৃষ্ট জাতির লোক উৎকৃষ্ট জাতীয় লোকদ্বারা শাসিত হওয়ায় তাহাদের মঙ্গলই হয়, ইহা তাঁহার মত। পরের শাসনাধীনে যাহাদের বাস প্রকৃতির অভিপ্রেত, তাহারা যদি অধীনতা স্বীকার করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্যায় নহে। তাহারা বিজিত হইলে তাহাদিগকে দাসে পরিণত করাও অন্যায় নহে, আরিষ্টটলের যুক্তি হইতে ইহা অনুমান করা যায়।

আরিষ্টটল্ বাণিজ্যকে অর্থোপার্জ্জনের স্বাভাবিক উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। কৃষি ও গৃহের সুবন্দোবস্ত-দ্বারা অর্থোপার্জ্জনকেই তিনি স্বাভাবিক উপায় বলিতেন। এই-ভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটা সীমা আছে, কিন্তু বাণিজ্যে উপার্জ্জিত অর্থের সীমা নাই। অর্থোপার্জ্জনের যত উপায় আছে, সুদে টাকা ধার দেওয়া তাহার মধ্যে নিকৃষ্টতম। বিনিময়ে ব্যবহারের জন্যই অর্থ, সুদে বাড়িবার জন্য নহে। আরিষ্টটল্ যাবতীয় সুদগ্রহণের নিন্দা করিয়াছেন, কেবল অতিরিক্ত সুদের নহে।

আরিষ্টটল্ প্লেটোর *Republic* গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর কমিউনিজ্‌মের ফল কলহ। ইহার ফলে অলস লোকের উপর পরিশ্রমী লোক রুষ্ট হইবে। সম্পত্তি ব্যক্তিগত থাকাই ভাল। কিন্তু জনহিতে লোকদিগকে অভ্যস্ত করিলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও সাধারণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে। জনহিত ও বদান্যতা নৈতিক ধর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে তাহাদের কোনও অর্থই থাকিবে না। পারিবারিক প্রথার বিলোপসম্বন্ধে আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা, তাহা যদি না জানা থাকে, তাহা হইলে অপরিচিত পুত্রের সমবয়স্ক সকলের উপরেই যে পুত্রস্নেহ জন্মিবে ইহা অসম্ভব। যখন সমবয়স্ক বহুসংখ্যক লোকের যে কেহ পুত্র হইতে পারে, তখন তাহাদের কাহারও উপর পুত্রস্নেহ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পিতাসম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। নারীগণ যদি সাধারণ সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিবে কে?

আরিষ্টটল্ সাম্যবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর সমান অধিকার তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যদি দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই সেই শাসনকে ভাল বলা যায়। কিন্তু যখন কেবল শাসকদিগের মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য হয়, তখন তাহা মন্দ। যতপ্রকার শাসনতন্ত্র আছে, তাহাদের মধ্যে নিয়মানুযায়ী রাজতন্ত্র[১] এবং অভিজাততন্ত্রকে[২] আরিষ্টটল্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ধনবান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক শাসিত রাষ্ট্রকে তিনি যেমন ভাল বলেন নাই, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন তিনি অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে যাহাদের আপনাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনসাধনের জন্য পর্য্যাপ্ত সম্পত্তি আছে, এবং সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন ও রক্ষার সামর্থ্য আছে, উন্নত চরিত্রসম্পন্ন এতাদৃশ লোক-কর্ত্তৃক শাসিত রাষ্ট্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধর্ম্মানুসারে ধার্ম্মিক লোক-কর্ত্তৃক শাসিত রাষ্ট্রই সর্ব্বোত্তম। রাষ্ট্রের শাসক একজন হউক বা একাধিক হউক, শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক হউক কি গণতান্ত্রিক হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, যদি রাষ্ট্র ধর্ম্মানুসারে পরিচালিত হয়। কোনও আদর্শের কথা ইহার মধ্যে নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, তাহার জলবায়ু, তাহার জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রসার, তাহাদের বুদ্ধি এবং নৈতিক চরিত্রের উপরেই রাষ্ট্রের উপযোগী শাসনতন্ত্র নির্ভর করে।

আরিষ্টটল্ বিবিধ শাসনতন্ত্রের বর্ণনা ও সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই রাষ্ট্রের পরিচালনায় অধিকার আছে; কিন্তু নাগরিকের অধিকার কেবল তাহাদেরই প্রাপ্য, যাহারা শিক্ষা ও আর্থিক-সংস্থানবলে রাষ্ট্রপরিচালনায় সমর্থ। শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দাস ও মেটিওকিদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রপরিচালিত যে শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্লেটোর প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রজাতন্ত্রসম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রীক প্রজাতন্ত্রের ধারণা আধুনিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন ছিল। শাসকসম্প্রদায়কে 'লট'-দ্বারা নির্ব্বাচিত করাই তখন প্রজাতন্ত্রসম্মত ছিল, এবং এথেন্সে বহুসংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেট 'লট'-দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইত, এবং তাহাদের সঙ্গে বিচারকালে জুরী থাকিত না। দলাদলিদ্বারা তাহারা যে প্রভাবিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সভা আইনের সাহায্য না লইয়াই স্বাধীনভাবে বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা করিত। যে প্রজাতন্ত্রে সক্রেটিসের মত লোকের প্রাণদণ্ড সম্ভবপর হইত, তাহাকে ভাল মনে না করিবার কারণ ছিল। কল্পনাশক্তির অধিকারী প্লেটো নির্দ্দোষ শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; আরিষ্টটল্ যে যে শাসনপ্রণালীর সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগেরই সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষভাগে আরিষ্টটল্ শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানাই যথেষ্ট নয়; ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক। তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন এবং শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে দেশে যে শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তথায় তাহার

---

[১] Constitutional monarchy. [২] Aristocracy.

উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। অর্থকরী শিক্ষা শিশুদিগকে দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। শারীরিক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম যাহাতে অর্থকরী না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্য যে সমস্ত বালককে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতে দেখা গিয়াছে। মানবদেহের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির জন্য চিত্রবিদ্যাশিক্ষা বাঞ্ছনীয়। নৈতিকভাবব্যঞ্জক চিত্র ও ভাস্কর্য্য বুঝিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে হইবে। সঙ্গীত উপভোগ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষারও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু 'কালোয়াত' হইবার প্রয়োজন নাই। লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্ম্মলাভ, সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধি নহে। জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থোপার্জন ইহার উদ্দেশ্য নহে।

আরিষ্টটলের রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতিসম্পন্ন 'ভদ্র' লোকের সৃষ্টি—বিদ্যা ও কলার প্রতি অনুরাগ ও আভিজাত্য-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সৃষ্টি। পেরিক্লিসের যুগে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোবৃত্তি ও বিদ্যা ও কলার প্রতি অনুরাগ বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পেরিক্লিসের তিরোধানের পূর্ব্বেই ইহার বৈলক্ষণ্য হইতে আরম্ভ হয়, এবং সংস্কৃতিবিহীন লেখক সংস্কৃতিবান্ লোকদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়।

সমালোচনা

আরিষ্টটলের মতো প্রতিভাশালী লোক জগতে অধিক আবির্ভূত হন নাই। তিনি তর্কবিদ্যা, অলঙ্কার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চরিত্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বিষয় শৃঙ্খলা-বদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত ভিত্তির উপর অনেক বিজ্ঞানের প্রকাণ্ড সৌধ পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের উপর তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সেইণ্ট্ টমাস্ একুইনাসের দর্শন, যাহা খৃষ্টীয় ক্যাথলিক জগতে একমাত্র সত্য দর্শন বলিয়া স্বীকৃত, তাহা আরিষ্টটলের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেগেল তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

কিন্তু আরিষ্টটলের দর্শনে অসঙ্গতির অভাব নাই। তিনি প্লেটোর সামান্য-বাদ গ্রহণ করেন নাই, বস্তুর বাহিরে সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জগতে রূপ ও উপাদান ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। রূপ ও উপাদান পরস্পর মিলিত ভাবে অবস্থিত; উপাদানের বাহিরে রূপের অস্তিত্ব নাই এবং রূপবর্জ্জিত উপাদানেরও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সমস্ত রূপ যদি উপাদানের মধ্যেই অবস্থিত হয়, জগতের বাহিরে যদি রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনশীল জগৎ যে নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিতেছে, তাহারা আসে কোথা হইতে? এই সকল রূপ যে নিত্য সৃষ্ট হইতেছে, তাহা আরিষ্টটল্ বলেন নাই; তাঁহার মতে অতিতম সাত্ত্বিক রূপও যেমন সনাতন, অন্যান্য ন্যূনাধিক বিশিষ্টরূপও

তেমনি সনাতন* ; প্রত্যেকেই অপরিবর্ত্তনীয় ; কোনও রূপই পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। এই সকল রূপ যদি সৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অন্য কোনও স্থান হইতে আসে। সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

আরিষ্টটল্ কখনও বস্তুর রূপকে সৎ বলিয়াছেন†, কখনও বিশিষ্ট বস্তুকেও 'সৎ' বলিয়াছেন। যাহা অ-বশ্য এবং অ-পরিণামী, তাঁহার মতে তাহাই কেবল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলই আপতিক[১] এবং পরিণামী, তাহার অস্তিত্ব অ-বশ্য নহে ; থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাই অপরিণামী। রূপই অ-বশ্য, অপরিণামী এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। সুতরাং তাহাই সৎ। অন্যত্র আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, সার্ব্বিকদিগের মধ্যে কোনও দ্রব্যত্ব নাই। যাহা অন্য কিছুর গুণ বা ধর্ম্ম নহে, এবং যাহা অন্য কিছুতে আরোপিত হইতে পারে না, তাহাই দ্রব্য। সার্ব্বিকদিগকে দ্রব্যে আরোপ করা যায় ; এবং তাহাদের দ্বারা দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহা বিশেষত্বপ্রাপ্ত, কেবল তাহাই দ্রব্য। এই অসঙ্গতি আরিষ্টটলের দর্শনে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

আরিষ্টটলের উপাদান নিষ্ক্রিয় জড় ; তাহার যেমন গুণ নাই, তেমনি গতিও নাই। মানুষ তাহাকে নানাপ্রকারের আকারে গঠন করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের কোনও শক্তি নাই। ইহাই যদি উপাদানের স্বরূপ, তাহা হইলে জড় জগতে নিত্য-নূতন পরিবর্ত্তন হয় কিরূপে? তাহার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা কি? গুণহীন উপাদান আমাদের পরিচিত জগতে পরিণত হইল কিরূপে, তাহার ব্যাখ্যায় আরিষ্টটল্ এক আদি-প্রবর্ত্তকের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতেই জগতে গতির উদ্ভব হয়। এই আদি-প্রবর্ত্তক জগতের বাহিরে অবস্থিত Deusex Machina মাত্র। এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

[৫]

প্রাচীন একাডেমি

জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য প্লেটো এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে এই সমিতির কার্য্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে পরিচালিত হইত। প্লেটোর পরে তাঁহার ভগিনীপুত্র স্পেউসিপ্পাস্ এই সমিতির অধ্যক্ষ হন। স্পেউসিপ্পাসের পরে তাঁহার সমপাঠী জেনোক্রাটিস্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। প্লেটোর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে পন্টাসের হেরাক্লাইডিস্[২], ওপাসের ফিলিপ্পাস্[৩], পেরিন্থাসের হেষ্টিইউস্[৪] এবং পাইরিয়ান্ মেনেডেমাস্[৫] বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পাইথাগোরীয় মতমিশ্রিত প্লেটোর শেষ জীবনের মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

---

* *Vide* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, p. 190.

† Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*, p. 189.

[১] Accidental. [২] Hera- clides of Pontus. [৩] Philippus of Opus.

[৪] Hestioeus of Perinthus. [৫] Menedemus the Pyrrhaean.

স্পেউসিপ্পাস্

স্পেউসিপ্পাস্ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্লেটোর মত মূল্যহীন মনে করিতেন না। তিনি সংখ্যাদিগকে বস্তু হইতে ভিন্ন মনে করিতেন। পাইথাগোরাসের মতই তিনি 'একক' এবং 'বহুত্ব'কে বস্তুসকলের সাধারণ উৎপত্তিস্থল বলিয়া গণ্য করিতেন; কিন্তু 'একক'কে তিনি জগৎস্রষ্টা প্রজ্ঞা এবং মঙ্গল হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতেন। জগৎস্রষ্টা প্রজ্ঞাকে তিনি বিশ্বের আত্মা এবং পাইথাগোরীয়দিগের কেন্দ্রস্থিত অগ্নিকে তাঁহারই প্রকাশ বলিতেন। মঙ্গলকে তিনি জাগতিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত এবং তাহার ফল বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রথমে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, একক এবং বহুত্ব হইতে কেবল সংখ্যাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে দেশিক পরিমাণ[১] এবং জীবাত্মাও[২] ঐ প্রকার তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ইহা ধরিয়া লইয়াছিলেন। যাবতীয় গণিতবিষয়ক বিজ্ঞান তিনি সংহত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পাইথাগোরীয়দিগের এবং প্লেটোর মতো তিনি আকাশকে[৩] জগতের পঞ্চম উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মৃত্যুতে জীবাত্মার নিকৃষ্ট অংশসকলের ধ্বংস হয় না, বলিয়াছেন। পুনর্জন্মবাদের সমর্থনের জন্য বোধ হয় এই মতের প্রয়োজন হইয়াছিল। চরিত্রনীতিতে তিনি সুখকে 'অমঙ্গল'[৪] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জেনোক্রাটিস্

জেনোক্রাটিস্ নির্ম্মল চরিত্রের কিন্তু বিষণ্ণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্লেটোর পরে একাডেমির দার্শনিকদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৩১৩—১৪ খৃ. পূ. পর্য্যন্ত তিনি একাডেমির অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দর্শন-শাস্ত্র তিনিই প্রথমে তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চরিত্রনীতি এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পাইথাগোরীয় ভাষায় তিনি 'একক' (অথবা বিযুক্তসংখ্যা) এবং 'অনির্দ্দিষ্ট দুই' (অথবা যুক্তসংখ্যা)-কে সমস্ত জগতের মূল উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এককে তিনি Nous অথবা জিউস্ হইতে অভিন্ন বলিয়াছিলেন এবং 'একক' এবং 'অনির্দ্দিষ্ট দুই'কে দেবতাদিগের পিতামাতা বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন। "প্রত্যয়" এই দম্পতির প্রথম সন্তান। গণিতের সংখ্যাগুলি ও প্রত্যয়গণ অভিন্ন। সংখ্যার সহিত 'অভিন্ন'[৫] এবং 'অন্যের'[৬] সংযোগ হইতে 'বিশ্বাত্মা'র উদ্ভব। স্বতশ্চালিত সংখ্যাই[৭] বিশ্বাত্মা, কিন্তু কালে তাহার উদ্ভব হয় নাই। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ক্রিয়াবতী শক্তিদিগকে—আকাশে, জগতের মূল উপাদানগুলির মধ্যে এবং অন্যত্র ক্রিয়াবতী শক্তিদিগকে—জেনোক্রাটিস্ দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে তিনি সৎ ও অসৎ আত্মাদিগের[৮] অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন। জগতের মূল উপাদানসকল ক্ষুদ্রতম অণু[৯] হইতে

---

১ Magnitude in space. ২ Soul. ৩ Ether. ৪ Evil.
৫ The same. ৬ The other. ৭ A number moving itself.
৮ Good and evil spirits. ৯ Corpuscles.

উৎপন্ন বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্পেউসিপ্পাসের মত মানবাত্মার প্রজ্ঞাবিহীন অংশের এবং ইতর জন্তুর আত্মার মৃত্যুতে বিনাশ হয় না, বলিয়াছেন। মাংসভক্ষণ করিলে ইতর জন্তুর পাশবিক প্রকৃতি মানুষে সংক্রামিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি মাংসভক্ষণ অনুমোদন করেন নাই।

ক্সেণোক্রাটিসের বহু গ্রন্থে চরিত্রনীতি-সম্পর্কীয় তাঁহার মত লিপিবদ্ধ আছে। প্লেটোর চরিত্রনীতির সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ছিল না। ধর্ম্মশীলতা এবং তাহার অনুকূল উপায়-অবলম্বনকেই তিনি সুখ বলিয়াছিলেন। কর্ম্মসম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি[১] এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির[২] মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া, কর্ম্মসম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেই তিনি বিজ্ঞতা[৩] নাম দিয়াছিলেন।

ফিলিপ্পাস্

ফিলিপ্পাস্ মুখ্যতঃ গণিতবেত্তা ছিলেন। *Epinomis*-নামক গ্রন্থ সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রণীত। তাঁহার মতে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান গণিত এবং জ্যোতিষ হইতেই পাওয়া যায়, এবং এই দুই শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই বিজ্ঞ হওয়া যায়। এই জ্ঞানের সহিত স্বর্গস্থ দেবতাদের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই ধর্ম্মলাভ হয়। দুর্নীতি-পরায়ণ পৌরাণিক দেবতাদিগের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। স্বর্গীয় দেবতাদিগের সহিত যোগাযোগের জন্য তিনি বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই আত্মা-দিগকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মানবজীবন ও পার্থিব সম্পদ্ তিনি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। প্লেটোর *Laws* গ্রন্থে যে দুষ্ট বিশ্বাত্মার[৪] কথা আছে, তাহা ফিলিপ্পাস্-কর্ত্তৃক তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। ফিলিপ্পাস্ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব, গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যেই আমরা পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্টের আঘাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হই।

ইউডোক্সাস্*

ইউডোক্সাস্ প্লেটোর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যয়সকল[৫] বস্তুর মধ্যে উপাদানের মতই মিশ্রিত থাকে। সুখকেই তিনি পরম মঙ্গল বলিয়াছেন।

হেরাক্লেইডিস্

আনুমানিক ৩৩০ পৃ. খৃষ্টাব্দে, হেরাক্লেইডিস তাঁহার জন্মস্থান পণ্টাস্ নগরে এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। পাইথাগোরীয়দিগের মতো তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বরের

---

১ Practical insight. ২ Scientific insight. ৩ Wisdom.
৪ Bad world-soul. ৫ Ideas.
* Eudoxus.

বুদ্ধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক অণুদ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতিও তিনি পাইথাগোরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবাত্মা আকাশিক[১] পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি ভবিষ্যৎ গণনা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাতেও বিশ্বাস করিতেন।

পলেমো *

পলেমো ছিলেন এথেন্সের লোক। ২২৭ পূ. খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। চরিত্র-নৈতিক দার্শনিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ক্সেণোক্রাটিসের সহিত তাঁহার নৈতিক তত্ত্বসম্বন্ধে মতের ঐক্য ছিল। প্রকৃতির অনুযায়ী জীবনযাপনই এই তত্ত্ব।

ক্রাণ্টর † (c. ৩৩০-২৭০)

সোলি নগরের ক্রাণ্টর ছিলেন ক্সেণোক্রাটিসের শিষ্য। প্লেটোর *Timaeus* গ্রন্থের তিনি এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

ক্রাটিস্ ‡

এথেন্সের ক্রাটিস্ পলেমোর পরে একাডেমির অধ্যক্ষ হন। ক্রাটিসের পরবর্তী আরকেসিলাসের কথা পরে বিবৃত হইবে।

[৬]

পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়

আরিষ্টটলের মৃত্যুর পরে লেস্‌বস্-এর থিওফ্রাষ্টাস্[২] পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। থিওফ্রাষ্টাস্ আরিষ্টটলের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তির জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। খৃ. পূ. ২৮৮ হইতে ২৮৬ অব্দের মধ্যে পঞ্চ-অশীতি বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায় বিভূতি লাভ করে। দর্শনের সমস্ত বিভাগে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়কে একটি ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

---

১ Etherial.
* Polemo.
২ Theophrastus.
† Crantor.
‡ Crates.

থিওফ্রাষ্টাস্

থিওফ্রাষ্টাস্ মুখ্যতঃ আরিষ্টটলের দর্শনের অনুগামী হইলেও স্বাধীন গবেষণাদ্বারা কয়েকটি বিষয়ে ইহার সংশোধনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তিনি এবং ইউডেমাস্ আরিষ্টটলের তর্কবিজ্ঞানের নানাবিধ পরিবর্তন ও বিস্তৃতিসাধন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের তত্ত্ববিদ্যার প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায়-বিনিয়োগ-সম্বন্ধে এবং আদিম গতিস্রষ্টার সহিত জগতের সম্বন্ধবিষয়ে আরিষ্টটলের মতের বিচারসহতা-সম্বন্ধে তাঁহার মনে সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। কিরূপে তাঁহার সংশয় নিরাকৃত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি আরিষ্টটলের এই সকল মত বর্জন করেন নাই। তিনি গতিসম্বন্ধে আরিষ্টটলের মতের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, এবং আরিষ্টটলের 'দেশে'র সংজ্ঞার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অধিকাংশ মতেরই তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। ষ্টোয়িক দার্শনিক জেনো জগতের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া যখন আরিষ্টটলের মতের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তখন থিওফ্রাষ্টাস্ আরিষ্টটলের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধে দুইখানা গ্রন্থে তিনি আরিষ্টটলের মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন। মধ্য যুগে এই দুইখানা গ্রন্থ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত। মানবচিন্তার প্রকৃতিসম্বন্ধে আরিষ্টটলের মতের সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল না। মানবচিন্তাকে তিনি আত্মার গতি[১] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞার[২] মধ্যে আরিষ্টটল্ যে ভেদের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভেদ তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার চরিত্রনীতি-সম্বন্ধীয় মত কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল গ্রন্থে মানবের প্রকৃতিসম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষ্টোয়িকগণ বলিতেন যে, তিনি বাহ্য সম্পদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত আরিষ্টটলের মতের পার্থক্য যে অধিক ছিল, তাহা বলা যায় না। বিবাহের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। বিবাহে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিবন্ধকতা হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা ছিল। দেবতার নিকট বলিদান এবং মাংসভক্ষণেও তাঁহার আপত্তি ছিল। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন আছে বলিতেন। আরিষ্টটলের মতো তিনি সকল জাতির সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করিতেন।

ইউডেমাস্ *

রোডাসের ইউডেমাস্ থিওফ্রাষ্টাসের সমসাময়িক ছিলেন। আরিষ্টটলের শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণের তিনি অন্যতম। রোডাস নগরে তিনি দর্শন-শাস্ত্রের শিক্ষাদান করিতেন।

---

১ Movement of the soul. ২ Active and passive reason.

* Eudemus of Rhodus.

থিওফ্রাষ্টাস্ অপেক্ষা তিনি অধিকতর গুরুর মতাবলম্বী ছিলেন। সিমপ্লিসিয়াস্* তাঁহাকে আরিষ্টটলের বিশ্বস্ততম শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তর্কবিজ্ঞানে থিওফ্রাষ্টাস্ যে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি আরিষ্টটলের মতের সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতেন। আরিষ্টটলের চরিত্রনীতি ও তাঁহার চরিত্রনীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি প্লেটোর মতো চরিত্রনীতির সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের মিশ্রণ করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের মতে প্রজ্ঞার ক্রিয়াবত্তাতেই মানুষের পরমমঙ্গল নিহিত। ইউডেমাস্ প্রজ্ঞার এই ক্রিয়াবত্তাকে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান বলিয়াছেন। যাবতীয় বস্তুর মূল্য তিনি এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াছেন। শিব ও সুন্দরের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির মধ্যে তিনি যাবতীয় নৈতিক গুণের আভ্যন্তরীণ একত্ব দর্শন করিয়াছেন।

আরিস্টোক্সেণাস্ †

আরিষ্টোক্সেণাস্ প্রথমে পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার চরিত্রনীতির মধ্যে পাইথাগোরীয় দর্শনের মিশ্রণ আছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে *Harmonics* নামে একখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের কোনও কোনও পাইথাগোরীয় দার্শনিকের মতো তিনি জীবাত্মাকে দেহের সংগতি¹ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং দেহের সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয় বলিয়াছেন। তাঁহার সতীর্থ ডাইকিয়ার্কাস্² এই বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্ চিন্তা-জীবনকে কর্ম্মজীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়াছিলেন, কিন্তু আরিষ্টোক্সেণাস্ কর্ম্ম-জীবনকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক গ্রন্থ *Tripoliticus* আরিষ্টটলের *Politics*-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ষ্ট্রাটো ‡

থিওফ্রাষ্টাসের পরে ষ্ট্রাটো পেরিপ্যাটেটিক চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ হন। অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগৎসম্বন্ধে আরিষ্টটলের আধ্যাত্মিক এবং দ্বৈতমূলক মতের তিনি বিরোধী ছিলেন। প্রকৃতির চৈতন্যহীন শক্তিকে তিনি ঈশ্বর বলিতেন। আরিষ্টটলের উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদের তিনি সমর্থন করেন নাই। যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের জন্য প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন, বলিয়াছেন। তাপ এবং শৈত্যকেই তিনি সকল ব্যাপারের মূল কারণ, এবং তাপকে জগতের সক্রিয় তত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেন। মানুষের আত্মাকে তিনি তাহার জৈব আত্মা³ হইতে স্বতন্ত্র বলিতেন। মানুষের চিন্তা,

---

¹ Harmony. ² Dicaearchus of Messene. ³ Animal soul.
* Simplicius. † Aristoxenus. ‡ Strato of Lampaseus.

অনুভূতি প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে তিনি প্রজ্ঞাবান্ আত্মার 'গতি' বলিতেন। এই আত্মা মস্তকের মধ্যে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত, এবং সেখান হইতে শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জীবাত্মার অমরত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

ষ্ট্রাটোর পরে পেরিপ্যাটেটিক কোনও মৌলিক দার্শনিকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চুয়াল্লিশ বৎসর (খৃ. পূ. ২২৬ পর্য্যন্ত) লাইকো এই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। লাইকোর পরবর্ত্তী অধ্যক্ষের নাম আরিষ্টো[১]। আরিষ্টোর পরে ক্রিটোলাস্[২] ১৫৬ পূ. খৃষ্টাব্দে এথেন্সের দূতরূপে রোমে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ডাইওডোরাস্[৩], তাঁহার পরে এরিম্নিয়ুস্[৪] ও হায়েরোনিমাস্[৫]। প্রিটানিস্[৬] লাইকোর সমসাময়িক ছিলেন। খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরমিও[৭] জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরে আসিয়াছিলেন হারমিপ্পাস্[৮], সাটাইরাস্[৯], সোসান্[১০] এবং আন্টিস্থিনিস্[১১]। ইঁহারা সকলেই আরিষ্টটলের দর্শনই শিক্ষা দিতেন। কোনও মৌলিকতার দাবী তাঁহাদের ছিল না। হায়ারোনিমাস্ দুঃখ হইতে মুক্তিকেই পুরুষার্থ বলিতেন। এই দুঃখমুক্তি ও সুখ এক নহে। ডাইওডোরাস্ দুঃখমুক্ত ধাৰ্ম্মিক জীবনকেই পরম-পুরুষার্থ বলিতেন। পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক গবেষণা যে থিওফ্রাষ্টাস্ এবং ষ্ট্রাটোর পরেও অব্যাহত ছিল, ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত দার্শনিকদিগের গবেষণাদ্বারা কোনও দার্শনিক সমস্যার সমাধান হয় নাই।

---

১ Aristo of Ceos.
২ Critolaus of Phaselis.
৩ Diodorus.
৪ Erymneus.
৫ Hieronymus of Rhodes.
৬ Prytanis.
৭ Phormio of Ephesus.
৮ Hermippus.
৯ Satyrus.
১০ Sotion.
১১ Antishthenes.

তৃতীয় অধ্যায়

আরিস্টটলের পরবর্তী যুগ

ষ্টোয়িক দর্শন

[১]

জেনো (৩৪০—২৪০ খৃ. পূ.)

ষ্টোয়িক শব্দ *stoa* শব্দ হইতে উৎপন্ন। এই শব্দের অর্থ অলিন্দ।[১] ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জেনো এথেন্সে চিত্রশোভিত এক অলিন্দে তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অলিন্দ *stoa poecile* (চিত্রিত অলিন্দ) নামে পরিচিত ছিল। এইজন্য যাহারা শিক্ষার জন্য তথায় গমন করিত, তাহাদিগকে লোকে 'ষ্টোয়ার দার্শনিক' বলিত। জেনো এবং তাঁহার শিষ্যদিগের দার্শনিক মতই ষ্টোয়িক দর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জেনো জাতিতে ছিলেন ফিনিসীয়। আনুমানিক ৩৪০ পূ. খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস্ দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। বাণিজ্য-ব্যপদেশে এথেন্সে গমনকালে তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। পূর্ব্ব হইতেই দর্শনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন, এবং দার্শনিক আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন সিনিক দার্শনিক ক্রাটিসের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি পরে মেগারিক সম্প্রদায়ের ষ্টীলপোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি একাডেমির অধ্যাপক পলেমোর নিকটও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর দার্শনিক আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া তিনি এক নূতন দর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, এবং স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নিজে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ৫৮ বৎসর তিনি এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরূপে শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন ; অবশেষে একশত বর্ষ বয়সে স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করেন। কঠোর সংযম এবং অনন্যসাধারণ নৈতিক চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ জীবন এবং আত্মত্যাগ কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে এথেন্সবাসিগণ তাঁহার যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল "তাঁহার জীবন তাঁহার উপদেশের অনুরূপ ছিল"।

সিনিক দর্শনের প্রতি জেনোর অনুরাগ থাকিলেও, তিনি সমন্বয়পন্থী ছিলেন। দার্শনিক কূটতর্ক তিনি ভালবাসিতেন না, ধর্ম্মই একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিতেন।

---

১ Portico.

ধর্ম্মের সহায়ক রূপেই তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং আতিভৌতিক বিজ্ঞানের[১] চর্চ্চা করিয়াছিলেন। যদৃচ্ছা অথবা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। জগৎ অখণ্ডনীয় নিয়মদ্বারা পরিচালিত, ইহাই ছিল তাঁহার মত। সৃষ্টির আদিতে কেবল অগ্নি ছিল, অগ্নি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অগ্নিতেই জগতের বিলয় হইবে, ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে এই জগৎ ঈশ্বরের দেহ ; মধুচক্রে মধুর মত, ঈশ্বর বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর, মন, নিয়তি ও জিউস্ ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম। জেনো ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিতেন।

ক্লিন্থিস্

জেনোর পরে তাঁহার শিষ্য ক্লিন্থিস্ তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। সামসের এরিষ্টারকাস্ সূর্য্যকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এইজন্য ক্লিন্থিস্ তাঁহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন।

ক্রাইসিপ্পাস্ (২৮০—২০৭ খৃ. পূ.)

ক্লিন্থিসের পরে ক্রাইসিপ্পাস্ ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের নেতা নির্ব্বাচিত হন। ক্রাইসিপ্পাস্ সল্সাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাত শত গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার একখানাও রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মতে একমাত্র জিউস্ই অমর, অন্য সকল দেবতাই মরণশীল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ ; ধর্ম্ম থাকিলেই অধর্ম্ম থাকিবে। অমঙ্গলের সৃষ্টি হয় নাই, মঙ্গলের মত তাহাও সনাতন। সৎলোক সর্ব্বদাই সুখী, অসৎ লোক অসুখী। সৎ লোকের সুখ ও ঈশ্বরের সুখ একই প্রকারের, কোনও ভেদ নাই। প্রলয় পর্য্যন্ত সকল জীবাত্মারই অস্তিত্ব থাকে, ক্লিন্থিসের এই মত ক্রাইসিপ্পাস্ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে কেবল জ্ঞানবান্ আত্মার পক্ষেই ইহা সত্য।

প্যানেটিয়াস্ ও পোসিডোনিয়াস্

জেনো, ক্লিন্থিস্ এবং ক্রাইসিপ্পাস্, ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এই তিন জন। ইঁহাদের পরে প্যানেটিয়াস্ ও তাহার পরে পোসিডোনিয়াস্ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। প্যানেটিয়াস্ প্লেটোর কোনও কোনও মত গ্রহণ করিয়া জড়বাদ বর্জন করিয়াছিলেন। রোমান সেনাপতি কনিষ্ঠ সিপিও তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সিসিরোর উপরও তাঁহার প্রভাব ছিল। পোসিডোনিয়াসের নিকট সিসিরো, পম্পি এবং আরো অনেক সম্ভ্রান্ত রোমান শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সিসিরোর চেষ্টাতেই রোমে ষ্টোয়িক দর্শনের প্রচার হয়।

পোসিডোনিয়াস্ ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। এথেন্সে গমন করিয়া তিনি ষ্টোয়িক দর্শনের সহিত পরিচিত হন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

---

১ Metaphysics.

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব গণনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ৬৫৪৫ গুণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব ইহার দ্বিগুণ। ষ্টোয়িক দর্শনের সহিত পোসিডোনিয়াস্ প্লেটোর অনেক মত মিশ্রিত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ষ্টোয়িকেরই বিশ্বাস ছিল যে, দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয়। প্যানেটিয়াস্ও তাহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু পোসিডোনিয়াসের মতে মৃত্যুর পরেও প্রলয় পর্য্যন্ত আত্মার অস্তিত্ব থাকে। ততদিন পর্য্যন্ত আত্মা বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। নরক বলিয়া কোনও স্থানের অস্তিত্ব পোসিডোনিয়াস্ স্বীকার করেন নাই। তবে পাপিগণ বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে উঠিতে সমর্থ হয় না, বলিয়াছেন। তাঁহার মতে অতিশয় পাপীর আত্মা পৃথিবীর নিকটেই অবস্থান করে, এবং পুনরায় পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করে। ধার্ম্মিকদিগের আত্মা নক্ষত্রলোকে গমন করে। অন্য আত্মাদিগকে তাঁহারা সাহায্য করিতে সক্ষম।

মার্কাস্ অরেলিয়াস্ (১২১—১৮০ খ্রী. অ.)

প্লেটো এক আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃগণ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিসিলি গমন করিয়া তথাকার নবীন রাজা ডায়োনিসাস্‌কে আপনার মনোমত শিক্ষাদ্বারা আদর্শ নরপতি-রূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উপনিষদে কয়েক জন দার্শনিক নরপতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের সভায় দার্শনিক আলোচনা হইত, এবং দার্শনিক জ্ঞানলাভের জন্য অনেক বিদ্যার্থী তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন। বিদেহরাজ জনক এই সকল নরপতির অন্যতম। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী মিথিলা অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলেও, তাঁহার নিজের কিছুই দগ্ধ হইবে না। ঐতিহাসিক-প্রবর এচ্. জি. ওয়েলস্ যাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সম্রাট্ অশোকও দার্শনিক জ্ঞানে মণ্ডিত ছিলেন। সম্রাটের দার্শনিক জ্ঞানের ফল প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসম্পদে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইয়োরোপের একজন সম্রাট্‌ও দর্শনের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনাইনাস্। অর্দ্ধ-পৃথিবীব্যাপী রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এই সম্রাট্ রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে আপনার দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলই তাঁহার শাসনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মার্কাস্ ষ্টোয়িক মত গ্রহণ করিয়া, তদনুসারে স্বীয় জীবন গঠন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বেই গ্রীক দার্শনিকগণ রোমে দর্শনের চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রীক চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া বাল্যকাল হইতেই মার্কাস্ গভীর বিষয়ে চিন্তা করিতে এবং ধর্ম্মকে এক মাত্র কাম্য এবং অধর্ম্মকে সর্ব্বথা বর্জনীয় বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হন। যখন তাঁহার বয়স্ সপ্তদশ বৎসর, তখন সম্রাট্ আণ্টোনাইনাস্ পায়াস্ তাঁহাকে তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করেন। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, মার্কাস্ যুবরাজরূপে তাঁহার সাম্রাজ্যশাসনে অংশ গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে

সম্রাট্‌পদে আরূঢ় হন। গিবন্ লিখিয়াছেন যে, আণ্টোনাইনাস্ পায়াস্ এবং মার্কাস্ অরেলিয়াসের শাসনকাল ইতিহাসের একমাত্র যুগ, যখন প্রজার সুখই রাজ্যশাসনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

মার্কাসের পূর্ব্বে অনেকে সম্পদ্ বর্জন করিয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। মার্কাস্ দারিদ্র্য বর্জন করিয়া সম্পদ্ বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক মন রাজমুকুট ধারণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে নাই। রাজনীতি এবং যুদ্ধ তিনি ঘৃণা করিতেন, কিন্তু যে কর্ত্তব্যভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা যথাযথ পালনে তিনি অবহেলা করেন নাই। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তখন শত্রু; তাহাদিগের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম এবং সৈন্যের পুরোভাগে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে শিবিরে বসিয়া তিনি তাঁহার চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মচিন্তা[১] জগতের সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে।

মার্কাস্ রাজমর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার জীবন ষ্টোয়িক দর্শনের মহাভাষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অপরের দোষের প্রতি অনুকম্পাশীল, সর্ব্বমানবের হিতৈষী, কিন্তু আপনার প্রতি কঠোর ছিলেন। এভিডিয়াস্ ক্যাসিয়াস্ তাঁহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। সিরিয়ায় বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া এভিডিয়াস্ পরাজিত হন, এবং উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার আত্মহত্যার সংবাদ শুনিয়া মার্কাস্ বলিয়াছিলেন, "শত্রুকে ক্ষমা করিয়া তাহার বন্ধুত্ব-অর্জনের সুখ হইতে এভিডিয়াস্ আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে।" তিনি বিদ্রোহী সেনাপতির স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার দলভুক্ত সৈন্যদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন।

মার্কাস্ যুদ্ধ ঘৃণা করিলেও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যখন যুদ্ধের প্রয়োজন হইত, তখন অস্ত্র ধারণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। আট বার তিনি কঠোর শীতের মধ্যে ড্যানিউব তীরে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। রোমানগণ ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিত। তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও তাঁহার মূর্ত্তি দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত সযত্নে রক্ষিত হইত।

মার্কাস্ অরেলিয়াসের কয়েকটি উক্তি এই:

"এই মুহূর্ত্তেই তোমার জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তোমার প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য নিয়ন্ত্রিত কর। যে কর্ম্মের সহিত বিশ্বের সঙ্গতি আছে, তাহাই ভাল। বিশ্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলা, একই কথা।"

"হে বিশ্ব, তোমার সহিত যাহার সঙ্গতি আছে, তাহার সহিত আমারও সঙ্গতি আছে। তোমার নিকট যাহা সময়োচিত, আমার নিকট তাহা অন্যরূপ নহে। হে প্রকৃতি, তোমার বিভিন্ন ঋতুতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আমার আস্বাদনের জন্য ফল; তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি, তোমাতেই সকলের স্থিতি; তোমাতেই সকল পদার্থ ফিরিয়া যায়।"

---

১ **Meditations.**

"বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বারংবার চিন্তা কর। যাহাই তোমার ঘটুক না কেন, তাহা স্থির হইয়া আছে অনাদিকাল হইতে। অনাদিকাল হইতে কারণ-পরম্পরা-কর্ত্তৃক তোমার অস্তিত্বের সূত্র নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।"

"আমি আণ্টোনাইনাস্, রোম আমার দেশ। কিন্তু আমি একজন মানুষ। সেই জন্য জগৎ আমার দেশ।"

"মানুষ আছে পরস্পরের সাহায্যের জন্য।"

"একজন পাপ করিলে, তাহাতে অন্যের ক্ষতি হয় না।"

"মানুষকে ভালবাস। ঈশ্বরের আদেশ পালন কর। সকলি বিশ্বের নিয়মদ্বারা শাসিত, ইহা মনে রাখিলেই যথেষ্ট।"

"যাহারা অন্যায় করে, তাহাদিগকেও ভালবাসিতে কেবল মানুষেই পারে। ভাল-বাসিতে পারে, যদি একথা মনে করে যে, অন্যায়কারী তাহার জ্ঞাতি; সে অজ্ঞানবশতঃই ইচ্ছা না থাকিলেও অন্যায় করিয়াছে, এবং সত্বর উভয়কেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; অন্যায়কারী তাহার কোনও ক্ষতিই করে নাই, কেন-না, তাহার প্রজ্ঞাশক্তির কোনও ক্ষতি তাহাদ্বারা হয় নাই।"

মার্কাস্ অরেলিয়াস্ বিশ্বাস করিতেন, প্রত্যেক মানুষকে পথ দেখাইবার জন্য ঈশ্বর এক একজন দেবতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই বিশ্বাস হইতেই খৃষ্টীয় জগতে 'রক্ষক স্বর্গদূতে'[১] বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছিল।

সেনেকা (৩ পূ. খৃ.—৬৫ খৃ. অ.)

সেনেকা জাতিতে স্পানিয়ার্ড ছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান করিয়া যখন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তখন সম্রাট্ ক্লডিয়াসের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কর্সিকা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। ক্লডিয়াস্-মহিষী এগ্রিপিনা-কর্ত্তৃক ৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পুত্র নীরোর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। নীরোর বয়স্ তখন একাদশ বৎসর। সেনেকার এই শিষ্যই পরে রোমের সম্রাট্ হইয়া রোমের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছিল। সেনেকা ষ্টোয়িক হইলেও, বৃটেনে টাকা ধার দিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। নীরোকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে আত্মহত্যা করিবার অনুমতি দান করেন। আত্মহত্যা করিয়া সেনেকা নীরোর কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। সেনেকার বহু রচনা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া কোনও কোনও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

এপিক্টেটাস্ (৬০—১০০ খৃ. অ.)

এপিক্টেটাস্ জাতিতে গ্রীক ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি দাসে পরিণত হইয়াছিলেন। দাসত্বমুক্ত হইয়া তিনি নীরোর মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। দাসত্বমুক্তির পূর্ব্বে তাঁহার প্রভু

[১] Guardian angel.

একদিন তাঁহাকে এমন গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। সম্রাট্‌ ডমিসিয়ান্‌ যখন রাজ্যের যাবতীয় দার্শনিককে নির্ব্বাসনে পাঠাইতে আরম্ভ করেন, তখন এপিক্‌টেটাস্‌ এপিরাসে লাইকোপোলিস্‌ নগরে পলায়ন করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এপিক্‌টেটাসের কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"ক্রীতদাসেরা মানুষ; তাহারা অন্য মানুষের সমান। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।"

"ষ্টোয়িক কে? দেখাও দেখি এমন একজন লোক, যে মুখে যাহা বলে, তদনুসারে আপনাকে গঠন করিয়াছে। যে পীড়িত হইয়াও সুখী, বিপন্ন, তবুও সুখী, মুমূর্ষু, তবুও সুখী, নির্ব্বাসনে সুখী, অপমানিত হইয়াও সুখী। দেবতারা সাক্ষী, আমি এমন একজন ষ্টোয়িক দেখিতে চাই! না, সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক, এমন কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না। তবে এমন একজনকে দেখাও, যে ষ্টোয়িক আদর্শে গঠিত হইতেছে, যে ষ্টোয়িক পথে পা বাড়াইয়াছে। আমি এখন পর্য্যন্ত এমন লোক দেখি নাই। এই বৃদ্ধকে সেই দৃশ্য দেখাইতে অবহেলা করিও না। ...এমন একটি মানবাত্মা আমাকে দেখাও, ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যে স্বীয় ইচ্ছার ঐক্যসাধন করিতে ইচ্ছুক; যে ঈশ্বর অথবা মানুষকে দোষ দিতে চায় না, কিছুই দুর্ভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে চায় না, ক্রোধ ও ঈর্ষা হইতে যে মুক্ত হইতে চায়, নিজের মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত করিতে চায়, এই দেহেই ঈশ্বরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে চায়, এরূপ একটি লোক আমাকে দেখাইতে পার? পার না।"

"যখন ক্ষমতাশালী লোকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন মনে রাখিও যে, উপরে একজন আছেন, যিনি নিম্নে যাহা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছেন, এবং তোমার আচরণদ্বারা তাঁহাকেই সন্তুষ্ট করিতে হইবে, মানুষকে নয়।"

"মরিতে আমাকে হইবেই, কিন্তু তাই বলিয়া কি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মরিব? আমাকে বন্দী হইতেই হইবে, কিন্তু তাহার জন্য কি কাঁদিতে থাকিব? আমাকে নির্ব্বাসনে যাইতেই হইবে, কিন্তু নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে যাইতে কি কেহ বাধা দিতে পারে? ইহার রহস্য জানিতে চাহিতেছ? তাহা আমি বলিব না। বলা না বলা আমার ইচ্ছা। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে? কি বলিতেছ, আমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে? আমার পা বাঁধিবে? তাহা তুমি পারো। কিন্তু আমার ইচ্ছা? তাহাকে জয় করিবার ক্ষমতা জিউসেরও নাই। আমাকে বন্দী করিবে? আমার ক্ষুদ্র দেহ বন্দী করিতে পার। আমার মাথা কাটিবে? কেন, কখন আমি তোমাকে বলিয়াছি যে, আমিই একমাত্র লোক, যাহার মাথা কেহ কাটিতে পারে না? যাঁহারা দর্শনের আলোচনা করেন, তাঁহাদের উচিত, এই সকল কথা লিখিয়া রাখা, এবং ইহা অভ্যাস করিতে চেষ্টা করা।"

"ধর্ম্মই যে একমাত্র মঙ্গল, ইহা যদি আমরা বুঝি, তাহা হইলে সত্য অমঙ্গল যে কিছু আমাদের ঘটিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিব।"

"তুমি যদি সীজারের জ্ঞাতি হইতে, তাহা হইলে, আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে। কিন্তু তুমি যে ঈশ্বরের জ্ঞাতি, সীজারের জ্ঞাতি হইতে অধিক নিরাপদ!"

"পৃথিবীতে আমরা বন্দী, মৃত্তিকার শরীরের মধ্যে বদ্ধ।"

"মৃতদেহবাহী একটি ক্ষুদ্র আত্মা তুমি। জিউস্ দেহকে স্বাধীনতা দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরত্বের একটা অংশ আমাদিগকে দিয়াছেন।"

"ঈশ্বর সকল মানবের পিতা, আমরা সকলে ভ্রাতা।"

"আমি এথেন্সবাসী, আমি রোমান, ইহা বলা উচিত নহে। আমি বিশ্বের অধিবাসী, ইহাই বলা উচিত।"

ষ্টোয়িক দার্শনিক প্রস্থান্

ষ্টোয়িক দর্শন মুখ্যতঃ কর্ম্মমূলক হইলেও, ইহার চরিত্রনীতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মতের ব্যাখ্যা প্রথমে আবশ্যক। ষ্টোয়িক মতে ব্যবহারের সহিত সম্পর্কবিহীন বিজ্ঞান ও কলার কোন মূল্যই নাই। কেবল বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান, এবং কলার জন্য কলা, অনাবশ্যক বাহুল্যমাত্র। ব্যবহারে প্রয়োগেই দর্শনের সার্থকতা এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জ্ঞানই দর্শন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দর্শন হইতে অভিন্ন। দর্শন ধর্ম্মের শিক্ষায়তন, ধার্ম্মিক জীবন যে যে উপাদানে গঠিত, সেই সকল তত্ত্বের বিজ্ঞানই দর্শন। জ্ঞান ভিন্ন মানুষের আকিঞ্চনের বিষয় আর কিছু নাই। ঐশ্বরিক এবং পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া, তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

মনোবিজ্ঞান

অন্তরের মধ্যে সত্তার প্রমাণের অনুসন্ধান ষ্টোয়িক দর্শনের প্রধান বিশেষত্ব। মনের বাহিরে না গিয়া, কি প্রকারে সত্যকে জানিতে পারা যায়, আত্মা ও বাহ্য জগতের মধ্যে কিরূপে সেতু নির্ম্মাণ করা যায়, ইহাই ষ্টোয়িক দর্শনের গবেষণার বিষয় ছিল। ষ্টোয়িক দার্শনিকদিগের মতে যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। বাহ্য দ্রব্য মনের উপরে যে মুদ্রা অঙ্কিত করে, তাহা হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সকল মানসিক মুদ্রা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বুদ্ধি সামান্য প্রত্যয় গঠিত করে। মন সাদা কাগজের মতন ; সংবেদন সেই কাগজের উপর লেখে। মন জ্ঞানের স্রষ্টা নহে ; যে বাহ্য দ্রব্যদ্বারা সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞানের কারণ। সেইজন্যই জ্ঞান সত্য। কিন্তু বাহ্যপদার্থজাত জ্ঞানের সহিত আমাদের কল্পনাসৃষ্ট প্রত্যয় মিশ্রিত হওয়া অসম্ভব নহে। কল্পনা হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার উপায় কি ? সত্য জ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি ? ইহার উত্তরে ষ্টোয়িকগণ বলেন, সত্য জ্ঞান তাহার প্রমাণ বহন করিয়াই উপস্থিত হয়। স্বকীয় সত্যতা-দ্বারা তাহা মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, মন আপনা হইতেই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে ; তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপ অনিবার্য্য ভাবে যে প্রত্যয় আপনার যাথার্থ্য আত্মায় মুদ্রিত করিয়া দেয়, এবং আপনার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে আত্মাকে বাধ্য করে, তাহাকে কল্পনা বলিতে পারা যায় না। তাহাকে যথার্থ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা ভিন্ন সত্যের অন্য প্রমাণ অসম্ভব, কেন-না, জ্ঞান উৎপন্ন

হয় আমাদের মনের উপরি মুদ্রিত চিহ্নদ্বারা। এই মত প্রত্যক্ষবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যবর্ত্তী। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই সত্য জ্ঞান, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে কিছু আছে কি না, তাহা নির্ভর করে সেই জ্ঞান স্বকীয় সত্যতার প্রমাণ সঙ্গে করিয়া আনে কি না, তাহার উপর।

প্রাকৃতিক দর্শন

ষ্টোয়িক প্রাকৃতিক দর্শন মুখ্যতঃ হেরাক্লিটাসের মতাবলম্বী। অশরীরী কোনও দ্রব্য নাই ; প্রত্যেক বস্তুই গুণান্বিত। যাবতীয় জ্ঞানই যেমন ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ, তেমনি যাবতীয় দ্রব্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়। এই জড়বাদ ষ্টোয়িক দর্শনের নৈতিক অধ্যাত্মপ্রবণতার প্রতিকূল বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহার মূলতত্ত্বের সহিত ইহার বিরোধ নাই। কোনও অধ্যাত্ম সত্তাকেই ষ্টোয়িকগণ যথোচিত দ্রব্যত্বসমন্বিত[১] বলিয়া মনে করেন না। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ ও তাহাদের কার্য্য অধ্যাত্ম[২] বিষয় বটে, কিন্তু দ্রব্যসকল শরীরী। শরীরী দ্রব্যের অধ্যাত্ম দ্রব্যের উপর ক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম দ্রব্যের শরীরী দ্রব্যের উপর ক্রিয়া অসম্ভব। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমধর্ম্মী দ্রব্যের মধ্যেই সম্ভবপর। আত্মা ও ঈশ্বর উভয়ই শরীরী, কিন্তু জড় এবং বাহ্য শরীর হইতে ভিন্ন প্রকারের। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে এই ভেদ-দূরীকরণের ফল অদ্বৈতবাদ—সর্ব্বেশ্বরবাদ। আরিষ্টটলের ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন, তিনি সনাতন বিশুদ্ধ রূপ। ষ্টোয়িকগণ এই ভেদ স্বীকার করেন নাই। এই ভেদ স্বীকার করিলে জগতে ঈশ্বরের কোনও ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। জগৎকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলে তাহাতে যে দ্রব্যত্ব আরোপিত হয়, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। ঈশ্বর-বিরহিত কোনও দ্রব্যত্ব জগতের নাই। সেইজন্য শক্তি ও তাহার প্রকাশের মতন ষ্টোয়িকগণ জগৎ ও ঈশ্বরকে অভিন্ন বলিয়াছেন। জগতের দুই রূপ—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। জড়[৩] তাহার নিষ্ক্রিয় রূপ —শক্তির আশ্রয়স্থল। ঈশ্বর সক্রিয় রূপ—সক্রিয় শক্তি, জড়ে অনুস্যূত, সর্ব্বত্র বিতত। জগৎ ঈশ্বরের দেহ, ঈশ্বর দেহী, জগতের আত্মা। ঈশ্বর ও জড় একই পদার্থ ; নিষ্ক্রিয়-রূপে জড়, সক্রিয়রূপে ঈশ্বর। জগতের স্বাধীন সত্তা নাই ; ইহা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক উৎপন্ন, সঞ্জীবিত ও নিয়ন্ত্রিত। চিন্তায় যখন জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ করা যায়, তখন এক দিকে নিশ্চেষ্ট জড় ও অন্য দিকে ক্রিয়াশীল শক্তি থাকে। কিন্তু শক্তি ও তাহার আশ্রয় অভিন্ন, ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। জগৎ একটি অতিকায় জীব ; তাহার প্রজ্ঞাবান্ আত্মা ঈশ্বর। জগতের প্রত্যেক অংশে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট ; সমগ্র জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন ; সেই অখণ্ডনীয় নিয়মই নিয়তি, তাহাই ঈশ্বর—প্রজ্ঞাবান্ বিধাতা[৪], বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশৃঙ্খলার বিধাতা পূর্ণ জ্ঞান, হিতের আদেষ্টা ও পুরস্কর্ত্তা, অহিতের নিষেধক ও শাস্তা। বিশ্বের কিছুই স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। কিছুই তাহার স্বভাব বর্জন ও সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যেক দ্রব্য সমগ্রের সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ; ঈশ্বর সেই সমগ্রের তত্ত্ব ও শক্তি। হেরাক্লিটাস্ যে ঋতের কথা—অখণ্ডনীয় নিয়মের কথা—বলিয়াছিলেন,

---

[১] Substantial. [২] Ideal. [৩] Matter. [৪] Providence.

তাহাই ষ্টোয়িক দর্শনে প্রতিফলিত। হেরাক্লিটাসের মতই ইহা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধবাদী। হেরাক্লিটাসের মতই ষ্টোয়িকগণ শরীরী ঈশ্বরকে জগতের তাপদায়িনী অগ্নিময়ী শক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিই জগতের জীবন, তাহা হইতেই সকল জীবনের উৎপত্তি এবং তাহাতেই সকল জীবন অস্তিমে বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রলয়ের পরে সেই অগ্নি হইতেই নূতন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পরে আবার প্রলয়, আবার সৃষ্টি, এইরূপ অনন্তকাল চলিতে থাকে। এক সৃষ্টিতে যাহা যাহা ঘটে, পরবর্ত্তী সৃষ্টিতেও ঠিক্ তাহাই পুনরায় সংঘটিত হয়, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি হয়। নূতন কিছুই ঘটে না, সকলই চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়। ষ্টোয়িকগণ ঈশ্বরকে কখনও বলিয়াছেন বিভু আত্মা, কখনও বিশ্বস্রষ্টা অগ্নি, কখনও ইথার। ইথার ও অগ্নি তাঁহাদের মতে অভিন্ন। বিশ্বের অভিব্যক্তি ঐশ্বারক জীবনেরই অভিব্যক্তি; বিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্য ঐশ জীবন-কর্তৃক অনুপ্রাণিত; সমগ্র হইতে বিশিষ্টতা-প্রাপ্ত এবং সমগ্রের মধ্যে তাহার পুনরাগমন নির্দ্ধারিত। সমগ্রের মধ্যে বিশিষ্ট কোনও দ্রব্যই নিরর্থক নহে; প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে; অহিত[১] যাহা, সমগ্রের পূর্ণতার মধ্যে তাহারও স্থান আছে, অহিত না থাকিলে হিতও থাকে না। বিশ্ব বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, অথবা তাহার উদ্দেশ্যসাধনের অধিকতর উপযোগী হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

চরিত্রনীতি

ষ্টোয়িকদিগের চরিত্রনীতির সহিত তাঁহাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বিশ্বশৃঙ্খলা যে প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বরের সৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মানবীয় কর্ম্ম যে বিশ্বের নিয়মের সহিত সমঞ্জস হওয়া উচিত, চরিত্রনীতিতে তাহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মানবের কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রকৃতির অনুসরণ —বিশ্বের ঋতের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা। "প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কর"—ইহাই ষ্টোয়িক চরিত্রনীতি। তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতির সহিত—যাহা কৃত্রিমতাদ্বারা দূষিত হয় নাই, সেই প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রকৃতির সহিত—সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবন যাপন কর। তুমি প্রজ্ঞাময় জগতের প্রজ্ঞাময় অংশ, ইহা সম্যক্ ধারণা করিয়া, এবং জ্ঞানপূর্ব্বক সমগ্রের অংশ হইয়া সমগ্রের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান কর। প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার প্রজ্ঞাহীন অংশের অনুসরণ হইতে বিরত হও। ইহাই তোমার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য; ইহাতেই তোমার সুখ। এই পথের অনুসরণ করিয়াই তোমার প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বের, এবং বহিঃস্থ দ্রব্যের সহিত দ্বন্দ্বের পরিহার করিতে সক্ষম হইবে। জীবন তোমার প্রশান্তসলিলা স্রোতস্বতীর মত ধীর শান্ত গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ষ্টোয়িক চরিত্রনীতির ইহাই মূলতত্ত্ব। ইহা হইতে ষ্টোয়িক আচার্য্যগণ নিম্নলিখিত তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন :—

(১) ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সম্বন্ধ :—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের অর্থ সমগ্রের বশ্যতা। তাহাতে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও সুখের কোনও স্থান নাই। সুখ অতিতম

---

[১] Evil.

ব্যক্তিগত পদার্থ। সুতরাং ষ্টোয়িকের জীবনে সুখের স্থান নাই। আত্মার নৈতিক শান্তিকে ষ্টোয়িকগণ আনন্দ[১] বলিয়াছেন। সুখ[২] এই আনন্দের অনুপস্থিতির অবস্থা ; ইহা জীবনের বাধা ও অহিত[৩]। "সুখের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য নাই ; প্রকৃতির ইহা উদ্দেশ্য নহে" —ক্লিন্থিসের এই মত ছিল। অন্যান্য ষ্টোয়িকদিগের মত এতটা কঠোর ছিল না সত্য। প্রকৃতির সহিত সুখের সামঞ্জস্য আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন। সুখকে হিত বলিতেও তাঁহাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু ইহার কোনও নৈতিক মূল্য আছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। তবে সুখ যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, তাহা তাঁহারা বলিতেন। প্রকৃতির যথাবিহিত কার্য্যের সহিত সুখের সংযোগ আপতিক। সুখ আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সক্রিয় অবস্থা নহে। ষ্টোয়িকনীতির কঠোরতার মূলই এইখানে। ব্যক্তির সুখদুঃখের কোনও মূল্য নাই ; আত্মার বহিঃস্থ প্রত্যেক উদ্দেশ্যই চরিত্রনীতির বিরোধী। জ্ঞানদীপ্ত কর্ম্মই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বাহ্য সম্পদ্

ধর্ম্মই[৪] মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র তাহাতেই তাহার আনন্দ। মানুষের অন্তরস্থ প্রজ্ঞা ও আত্মার শক্তি, এবং প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ইচ্ছা ও কর্ম্মই মানুষকে আনন্দদানে এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবিচলিত রাখিতে সমর্থ। বাহ্য সম্পদ্—স্বাস্থ্য, অর্থ প্রভৃতি—মূল্যহীন ; প্রজ্ঞাকে তাহারা কিছুই দেয় না, আত্মার মহত্ত্ব- ও শক্তি-বৃদ্ধিও করে না। বিবেকের সহিত যেমন তাহাদের ব্যবহার করা যায়, অবিবেকের সহিতও তেমনি ব্যবহার করা যায়। তাহাদের পরিণাম সুখও হইতে পারে, দুঃখও হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত হিত তাহাদিগকে বলা যায় না। একমাত্র ধর্ম্মই মঙ্গলজনক। বাহ্য সম্পদের অভাবে ধার্ম্মিকের আনন্দের হানি হয় না। তথাকথিত বাহ্য অহিতও প্রকৃত অহিত নহে। অধর্ম্মই একমাত্র অহিত—প্রকৃতির বিরোধী প্রজ্ঞা-হীনতা। তবে বাহ্য পদার্থের মধ্যেও ভেদ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অন্যান্য হইতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা হইলেও নীতির দিক্ হইতে তাহাদিগকে শ্রেয়ঃ বলা যায় না। জ্ঞানী লোকে রোগ ও দারিদ্র্য অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও সম্পদ্‌কে অধিকতর পছন্দ করেন ; ইহা প্রজ্ঞাবিরোধী নহে, কেন-না, স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ কর্ম্মের সহায়ক, সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মেরও সহায়ক। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্ব্যূঢ় হিত বলিয়া মনে করেন না, কেন-না, যাহার জন্য সমস্ত বর্জন করা যায়, স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ তাহা নহে। তাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সুতরাং ধর্ম্মের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। শ্রেয়ঃ ও অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয়ের মধ্যে এই ভেদ হইতে দেখা যায় যে, ষ্টোয়িকগণ সর্ব্বোত্তম মঙ্গলকেই শ্রেয়ঃ বলিতেন, এবং আপেক্ষিক কোনও মঙ্গলকে শ্রেয়ের অন্তর্গত গণ্য করিতেন না।

---

[১] Happiness. [২] Pleasure. [৩] Evil. [৪] Virtue.

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

প্রজ্ঞাবত্তা ও বস্তুর প্রকৃতি-অনুযায়ী যথোচিত কর্মই ধর্ম। অধর্ম প্রজ্ঞার বিপরীত—প্রকৃতি ও সত্যের বিরোধী উৎপথবর্তিতা। মানুষের কর্ম হয় প্রজ্ঞাসম্মত এবং দ্বন্দ্ব-রহিত, অথবা তদ্বিপরীত। প্রজ্ঞাসম্মত কর্মই ধর্ম, তাহার বিপরীত কর্ম অধর্ম। প্রজ্ঞার সহিত অতি সামান্যমাত্র বিরোধ থাকিলেও তাহা অধর্ম। যিনি দোষসম্পর্করহিত এবং সম্পূর্ণভাবে সৎ, তিনিই ধার্মিক। আংশিকভাবে সৎ হইলে, তাহাকে ধার্মিক বলা যায় না। যিনি অল্পমাত্রও প্রজ্ঞাহীন অথবা দোষী, তিনি অধার্মিক; যিনি কোনও রিপুর, অথবা অনুরাগ কিংবা প্রবল প্রবৃত্তির অধীন, অথবা কোনও দোষের কার্য্য করেন, তিনিই অধার্মিক। দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বাভাবের মধ্যে কোনও সেতু নাই, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই, যেমন সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই। ধর্মকে হয় সমগ্রভাবে পাইতে হইবে, নতুবা একেবারেই নয়। আংশিক ধর্ম হয় না। সমস্ত ভাল কাজই সমান ভাল, কোনটা কম ভালো, কোনটা বেশী ভালো হয় না। ধর্ম ও অধর্মের প্রভেদ অনতিক্রম্য; তাহাদের মধ্যে ক্রমভেদ নাই। ব্যবস্থানুযায়ী কর্মের কোনও নৈতিক মূল্য নাই, কিন্তু যদি সেই কর্ম ধর্মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এবং ব্যবস্থার অব্যবহিত ফল না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধর্ম ও অধর্মের মধ্যবর্ত্তী বলা যায়।

নৈতিক কর্ম্মবিষয়ক মত

পরবর্ত্তী স্টোয়িকগণ নৈতিক কর্মসম্বন্ধে যে বিশেষ মতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা এই: ন্যায়ান্যায়ের অনাপেক্ষিক বিচার, দুঃখের উপর আত্মার ঐকান্তিক প্রভুত্বস্থাপন, কাম ও কামনার ঐকান্তিক দমন, জাগতিক সংস্থানে যাহার যেরূপ মূল্য, তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার—ইহাই ধর্ম। কর্ত্তব্য দ্বিবিধ—নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য। প্রকৃতি ও প্রজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্য-সমন্বিত পন্থার অনুসরণ করিয়া আত্মরক্ষাই নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের মূলতত্ত্বানুসারে পরস্পরের প্রতি সুবিচার ও মনুষ্যোচিত ব্যবহারই অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মানব-জাতি বিবদমান নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা রাষ্ট্রের মূলতত্ত্বের বিরোধী। সকল মানুষের একরাষ্ট্রভুক্ত হইয়া একই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে বাস করা কর্ত্তব্য। কোন বিশেষ দেশকে স্বদেশ মনে করিয়া অন্যান্য দেশকে বিদেশ মনে করা উচিত নহে।

স্টোয়িক দার্শনিকগণ জ্ঞানীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কর্মের আদর্শরূপ পরিপূর্ণ ধর্ম ও আনুষঙ্গিক অনপেক্ষসুখের চিত্র। স্নোবেগ্লার সেই চিত্র এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

"ঐশ্বরিক ও মানবীয় বিষয়ের সত্য জ্ঞান ও তাহার ফলস্বরূপ অনাপেক্ষিক নৈতিক বোধ ও শক্তি যাঁহার অধিগত হইয়াছে, এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদক যাবতীয় গুণ যাঁহাতে

সম্মিলিত হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে, তাহার সকলই তিনি অবগত আছেন, এবং অন্যাপেক্ষা পূর্ণতররূপে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেন-না, তাঁহার আত্মা দোষস্পর্শহীন, এবং বস্তুর স্বরূপের সত্য জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত। একমাত্র তিনিই প্রকৃত রাজনৈতিক, প্রকৃত ব্যবস্থাপক, প্রকৃত বাগ্মী, প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃত সমালোচক, প্রকৃত কবি ও প্রকৃত চিকিৎসক। তিনি দোষহীন, ত্রুটিহীন, কেন-না, প্রজ্ঞার প্রয়োগ না করিয়া তিনি কোনও কাজ করেন না। তিনি সকল বিষয় যুক্তিদ্বারা বিচার করেন। তিনি কিছুতেই ভীত অথবা বিস্ময়াপন্ন হন না। তাঁহার দুর্ব্বলতাও যেমন নাই, তেমনি প্রবল চিত্তাবেগও নাই। তিনিই সত্য প্রতিবেশী, জ্ঞাতি ও বন্ধু, এবং এই সমস্ত সম্বন্ধের অর্থ ও তাহার আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যও তিনিই জানেন এবং পালনও করেন। তিনি শ্রেয়ঃকে স্বীয় পথপ্রদর্শকরূপে অন্তরে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বাহ্য নিয়ম এবং প্রচলিত বিধানের বন্ধন হইতে মুক্ত। তিনি তাঁহার কর্ম্মের প্রভু, কেন-না, তিনি কেবল আপনার নিকট দায়ী। জীবিকা এবং ব্যবসায়সম্বন্ধেও তিনি তুল্যরূপে স্বাধীন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেন। যাহা কিছু তাঁহার প্রয়োজন, সকলি তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ। যাহা তাঁহার নাই, তাহার অভাব তিনি বোধ করেন না। সেইজন্য তিনি ধনবান্। সকল অবস্থাতেই তিনি সুখী; তাঁহার ধর্ম্মেই তাঁহার সুখ নিহিত।"

অন্তরের সম্পূর্ণ শুচিতা ব্যতীত কোনও কর্ম্মই যে সৎ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এবং এই শুচিতা যে প্রকৃত সুখের জন্য অপরিহার্য্য, এই সত্য ষ্টোয়িক দর্শনে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা তাহার বিশেষ কৃতিত্ব। গ্রীস ও রোমের নৈতিক অধোগতির যুগে ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ ধর্ম্মের মহিমা ও অপরিহার্য্যতার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু যে আদর্শ তাঁহারা লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা পার্থিব জীবনে অনধিগম্য। তাহা নিতান্তই একদেশদর্শী। মানব-জীবনে যে প্রকৃতিরও স্থান আছে, তাহা অস্বীকার করিয়া তাঁহারা যে নেতিবাচক বৈরাগ্য-মূলক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে জীবনকে অস্বীকার করা হইয়াছে, সুনিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই। বিশ্ববাসিত্বের[১] ধারণা তাঁহাদের অপূর্ব্ব দান। এই ধারণার বাস্তবে পরিণতি বহুবিলম্বিত হইলেও, মানবসমাজ যে বহু অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষ্টোয়িক দর্শনের আর এক উল্লেখযোগ্য দান জড় ও চৈতন্যের মধ্যে অনতিক্রম্য ভেদের অস্বীকার। জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া পরস্পরের বিরোধী তত্ত্বরূপে দর্শনে উপস্থিত করায় যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধান এখনও হয় নাই। কিন্তু ষ্টোয়িকগণ সে বিরোধ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বরবাদে ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। জগতের আত্মারূপে যিনি ঈশ্বর, তাহার দেহরূপে তিনিই জড় জগৎ। বহুদিন পরে স্পিনোজা জড়ত্ব ও চৈতন্যকে ঈশ্বরের দুই গুণ[২] বলিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্ত্তমানে যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে কোন কোনও বৈজ্ঞানিকও সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

---

[১] Cosmopolitanism. [২] Attribute.

ষ্টোয়িকগণ ঈশ্বরকে মঙ্গলময় ও মানবের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইতে পাশ্চাত্য জগতে ঈশ্বরবাদের[১] উদ্ভব হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীনতার সহিত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্জস্য তাঁহারা কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বোঝা কঠিন। ক্রীতদাসদিগের মনুষ্যত্ব-স্বীকার ষ্টোয়িক দর্শনের আর এক কীর্ত্তি। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ যাহাদিগের অধিকার স্বীকার করেন নাই, ষ্টোয়িকগণ তাহাদিগকে অন্যান্য সকলেরই সমান বলিয়া গিয়াছেন।

[২]

এপিকিউরাস্

ইংরেজী ভাষায় 'এপিকিওর' শব্দের অর্থ ভোগলিপ্সু, বিলাসী, 'মাংসভাণ্ড'-লোভী, সুখান্বেষী লোক। কিন্তু যাঁহার নাম হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার চরিত্র ইহার বিপরীত ছিল। সুখ তাঁহার মতে জীবনের লক্ষ্য হইলেও, সে সুখ ইন্দ্রিয়সুখ নহে। ঈশ্বরে তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও, তিনি কখনও ভোগবিলাসের সমর্থন করেন নাই। বরং তিনি যে জীবনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বৈরাগ্যপ্রবণ। লাটিন নাস্তিক কবি লুক্রেসিয়াস্ তাঁহার যে প্রশস্তি লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :

যবে ধর্ম্মের[২] নিষ্ঠুরতায় দলিত ও লাঞ্ছিত*
মানবজীবন ছিল সদা শঙ্কিত ;
ভ্রুকুটি-কুটিল ভয়াল মুষ্টি হেরিয়া যখন তার
দুর্ব্বল নর শিহরিত বার বার ;
গ্রীসের এই সে মানুষ প্রথম ঘোর অবজ্ঞা ভরে
গর্ব্বে দাঁড়ায়ে চাহিল তাহার পরে।
দেবতাগণের মহিমার কথা, বজ্র ও প্রহরণ,
দমিতে নারিল তার বলিষ্ঠ মন।
সেই প্রকৃতির রুদ্ধ দুয়ার করিল উদ্ঘাটিত ;
পৌরুষ তার হল না নির্ব্বাপিত।
শৌর্য্যে তাহার বিপুল পৃথ্বী জাগিল কৌতুহলে,
বিজয়ীর জয়মাল্য তাহার গলে।
সেই জানাইল কি হইতে পারে, হইতে পারে না কি ;
মানবজীবনে আনিল নূতন শ্রী।

---

১ Theism. ২ ধর্ম্ম—Religion.

* কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অনুবাদ।

প্রতি বস্তুর শক্তির সীমা জানাইল ধরি ধরি
অজ্ঞানতার কুহেলিকা অপসরি।
তাহার হাতেই প্রথম হইল ধর্ম্মের পরাজয়,
ধ্বনিত হইল মানবের জয় জয়।
সবার উপরে মানুষ উচ্চ, তাহার উপরে নাই,
ধর্ম্মে দমিয়া মানুষ জানালো তাই।

ষ্টোয়িক দর্শন ও এপিকিউরীয় দর্শন একই সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল। ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জেনো ও এপিকিউরাস্ সমসাময়িক। প্লেটোর মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে খৃ. পূ. ৩৪২ অব্দে এপিকিউরাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এথেন্স হইতে সামসে গিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশব ও শিক্ষাসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডাইওজিনিস্ লেয়ার্টিস্ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে তাহাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু লেয়ার্টিস্ও কিংবদন্তীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এপিকিউরাসের শৈশব যে সামস্ দ্বীপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এথেন্সে আগমন করেন। তাঁহার এথেন্সে অবস্থানকালে সামস্ অধিবাসী এথিনিয়দিগকে দ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। এপিকিউরাসের পরিবারের লোকেরা তখন এসিয়া মাইনরে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং এপিকিউরাস্ তথায় গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন। মিটেলীন নগরে তিনি তাঁহার প্রথম চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। পরে তাহা ল্যাম্পসাকাসে স্থানান্তরিত হয়। ৩০৭ খৃ. পূ. অব্দে তিনি এথেন্সে চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন।

এপিকিউরাসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এথেন্সে তাঁহার নিজের এক গৃহ ও একটি উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে তাঁহার চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও অনুগামিগণ একটি সম্প্রদায়ে সংঘবদ্ধ এবং দৃঢ়বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পাইথাগোরীয়দিগের মতো এপিকিউরীয় সম্প্রদায়ের সভ্যদিগের সম্মিলিত ধনভাণ্ডার ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জীবনযাপন-প্রণালী খুব সরল ছিল। জলের সহিত রুটিই প্রধানতঃ তাঁহাদের খাদ্য ছিল। উপাদেয় খাদ্যে তাঁহারা অনভ্যস্ত ছিলেন।

চিরজীবন ভগ্ন স্বাস্থ্যে অতিবাহিত হইলেও, এপিকিউরাস্ দৈহিক কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য ছিল অত্যধিক। তিনিই বলিয়াছিলেন, "র‍্যাক্‌এর উপরে শায়িত হইয়াও মানুষ সুখী হইতে পারে।"

এপিকিউরাসের নৈতিক চরিত্রসম্বন্ধে অনেক কুৎসা প্রচারিত হইলেও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। সাধারণের সহিত তাঁহার ব্যবহার সদয় ও অমায়িক ছিল। এপিকিউরীয়দিগের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা-সম্বন্ধে যে সমস্ত গল্প প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিদ্বেষপ্রসূত। এপিকিউরাস্

অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার রচনার সারসংগ্রহ করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান আছে।

সাধারণের সহিত সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিলেও দার্শনিকদিগের সহিত এপিকিউরাসের সম্বন্ধ মধুর ছিল না। অনেকের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যে যে দার্শনিকের নিকট তিনি তাঁহার দার্শনিক মতের জন্য ঋণী বলিয়া মনে করিবার কারণ ছিল, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য আপত্তিজনক। ডেমোক্রিটাসের নিকট তাঁহার ঋণ কখনও তিনি স্বীকার করেন নাই। লিউকিপ্পাস্কে দার্শনিক বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতেন না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের সম্বন্ধে অপমানজনক যে সমস্ত বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করিতেন, লেয়ার্টিস্ তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। স্বীয় মতসম্বন্ধে অসহিষ্ণু দৃঢ়তাও তাঁহার আর একটি ত্রুটি ছিল। তাঁহার মতের সারসংগ্রহ শিষ্যদিগকে মুখস্থ করিতে হইত, এবং তাহার কোনও অংশে বিন্দুমাত্র সন্দেহপ্রকাশের অধিকার তাহাদের ছিল না। ইহার ফলে তাঁহার উপদেশে কেহই কিছু যোগ করিতে পারে নাই, এবং তাঁহার মত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহার মতের সারসংগ্রহ, কয়েকখানি পত্র ও কয়েকখানি গ্রন্থের অংশবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

এপিকিউরাসের দর্শনের 'প্রয়োজন' (উদ্দেশ্য) ছিল সুখ ও শান্তি। প্রত্যয় ও তর্কের সাহায্যে সুখকর জীবনপ্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে তিনি দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের পরিণতি চরিত্রনীতিতে, এবং কি উপায়ে জীবন সুখকর হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়াই এই চরিত্রনীতির উদ্দেশ্য। আতিভৌতিক, প্রাকৃতিক ও চরিত্র-নৈতিক—দর্শনের এই তিন প্রচলিত বিভাগ স্বীকার করিলেও, চারিত্র্য দর্শনের প্রয়োজন-সাধনের জন্যই তিনি আতিভৌতিক ও প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক-দর্শনে তিনি ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। পরমাণুদিগের চক্রাকারে ঘূর্ণনের ফলেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। জগৎ অসীম ও অনাদি। পরমাণুর ভার আছে, এবং তাহারা অসীম শূন্যে নিম্ন দিকে পতিত হইতেছে। পতনকালে পরমাণু-সকল থাকিয়া থাকিয়া গতিপথ হইতে সরিয়া যায়, এবং তাহারই ফলে পড়ন্ত অন্য পরমাণুর সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সঙ্ঘর্ষ হইতে আবর্ত্তের[১] সৃষ্টি হয়। আবর্ত্তের ফলেই জগতের উদ্ভব। জীবাত্মাও পরমাণুদ্বারা গঠিত। জীবাত্মার উপাদান পরমাণুসমূহ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত। বাহ্য দ্রব্য হইতে নির্গত এক প্রকার লঘু পদার্থের সহিত জীবাত্মার উপাদান পরমাণুদিগের স্পর্শের ফলে সংবেদনের[২] উৎপত্তি হয়। যে দ্রব্য হইতে সংবেদন-উৎপাদক পদার্থ নির্গত হয়, তাহার ধ্বংসের পরেও তাহা বর্ত্তমান থাকে; ইহা হইতেই স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। মৃত্যুতে আত্মার পরমাণুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং শরীরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, তাহারা সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে না। এপিকিউরাস্ বলেন, "মৃত্যুতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। কেন-না, যে আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার অনুভূতি থাকে না; এবং অনুভূতি যাহার থাকে না, তাহার সহিত আমাদের কোনো সম্বন্ধই নাই।"

---

[১] Vortex. [২] Sensation.

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এপিকিউরাস্ সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্‌ও সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়াছিলেন। এপিকিউরাসের মতে ধর্ম্মের[১] নিজের কোনও মূল্য নাই; ধর্ম্মের ফল সুখ বলিয়াই তাহার অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। এখন এই সুখ কি? এইখানেই পূর্ব্ববর্ত্তী সাইরেনাইকদিগের সহিত এপিকিউরাসের পার্থক্য। এরিষ্টিপাস্ বর্ত্তমানের সুখকেই কাম্য বলিয়াছিলেন। এপিকিউরাস্ সমগ্র জীবনব্যাপী স্থায়ী শান্ত তৃপ্তিকেই সুখ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত সুখ কি, তাহা বিশেষ চিন্তা ও গণনাদ্বারা স্থির করিতে হয়। দুঃখের সোপান বলিয়া অনেক সুখই বর্জনীয়। সুখের সোপান বলিয়া অনেক দুঃখ স্বীকার করিতে হয়। সমগ্র জীবনব্যাপী যে সুখ, তাহা দৈহিক সুখ নয়, তাহা আধ্যাত্মিক। অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং দেহের ক্ষণিক সুখ জ্ঞানীর কাম্য হইতে পারে না। অবিচলিত ধৈর্য্য ও শান্তি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতর স্বরূপের উপলব্ধি, এবং অদৃষ্টের আঘাতের ঊর্দ্ধে স্থিতিই জ্ঞানীর আধ্যাত্মিক সুখ। দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও সুখে অবস্থান জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর। এপিকিউরাস্ ধর্ম্ম ও সুখকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মব্যতিরেকে সুখ ও সুখ-ব্যতিরেকে ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব বলিয়াছিলেন। সাইরেনাইকগণ বন্ধুত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বন্ধুত্ব তাঁহারা অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন। কিন্তু এপিকিউরাস্ বন্ধুত্বকে সুখের প্রধান উৎস বলিয়াছিলেন। সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদিগের জীবনানন্দদায়ী ও জীবনের ভূষণস্বরূপ স্থায়ী মিলন হইতে যে স্থায়ী সুখ উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হইতে তাহার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব।

অন্যান্য সুখবাদিগণ প্রগাঢ়তম সুখের বাস্তব অনুভূতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র জীবনব্যাপী সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এপিকিউরাস্ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সুখময় জীবনের জন্য তীক্ষ্ণ ও গাঢ়তম সুখের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নাই। তাহার জন্য আত্মসংযম ও মিতাচার, সন্তোষ এবং প্রকৃতির অনুগত জীবন আবশ্যকীয় বলিয়াছেন। লম্পট ও ভোগাসক্ত লোকের ইন্দ্রিয়সুখকেই তিনি পুরুষার্থ বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মতের কদর্থ অনেকে করিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র রুটি ও জল খাইয়া তিনি জুপিটার অপেক্ষাও সুখের জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম। ব্যয়বহুল আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—তাহাদের আনুষঙ্গিক অনিষ্টের জন্য। কিন্তু সিনিকদিগের বৈরাগ্যের আদর্শেরও তিনি অনুমোদন করেন নাই। নির্দ্দোষ ভোগে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞানীর এ সকল না হইলেও চলে, ইহা বর্জন করিবার ক্ষমতা জ্ঞানীর আছে। চিত্তের প্রশান্তি ও মনের স্থৈর্য্যই স্থায়ী আনন্দের উৎস। জ্ঞানীর তাহা আয়ত্ত।

সুখের দুই রূপ: ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক[২]। সুখের বাস্তব অনুভূতি ভাবাত্মক সুখ; দুঃখের অভাব হইতে মনে যে প্রশান্তির উদ্ভব হয়, সেই অনুভূতি অভাবাত্মক সুখ। এপিকিউরাস্ যে সুখকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাহা এই অভাবাত্মক সুখ। দুঃখের অভাবই তিনি সুখ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, এবং দুঃখের উদ্ভব যাহাতে না হয়,

১ Virtue. ২ Negative.

সেইজন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহাতে কষ্টভোগ করিতে অথবা কষ্টকে ভয় করিতে না হয়, মানুষ সর্ব্বদা তাহারই জন্য মন্ত্রণা করিতেছে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই প্রকৃতির সন্তোষ। ভাবাত্মক সুখের অনুভূতি আনন্দের বৃদ্ধি না করিয়া, তাহাকে জটিল করিয়া তোলে। আনন্দ অতি সহজ পদার্থ, সহজেই তাহা পাওয়া যায়, যদি মানুষ প্রকৃতির অনুসরণ করে; এবং অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা অথবা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কল্পনাদ্বারা স্বকীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া না ফেলে। যে সমস্ত অনিষ্টকে ভয় করা উচিত নহে, তাহাদের মধ্যে প্রধান মৃত্যু। বাঁচিয়া না থাকা কোনও মতেই অমঙ্গল নয়। অধিকাংশ লোক যাহার ভয়ে কম্পিত হয়, জ্ঞানী সেই মৃত্যুকে ভয় করেন না। যতদিন আমরা আছি, ততদিন মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই। মৃত্যু যখন থাকে, আমরা তখন থাকি না। তখন তাহার অস্তিত্বই অনুভব করি না। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যখন আমাদিগের ক্ষতি করিতে পারে না, তখন ভাবী মৃত্যুর কথা ভাবিয়া অশান্তি ভোগের আবশ্যক কি?" এপিকিউরাসের দর্শনে মানবের ভবিষ্যৎ নিয়তিসম্বন্ধে কিছু নাই। মানুষের পার্থিব জীবনে সুখ ও সন্তোষের উপায়নির্দ্ধারণেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। সুখের প্রাচীন ধারণাকে তিনি যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও শুচি করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক সুখের কথা বলা হইয়াছে, এপিকিউরাস্ তাহাদিগকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সুখও বলিয়াছেন। যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা যায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনের অবস্থা দুঃখময়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুঃখের জনক। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিই সক্রিয় সুখ। নিষ্ক্রিয় সুখ মনের সাম্যাবস্থা। আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইলে সেই অবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা হয়। খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় যে পরিতৃপ্তির অনুভব হয়, তাহাই সক্রিয় সুখ। কিন্তু ক্ষুধার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির পরে মনে যে শান্তির উদয় হয়, তাহাই নিষ্ক্রিয় সুখ। এপিকিউরাসের মতে নিষ্ক্রিয় সুখই প্রার্থনীয়। সক্রিয় সুখের জন্য দুঃখজনক কামনার প্রয়োজন, নিষ্ক্রিয় সুখের পূর্ব্বে তদ্রূপ দুঃখ নাই। এইজন্যই দুঃখের অভাবকেই তিনি জ্ঞানীর পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনও অনতিক্রম্য নিত্যভেদ এপিকিউরাস্ স্বীকার করিতেন না। সুবিচার তাঁহার মতে পুরুষার্থের অন্তর্গত নহে। "যেরূপ আচরণে অন্যের বিরক্তি ও রোষের কারণ উপস্থিত না হয়, তাহাই সুবিচার," এই মত হইতেই পরবর্ত্তী কালে 'চুক্তি হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি'-বাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সুখের অনুসরণে বিমৃশ্যকারিতাই ধর্ম্ম। জীবনের লক্ষ্য যে শান্তি, তাহার প্রাপ্তির যাহা সহায়, তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাহার নির্দ্ধারণে বিমৃশ্যকারিতার প্রয়োজন। আপাতলোভনীয় অনেক সুখের বর্জন তাহার জন্য আবশ্যক। বিমৃশ্যকারিতাকে এপিকিউরাস্ দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়াছেন। সুখময় জীবনের জন্যই দর্শনের প্রয়োজন; তাহার জন্য প্রয়োজন কাণ্ডজ্ঞানের; তর্কশাস্ত্র অথবা গণিতের প্রয়োজন নাই। তাঁহার এক শিষ্যকে তিনি যাবতীয় কৃষ্টি হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সর্ব্বজনীন ব্যাপারে কেহ যতই ক্ষমতা লাভ করে, তাহার শত্রুসংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মনের শান্তি এ অবস্থায় অসম্ভব। যৌন সুখকে বর্জন করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। *On Holiness* গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "বিবাহ করিয়া এবং সন্তানের জনক হইয়া আপনাকে অদৃষ্টের অধীনে স্থাপিত

করিও না।" এই গ্রন্থে এপিকিউরাসের মানবপ্রীতি বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের দুঃখকষ্টের চিন্তায় তাঁহার মনে গভীর করুণার উদয় হইত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলে এই দুঃখকষ্টের বহুলপরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

মানুষের দুঃখের প্রধান কারণ ভয়। এপিকিউরাস্ মনে করিতেন, এই ভয়ের কারণ দুইটি—মৃত্যু ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস। প্রচলিত ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় মৃত্যুর পরে লোকে দুঃখে নিপতিত হয়। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুতেই জীবাত্মার বিনাশ হয়, এবং দেবতারা মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, ধর্ম্মকে অনেকে সান্ত্বনার উৎস বলিয়া মনে করেন। এপিকিউরাসের বিশ্বাস ছিল ইহার বিপরীত। তাঁহার মতে দেবতাগণ প্রকৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাস হইতেই তাঁহাদিগকে লোকে ভয় করে। জীবাত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসও দুঃখমুক্তির আশার বিঘাতক। এই সমস্ত বিশ্বাস হইতে তিনি মানুষকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন।

দেবতাদিগের অস্তিত্বে এপিকিউরাস্ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, এই বহুবিস্তৃত বিশ্বাসের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু আমাদের জগতের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও ভাবনাই নাই। অসংখ্য জগতের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত স্থান আছে, তাহাই দেবতাদের বাসস্থান। তাঁহাদের স্থায়ী দেহ নাই। মানুষের মত তাঁহাদের কোনও অভাবও নাই। তাঁহাদের সুখের সীমা নাই। মানুষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পরিপূর্ণ সুখের হানি করেন না। সুতরাং দেবতাদের রোষের কোনও কারণ নাই, এবং সেইজন্য ভীত হইয়া মানবজীবনের দুঃখের ভার বৃদ্ধি করা মূর্খতা মাত্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস কুসংস্কার।

এপিকিউরাস্ জড়বাদী হইলেও জগতে নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। নিয়মের রাজত্বে ভবিষ্যৎ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এই বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মের সহিত যুক্ত ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় এপিকিউরাস্ এই বিশ্বাস নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ইহার বিনাশসাধন না করিতে পারিলে ধর্ম্মে বিশ্বাস নষ্ট করা যাইবে না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পরমাণুসকল পতনের সময় যে গতিপথ হইতে স্খলিত হয়, তাহার তিনি কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। যদৃচ্ছা অথবা স্বাধীন ইচ্ছাই তাহার কারণ হইতে পারে। কিন্তু অচেতন পরমাণুর ইচ্ছার কথা উঠিতে পারে না। সুতরাং যদৃচ্ছা—কারণবিহীন আকস্মিকতাই—এই জগতের উৎপত্তির মূলে। ইহাই এপিকিউরাসের মত।

লুক্রেসিয়াস্

এপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মধ্যে একমাত্র লুক্রেসিয়াস্-এর নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি জুলিয়াস্ সিজারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার *On the Nature of Things* বহুদিন অনাদৃত থাকিয়া বর্ত্তমান যুগে সমাদর লাভ করিয়াছে। লুক্রেসিয়াস্ এপিকিউরাসের শিষ্য হইলেও, তাঁহার চিত্তাবেগ অতিরিক্ত ছিল। তিনি পরিণামে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অপরিসীম বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার মতে পরমাণু, দেশ ও

নিয়ম ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়। নরক বলিয়া কিছু নাই। উৎপত্তি ও বিনাশই জগতের নিয়ম, চিরস্থায়ী কিছু নাই। ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তবে দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।

[৩]

সংশয়বাদ

ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিবাদরূপে সংশয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার প্রধান কথা এই যে, বহির্জগতের সত্যজ্ঞান অসম্ভব; সুতরাং বিজ্ঞানও অসম্ভব। বাহ্য বস্তুর জ্ঞান যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বাহ্য বস্তু হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। সোফিষ্টদিগের মতের সহিত এই মতের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল।

প্রাচীন সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাইরো[১]—পিলপনিসাসের অন্তর্গত এলিস্ নগরের অধিবাসী। তিনি আরিষ্টটলের সমসাময়িক ছিলেন। পাইরো আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি এলিস্ নগরেই অতিবাহিত করেন। ২৭৫ খৃ. পূ. অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাইরো সংশয়বাদে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন, কোন নূতন মত তিনি প্রকাশ করেন নাই। অক্ষজ জ্ঞানের সত্যতাসম্বন্ধে সংশয় প্রাচীন দার্শনিকদিগেরও ছিল; পারমেনিদিস্ এবং প্লেটো প্রত্যক্ষের মূল্য একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। সোফিষ্টগণও বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিয়া প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানকে তাহার পক্ষে সত্যের মানদণ্ড বলিয়াছিলেন। পাইরো চরিত্রনীতির ক্ষেত্রেও সংশয়কে প্রসারিত করিয়াছিলেন। চরিত্রনীতিসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, এক প্রকারের কার্য্যকে অন্য প্রকারের কার্য্য হইতে ভাল বলিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে এই মতের ফল এই দাঁড়ায় যে, দেশের প্রচলিত প্রথার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলে তাহারই অনুসরণ করে। সংশয়বাদিগণ ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত আচারই মানিয়া চলিতেন; তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিতও কেহ কেহ ছিলেন। যখন কোন্ প্রথা ভাল, কোন্‌টি মন্দ জানিবার উপায় নাই, তখন প্রচলিত প্রথাকে মন্দ বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং তাহার অনুসরণ করা অন্যায় হইতে পারে না।

সংশয়বাদীদিগের মতে জীবনের উদ্দেশ্য সুখ। সুখ অর্জন করিতে হইলে বাহ্য দ্রব্যের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং তাহার স্বরূপ কি, তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু সংশয়বাদিগণের মতে বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা জানা অসম্ভব। আমাদের ইন্দ্রিয়ই হউক, অথবা বুদ্ধিই হউক, সত্যের জ্ঞান কিছুতেই দিতে পারে না। আমরা কোনও বিষয়ে

---

[১] Pyrrho.

যে মীমাংসাই করি না কেন, তাহার বিপরীত মত পোষণ করাও সম্ভবপর। সুতরাং কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ না করাই উচিত, এবং কোনও বিষয়ে স্থির মত পোষণ না করাতেই সুখ।

সোফিষ্টদিগের মতো সংশয়বাদিগণও মানুষকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু ষ্টোয়িকদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ ছিল গুরুতর। ষ্টোয়িকগণ মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর তাহার প্রাধান্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত ছিলেন। সংশয়বাদিগণ মানুষের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন; মানুষের যে-কোনও বিষয়েই সত্যনির্দ্ধারণের ক্ষমতা নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন। "আমাদের সঙ্গে কোনও বস্তুর যে-সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সেই বস্তুর স্বরূপ কি? আমাদের যে-সমস্ত জ্ঞান-বৃত্তি আছে, তাহারা কি আমাদিগকে সে-সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পাইরো উত্তর দিয়াছিলেন, "না, আমাদিগের জ্ঞানবৃত্তির সে ক্ষমতা নাই। বস্তুর সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহাই আমাদের জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা আমরা অবগত হই। এই বৃত্তিদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে, কোনও বস্তু স্বরূপতঃ কি, তাহা জানা অসম্ভব। প্রতিভাসই[১] কেবল আমরা জানিতে পারি; কিন্তু তাহার অন্তরালে যে পরমার্থ আছে, তাহার জ্ঞানলাভ অসম্ভব।" সুতরাং কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সময় সংশয়বাদিগণ সন্দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতেন, যেমন—'সম্ভবতঃ,' 'হয়তো', 'এরূপ হইতে পারে', 'আমার মনে হয় এইরূপ'; 'আমি নিশ্চিত জানি না, তবে'; 'আমি নিশ্চিত জানি না—আমি যে নিশ্চিত জানি না, তাহাও নিশ্চিত জানি না, তবে।' তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, এইভাবে নিশ্চিত মত প্রকাশ না করার ফলে সুখ পাওয়া যায়, কেন-না, কোনও বিষয়েই স্থির মত যদি পোষণ না করা যায়, তাহা হইলে চিত্ত বিচলিত হয় না। যিনি সংশয়বাদীর মত চিন্তা করেন, তিনি চিরকাল শান্তি উপভোগ করেন। তাঁহার কামনাও নাই, ভাবনাও নাই; মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি তিনি উদাসীন। স্বাস্থ্য ও রোগ, জীবন ও মৃত্যু, ইহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই। উহাই সংশয়বাদীদিগের ঔদাসীন্য।

সংশয়বাদিগণ প্রতিবাদিগণের মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আপনাদের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু স্বমতের পক্ষে তাঁহাদের যুক্তি ছিল হেত্বাভাসযুক্ত ও বাক্‌চাতুর্য্যপূর্ণ।

পাইরোর শিষ্য টাইমন্। তিনি বলিতেন, অবরোহিক তর্কের ভিত্তি সাধারণ প্রতিজ্ঞা। যাবতীয় সাধারণ প্রতিজ্ঞার মূলে থাকে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। ইউক্লিড কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য তত্ত্বের সাহায্যেই তাঁহার প্রতিজ্ঞাসকল প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তির দ্বারা সাধারণ তত্ত্বের আবিষ্কার অসম্ভব। সুতরাং কোনও বিষয়ের প্রমাণ করিতে হইলে, অন্য বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। ইহার ফলে সমস্ত যুক্তিই চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, অথবা অন্তহীন শৃঙ্খলে পরিণত হয়। ২৩৫ পূ. খৃষ্টাব্দে টাইমনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে পাইরোর সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু পাইরোর মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে একাডেমি-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

---

[১] **Phenomena.**

[৪]

অর্ব্বাচীন একাডেমি

আরকেসিলস্ (৩১৬-২৪০ খৃ. পূ.)

প্লেটোর একাডেমি-কর্ত্তৃক পাইরোর মত গ্রহণ আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন যিনি, তাঁহার নাম আরকেসিলস্[১]। তিনি টাইমনের সমসাময়িক ছিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত এক জগৎ ও অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব, এই দুইটিই ছিল প্লেটোর দর্শনের বিশেষত্ব। কিন্তু প্লেটোর মত ছিল বহুমুখী, এবং তাঁহাকে সংশয়-বাদিরূপে গ্রহণ করাও অসম্ভব ছিল না। প্লেটোর গ্রন্থের সক্রেটিস্ বলিতেন, তিনি কিছুই জানেন না। ইহা সাধারণতঃ ব্যঙ্গোক্তিরূপেই গৃহীত হয়। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্লেটোর অনেক গ্রন্থে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠকের চিত্তকে সন্দেহের মধ্যে রাখাই ঐ ভাবে গ্রন্থ-শেষ করার উদ্দেশ্য, ইহা মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। *Parmenides* গ্রন্থের যে ভাবে পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে যে, বিচার্য্য প্রশ্নের উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ যুক্তি আছে। এইভাবে আরকেসিলস্ প্লেটোর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। Bertrand Russell এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আরকেসিলস্ প্লেটোর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগতশির দেহটা (যাহা তিনি রাখিয়া দিয়াছিলেন) তাহা প্লেটোরই।" আরকেসিলস্ যদি শিষ্যদিগকে বুঝাইতে না পারিতেন যে, তাঁহার মতের সহিত সক্রেটিস্ ও প্লেটোর মতের বিরোধ নাই, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে একাডেমির অধ্যক্ষের পদ অধিকার করিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না।

আরকেসিলস্ অকপট চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও ছিল। ষ্টোয়িক জেনোর তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ষ্টোয়িক প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, মিথ্যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আমাদের মনকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়া সত্যের প্রতীতি উৎপাদন করিতে পারে। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা 'মত', জ্ঞান নয়। সুতরাং সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক্ করিবার কোনও কষ্টিপাথর[২] আমাদের নাই। আমাদের মতের মধ্যে সত্য থাকিলেও, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিছুই যে জানিতে পারি না, তাহাও জানিতে পারি না। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনি বলেন, আমাদের উচিত সম্ভাবনার অনুসরণ করা—যে পন্থার পক্ষে অধিকতম এবং উৎকৃষ্টতম যুক্তি আছে, তাহা অবলম্বন করা। তাহা করিলেই আমরা ঠিক কাজ করিতেছি বলা যায়। কারণ, তাহাই প্রজ্ঞা ও বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ। চিত্তের যে প্রশান্তি ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয়দিগের কাম্য, তাহা কেবল যুক্তিবর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস স্থায়িভাবে বর্জ্জন করিলেই পাওয়া যায়। ২৪১ পূ. খৃষ্টাব্দে আরকেসিলসের মৃত্যু হয়।

---

[১] **Arcesilaus.** [২] **Criteria.**

কার্নিয়াদিস্ (২১৩-১২৮ খৃ. পূ.)

কার্নিয়াদিস্ আরকেসিলসের শিষ্য ছিলেন। গুরুর মতো তিনিও ষ্টোয়িকদিগের সহিত বিতণ্ডায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। একবার এথেন্সের দূতরূপে রোমে গমন করিয়া তিনি এক বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এক জনসভায় তিনি প্লেটো ও আরিষ্টটলের 'সুবিচার'-সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রথম দিনে তাঁহাদের মত ব্যাখ্যা করিয়া, দ্বিতীয় দিনে পূর্ব্বদিনে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যুক্তিদ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহা প্রমাণ করা যে, কোনও মীমাংসারই স্থির ভিত্তি নাই। প্লেটোর সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে, যে অন্যায় করে, তাহার অকল্যাণ হয়, যে অন্যায় সহ্য করে, তাহার অপেক্ষা অধিক। প্রথম দিন কার্নিয়াদিস্ যুক্তি দিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনি সক্রেটিসের উক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বড় রাষ্ট্র পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় করিয়াই বড় হয়। জাহাজ জলমগ্ন হইবার সময় যদি স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রথমে রক্ষা করিতে চাও, তুমি নিজে বাঁচিতে পারিবে না। রণক্ষেত্র হইতে পলায়নের সময় যদি একজন আহত অশ্বারোহী সৈনিককে পলায়নপর দেখ, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া নামাইয়া নিজে বাঁচিবার উপায় করিবে।"

একাডেমির অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ ছিলেন একজন কার্থেজবাসী। তাঁহার নাম ছিল হাসড্রুবাল্, কিন্তু তিনি আপনাকে ক্লিটোম্যাকাস্ নামে অভিহিত করিতেন। তিনি চারি শতের অধিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি ফিনিসীয় ভাষায়। কার্নিয়াদিসের সহিত তাঁহার মতের অমিল ছিল না। তাঁহারা উভয়েই ম্যাজিক, ফলিত জ্যোতিষ ও ভবিষ্যৎ-গণনার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে 'সম্ভাবনার পরিমাণ'-[১] সম্বন্ধে একটি মতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যদিও কোনও বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা সম্ভবপর নহে, তথাপি কোন কোনও বিষয়ের সত্য হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য বিষয় হইতে অধিক। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভাবনার পরিমাণদ্বারাই আমাদের পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য—যে পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ক্লিটোম্যাকাসের পরে একাডেমি সংশয়বাদ বর্জন করিয়াছিল, এবং এন্টিওকাসের সময় (মৃত্যু ৬৯ খৃ. পূ.) হইতে ইহার মতের সহিত ষ্টোয়িক দর্শনের কোনও পার্থক্য উপলব্ধ হইত না।

[৫]

অর্ব্বাচীন সংশয়বাদ

গ্রীক দর্শনের আত্যন্তিক পতনের সময় সংশয়বাদের পুনরুত্থান ঘটে। এই সময়ের প্রসিদ্ধ সংশয়বাদীদিগের নাম—ইনিসিডেমাস্,[২] এগ্রিপা[৩] এবং সেক্সটাস্

---

১ Degree of probability. ২ AEnesedemus. ৩ Agrippa.

এমপিরিকাস্[১]। এমপিরিকাসের লিখিত দুইখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে সংশয়বাদের পক্ষে প্রাচীনকালের যাবতীয় যুক্তি সংগৃহীত হইয়াছে।

ইনিসিডেমাস্ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাইরোর মতের সহিত প্রধান প্রধান সকল বিষয়েই তাঁহার মতের ঐক্য ছিল। তাঁহার মতে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞানলাভ যখন অসম্ভব, এবং প্রত্যেক মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি যখন সমান বলবতী, তখন কোনও বিষয়ে কোনও মত পোষণ না করাই ভাল। আমরা যে অজ্ঞ, এ ধারণাও ভালো নয়। ইহাতেই মনে শান্তি পাওয়া যায়। কর্ম্ম যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণের সহিত স্বকীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং স্বকীয় প্রয়োজনসাধনও কর্ত্তব্য।

ইনিসিডেমাস্ সংশয়বাদীদিগের দশটি যুক্তি একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারা এই :

(১) প্রাণীদিগের মধ্যে সংবেদন ও অনুভূতির[২] বিভিন্নতা।

(২) মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিভিন্নতা। ইহার জন্য একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণের নিকট বস্তুসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণ সত্য জ্ঞানলাভের উপযুক্ত কি না, তাহা অনিশ্চিত।

(৪) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

(৫) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের সম্বন্ধে দ্রব্যসকলের বিভিন্ন অবস্থান ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

(৬) আমরা সাক্ষাৎভাবে কিছুই জানিতে পারি না ; আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যবর্ত্তী দ্রব্যের (বায়ু প্রভৃতি) ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

(৭) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের পরিমাণ, তাপ, বর্ণ, গতি প্রভৃতি ভেদে একই দ্রব্য আমাদের মনে বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপাদন করে।

(৮) প্রচলিত প্রথার উপর আমাদের প্রত্যয় নির্ভরশীল। আমাদের মনের উপর সুপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া নূতন অপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে ভিন্ন।

(৯) সম্প্রত্যয়ের[৩] আপেক্ষিকতা ; দ্রব্যসকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অথবা আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই তাহাদ্বারা ব্যক্ত হয়।

(১০) মানুষের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, রীতি, আইন, ধর্ম্মীয় মত এবং বিশ্বাসের বিভিন্নতা।

এই দশটি যুক্তি বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধসম্পর্কিত, এবং 'জ্ঞানের আপেক্ষিকতা'র অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বর্ত্তমানে দর্শনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়।

---

১ Sextus Empiricus.
২ Feelings and sensations.
৩ Notion.

[৬]

নব্য পাইথাগোরীয় দর্শন

খৃ. পূ. চতুর্থ শতাব্দীর পরে পাইথাগোরীয় দর্শনের প্রচলন ছিল না। প্লেটোর দর্শনের মধ্যে তাহা লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পাইথাগোরীয় ধর্মের অস্তিত্ব ছিল, এবং তাহার গুহ্য আচার চতুর্দিকে প্রসার লাভ করিয়াছিল। খৃ. পূ. প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাইথাগোরীয় দর্শনের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল, এবং এই দর্শনসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন পাইথাগোরীয় দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শন হইতে কিছু কিছু যোগ করিয়া এই নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিগিডিয়াস্ ফিগুলাস্ (মৃত্যু ৪৫ খৃ. পূ.), সেক্সটিয়াস্, মডারেটাস্, আপলোনিয়াস্ (প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দী) প্রভৃতির নাম এই নূতন দর্শনের সম্পর্কে পাওয়া গিয়াছে। এই নূতন দর্শনের সাহায্যে পাইথাগোরীয় ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্লেটোর সামান্যবাদ ব্যতীত পেরিপ্যাটেটিক্ এবং ষ্টোয়িক দর্শন হইতেও কিছু কিছু এই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন পাইথাগোরীয় দর্শনের মতো 'একত্ব' এবং 'দ্বিত্ব' মূল তত্ত্ব বলিয়া এই নূতন দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছিল। 'একত্ব' রূপ এবং 'দ্বিত্ব' উপাদান। কেহ কেহ 'একত্ব'কে বিশ্বের নিমিত্ত কারণ বা ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেন। কাহারও কাহারও মতে ঈশ্বর ও 'একত্বে'র মধ্যে ভেদ ছিল। তাহাদের মতে ঈশ্বর জগতের পরিচালক শক্তি এবং তিনি যেমন রূপ ও উপাদানের সংযোগ-বিধান করেন, তেমনি আবার তিনিই 'এক', এবং তিনিই একত্ব এবং দ্বিত্বের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় মতে ষ্টোয়িক অদ্বৈতবাদের সহিত প্লেটো ও আরিষ্টটলের দ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই পরে নব-প্লেটনিক মত উদ্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়েও মতভেদ ছিল। কেহ কেহ ঈশ্বরকে প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন, এবং প্রজ্ঞার উপরে তাঁহার স্থান বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ঈশ্বর সসীমের জগৎ হইতে এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, শরীরী কোন বস্তুর সহিত তাঁহার অব্যবহিত সংস্পর্শ হওয়া অসম্ভব। অন্যে ঈশ্বরকে জগতের আত্মা এবং তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। ষ্টোয়িকদিগের মতো তাঁহারা এই বিশ্বাত্মাকে তাপ অথবা বায়ু[১] বলিয়া বর্ণনা করিতেন। সামান্যদিগকে সংখ্যাদিগের হইতে অভিন্ন গণ্য করা হইত। এই বিষয়ে প্রাচীন পাইথাগোরীয় মত ও প্লেটোর মতের সহিত নূতন পাইথাগোরীয় মতের পার্থক্য ছিল। নব্য-পাইথাগোরীয়গণ সংখ্যা অথবা সামান্যদিগকে ঈশ্বরের চিন্তা বলিয়া বর্ণনা করিতেন। তাঁহাদের মতে সংখ্যা অথবা সামান্যগণ বস্তুর সার নহে; তাহারা তাহাদের আদর্শ; সেই আদর্শে বস্তু নির্মিত। উপাদানসম্বন্ধে প্লেটোর মত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিয়া নব্য-পাইথাগোরীয়গণ বিশ্বাত্মাকে প্লেটোর মতো উপাদান এবং সামান্যদিগের মধ্যবর্তী বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নব্য-পাইথাগোরীয়গণ প্লেটো এবং ষ্টোয়িকদিগের অনুসরণ করিয়া নক্ষত্রদিগকে দেবতা বলিয়া গণ্য করিতেন। জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে, ইহা স্বীকার

---

১ Pneuma.

করিয়াও তাঁহারা জগৎকে সুন্দর ও পূর্ণ বলিতেন, এবং আরিষ্টটলের মত অনুসরণ করিয়া জগৎকে সনাতন এবং মানবজাতিকে অনাদি বলিতেন। আত্মাকে একটি স্বতশ্চল সংখ্যা, এবং প্লেটোর অনুসরণ করিয়া, তাহাকে তাঁহারা অবিনশ্বর বলিতেন, এবং তাহার জন্মপূর্ব অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু পুনর্জ্জন্মের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতেন না। তাঁহারা 'ডেমন'দিগের (ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী দেবতা) অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

নব্য-পাইথাগোরীয়দিগের বিশেষত্ব ছিল তাঁহাদের ধর্ম্মমতে। তাঁহাদের ঈশ্বরের ধারণা বিশুদ্ধতর ছিল, এবং ক্রিয়াবহুল উপাসনার স্থলে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা ছিল। কিন্তু প্রচলিত জাতীয় উপাসনা তাঁহারা বর্জন করেন নাই। জীবনের বিশুদ্ধির জন্য ভোগ ও বিলাস-বর্জ্জনের আবশ্যকতা তাঁহারা প্রচার করিতেন। ভবিষ্যৎ-গণনায় তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদিগের লিখিত অনেক প্রবন্ধে দর্শনকে সত্য ধর্ম্ম এবং দার্শনিককে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতেছে জীবাত্মাকে দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত করা। তাহার একমাত্র উপায়, জীবনের বিশুদ্ধি এবং দেবতাদিগের উপাসনা। ইহার সহিত ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ধারণা এবং মানবের মঙ্গলের জন্য উৎকৃষ্ট ধাৰ্ম্মিক জীবনের এবং সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য (অবিবাহিত জীবন), মদ্য, মাংস ও ক্ষৌমবস্ত্র-বর্জন, ও শপথবর্জন, সন্ন্যাসের অন্তর্গত। জীববলি নিষিদ্ধ। দার্শনিক এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। প্রাচীন পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় নিয়মই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে অলৌকিক কার্য্যসম্পাদন-শক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞকল্পতা-লাভ হইত বলিয়া ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এই শক্তিপ্রাপ্তির অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

প্লুটার্ক ও তৎসমসাময়িক প্লেটনিকগণ

খৃষ্টীয় ৪৫ অথবা ৫০ অব্দে রোমক সম্রাট্ ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে গ্রীস দেশে চিরোনিয়া নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে প্লুটার্ক জন্মগ্রহণ করেন। এথেন্স নগরের আমোনিয়াস্ নামক এক দার্শনিকের নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি মিশর দেশে ভ্রমণ এবং ৯০ খৃষ্টাব্দে রোমে গমন করিয়াছিলেন। রোমে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দান করেন। তাহার ফলে সাধারণের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি চিরোনিয়াতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইখানেই তিনি তাঁহার চরিতাবলী[১] রচনা করেন। আনুমানিক ১২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চরিতাবলী ব্যতীত প্লুটার্কের রচিত অনেক প্রবন্ধও আছে। প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক। *Inquisitiveness* (কৌতূহল) নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "যখন চিঠিপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অবিলম্বে তাহা না খুলিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করার অভ্যাস অর্জন করা ভালো। অনেকে চিঠি পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিবার চেষ্টা করেন, এবং হাত

[১] Lives.

দিয়া সুতা ছিঁড়িতে না পারিলে, দাঁত দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলেন। এই অভ্যাস ভাল নয়। অনেকে পত্রবাহককে আসিতে দেখিলেই তাহার নিকট দৌড়াইয়া যান। কোনও বন্ধু যদি বলেন, কোনও একটি নূতন কথা তাঁহার বলিবার আছে, তাহা হইলে অনেকে লাফাইয়া উঠেন। এই সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। এক সময় যখন আমি রোমে বক্তৃতা করিতেছিলাম, তখন রাষ্টিকাস্ আমার বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। বক্তৃতার সময় এক সৈনিক-পুরুষ আসিয়া রাষ্টিকাসের হস্তে সম্রাটের একখানা চিঠি অর্পণ করিল। দেখিয়া তাঁহাকে চিঠিখানা পড়িতে সময় দিবার জন্য আমি থামিলাম। কিন্তু তিনি চিঠি না খুলিয়া রাখিয়া দিলেন, এবং আমার বক্তৃতা শেষ হইবার পরে শ্রোতৃমণ্ডলী যখন বক্তৃতাগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন তিনি চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলেন।"

তাঁহার কন্যার মৃত্যুর পরে, প্লুটার্ক শোকাতুরা পত্নীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা সান্ত্বনা[১] নামে পরিচিত। এই চিঠিতে তিনি জীবাত্মার অমরত্বে তাঁহার বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। বহুদিন তিনি ডেল্‌ফির মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দর্শনে প্লুটার্ক প্লেটোর মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পেরিপ্যাটেটিক্ ও পাইথাগোরীয় মতের প্রভাবও তাঁহার উপর কম ছিল না। ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। এই সকল দর্শন হইতে কিছু কিছু লইয়া তিনি প্লেটোর দর্শনের সহিত মিশাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সমন্বয়বাদী বলা যায়। কিন্তু এপিকিউরীয় দর্শন তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় কি-না, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। নীতি ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ প্রবল ছিল। ষ্টোয়িক দর্শনের জড়বাদ এবং এপিকিউরীয় দর্শনের নাস্তিকতা তিনি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত কুসংস্কারেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, এবং জুপিটার, এপোলো প্রভৃতি একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম বলিয়া মনে করিতেন। একই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্-রূপে জুপিটার, জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে এপোলো। প্লুটার্ক মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই সকল আত্মাকে তখন ডেমন্ অথবা জিনিয়াস্[২] বলা হইত। ইঁহারা এক সময়ে মানুষ ছিলেন, ইন্দ্রিয়জয় এবং পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

প্রত্যক্ষ জগতের ব্যাখ্যার জন্য প্লুটার্ক ঈশ্বরের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। জড়কে[৩] তিনি এই দ্বিতীয় তত্ত্ব বলেন নাই। তাঁহার মতে এই তত্ত্ব প্রথম হইতেই জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহা অমঙ্গলস্বরূপ। জগতের সৃষ্টিকালে এই তত্ত্ব প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, এবং বিশ্বের অশুভ আত্মায়[৪] পরিণত হয়। এই আত্মা সমস্ত অমঙ্গলের উৎস বলিয়া প্লুটার্ক বিশ্বাস করিতেন।

নব্য-পাইথাগোরীয়গণ বিশ্বের কালিক সৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু জগতের এক সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, প্লুটার্ক ইহা বিশ্বাস করিতেন।

---

১ Consolation.
২ Daemond or Genius.
৩ Matter.
৪ Evil soul of the world.

এপিকিউরীয়দিগের নাস্তিকতা এবং ষ্টোয়িকদিগের অদৃষ্টবাদ পরিহার করিয়া, তিনি ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পাঁচটি মৌলিক পদার্থের এবং পাঁচ লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং জন্মান্তরবাদেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার চরিত্রনীতির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর অনুকূল অবস্থায় মানুষের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করেন, এবং ভক্তি-আপ্লুত মন হইতে সর্ব্ববিধ চিন্তা বহিষ্কৃত করিয়া তাহা ঈশ্বরে উন্মুখ করিতে পারিলে, তিনি প্রকাশিত হন।

দৈববাণীতে প্লুটার্ক বিশ্বাস করিতেন, এবং ডেল্‌ফি ও অন্যান্য দৈববাণী-পীঠের অধিষ্ঠাতা এক একজন ডেমন্ নারী পুরোহিতের মুখ দিয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করিতেন বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারী পুরোহিতের চরিত্রস্খলন হইলে, তাহার ডেমন্ তাহাকে শাস্তি দিত।

প্লুটার্কের ধর্ম্মমত অতিশয় উদার ছিল। তাঁহার মতে একই ঈশ্বর এবং তাঁহার অধীনস্থ দেবতাগণ বিভিন্ন জাতি-কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসিত হন। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে দার্শনিক সত্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লুটার্ক ব্যতীত আরও অনেক প্লেটনিক দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ম্যাক্সিমাস্, আপুলেইয়াস্, স্মার্ণার থিও, আলবিনাস্, আটিকাস্, সেলসাস্ এবং নিউমেনিয়াস্ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক সমন্বয়বাদী ছিলেন। ম্যাক্সিমাস্ ও আপুলেইয়াস্ ঈশ্বর ও জড়ের মধ্যে ভেদনির্দ্দেশ এবং ডেমন্‌দিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। স্মার্ণার থিও নব-পাইথাগোরীয় সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। আলবিনাস্ জগতকে অনাদি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সামান্যগণ ঈশ্বরের চিন্তা, এবং ঈশ্বর ডেমন্‌দিগকে পৃথিবীর রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। আটিকাস্ প্লুটার্কের মতো অশুভ বিশ্বাত্মায় বিশ্বাস করিতেন। সেলসাস্ বহু দেববাদের সমর্থন করিয়া ডেমন্‌দিগকে জগতে ঈশ্বরের কর্ম্মচারী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, জড়ের প্রকৃতি ঈশ্বরের বিপরীত বলিয়া ঈশ্বর অব্যবহিতভাবে জড়ের উপরে ক্রিয়া করিতে পারেন না। এইজন্যই ডেমন্‌দিগের প্রয়োজন। নিউমেনিয়াস্ প্রকৃতপক্ষে নব-পাইথাগোরীয় মতাবলম্বী। কিন্তু প্লেটোর দর্শনের উপর তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার গ্রন্থে মিশরীয় ও ম্যাগীয় মতের সহিত মোসেস্ এবং ব্রাহ্মণদিগের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জড়ের মধ্যে ভেদ এত অধিক যে, ঈশ্বরের পক্ষে জড় জগতে কোনও কার্য্যসম্পাদন অসম্ভব। সেইজন্য তিনি ঈশ্বরের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তার[১] অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। প্লুটার্কের মতো তিনিও জগতের সহিত সম্বন্ধ এক অশুভ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে মানুষের আত্মার প্রজ্ঞাহীন নশ্বর অংশ এই অশুভ আত্মা হইতে উদ্ভূত, এবং নিজের পাপের জন্য বিদেহ অবস্থা হইতে দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা যতদিন পর্য্যন্ত পাপমুক্ত না হয়, ততদিন তাহা নানা দেহে দৈহিক জীবন ভোগ করে; অবশেষে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

---

১ **Demiurge.**

নব-পাইথাগোরীয় এবং প্লেটনিক সম্প্রদায়ের এক শাখা মিশর দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। *Hermes Trismegistus* (অতিমহান্ হার্মিস দেবতা)—শীর্ষক অনেক রচনা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই শাখার অন্তর্ভুক্ত দার্শনিকগণ-কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যবর্ত্তী ডেমন্‌দিগের কথা এই সকল রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। যিনি মহেশ্বর, তিনি যেমন যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা, তেমনি প্রজ্ঞারও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ইচ্ছা ও জ্ঞানময় পুরুষ। সূর্য্যের সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত প্রজ্ঞার[১] সেই সম্বন্ধ। ঈশ্বর শৃঙ্খলাহীন জড়ের মধ্যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। ইহাই জগতের সৃষ্টি। দৃশ্য ও অদৃশ্য দেবতা এবং ডেমন-কর্তৃক পূর্ণ এবং ঈশ্বর-কর্তৃক রক্ষিত এই জগৎ একটি দ্বিতীয় দেবতা, এবং মানুষ তৃতীয় দেবতা। জগতের গতি নিয়ত। কেহই নিয়তির গতিরোধে সক্ষম হয় না। মানুষ কেবল ধর্ম্মাচরণ-দ্বারাই স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ এবং ন্যায়ের অনুসরণই ধর্ম্ম। বাহ্য জগৎ হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারিলেই ইহা সম্ভবপর হয়। খৃষ্টধর্ম্মের আক্রমণ হইতে মিশরের জাতীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

[৭]

আলেকজান্দ্রিয়ার দর্শন

ইহুদী-গ্রীক দর্শন

গ্রীক দর্শন যেমন পশ্চিমে রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি পূর্ব্বদিকে সিরিয়া এবং মিশরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে তাঁহার রাজ্যের বিভাগ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পরে টলেমি সোটের মিশরের রাজপদ অধিকার করেন। তিনশত বৎসর মিশর টলেমি বংশের অধিকারে থাকিয়া পরে রোম-কর্তৃক বিজিত হয়। প্রথম টলেমির রাজত্বকালে আলেক-জান্দ্রিয়া পূর্ব্বদেশের সহিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে। গ্রীক দর্শনের আলোচনার জন্য তথায় চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরে অনেক ইহুদীর বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের অনেকে গ্রীক দর্শন পাঠ করিতেন। ইহুদীদিগের স্বকীয় কোনও দর্শন ছিল না। তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সৃষ্টিবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহারা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত, এবং জগৎ-তত্ত্বসম্বন্ধে অন্য কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত না। ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষ। তাঁহার ইচ্ছাই জগৎসৃষ্টির কারণ। জগতের কোনও উপাদান পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল না। উপাদান সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর তাহাদ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, এবং পরে উদ্ভিদ্ ও নানাজাতীয় জীবেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থের মত।

---

[১] Nous.

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য এক তত্ত্বেও ইহুদীগণ বিশ্বাস করিত। এই তত্ত্ব অমঙ্গল; ইহা ঈশ্বরের বিরোধী। পরকালে বিশ্বাস প্রথমে ইহুদীদিগের মধ্যে ছিল না, পরে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহুদীগণ যখন গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করে, তখন তাহার সহিত ইহুদী মতের সামঞ্জস্য-বিধানের প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। ইহুদী দেশ যখন আলেকজান্দ্রিয়ার অধীন ছিল, তখন গ্রীক চিন্তা ও গ্রীক জীবনযাত্রা-প্রণালী ইহুদীদিগের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এন্টিয়োকাস্ এপিফানিস্ নামক আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা যখন খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে বলপূর্ব্বক ইহুদীদিগকে গ্রীক ধর্ম্ম ও সভ্যতা-গ্রহণে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন, তখন উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত অনেক ইহুদী তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে (১৬০ খৃঃ. পূ.) ইহুদীদিগের মধ্যে এসিন্[১] নামক এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। এসিন্গণ ছিল সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী। রাষ্ট্রীয় কোনও ব্যাপারে তাহারা লিপ্ত হইত না। তাহারা নব-পাইথাগোরীয় মত বহুলপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল। এসিন্দিগের স্বতন্ত্র উপনিবেশ যেমন ছিল, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন নগরেও তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের জন্য তাহারা স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারিসহস্র। তাহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত এবং সামাজিক শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালী ছিল অত্যন্ত সরল; ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে ছিল না; দাস-প্রথাও ছিল না। তাহারা মদ্যসেবন অথবা মাংসভক্ষণ করিত না, এবং জীববলি অনুমোদন করিত না। চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং কোমল প্রকৃতি তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। উচ্চশ্রেণীর এসিন্গণ বিবাহ করিত না। নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও কেবল বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ অনুমোদিত হইত। তাহারা প্রত্যহ স্নান করিত এবং সকলে একসঙ্গে ভোজন করিত। ইহুদী শাস্ত্র তাহারা আপনদিগের মতের উপযোগিভাবে ব্যাখ্যা করিত। তাহারা জীবাত্মার জন্মপূর্ব্ব এবং মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া তাহারা সূর্য্যালোক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করিত, এবং কঠোর বৈরাগ্যের দ্বারা ভবিষ্যতের জ্ঞানলাভ করা যায় বলিয়া বিশ্বাস করিত।*

আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ইহুদীগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রীকভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হিব্রু ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের জন্য ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আরিষ্টবুলাস্ নামে আরিষ্টটল্পন্থী একজন ইহুদী বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীক কবি ও দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ পাইথাগোরাস্ ও প্লেটো ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্রীক দর্শনের সহিত ইহুদী ধর্ম্মের সাদৃশ্যপ্রমাণের চেষ্টা খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতেই আরব্ধ হইয়াছিল। ইহুদী শাস্ত্রে ঈশ্বরে যে সকল মানবীয় গুণের আরোপ আছে, আরিষ্টবুলাস্ তাহাদের রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খৃ. পূ. প্রথম শতাব্দীতে সলোমনের রচিত বলিয়া *Book of Wisdom*-নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে জীবাত্মার জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব, দেহ-কর্ত্তৃক আত্মার বন্ধন, জীবাত্মার অবিনশ্বরতা, সৃষ্টির পূর্ব্বে

---

১ Essene.

* Zellers' *Outlines of Greek Philosophy*, pp. 258-259.

উপাদানের অস্তিত্ব প্রভৃতি এসিনীয় মতের সহিত প্লেটো ও পাইথাগোরাসের মতও বিবৃত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের[১] কথা আছে, তাহা হইতেই পরে ফিলোর Logos-বাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সময়ে আরও কয়েকজন ইহুদী দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ফিলোর গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ আছে।

ফিলো

ইহুদী দার্শনিকদিগের মধ্যে ফিলো ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ফিলোর জীবনীসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ খৃ. পূ. ২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সমস্ত বিদ্যায় তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। প্লেটোর দর্শন যে তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ষ্টোয়িক দর্শনের সহিতও তিনি যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। গ্রীক বিদ্যা ও গ্রীক জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলেও, তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ ইহুদীই ছিলেন। ইহুদী ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং ইহুদী ধর্ম্মাচার নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করিতেন। কিন্তু তিনি হিব্রু ভাষা জানিতেন না ; গ্রীক ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

ফিলোর জীবনের অধিকাংশ আলেকজান্দ্রিয়াতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ফ্লাকাস্-[২] কর্ত্তৃক ইহুদীদিগের উপর উৎপীড়নের সময় ইহুদী মন্দিরে রোম সম্রাটের মূর্ত্তি স্থাপন করিবার আদেশ প্রচারিত হইলে, তিনি সেই আদেশের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট আবেদন করিবার জন্য অন্য কয়েকজন ইহুদীর সহিত রোমে গমন করেন। তাঁহার *Legatio ad Caium* গ্রন্থে তাঁহার এই দৌত্যকাহিনী বর্ণিত আছে। দৌত্য সফল হয় নাই। সম্রাটের সাক্ষাৎলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিলো ফিরিয়া আসেন। ইউসিবিয়াস্ লিখিয়াছেন, ফিলো যখন রোমে ছিলেন, তখন পিটার তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার সত্যতায় সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে ফিলো খৃষ্টের শিক্ষার বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই।

ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রকে ফিলো প্রত্যাদিষ্ট[৩] বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্লেটো, পাইথাগোরাস্, পারমেনিদিস্, এমপিডক্লিস্, জেনো এবং ক্লিনথিসের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, একই সত্য এই সকল দার্শনিকের গ্রন্থে এবং ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তবে ইহুদী শাস্ত্রেই তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফিলোর মতে গ্রীক পণ্ডিতেরা প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। এই মতের সমর্থনে তিনি ইহুদী শাস্ত্রের স্বেচ্ছামত রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যকার বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তাঁহার ভাষ্য ইহুদী ধর্ম্মবিজ্ঞানের সহিত গ্রীক দর্শনের মিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার দার্শনিক অংশ গ্রীক দর্শন হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে প্লেটো ও পাইথাগোরাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। ষ্টোয়িক

---

১ Divine wisdom. ২ Flaccas. ৩ Inspired.

দর্শনও তাহার সহিত মিশ্রিত আছে। ইহা সত্ত্বেও ইহুদী সমাজের প্রাচীন প্রথার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত *Legatio ad Caium* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমাদের পৈতৃক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ সহ্য করা অপেক্ষা বরং আমরা মৃত্যু বরণ করিব—মৃত্যুকেই অমরতা বলিয়া গ্রহণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, কোনও অট্টালিকার ভিত্তি হইতে একখানা প্রস্তর বাহির করিয়া লইলে, তাহার ফল আপাততঃ দৃষ্টিগোচর না হইলেও, পরিণামে অট্টালিকা ভূপতিত হয়।"

ফিলোর লিখিত ৪৮খানা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত অন্য ৫।৬খানি গ্রন্থের অংশবিশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) দার্শনিক রচনা; (২) বাইবেলের ভাষ্য; (৩) ইহুদী ধর্ম্মের সমর্থক প্রচারমূলক রচনা।

প্রথমেই ফিলো ঈশ্বরের প্রত্যয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর অনন্ত অথচ তিনি জগদতীত। তাঁহার *Immutability of God* (ঈশ্বরের অপরিণামিতা) গ্রন্থে আছে: "তিনি মানুষের মতো নহেন। তিনি স্বর্গ অথবা মর্ত্ত্যের মতোও নহেন। কেন-না, এই সমস্ত বস্তু সীমাবদ্ধ, এবং ইহাদের রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পরন্তু ঈশ্বর মানবীয় বুদ্ধিরও গ্রাহ্য নহেন। তবে, তাঁহার অস্তিত্ব যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি আছেন। তাঁহার সত্তার অতিরিক্ত কিছুই আমরা জানি না।" ঈশ্বরসম্বন্ধে ফিলো যে সকল বিশেষণের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের একটির অর্থ নিরুপাধি অথবা নির্গুণ। তাঁহার *Books on Allegories*-এ (রূপককাহিনী-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে) আছে—"ঈশ্বর আপনাদ্বারা পরিপূর্ণ। তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অথবা আত্মপর্য্যাপ্ত। তাঁহার বাহিরে যাহা আছে, তাহা ত্রুটিপূর্ণ ও শূন্য, এবং মরুভূমি-মাত্র। তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া আছেন; তাহা বেষ্টন করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কোন বস্তুদ্বারা ধৃত নহেন। তিনি স্বয়ং তিনি,[১] ও এক; তিনিই সব।" তিনি যে আছেন, ইহা আমরা জানি, কিন্তু তিনি কি, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না। তাই তাঁহার নাম —জিহোবা।[২] কিন্তু তাঁহার স্বরূপ অজ্ঞেয় হইলেও, সমস্ত সত্তা, সমস্ত পূর্ণতা তাঁহার অন্তর্গত। তাঁহা হইতে সসীম পদার্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তিনিই যাবতীয় বস্তুর শেষ কারণ।[৩] তিনি সদাক্রিয়াপর; সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহা তাঁহা হইতেই প্রাপ্ত। দুইটি গুণ ঈশ্বরের স্বরূপগত—শক্তি ও কল্যাণ। কল্যাণ শব্দদ্বারা তাঁহার স্বরূপ অধিকতর ব্যক্ত হয়। তাঁহার সক্রিয়তার উদ্দেশ্য সর্ব্বোত্তম কল্যাণসাধন।

ঈশ্বর জগদতীত হইলেও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যার জন্য ফিলো বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহুদীগণ স্বর্গদূত এবং অপদূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ফিলো তাঁহার মতের ব্যাখ্যায় একদিকে যেমন এই প্রচলিত মতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি প্লেটোর 'প্রত্যয়'[৪] ও বিশ্বাত্মার[৫] ধারণার

---

১ He is himself.
২ জিহোবা—সৎ অথবা অস্তিত্ববান্।
৩ Final cause.
৪ Ideas (সামান্য).
৫ World soul.

এবং ষ্টোয়িক দর্শনের ঈশ্বর হইতে বিকীর্ণ জগতে অনুপ্রবিষ্ট আলোকের[১] ধারণারও ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে বর্ত্তমান কতকগুলি শক্তির[২] বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও তিনি এই সকল মধ্যবর্ত্তী সত্তাদিগকে ঈশ্বরের গুণ,[৩] কখনও তাঁহার প্রত্যয় অথবা চিন্তা, কখনও জগতে অনুস্যূত সার্ব্বিক শক্তি এবং প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার কখনও তাহাদিগকে ঈশ্বরের ভৃত্য, দূত, অনুচর, কখনও বা তাঁহার আদেশ-পালনকারী আত্মা, স্বর্গদূত এবং অপদূত বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিবিধ বর্ণনার মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং এই সকল শক্তি ব্যক্তিত্বাপন্ন পুরুষ কি-না, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক স্পষ্ট উত্তর দিতেও সক্ষম হন নাই। এই সকল শক্তিকে তিনি Logos-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, এবং Logos-কে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা[৪] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Logos-ই সমস্ত প্রত্যয়ের আধার সার্ব্বিক প্রত্যয়, সমস্ত শক্তির আধার সার্ব্বিক শক্তি। Logos ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও দূত, জগতের সৃষ্টি ও শাসনের যন্ত্র; স্বর্গদূতদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের প্রথম পুত্র,[৫] এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর। Logos জগতের আদর্শ[৬], জাগতিক প্রত্যেক বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি। এই জগৎ Logos-এর দেহ। Logos জগতের আত্মা। এইরূপে তিনি Logos-এর বর্ণনা করিয়াছেন। ষ্টোয়িকগণ Logos-এ যে সকল গুণের আরোপ করিত, ফিলোও তাহাকে তাহাদের সকলেরই আধার বলিয়াছেন। কিন্তু Logos পুরুষ কি-না, সে সম্বন্ধে তাঁহার রচনা হইতে কোনও নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। ফিলোর ঈশ্বরের সঙ্গে কিরূপে জগতের সংস্পর্শ হইতে পারে, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অসম্ভব। কেন-না, তাঁহার ঈশ্বর জগতের অতীত, জগতের সংস্পর্শে তিনি কলুষিত হন। Logos যদি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কোনও পুরুষ হন, তাহা হইলে জগতে অনুষ্ঠিত তাঁহার কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্পর্কের ব্যাখ্যা হয় না। আবার Logos যদি ঈশ্বরের গুণই হয়, তাহা হইলে জগতে তাহার ক্রিয়া ঈশ্বরের নিজের ক্রিয়া হইয়া পড়ে। সুতরাং এই উভয় ধারণার মধ্যবর্ত্তী কোনও ধারণা-দ্বারাই কেবল জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্কের কোনও রকমে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা সম্ভব হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার শক্তি ও ক্রিয়াসহ জগতের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবেন, অথচ স্বরূপে তিনি জগতের অতীত এবং জগতের স্পর্শে কলুষিত হইবেন, এই উভয় ধারণার সমন্বয়সাধন অসম্ভব।*

সসীম বস্তুর অপূর্ণতার ব্যাখ্যার জন্য ফিলো একটি দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং উপাদানকে জগতের অপূর্ণতার কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উপাদান স্থানব্যাপী 'ভর'[৭]; কোনও নিয়ম অথবা শৃঙ্খলা ইহার মধ্যে ছিল না। 'Logos'-এর মধ্যবর্ত্তিতায় এই শৃঙ্খলাবিহীন উপাদান হইতে জগৎ গঠিত হইয়াছিল। এইজন্যে জগতের আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই। ষ্টোয়িকদিগের মতো ফিলোও জগৎকে ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তিদ্বারা

---

১ Effluences. ২ Powers. ৩ Properties. ৪ Wisdom and Reason.
৫ First-born son. ৬ Pattern.
* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy*. p. 261.
৭ Mass.

বিধৃত, এবং ঈশ্বরের এই শক্তি নক্ষত্ররাজির মধ্যে পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত, বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নক্ষত্রগণ দৃশ্যমান দেবতা, এবং জগতের যাবতীয় বস্তু সংখ্যার নিয়মানুসারে বিন্যস্ত। ফিলো পাইথাগোরাসের মত-অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্লেটো ও পাইথাগোরাসের মতোই তিনি জীবাত্মার পতন, নিকলুষ জীবাত্মাদিগের মরণোত্তর বিদেহ জীবন, কলুষিত জীবাত্মাদিগের নূতন দেহধারণ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাদৃশ্য, জীবাত্মার বিভিন্ন অংশ, প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। মানবীয় প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার মধ্যে তিনি গুরুতর পার্থক্যের বর্ণনাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানবের দেহ তাহার আত্মার কবর, এবং যাবতীয় অমঙ্গলের আকর। দেহের সহিত সংযোগের ফলেই পাপে প্রবৃত্তি জন্মে। এই প্রবৃত্তি হইতে কেহই মুক্ত নহে। ফিলোর চরিত্রনীতির প্রথম কথাই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ। ষ্টোয়িকদিগের মতো ফিলোও যাবতীয় দৈহিক রিপুর বিনাশ চাহিয়াছেন, ধর্ম্মকেই কেবল শ্রেয়ঃ এবং ইন্দ্রিয়-সুখকে বর্জনীয় বলিয়াছেন; সিনিকদিগের সরল অনাড়ম্বর জীবন, এবং জ্ঞানী লোকসম্বন্ধে তাহাদের ধারণার সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের মতোই আপনাকে 'বিশ্ব নাগরিক'[১] বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনে ঈশ্বরের উপর নির্ভর ষ্টোয়িকদিগের আত্মনির্ভরতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, ঈশ্বরই তাহার কর্ত্তা; তিনিই আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের বীজ বপন করেন। যিনি কোনও ফল কামনা না করিয়া সৎ কর্ম্ম করেন, তিনিই কেবল সৎ। যাবতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি যে জ্ঞান, বিশ্বাস হইতে তাহা উদ্ভূত হয়। ধর্ম্মের বর্ণনায় ফিলো মুখ্যতঃ জ্ঞানের এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা বলিয়াছেন। রাজনীতি আমাদিগকে বাহ্য ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং বহির্মুখী করে বলিয়া রাজনীতির উপর তাঁহার বিরাগ ছিল। ঈশ্বরপ্রীতির সহায় বলিয়াই তিনি বিজ্ঞানকে মূল্যবান্ মনে করিতেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বর; ক্রমশঃ আমরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই; কিন্তু সর্ব্বোত্তম অবস্থা তখনই আমরা প্রাপ্ত হই, যখন মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া—Logosকেও অতিক্রম করিয়া—বাহ্য চৈতন্যহীন অবস্থায়[২] অথবা ভাবসমাধির[৩] অবস্থায় আমরা আমাদের অন্তরে উৎকৃষ্টতর আলোক প্রাপ্ত হই। তখন আমরা ঈশ্বরকে তাঁহার বিশুদ্ধ একত্বে দর্শন করি, এবং আমাদের উপর তাঁহার ক্রিয়ায় কোনও বাধা দান করি না।* এই ভাবসমাধি গ্রীক দর্শনে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। ফিলোর পরে প্লোটিনাস্ ইহার কথা বলিয়াছেন।

"ফিলোর Logos"

ফিলোর Logos এবং গ্রীক দর্শনের Logos-এর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই আছে। জোহন্ লিখিত চতুর্থ 'মঙ্গল সমাচারের' Logos এবং ফিলোর Logos-এর মধ্যেও পার্থক্য ও সাদৃশ্য উভয়ই বর্ত্তমান।

---

১ Citizen of the world. ২ Unconscious condition. ৩ Ecstasy.

* Zeller's *Outlines of Greek Philosophy.* p. 263.

খৃষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে Logos শব্দের সহিত গ্রীকগণ পরিচিত ছিল। আলেকজান্দারের পশ্চিম এশিয়া বিজয়ের পরে গ্রীক জগতের সহিত ইহুদীদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংঘটিত হয়, এবং ইহুদী চিন্তা গ্রীক চিন্তাদ্বারা বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হয়। গ্রীক দর্শনে হেরাক্লিটাস্ই প্রথমে Logos শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। হেরাক্লিটাসের মতে অগ্নিই জগতের আদিতত্ব—তাহা হইতেই সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি অগ্নিকেই Logos বলিয়াছিলেন, কেন-না, তাঁহার মতে অগ্নিই জগতের যুক্তিমূলক[১] ভিত্তি। অগ্নি-দ্বারাই তিনি জগতের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা[২] গ্রীক-দিগের নিকট এতই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইত যে, তাহারা জগৎকে cosmos (শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা) বলিত। শৃঙ্খলার সহিত প্রজ্ঞা অথবা যুক্তির অবিনাভাবী সম্বন্ধ। Logos-ই প্রজ্ঞা। তাই জগতের শৃঙ্খলার মূল অগ্নিকে হেরাক্লিটাস্ Logos বলিয়াছিলেন। প্লেটোর ঈশ্বর ও জড় জগতের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ-সৃষ্টির জন্য প্লেটো Logos-এর কল্পনা করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের মতেও ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। তাঁহার Logos শক্তিস্বরূপ, এবং শক্তিরূপে সসীম বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট। ষ্টোয়িকদিগের হস্তে Logos শব্দের অর্থ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা Logos-কে বুদ্ধি ও সংবিদ-সমন্বিত এক সক্রিয় বিশ্বতত্ত্বে[৩] পরিণত করিয়াছিলেন। ফিলো হিব্রু মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত মতসকলের মিশ্রণদ্বারা তাঁহার মত গঠন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের মধ্যে যাহা জ্ঞান, তাহাই জগতের মধ্যে প্রজ্ঞা; তাহাই ফিলোর Logos। হিব্রু শাস্ত্রে জ্ঞানকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।* 'জব' গ্রন্থের ২৮ অধ্যায়ে আছে, "জ্ঞানকে কোথায় পাওয়া যাইবে? বুদ্ধির নিবাসই বা কোথায়? ইহার মূল্য কি, মানুষ তাহা জানে না। জীবজগতেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ঈশ্বরই ইহাকে দেখিয়াছেন।" 'বারুচ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়েও ইহার বর্ণনা আছে। "ইজরেল জ্ঞানের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ঈশ্বরের পন্থা বর্জন করিয়াছে বলিয়া ইজরেল স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত। তিনি সকল বস্তুই জানেন, তিনি ভিন্ন কেহই জ্ঞানের গুপ্ত পথের বিষয় অবগত নহে। তিনি যখন আলোক বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যখন তিনি আলোককে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং আলোক কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে (জ্ঞানকে) দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জ্ঞানের আবিষ্কারই সৃষ্টির প্রথম কার্য্য। ঈশ্বর এই জ্ঞানকে *Book of the Law*-র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় ইজরেল জাতিকে উক্ত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন। যাহারা এই গ্রন্থ মানিয়া চলিবে, তাহারাই জীবন প্রাপ্ত হইবে।"

Book of Proverbs-এও 'জ্ঞান' পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'জ্ঞান'[৪] কথা বলিতেছে বলিয়া বর্ণিত আছে। নগরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া 'জ্ঞান'

---

১ Rational. ২ Order.
৩ Cosmological Principle. ৪ Wisdom.
* *Vide* Rev. C. Lattay's *The Incarnation*. p. 241.

পথিকগণের সহিত কথা বলিতেছে; তাহার কথা মানিয়া চলিতে পথিকেরা অস্বীকৃত হইলে, তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে, "তোমরা যেমন আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে, আমিও তেমনি তোমাদের বিনাশসময়ে হাসিব, যখন তোমাদের বিপদ্ আসিবে, তখন উপহাস করিব।" এই গ্রন্থে জ্ঞানকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শিশু অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষঃলীন থাকিয়া, কালে প্রসূত হইয়াছে এবং সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের সম্মুখে শিশুর মত ক্রীড়া করিয়াছে। শিশু বলিতেছে, "সেই আদিকাল হইতে, পৃথিবী যখন সৃষ্ট হয় নাই, সমুদ্রের যখন সৃষ্টি হয় নাই, পর্ব্বতের যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন হইতে আমি আছি। যখন ঈশ্বর সকল সৃষ্টি করেন, তখন তিনি শিশুর মত আমাকে পালন করিতেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। আমি পৃথিবীর উপর তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতাম।" *Ecclesiastics* গ্রন্থে পৃথিবীসৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্মের কথা বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানকে তাঁহার সন্তানদিগের শিক্ষকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞান বলিতেছে, "আমি ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিলাম; এবং তাঁহার নিশ্বাসের মত পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনন্তকাল পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং অনন্তকাল ধরিয়া আমি বর্ত্তমান থাকিব।" *Book of the Wisdom of Solomon* গ্রন্থে জ্ঞান 'ঈশ্বরের শক্তির নিশ্বাস' এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের 'মহিমার প্লাবন' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য অপবিত্র কিছুই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কেন-না, সনাতন আলোকের তিনি জ্যোতিঃ, ঈশ্বরের কার্য্যের নির্ম্মল দর্পণ, তাঁহার মঙ্গলময় রূপের প্রতিবিম্ব। সলোমনের প্রার্থনায় আছে, "যিনি তোমার সিংহাসনের উপর তোমার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, সেই জ্ঞানকে আমায় দান কর।" ঈশ্বরের সনাতন বন্ধু বলিয়া, জ্ঞান তাঁহার সহিত একসঙ্গে তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট। এই সকল পাঠ করিয়া প্রত্যেক পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে—ইহা কি কবির ভাষায় ঐশ্বরিক জ্ঞানের মানবীয় রূপে কল্পনামাত্র, অথবা জ্ঞান বাস্তবিক ঈশ্বরের সহবর্ত্তী একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপরোক্ত ধারণার সহিত ফিলোর Logos-এর আংশিক সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ষ্টোয়িক Nous-এর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। সৃষ্টিতে যে বুদ্ধি প্রকাশিত, যে বুদ্ধি মানব-সংবিদে অভিব্যক্ত, তাহাই ষ্টোয়িকদিগের Nous বা Ratio। জগতে বিশেষতঃ মানুষে অনুস্যূত প্রজ্ঞাই বিশ্বের আত্মা। তাহাই Stoic Nous। ফিলোর Logos ষ্টোয়িকদিগের Nous এবং তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু। যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তুর সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের যে আদর্শ বর্ত্তমান ছিল, বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার যে আদর্শ ঈশ্বরের মনে ছিল, তাহাও ফিলোর Logos-এর অন্তর্গত। সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী এই আদর্শের ধারণা ফিলো প্লেটোর দর্শন হইতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফিলো তাঁহার Logos-এর ধারণার জন্য হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্র, প্লেটো ও ষ্টোয়িকদিগের সকলের নিকটই ঋণী।

যাবতীয় বস্তুর মূলপ্রকৃতি[১] এবং বিশ্বের উৎপত্তির কারণ আবিষ্কারের জন্য গ্রীক দর্শন প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দর্শনে Logos শব্দ বহুলপরিমাণে

---

১ Ultimate Nature.

ব্যবহৃত হইত। তখন তাহার অর্থ ছিল 'শব্দ'[১]—চিন্তার ব্যক্ত মূর্তি। ঈশ্বরের সনাতন চিন্তা বিশ্বে সম্পূর্ণভাবে এবং প্রত্যেক বস্তুতে আংশিকভাবে প্রকাশিত হইলেও, সেই প্রকাশে তাহার স্বরূপের ব্যতিক্রম হয় নাই, অর্থাৎ সেই চিন্তা হইতে বিশ্ব বিনিঃসৃত হইবার পরেও, তাহা চিন্তারূপেই বর্ত্তমান থাকে। চতুর্থ 'মঙ্গল সমাচার' যখন রচিত হয়, তখন Logos শব্দ তৎকালিক দার্শনিক আলোচনায় প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইত। বিভিন্ন অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, চিন্তা বাক্‌রূপে প্রকাশিত হইবার পরেও মনের মধ্যে যে তাহার (চিন্তার) অস্তিত্ব থাকে, বাক্যের উচ্চারণের ফলে চিন্তার বিনাশ হয় না, এই ভাব সকল অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিত। ঈশ্বরের চিন্তার বাক্‌রূপে প্রকাশ এবং এই জগৎ যে অভিন্ন, জগতের প্রত্যেক অংশ, বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবাত্মা, যে ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্যের এক একটি বর্ণ, ইহাও Logos শব্দের সকল অর্থের অন্তর্গত ছিল। চতুর্থ 'মঙ্গল সমাচারে' রচয়িতা জোহন্ এই অর্থে Logos শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

ফিলোর দর্শন কয়েক শতাব্দী খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার দর্শনের অনেক অংশ পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল।*

---

১ Word.

* এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দের সহিত Logos শব্দের অর্থসাদৃশ্য অনুধাবনযোগ্য। বৃহ্ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ উৎপন্ন। লাটিন Verbun এবং জার্ম্মাণ Wort (Word) শব্দ যে মূল হইতে উদ্ভূত, তাহা ও বৃহ্ ধাতুকে অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ ঈশ্বর, অন্য অর্থ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক উচ্চারিত শব্দসমষ্টি বেদ। শব্দ ও শব্দের উচ্চারক উভয়ই ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য। বিশ্ব যে শব্দ হইতে উদ্ভূত, শব্দ যে ব্রহ্মের চিন্তার ব্যক্ত রূপ, এই মত আলেকজান্ত্রীয় দর্শনের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। •তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩য়—১২. ১৭) আছে "আমি সেই আদিত্য-বর্ণ পুরুষকে জানি, যিনি তমসের পারে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত রূপের চিন্তাপূর্ব্বক তাহাদিগকে নাম দিয়াছিলেন।" জগৎ নামরূপের সমষ্টি। উপরি-উক্ত বাক্যের অর্থ জগতের যাবতীয় বস্তুর রূপ ও জগতের রূপ ঈশ্বরের চিন্তা হইতে উদ্ভূত, এবং নামের (ধ্বনির) সহিত প্রকাশিত। শতপথ ব্রাহ্মণে (৬ষ্ঠ—১. ১) আছে "প্রজাপতি ব্রহ্মের (বেদের) সৃষ্টি করিয়া বাক্ হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন। বাক্ তো তাঁহারই ছিল। বাক্‌কে বহির্গত করিয়া তিনি তিন বেদ লইয়া জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।" ইহাতে দেখা যায় যে, যে তিন বেদ লইয়া প্রজাপতি জলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা তাঁহারই বাক্। পঞ্চ-বিংশ ব্রাহ্মণে আছে 'প্রজাপতি চিন্তা করিলেন, আমি এই বাক্‌কে (যাহা তাঁহার নিজের ছিল) সৃষ্টি করি (ব্যক্ত করি)। বাক্ বাহিরে গিয়া এই সকল সৃষ্টি করিবে।" শতপথ ব্রাহ্মণে (৭ম—৫. ২. ২১) আছে "বাক্ জন্মহীন। বাক্ হইতে বিশ্বকর্ম্মা সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" শতপথ ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে (প্রথম কাণ্ড ৪. ৫. ৮)। "এক সময়ে মন এবং বাক্যের মধ্যে কে বড়, তাহা লইয়া কলহ উপস্থিত হইল। মন বলিল, 'আমি নিশ্চয়ই তোমা-অপেক্ষা বড়, কেন-না, তুমি এমন কিছু বল না, যাহা আমি বুঝি না। আমি যাহা করি, তুমি কেবল তাহারই অনুসরণ কর।' বাক্ বলিল 'তুমি যাহা জানো, আমি তাহা প্রকাশিত করি, সুতরাং আমি বড়।' তখন উভয়ে প্রজাপতিকে মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত করিল। প্রজাপতি মনকেই বড় বলিলেন।" শতপথ ব্রাহ্মণে (২য় কাণ্ড, ১. ৪. ১০) উক্ত হইয়াছে "বাক্ বৈ ব্রহ্ম", বাক্ই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে (৭ম অ. ২. ৩) সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন 'নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ; মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" উপরোক্ত অধ্যায়ের ২৮ সূত্রে আছে, শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি,

[৮]

নব-প্লেটনিক দর্শন

প্লোটিনাস্

খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকে থালিস্ যে দর্শনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা শৈশব অতিক্রম করিয়া প্লেটো ও আরিষ্টটলের হস্তে যৌবনের পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আরিষ্টটলের তিরোভাবের পরে গ্রীক চিন্তা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় দর্শনে ও সংশয়বাদে দার্শনিক সমস্যার সমাধানে কোনও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী সিনিকবাদ[১] হইতেই ষ্টোয়িক দর্শন উদ্ভূত হইয়াছিল। এপিকিউরীয় দর্শন ও সংশয়বাদও সাইরেনেইক সুখবাদ[২] এবং মেগারিক দর্শনের পরিণত অবস্থামাত্র। এই সমস্ত দর্শনের আবির্ভাবের পরে পাঁচশত বৎসর যাবৎ কোনও নূতন দর্শনের আবির্ভাব গ্রীসে হয় নাই। দার্শনিক আলোচনা তখন পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনসমূহের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁচশত বৎসর পরে প্লোটিনাস্ তাঁহার দর্শন প্রচার করেন। কিন্তু প্লোটিনাসের দর্শন নব-প্লেটনিকবাদকে অনেকে গ্রীক দর্শন বলিতে কুণ্ঠিত। আর্ডম্যান্[৩] তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে নব-প্লেটনিক দর্শনকে মধ্যযুগের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শন ও ইহার আবির্ভাবের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান এই কুণ্ঠার একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, প্রাচ্য দর্শন ও গ্রীক দর্শনের সংমিশ্রণ হইতে ইহার উৎপত্তি। প্লোটিনাসের দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল আলেকজান্দ্রিয়া

বেদ ও স্মৃতি গ্রন্থে এ কথা আছে। ২৯ সূত্রে আছে, ব্রহ্মা বেদের শব্দরাশি স্মরণ করিয়া তদনুরূপ দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব বেদের শব্দরাশি নিত্য। বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ৪র্থ সূত্রে আছে "তিনি মনদ্বারা বাক্যের সহিত মিথুনভাবে সম্মিলিত হইলেন।" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য স্মৃতিগ্রন্থ হইতে যে শ্লোকের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ "আদিতে স্বয়ম্ভু বেদরূপী অনাদি ও অবিনশ্বর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই যাবতীয় ক্রিয়া প্রসূত হইয়াছিল।" ভর্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:—

"অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম, শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।
বিবর্ত্ততেঽর্থ ভাবেন, প্রক্রিয়া জগতো যথা ॥"

অনাদি ও অবিনশ্বর ব্রহ্ম বাক্যের সনাতন তত্ত্ব। তিনি জগতের যেমন অভিব্যক্তি হয় তেমনি বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হন। যোগবাশিষ্টে আছে "ব্রহ্ম-বৃংহৈব হি জগৎ, জগচ্চ ব্রহ্ম-বৃংহনম্।" ইহার অর্থ জগৎ ব্রহ্মের বৃংহণ অর্থাৎ শব্দ। জগৎ ব্রহ্মের চিন্তার শব্দরূপে ব্যক্ত রূপ।

ম্যাক্সমূলর উপরোক্ত সমস্ত উক্তির উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে কোথায়ও ভাষা ও চিন্তার অভিন্নতার কথা নাই। কিন্তু Logos শব্দদ্বারা এই অভিন্নতাই প্রকাশিত হয়। এই মীমাংসা কতটা বিচারসহ তাহা বিবেচ্য। (Vide *Six Systems of Indian Philosophy*, pp. 85-92.)

[১] Cynicism. [২] Cyrenaic hedonism. [৩] Erdmann.

নগরে। আলেকজান্দ্রিয়া তখন ছিল পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র। প্লোটিনাস্ এখানে ভারতীয়, পারসীক ও ইহুদী চিন্তার সহিত পরিচিত হন। বিভিন্ন জাতির চিন্তার সংমিশ্রণ হইতে যে দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রচারের জন্য চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল গ্রীসে নয়, রোমে। ইহা সত্ত্বেও নব-প্লেটনিকবাদকে মধ্যযুগের দর্শন বলা সঙ্গত হয় না। কেন-না, মধ্যযুগের দর্শন খৃষ্টীয় দর্শন। তাহার উদ্ভব হইয়াছিল খৃষ্টধর্ম্মের সহযোগিরূপে। নব-প্লেটনিক দর্শন খৃষ্টীয় যুগে আবির্ভূত হইলেও, খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের সহিতই ইহার প্রাণের যোগ ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম এই দর্শনের মতবাদ বহুলপরিমাণে গ্রহণ করিলেও, ইহা তাহার প্রতিযোগীই ছিল ; খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে গ্রীক সংস্কৃতির আত্মরক্ষার ইহা শেষ প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। গ্রীসের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার এই শেষ দর্শন খৃষ্টীয় দর্শনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অনেক কবি মানবজীবনকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্লোটিনাস্ এই জন্মলাভের জন্য আপনাকে অভিনন্দিত করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই, এবং কথিত আছে, এইজন্য তিনি স্বীয় পিতামাতা এবং জন্মস্থানের নাম কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও তিনি যে ২০৫ খৃষ্টাব্দে মিশর দেশে লাইকোপোলিস্ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া গমন করিয়া **Alexander Saccas** নামে এক দর্শনের অধ্যাপকের নিকট দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ৩৯ বৎসর বয়সের সময় রোম সম্রাট্ গর্ডিয়ান যখন পারস্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করেন, তখন প্রাচ্য দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের জন্য প্লোটিনাস্ সেই সৈন্যদলের সহিত গিয়াছিলেন। এই অভিযানের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়াছিল। মেসোপোটেমিয়ায় গর্ডিয়ান নিহত হন, এবং প্লোটিনাস্ অতি কষ্টে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। পর বৎসর তিনি রোমে গমন করেন, এবং তথায় এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি রোমেই বাস করিয়াছিলেন। প্লেটোর *Republic*-এর আদর্শে তিনি একটি নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের অনুমতি না পাওয়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ২৭০ খৃষ্টাব্দে ষষ্টি বৎসর বয়সে প্লোটিনাসের মৃত্যু হয়। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য পরফিরী সেই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরফিরী তাঁহার একখানা জীবনীও লিখিয়াছিলেন। ৫৪খানা গ্রন্থ পরফিরি বিষয়ানুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। নয়খানা গ্রন্থ-সংবলিত প্রত্যেক ভাগকে তিনি 'এন্নিয়াড্'[১] নাম দিয়াছিলেন। এন্নিয়াড্ শব্দের অর্থ 'নয়'। রোম সম্রাট্ গালিয়েনাস্ ও রোমের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্লোটিনাস্‌কে দেবতার মত ভক্তি করিতেন।

বিষয় ও বিষয়ী, জড় ও চৈতন্য, জগৎ ও ঈশ্বর—উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহার সমন্বয়-সাধনের সমস্যাই গ্রীক দর্শনের সমস্যা। এই দ্বৈতের পরিহারই ছিল প্লেটোর দর্শনের উদ্দেশ্য। জগতের উর্দ্ধে প্লেটো যে ঈশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাতে যাবতীয় ভেদের অবসান হইয়াছিল। জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিন্তার জন্য শান্তিময়

১ **Ennead** (নয় খানা গ্রন্থের সংগ্রহ)

জীবন-যাপনই প্লেটোর মতে পরম শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই শান্তিলাভের কোন ব্যবহারিক পন্থার নির্দ্দেশ প্লেটো করেন নাই। প্লোটিনাস্ এই পন্থার আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দৈহিক কামনার বিনাশদ্বারা ইন্দ্রিয়ের জীবন অতিক্রম করিয়া, ও ঈশ্বরের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া পবিত্রতা ও আনন্দলাভের চেষ্টাই শান্তিলাভের উপায়।

প্লোটিনাসের মতে প্রমাণদ্বারা সত্য লাভ করা যায় না। সত্যার্থী যখন অন্বিষ্ট পদার্থের সহিত এক হইয়া যান, তখনই সত্য লাভ করেন। জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়; সেখানে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নাই; জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সেখানে বিলুপ্ত। একত্ব ও বহুত্ব, ভেদ ও অভেদ—সত্তার দুইরূপ। জগতের বিবিধ প্রতিভাস[১] ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। যিনি ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ ঐক্যসাধনের প্রয়াসী, তিনি সমাধিতে মগ্ন হইয়া অসীমে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। সমাধি-অবস্থায় ঈশ্বরসম্ভোগ প্লোটিনাসের দর্শনের লক্ষ্য।

রোমক সাম্রাজ্যের এক বিষম দুর্দ্দিনের যুগে প্লোটিনাস্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে উত্তর হইতে অসভ্য জার্ম্মাণগণের, এবং পূর্ব্ব হইতে পারসীকগণের আক্রমণে রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অতিরিক্ত করভারে পীড়িত প্রজাগণ দলে দলে দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র অনেক জনবহুল নগর মহামারীতে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। লোকের দুঃখকষ্টের সীমা ছিল না। দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণলাভের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া লোকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পার্থিব জীবনে সুখ-লাভে হতাশ জনগণের দৃষ্টি পরলোকের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টানগণ মৃত্যুর পরে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। প্লেটো-শিষ্যগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মায়াময় সংসারের অন্তরালে অবস্থিত সামান্য-জগতের[২] দিকে। কিন্তু প্লোটিনাসের গ্রন্থে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের কোনও উল্লেখ নাই। সংসারের দুঃখময় দৃশ্য হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে আপনাকে নিবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। চিন্তাশীল অধিকাংশ লোকের মনের গতিই এই প্রকার ছিল। ব্যবহারিক জগতে কোনও সুখের আশা তাঁহাদের ছিল না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মবেত্তাগণ স্বর্গরাজ্যে'র সহিত প্লেটোর সামান্যবাদের অনেক অংশ মিশাইয়া খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। Dean Inge লিখিয়াছেন, "প্লেটোর দর্শন খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মগ্রন্থিসমূহের অন্যতম। খৃষ্টধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড না করিয়া তাহা হইতে প্লেটোর দর্শনকে বহিষ্কৃত করা সম্ভবপর নহে।" St. Augustine প্লেটোর মতকে সমগ্র দার্শনিক জগতে পবিত্রতম ও উজ্জ্বলতম আলোক বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মতে প্লোটিনাসের মধ্যে প্লেটো নূতন জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, প্লোটিনাস্ যদি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনের কয়েকটি শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। Dean Inge-র মতে Thomas Aquinas-এর আরিষ্টটলের মতের সহিত যতটা সাদৃশ্য, প্লোটিনাসের মতের সহিত সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

---

[১] Phenomena. [২] World of Ideas.

প্লেটোকে প্লোটিনাস্ গুরুর মত ভক্তি করিতেন। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই প্লেটোর নামের স্থলে 'তিনি'[১] শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাণুবাদ ব্যতীত প্রাচীন অন্যান্য সকল দর্শনেরই তিনি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। এপিকিউরীয় দর্শন ও ষ্টোয়িক জড়বাদের সমালোচনাও তিনি করিয়াছেন।

ত্রয়ীবাদ

প্লোটিনাসের দর্শনের আরম্ভ ত্রয়ীবাদে। সৃষ্টির মূলে তিন তত্ত্ব—One, Nous ও Soul। One-এর প্রতিবিম্ব Nous, Nous-এর প্রতিবিম্ব Soul। প্লোটিনাস্ One-কে কখনও বলিয়াছেন One (এক), কখনও First (প্রথম), কখনও বা Good (শ্রেয়ঃ)। 'এক' যাবতীয় সত্তার অতীত। যাবতীয় পদার্থ 'একে'রই সৃষ্ট, কিন্তু 'এক' স্বয়ং অজ ও অনাদি। যাবতীয় চিন্তার উৎস হইলেও 'এক' স্বয়ং 'বুদ্ধি'[২] নহে। 'এক' মঙ্গলের মূল তত্ত্ব, কিন্তু স্বয়ং 'মঙ্গল'[৩] নহে। ইহাতে কোনও গুণেরই আরোপ করা যায় না, কেন-না, গুণের আরোপে পূর্ণতার হানি হয়। প্রকৃতপক্ষে একের কোনও ক্রিয়া নাই, ইচ্ছাও নাই ; কেন-না, অনবাপ্ত অথবা অবাপ্য তাঁহার কিছুই নাই। তিনি পূর্ণ নিশ্চলতা, পরিপূর্ণ শান্তি, বিশুদ্ধ সত্তা। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি সকল চিন্তার অতীত। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিলেই তাঁহার পূর্ণতার সঙ্কোচ করা হয়, কোনও সংজ্ঞা[৪] নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহার পূর্ণতার খর্ব্বতা হয়। তিনি আছেন, ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা প্রকাশ করিতে গেলেই তিনি আমাদের ধারণার বাহিরে চলিয়া যান। পূর্ণতম পদার্থকে বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। তিনি বাক্যের অতীত। একই অসঙ্গ ঈশ্বর।*

কিন্তু এই 'এক' হইতে জগতের উদ্ভব হইল কিরূপে? 'একে'র একত্ব থাকিতে তো বহুত্বের সম্ভব হয় না। একত্বের ভঙ্গ হইতেই বহুত্বের উদ্ভব। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ 'এক' হইতেই উদ্ভূত। কিন্তু 'এক' জগতের বাহিরে অবস্থিত। তাঁহাতে ইচ্ছা নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। তিনি পূর্ণ ; তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাঁহার আপনাকেও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্ব-সংবিদ্ নাই ; সুতরাং তাঁহাকে পুরুষ বলা যায় না। জগতের সহিত তাঁহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই।

যে প্রক্রিয়ায় তাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, প্লোটিনাস্ তাহাকে Emanation বলিয়াছেন (বিকিরণ)। জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতঃই বিকীর্ণ হইয়াছে। জগতের যে অংশ ঈশ্বর হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাহা তত অপূর্ণ ; যে অংশ যত নিকটবর্ত্তী, তাহা ততটা পূর্ণ। অগ্নি হইতে যেমন তাপ বিকীর্ণ হয়, তুষার হইতে শৈত্য বিকীর্ণ হয়, সুগন্ধি দ্রব্য হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, প্রত্যেক জৈব পদার্থ হইতে যেমন সদৃশ পদার্থের উৎপত্তি হয়,

---

১ He. ২ Intelligence. ৩ Good. ৪ Definition.

* *Vide* Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 294.

তেমনি সেই পূর্ণ তত্ত্ব হইতে তাঁহারই সদৃশ পদার্থ বিকীর্ণ হয়। তাঁহার পূর্ণতম সত্তা হইতে পর পর তাঁহার প্রতিকৃতি নির্গত হয়। সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তেমনি এক হইতে বহু নিঃসৃত হয়। দৃশ্যমান জগৎ তাঁহার স্বর্গীয় উৎসের প্রতিরূপ। সীমাহীন শূন্যে 'এক' হইতে নির্গত রশ্মি প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত জগতের বীজ বপন করে। 'এক' নিজে সর্ব্বদাই পূর্ণ। এই বিকিরণে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য বিশুদ্ধতম আলোকশিখা। দূরতম দেশে প্রসারিত যে কিরণ হইতে আলোক, তাপ ও সত্তার উৎপত্তি হয়, তিনি তাহার উৎস। জড়ের অধস্তম প্রদেশ তাঁহা-কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট। অন্ধকার যেখানে গাঢ়তম, সেখানেও তিনি প্রবিষ্ট। তিনি সর্ব্বত্র বিতত, অথচ সর্ব্বাতীত।*

'এক' হইতে প্রথম নির্গম Nous-এর (বুদ্ধিতত্ত্ব অথবা চিন্তা)। 'একে' প্লোটিনাস্ 'সত্তা'র আরোপ করেন নাই। কিন্তু Nous সত্তাবান্। সত্তাবান্ যাবতীয় বস্তুর মধ্যে Nous সর্ব্বোপরি অবস্থিত। প্লেটো ঈশ্বরে প্রজ্ঞা ও চিন্তার আরোপ করিয়াছিলেন। প্লোটিনাসের পূর্ব্ববর্ত্তী প্লেটনিষ্টগণ সামান্যদিগকে ঈশ্বরের চিন্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। প্লোটিনাসের 'এক' সত্তা ও চিন্তা উভয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত; কিন্তু তাহার প্রথম বিকিরণ Nous -এ সত্তা ও চিন্তা উভয়ই বর্ত্তমান। 'এক' হইতে অবতরণের পথে প্রথমেই সত্তা ও চিন্তার স্থান। Nous-এর চিন্তা মানবীয় চিন্তার সদৃশ নহে। তাহা কালের অতীত; তাহা প্রত্যেক ক্ষণে পূর্ণ এবং উপজ্ঞামূলক[১] বা বোধি। 'একে'র পূর্ণতার পরেই Nous-এর পূর্ণতা। পূর্ণতায় 'এক' ও Nous-এর মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। এক হইতে উৎপন্ন Nous এককে বুঝিবার জন্য তাহার দিকে অবহিত হয়, এবং অবধানের ফলে জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান দ্বৈতমূলক, বিষয়ী ও বিষয়ের সংযোগ হইতে উদ্ভূত হয়। একদিকে 'এক' যেমন Nous-এর জ্ঞানের বিষয়, তেমনি প্রত্যয়জগৎও তাহার জ্ঞানের বিষয় হয়। প্রত্যয়জগৎ Nous-এর অন্তর্নিবিষ্ট, বাহিরে অবস্থিত নহে। কিন্তু Nous-এর জ্ঞানের বিষয় হইলেও, 'একে'র সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা Nous-এর পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। Nous-এর নিম্নে অবস্থিত বিষয়ে Nous দৃষ্টিক্ষেপ করে না। অর্থাৎ 'এক' এবং আপনার মধ্যস্থিত প্রত্যয়-জগতের জ্ঞান ভিন্ন Nous-এ অন্য কোনও জ্ঞান নাই। প্লেটোর *Sophist* গ্রন্থে

---

* কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 'এক' হইতে যে বহুত্বপূর্ণ জগৎ নির্গত হয়, তাহার বহুত্ব একের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল কি? যদি তাহাতে বহুত্ব থাকিয়া থাকে তাহা হইলে, সে 'এক'কে প্রকৃতপক্ষে 'এক' বলা যায় না। যদি না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে 'একে'র মধ্যে যাহা নাই তাহার প্রতিবিম্বে তাহার উৎপত্তি হইল কিরূপে? প্লোটিনাস্ বলিয়াছেন, 'এক' যেমন জগদতীত, তেমনি জগতে অনুস্যূতও বটে; কিন্তু ইহাতেও বহুত্বের ব্যাখ্যা হয় বলিয়া মনে হয় না। এক সূর্য্য বহু জলাশয়ে বহুরূপে প্রতীত হয় সত্য। কিন্তু বহু সূর্য্যের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। জগতের বহুত্বকে প্লোটিনাস্ 'মায়া' বলেন নাই। তাহার অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎসের মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান বলিতে হইবে। সুতরাং 'এক' অনবচ্ছিন্ন নিশ্চলতার আবাস ভূমি হইতে পারে না।

১ Intuitive.

যে পাঁচটি 'প্রকারের' উল্লেখ আছে (সত্তা[১], গতি[২], স্থিরতা[৩], অভেদ[৪], ও ভেদ[৫]) প্লোটিনাস্ Nous-এ তাহাদের আরোপ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নব-প্লেটনিষ্টগণ এই, পাঁচটি প্রকার বর্জন করিয়া তাহাদের স্থানে আরিষ্টটলের দশটি 'প্রকার' Nous-এ আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্লোটিনাস্ বলিয়াছিলেন, আরিষ্টটলের দশ 'প্রকার' এবং ষ্টোয়িক-দিগের চারি 'প্রকার' প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সাব্বিক Nous-কে প্লোটিনাস্ 'সীমাহীন' অথবা 'বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান' বলিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ 'প্রকার'-দ্বারা ইহা বিশেষিত। ইহাই বহুত্বের ভিত্তি—যাহা 'একে'র মধ্যে নাই, কিন্তু Nous-এর মধ্যে বর্ত্তমান। ইহার অস্তিত্ববশতঃ Nous অতীন্দ্রিয় সম্প্রদায়ে অথবা সংখ্যারাজিতে বিভক্ত হয়।*

দৃশ্যমান জগতে বর্ত্তমান প্রত্যেক পদার্থেরই অনুরূপ Idea আছে। প্রত্যেক মানবে এক একটি স্বতন্ত্র Idea প্রকাশিত হইয়া বাস্তবরূপে গ্রহণ করে। যত 'বিশেষ' আছে, Idea'ও তত সংখ্যক। এই সমস্ত Idea মানসিক প্রত্যয়মাত্র নহে। তাহারা গতিশীল, শক্তির আধার। এইজন্য তাহারা আপনাদের বিস্তারসাধন করে। সংসার[৬] তাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে নির্গত হয় বিশ্বাত্মা[৭]। বিশ্বাত্মা Nous-এর প্রতিবিম্ব। জড় জগৎ ও Idea-জগতের মধ্যবর্ত্তী এই বিশ্বাত্মা। উভয়ের প্রকৃতি তাঁহাতে বর্ত্তমান। Nous-এর মধ্যগত Idea-গণ বিশ্বাত্মায় প্রতিফলিত হয়। বিশ্বাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত জগতেরও অধিবাসী। Nous-এর মধ্যগত প্রত্যয়জগৎ বিশ্বাত্মার মধ্যেও বর্ত্তমান। ইহা নিজেও Nous-এর একটি প্রত্যয় (অথবা সংখ্যা)। Nous-এর প্রতিভাসরূপে বিশ্বাত্মা প্রাণ-স্বরূপ এবং ক্রিয়াপর, এবং Nous-এর মতন সনাতন এবং কালাতীত। অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাত্মার বাস হইলেও, তিনি উক্ত জগতের প্রান্তদেশে অবস্থিত; নিজে অবিভাজ্য এবং দেহহীন হইলেও বিভাজ্য সাকার জগতের দিকে আকৃষ্ট। Nous-এর ক্রিয়া বিশ্বাত্মার মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বাত্মা যে কেবল জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত, তাহা নহে, অব্যবহিতভাবে জড় জগতের উপর তাহার কোন ক্রিয়াও নাই। তাঁহার স্ব-সংবিদ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতীতি[৮], স্মৃতি এবং পরিচিন্তন[৯] নাই। বিশ্বাত্মা হইতে এক দ্বিতীয় আত্মা বিকীর্ণ হয়; প্লোটিনাস্ এই দ্বিতীয় আত্মাকে 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যক্তির আত্মা যেমন তাহার দেহের সহিত সংযুক্ত, প্রকৃতি নামক এই আত্মা তেমনি জগতের সহিত সংযুক্ত। বিশ্বাত্মা ও প্রকৃতি নামক আত্মা হইতে অন্যান্য আত্মার উদ্ভব হয়। *এই সকল আত্মা তাহাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু জগতের বিভিন্ন অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল আংশিক আত্মায় অতীন্দ্রিয় জগতের নিম্নতম সীমা পর্য্যবসিত। ইহাদিগের নিম্নেও সকল

---

[১] Being. [২] Movement. [৩] Fixity. [৪] Identity.
[৫] Difference. [৬] World of phenomena. [৭] World soul.
[৮] Perception. [৯] Reflexion.

* *Vide* Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 295.

ঐশ্বরিক শক্তি অবতীর্ণ হয়, তখন উৎপন্ন হয় ভৌতিক পদার্থ—ঐশ্বরিক শক্তির ক্ষীণতম প্রকাশ।*

প্লোটিনাস্ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি'-নামক আত্মা বিশ্বাত্মা হইতে বিকীর্ণ একটি রশ্মিমাত্র। বিশ্বাত্মার অংশমাত্রই জগতের সহিত সংযুক্ত, জগতে অনুপ্রবিষ্ট। তাহার অধিকাংশই জগতের বাহিরে অবস্থিত। তিনি যেমন জগতে অনুস্যূত[১], তেমনি জগদতীত[২]।

বিশ্বাত্মার মত জীবাত্মাও জড় ও প্রজ্ঞার সমবায়। প্রজ্ঞাজগৎ ও জড় জগৎ উভয় জগতের অধিবাসী জীবাত্মা কখনও জড় দেহের মধ্যে জড় জগতে আবদ্ধ, এবং জড় জগতের নিয়তির অধীন, কখনও জড়ের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া প্রজ্ঞার অভিমুখী। প্রজ্ঞাজগৎ তাহার প্রকৃত নিবাসভূমি। সেখান হইতে প্রত্যেকে আভ্যন্তরীণ নিয়তির প্রেরণায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনিচ্ছায় জড় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি একদিকে যেমন সূর্য্যের সহিত এবং অন্য-দিকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত, জীবাত্মাও তেমনি প্রজ্ঞাজগৎ এবং জড় জগৎ উভয়ের সহিত সংযুক্ত। স্বর্গ হইতে অবতরণই প্লোটিনাসের মতে সৃষ্টি; জড় দেহের সহিত সংযোগই জীবাত্মার পতন। ইন্দ্রিয়দিগকে গৃহাভিমুখে প্রত্যয়জগতের দিকে পরিচালন এবং আমাদের প্রকৃতিকে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। ইন্দ্রিয়-সংযমন এবং বৈরাগ্য ইহার উপায়। নব নব বাসনা জয় করিয়া বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তে ভক্তি ও ধ্যান-বলে প্রবাসের বন্দী জীবন হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনই জীবাত্মার লক্ষ্য। অবতরণ হইতে যে জন্ম, আরোহণ তাহা হইতে মুক্তি। মুক্তির জন্য আমাদিগকে পশ্চাৎদিকে চলিতে হইবে। সুন্দর ও শিবের প্রতিবিম্ব প্রত্যয়জগতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, সেখানে সকল ইচ্ছা, সকল কামনার বিলয় হয়, এবং জগতের বন্ধন হইতে মুক্ত আত্মা ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ করিয়া ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

প্লোটিনাসের চরিত্রনীতি প্লেটো ও ষ্টোয়িকদিগের চরিত্রনীতির অনুরূপ। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আত্মার বিশুদ্ধিসাধন। তাহাদ্বারাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাহার পথ তিনটি, একই পথের তিন ক্রম,—কলার পথ, প্রেমের পথ ও জ্ঞানের পথ। পথ উর্দ্ধগামী, সুতরাং গতি মন্থর হইতে বাধ্য। স্বর্গের জন্য ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হইতে হয়, একেবারেই প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুন্দর বস্তুর চিন্তা, সুন্দর আত্মার সংস্পর্শ এবং সুন্দর ও পবিত্র চিন্তার ধ্যানদ্বারাই ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। পার্থিব বস্তুর সৌন্দর্য্য ও কলার সৌন্দর্য্য পরম সুন্দরের ক্ষীণ প্রতিফলন-মাত্র। যদি উচ্চতর জীবনলাভে আমরা ইচ্ছুক না হই, যদি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াই থাকিতে চাই, তাহা হইলে ক্রমশ: নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে হইবে, এবং পরিণামে নীচ যোনিতে, এমন কি উদ্ভিদ্-যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হইতে পারে। প্রত্যেক লোকের অদৃষ্ট তাহার নিজেরই সৃষ্ট। যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় বাসনা এবং কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই জীবনের

---

১ Immanent. ২ Transcendent.

* *Vide* Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 296.

প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরম সত্তার ক্রোড়ে ব্যক্তিত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ-প্রাপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য।

"ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত যাঁহারা, তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কিছু আছে। তাঁহারা যে শক্তিদ্বারা চালিত হন, তাঁহাদের মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হয়, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, সে শক্তি, সে বাক্য তাঁহাদের নহে। আমরা যখন ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হই, তখন যেমন Nous-কে দেখিতে পাই, তেমনি One-কেও দেখিতে পাই। যখন ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ হয়, তখন তর্কের ক্ষমতা থাকে না, যাহা দেখা যায়, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতেও পারা যায় না। স্পর্শের সময় কিছুই বলিবার সামর্থ্য থাকে না, বলিবার অবসরই হয় না; যাহা দেখা যায়, তাহা বিবেচনা করিবার, তাহার সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক করিবার ক্ষমতা আসে পরে। অকস্মাৎ আত্মা যখন জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, তখন বুঝিতে পারি, দেখা পাইয়াছি। এই জ্যোতিঃ আসে সেই পরম বস্তু হইতে, এই জ্যোতিঃই সেই পরমবস্তু। ভক্তের আহ্বানে ভগবান্ যখন সাড়া দেন, তখন যেমন, যখন তিনি আলোক লইয়া আসেন, তখনও তেমনি তাঁহার উপস্থিতি যে সত্য, তাহা বুঝিতে পারি। তিনি যে আসেন, ঐ আলোকই তাহার প্রমাণ। আত্মা যখন আলোকে অনুদ্ভাসিত থাকে, তখন ঐ সাক্ষাৎকার-লাভ হয় না; যখন আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখনই যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা প্রাপ্ত হয়। সেই আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা,—যিনি পরাৎপর, তাঁহাদ্বারাই তাঁহাকে দেখা, অন্য আলোকের সাহায্য না লইয়া, তাঁহার আলোকেই তাঁহাকে দেখা, যে পরাৎপর সেই দর্শনের উপায়, তাঁহাকেই দেখা—ইহাই আত্মার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য। সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্যকে দেখি, তেমনি যাঁহাদ্বারা আত্মা আলোকিত হয়, তাঁহাকে দেখাই আত্মার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। কিন্তু কি উপায়ে এই দর্শন লাভ করিতে পারা যায়? উত্তর—সর্ব্বত্যাগদ্বারা।"*

এই দর্শনকে প্লোটিনাস্ Ecstasy (ভাব-সমাধি) বলিয়াছেন। Ecstasy শব্দের অর্থ, দেহের বাহিরে অবস্থান। আত্মার দেহান্তরিত অবস্থা, যে অবস্থায় পরমানন্দ লাভ হয়, তাহাই Ecstasy। প্লোটিনাস্ এই Ecstasy বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা তিনি এইভাবে করিয়াছেন।

অনেকবার আমার ইহা হইয়াছে। দেহ হইতে উত্তোলিত হইয়া আমি আপনার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছি। তখন আমি অন্য সকল বস্তুর বহিঃস্থ, আপনাতে কেন্দ্রীভূত। পরম অদ্ভুত সৌন্দর্য্য তখন আমি দর্শন করিয়াছি, যাহা সেরূপভাবে আর কখনও উপলব্ধি করি নাই। পরার্দ্ধ্য[1] লোকের সহিত একত্ব তখন নিশ্চিতভাবে অনুভব করিয়াছি। মহত্তম জীবন লাভ করিয়াছি, ভগবৎ-সত্তার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে যাহা কিছু সেই পরম বস্তু হইতে অল্প, তাহার উর্দ্ধে আলম্বিত হইয়া, ভগবৎ-সত্তার মধ্যে অবস্থান করিয়াছি। অবতরণের সময় যখন আগত হইয়াছে, তখন বুদ্ধি[2] হইতে তর্কে[3] নামিয়া

---

[1] Loftiest. [2] Intellect. [3] Reasoning.

* Bertrand Russell's *History of Western Philosophy.*

আসিয়াছি ; ভগবৎ-সত্তার মধ্যে অবস্থান শেষ হইলে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "আমি যে নিম্নে অবতরণ করিতে পারিতেছি, ইহা কিরূপে সংঘটিত হইতেছে? দেহের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, আত্মা যে কত মহান্ পদার্থ তাহা তো প্রমাণিত হইল। সেই মহান্ আত্মা কিরূপে আমার দেহে প্রবেশ করিয়া তাহার অধিবাসী হইয়াছেন?"

তাঁহার বন্ধু ফ্লাকাস্‌কে লিখিত পত্রে প্লোটিনাস্ লিখিয়াছিলেন, "তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ অসীমকে জানিবার উপায় কি? তর্ক বা যুক্তিদ্বারা অসীমকে জানা যায় না। যুক্তির কাজ বস্তুদিগের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করিয়া তাহাদের সীমাবদ্ধ করা। সুতরাং অসীমকে যুক্তির বিষয় করা অসম্ভব। যুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর এক বৃত্তিদ্বারাই কেবল অসীমকে জানা যায়। তখন তুমি নিজে আর সসীম থাক না, তখন ঐশ্বরিক সত্তা তোমার মধ্যে প্রেরিত হয়। এই অবস্থাই সমাধি (Ecstasy)।—এই অবস্থায় মন সসীম সংবিদ্ হইতে মুক্ত হয়। সদৃশ বস্তুই সদৃশ বস্তু জানিতে পারে। যখন তোমার সসীমত্ব বিদূরিত হয়, তখন তুমি অসীমের সহিত এক হইয়া যাও। তোমার আত্মা যখন তাহার সরলতম অবস্থা প্রাপ্ত হয় (তাহাই তাহার ঐশ্বরিক সারভাগ), তখন তুমি ঈশ্বরের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হও।"*

প্লোটিনাসের বিশ্বাত্মা Nous অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, যাবতীয় প্রাণবান্ দ্রব্যের এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও সমগ্র দৃশ্যমান জগতের তিনি স্রষ্টা। তিনি ঐশী বুদ্ধির সন্তান। তাঁহার দুই রূপ ;—এক রূপে তিনি Nous-এর ধ্যান করেন[১], অন্য রূপে তিনি বহির্জগতের সম্মুখীন। দ্বিতীয় রূপ তাঁহার নিম্নাভিমুখী গতির সহচর। এই গতিকালে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ। ষ্টোয়িকগণ ঈশ্বরকে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়াছিলেন। প্লোটিনাসের মতে প্রকৃতি সৃষ্টির নিম্নতম মণ্ডল ; আত্মার দৃষ্টি যখন Nous হইতে অপসৃত হয়, তখনই আত্মা হইতে ইহা বিকীর্ণ হয়। Gnostic-দিগের মতে ঈশ্বরের এক বিদ্রোহী সন্তান-কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। এই স্রষ্টা ও তাহার সৃষ্ট জগৎ উভয়ই অমঙ্গলরূপী। কিন্তু প্লোটিনাসের মত ইহার বিপরীত। তাঁহার মতে জগৎ সুন্দর ; ইহা পুণ্যবান্ আত্মাদিগের আবাসস্থল ; তবে বুদ্ধির জগৎ যত সুন্দর, ইহা ততটা সুন্দর নহে। জগতের স্রষ্টা অমঙ্গলময় নহেন, তিনি বিদ্রোহী ও ঈশ্বরের পতিত সন্তান নহেন। তিনি যে জগৎকে অমঙ্গলময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও নহে। ঈশ্বরের স্মৃতি হইতেই বিশ্বাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি Nous-এর প্রতিবিম্ব এবং তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত। Idea-গণের আদর্শেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ অমঙ্গল নহে। প্রত্যক্ষ দ্রব্যের পক্ষে যতদূর হওয়া সম্ভব, জগৎ ততটা মঙ্গলের আকর। জগতের সৌন্দর্য্য প্লোটিনাস্ প্রবলভাবে অনুভব

---

[১] Intent on Nous.

* Swami Abhedananda's *The Path of Realisation*, p. 158.

সমাধিসম্বন্ধে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জার্ম্মান গুহ্যবাদী একহার্ট্ লিখিয়াছিলেন, "আত্মার মধ্যে ঈশ্বর যখন কথা বলেন, তাঁহার আলোক যখন আত্মার মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে ঈশ্বরে পরিণত করে, তাহার পূর্ব্বে আত্মার মধ্যে পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করা চাই। যখন যাবতীয় ভাবনা শান্ত হয় ও সমস্ত পার্থিব কামনা নিস্তব্ধ হয়, তখনই ঈশ্বরের বাণী আত্মার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।" *Ibid.*

করিতেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—যাবতীয় সৌন্দর্য্যই—মানুষের মনকে পরম সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট করে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের মুখের সৌন্দর্য্যই যদি আমাদের মনকে অন্য জগতে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিতে যে বিপুল সৌন্দর্য্যের বিস্তার,—অসীম বিশ্বের বিশাল শৃঙ্খলা, দূরতম নক্ষত্ররাজির বিচিত্ররূপ—তাহা দেখিয়া এমন জড়বুদ্ধি, এমন স্থাণু কে আছে, যাহার স্মৃতি উদ্বেলিত হইবে না, ও যে সেই বিরাটের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রণত হইবে না?"

সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রদিগকে প্লোটিনাস্ দেবতা বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং তাঁহারা মানুষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যখন সময় আগত হয়, তখন জীবাত্মা নিম্নে অবতরণ করিয়া আপনার উপযোগী দেহ ধারণ করে। এই পতনের কারণ কামনা। মনুষ্যজীবন যাপন করিয়া জীবাত্মা মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুযায়ী দেহ পুনরায় প্রাপ্ত হয়। ইহজন্মে যে মাতৃহত্যা করিয়াছে, পরজন্মে তাহাকে স্ত্রীলোক হইতে ও স্বীয় পুত্র-কর্তৃক নিহত হইতে হইবে। পাপের শাস্তি অনিবার্য্য। কিন্তু এই শাস্তি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে।

মৃত্যুর পরে পার্থিব জীবনের স্মৃতি থাকে কি? পার্থিব জীবন কালিক জীবন—কালে অতিবাহিত জীবন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বোত্তম জীবন কালের অতীত জীবন, মহা-কালের জীবন। স্মৃতির সহিত সম্বন্ধ কালিক জীবনের। সুতরাং যতই আমরা কালের বন্ধন অতিক্রম করিতে থাকি, যতই কালাতীত জীবনের সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকি, স্মৃতিও ততই ম্লান হইতে থাকে। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু সকলেই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইতে থাকে। পরে এমন এক সময় আসে, যখন পৃথিবীর কিছুই মনে উদিত হয় না, তখন কেবল বুদ্ধিজগতের চিন্তাই মন অধিকার করিয়া থাকে। ধ্যানের সময় যে দর্শনলাভ হয়, তাহাতে ব্যক্তিত্ব থাকে না, তখন আমিত্বের বোধ (অহং-বিত্তি)—আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ—বিলুপ্ত হয়; আমি দেখিয়াছি, এ বোধ থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। সুতরাং অনন্ত জীবনলাভের পর স্মৃতি থাকিবে না। তখন আত্মা Nous-এর সঙ্গে একীভূত হইয়া থাকিবে। একীভূত হইলেও আত্মার ধ্বংস হইবে না; Nous ও আত্মা যুগপৎ এক ও পৃথক্ থাকিবে।

জীবাত্মা কি অমর? দেহ যদি আমাদের অংশ হয়, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ অবিনশ্বর, একথা বলা যায় না। আরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন, দেহের রূপই[১] আত্মা। প্লোটিনাস্ এ মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, আত্মা যদি দেহের রূপ হইত, তাহা হইলে 'বুদ্ধির ক্রিয়া' অসম্ভব হইত। ষ্টোয়িক মতে আত্মা জড় পদার্থ। কিন্তু আত্মার একত্বদ্বারা এই মত খণ্ডিত হয়। জড় নিষ্ক্রিয়। জড়ের পক্ষে আত্মাকে সৃষ্টি করা অসম্ভব। আত্মা যদি জগতের সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে জগতের উদ্ভব হইত না। আত্মার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে জগতের বিনাশ হইবে। আত্মা সার পদার্থ[২] ও চেতন, জড় নহে, জড়ের রূপও নহে।

জীবাত্মা যখন Idea-জগতে বাস করে, তখন অন্য আত্মা হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সেখানে সেই জগতের চিন্তা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। তখন তাহার

---

১ Form. ২ Essence.

মনে সেই জগতের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিবার বাসনা উদিত হয়। এই সৃষ্টির অর্থ Idea-জগৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কিছুর রচনা করা। কোনও সুরশিল্পী মনে কোনও সুরের কল্পনা করিয়া বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা যেমন তাহাকে রূপায়িত করে, তদ্রূপ এই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির বাসনা হইতেই জীবাত্মার দেহধারণ। বাসনা পঙ্কিলও হইতে পারে, অপেক্ষাকৃত মহৎও হইতে পারে। বাসনার ফলে দেহ গঠন করিয়া ও তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মা দেহধারী অন্য আত্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে তাহা অপেক্ষা হীনতর যে দেহ, তাহাকে শাসন করিতে হয়। দেহদ্বারা সত্তা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। আত্মা দেহের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করে। তখন দেহকারাগার হইতে মুক্ত হওয়াই তাহার পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ। তবে কি বিধাতা বিশ্বসৃষ্টি করিয়া ভুল করিয়াছেন? প্লোটিনাস্ বলেন, "বিশ্বাত্মা কেন বিশ্বসৃষ্টি করিলেন," এই প্রশ্ন করা ও "বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব কেন হইল?" "এবং স্রষ্টা কেন সৃষ্টি করেন?" জিজ্ঞাসা করা সমান। যাহা সনাতন, এই প্রশ্নে তাহার উৎপত্তি কল্পনা করা হয়, ও সৃষ্টিকার্য্যকে কোনও পরিণামী পদার্থের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যাহারা এইরূপ মনে করে তাহাদের ঊর্দ্ধস্থ শক্তির[১] স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান নাই। তাহা থাকিলে, এই সমস্ত শক্তিকে শ্রদ্ধা না করিয়া নিন্দা করিতে পারিত না। বিশ্বের শাসনপ্রণালীতে এইরূপ অভিযোগের কোনও প্রমাণ নাই। তাহাতে বুদ্ধিজগৎ যে মহৎ, তাহারই প্রমাণ পরিস্ফুট।

যে সর্ব্ব[২] বিশ্বে প্রাণরূপে প্রকাশিত, তাঁহারই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য হইতে যে সমস্ত রূপ দিবারাত্রি জন্মগ্রহণ করিতেছে, তিনি তাহাদের মত পরিণামী পদার্থ নহেন। এই বিশ্ব সৃষ্টিশীল, জটিল, সর্ব্বাধার ও সুব্যবস্থিত প্রাণ; ইহাতে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। ইহা যে জ্ঞানময় দেবতাদের সুন্দর প্রতিকৃতি, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ইহা সত্য যে, ইহা মূল পদার্থ নহে, প্রতিকৃতিমাত্র। কিন্তু তাহাই তো ইহার স্বরূপ। একসঙ্গে ইহা মূল ও প্রতিকৃতি উভয়ই হইতে পারে না। সুন্দর প্রতিকৃতিতে প্রাকৃতিক জগতের নিয়মের মধ্যে থাকিয়া, যাহা যাহা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, তাহার সমস্তই এই প্রতিকৃতির মধ্যে আছে।

সুবিবেচনা ও সুকৌশল-প্রয়োগে এই সৃষ্টি হয় নাই। ইহার উদ্ভব ছিল অপরিহার্য্য, অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধির দুই দিক্—অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ। বহির্মুখী প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির উদ্ভব। যাহাতে সমস্ত শক্তির পর্য্যবসান হয়, কেবল তাহা হইতে অন্য কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। Nous-এ সমস্ত শক্তির অবসান হয় নাই; সেইজন্য তাহা হইতে পরবর্তী কিছুর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, Nous ও Soul-এর স্বরূপ এরূপ যে, তাহা হইতে বিশ্বের স্বতঃ উৎপত্তি অপরিহার্য্য।

প্লোটিনাস্ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতেন। ফলিত জ্যোতিষে তিনি অবিশ্বাস করিতেন না। স্বাধীন ইচ্ছার সহিত ফলিত জ্যোতিষের বিরোধের তিনি সমন্বয়-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পাপ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ফল।

---

[১] Supernal. [২] All.

বুদ্ধিজগতের সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে প্লোটিনাস্ লিখিয়াছেন :—

"সকল দেবতাই যে মহৎ ও সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বাক্যের অতীত। এই সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের কারণ কি? কারণ—বুদ্ধি, বিশেষতঃ সেই বুদ্ধি, যাহা তাহাদের (সূর্য্য ও নক্ষত্রদিগের) মধ্যে সক্রিয় থাকিয়া তাহাদিগকে দর্শনগোচর করে।

"সেখানে স্বস্তি আছে। সত্য[1] এই দেবতাদিগের মাতা ও ধাত্রী, তাহাদের সত্তা ও পুষ্টি। যাহা বিকারী নহে, প্রকৃত সত্তাবান্, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান। তাঁহারা আপনাদিগকে সকলের মধ্যে দেখিতে পান। সকলই সেখানে স্বচ্ছ, কিছুই তিমিরাবৃত নহে, কিছুই দৃষ্টির বাধা সৃষ্টি করে না; প্রত্যেকেই সেখানে অন্যের নিকট স্বচ্ছ, প্রস্থ ও গভীরতা উভয়তঃই স্বচ্ছ। আলোকের ভিতর দিয়া আলোক প্রবাহিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সকলে বর্ত্তমান; প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে সকলকে দেখিতে পান। সুতরাং প্রত্যেক স্থানে সকলেই বর্ত্তমান, সকলেই সকল, এবং প্রত্যেকেই সকল। তাঁহাদের মহিমা অসীম। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মহান্, ক্ষুদ্রও মহান্। সেখানে সূর্য্যই যাবতীয় নক্ষত্র, এবং প্রত্যেক নক্ষত্রই সকল নক্ষত্র ও সূর্য্য। প্রত্যেকের মধ্যে ভাব-বিশেষ প্রবল হইলেও, প্রত্যেকের মধ্যে অন্য সকল প্রতিবিম্বিত।"

প্লোটিনাসের শিষ্য পরফিরি (২৩৩—৩০৫ খৃ.) খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল বিরোধী ছিলেন। নব-প্লেটনিক দর্শন গ্রীকভাষী যাবতীয় দেশেই ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। পরফিরির শিষ্য ছিলেন য়ামব্লিকাস্ (মৃত্যু ৩৩৩ খৃ.) তিনি নব-প্লেটনিকদিগের মধ্যে কতকগুলি গূঢ়ার্থ সংকেতের প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা দেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায় বলিয়া প্রচার করেন। য়ামব্লিকাসের শিষ্য ছিলেন ম্যাক্সিমাস্। ম্যাক্সিমাসের শিষ্য জুলিয়ান রোমের সম্রাট্ হইয়া প্রাচীন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রোক্লাস্ (৪১২—৪৮৫ খৃ.)

য়ামব্লিকাসের পরবর্ত্তী নব-প্লেটনিকদিগের মধ্যে কেবল প্রোক্লাসের নামই উল্লেখ-যোগ্য। গ্রীক সংস্কৃতির রক্ষা ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিরোধের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রসারকে তিনি সুষমামণ্ডিত দার্শনিক মতের উপর জঘন্য কুসংস্কারের বিজয় বলিয়া গণ্য করিতেন। প্লোটিনাস্ বিশ্বকে এক হইতে বিকীর্ণ বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রোক্লাসের মতে বিশ্ব একের অন্তর্গত—তাহার বহিঃস্থ নহে। তাঁহার 'এক' সর্ব্বাধার ও সীমাহীন। তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবার কিছু নাই। প্লোটিনাসের ত্রয়ী হইতে প্রোক্লাসের ত্রয়ী ভিন্ন। এক, অনন্ত ও সান্ত অথবা অভেদ, ভেদ ও সম্মিলন, ইহাই তাঁহার ত্রয়ী। এই ত্রয়ীদ্বারা তিনি সংসারের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দ্রব্যই তাঁহার মতে এই তিনগুণবিশিষ্ট। "চিন্তার যুক্তি বিশ্বের যুক্তি[2]"—যে প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক চিন্তা নিয়ন্ত্রিত, তাহাই বিশ্বেরও নিয়ামক, অর্থাৎ চিন্তারই স্থূল রূপ এই বিশ্ব। সুতরাং স্বীয় মনের স্বরূপ জ্ঞাত

---

[1] Verity. [2] Logic of thought is the logic of the universe.

হইতে পারিলে বিশ্বের স্বরূপও অবগত হওয়া যায়। প্রোক্লাসের মত-কর্তৃক জার্মান দর্শন, বিশেষতঃ হেগেলের দর্শন, বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান্ রাজাদেশ প্রচার করিয়া এথেন্সের সমস্ত চতুষ্পাঠী ও গ্রীক দর্শনের আলোচনা বন্ধ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে নব-প্লেটনিক দর্শনেরও অবসান হয়।

সমালোচনা

কেহ কেহ বলেন, প্লোটিনাসের দর্শনের 'নব-প্লেটনিক' নাম অপনাম। প্লেটোর দর্শন হইতে ইহার উৎপত্তি হইলেও, ইহাকে তাহার পুনরুজ্জীবন বলা যায় না। ত্রয়ীবাদ, বিকিরণবাদ, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য প্লোটিনাসের দর্শনের এই চারি বিশেষত্ব। প্লেটোর দর্শনে ইহাদের কোনটাই নাই। প্লেটোর অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল যুক্তির উপর। প্লোটিনাসের দর্শনের ভিত্তি ব্যক্তির অনন্যসাধারণ অপরোক্ষ অনুভূতি। গুহ্যবাদের দিকে প্লেটোর একটা প্রবণতা ছিল সত্য, কিন্তু তাহা এতদূর অগ্রসর হয় নাই। যুক্তির সীমা তাঁহার দর্শনে লঙ্ঘিত হয় নাই। প্লোটিনাসের দর্শন সংশয়বাদের প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। সংশয়বাদিগণ যুক্তিদ্বারা যে সত্য আবিষ্কার করা যায়, তাহা অস্বীকার করিতেন। স্বাভাবিক উপায়ে যুক্তির সাহায্যে যদি সত্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। চৈতন্যের স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সত্যের দর্শন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থার উপরে উঠিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হয়। এই অন্বেষণ হইতেই প্লোটিনাসের সমাধিচৈতন্যের আবিষ্কার। কিন্তু ইহা প্রজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুসন্ধিৎসু গ্রীক মনের সত্যাবিষ্কারের ইহা শেষ প্রচেষ্টা; যুক্তি যেখানে সফল হয় নাই, আধ্যাত্মিক মত্ততার দ্বারা সেখানে সত্যকে জয় করিবার নিষ্ফল প্রয়াস। রুদ্ধ দর্শনের আত্মহত্যা। W. T. Stace এইভাবে নব-প্লেটনিক দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্লোটিনাসের বিকিরণবাদ কবিত্বমূলক উপমামাত্র। 'বিকিরণ', ও 'উৎপ্লাবন' যুক্তিমূলক সম্প্রত্যয়[১] নহে, কবিত্বমাত্র। উহাদ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু Ecstasyর অনুভূতিও বাস্তব অনুভূতি, কবির কল্পনা নহে। দর্শনে সকল প্রকার অভিজ্ঞতারই স্থান আছে। সর্বসাধারণ না হইলেও প্লোটিনাস্ ও আরও অনেকের সে অনুভূতি হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা তাহা প্রাপ্য নহে সত্য, কিন্তু যুক্তির সহিত তাহার বিরোধও নাই। প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর যেমন যুক্তির প্রয়োগ করা হয়, এই অপরোক্ষ অনুভূতির উপরও তেমনি যুক্তির প্রয়োগ সম্ভবপর। যদি যুক্তির সহিত তাহার কোনও বিরোধ আবিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার কারণ থাকে না।

নব-প্লেটনিক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্লোটিনাস্ই প্রথম আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদী। যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও যে সত্যের জ্ঞানলাভ করা যায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত অব্যবহিত জ্ঞানলাভ করা যায়, সমস্ত চিন্তা

---

১ Concept.

মন হইতে বিদূরিত করিয়া, মন আত্মসংস্থ করিয়া যে আত্মার দর্শন লাভ করা যায়, এই মত তিনি ভারতীয় দর্শন হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্লোটিনাস্ বলিয়াছিলেন, যাহা সর্ব্বোত্তম সত্তা, তাহা আমরা চিন্তাদ্বারা প্রাপ্ত হই না, চিন্তা বর্জন করিয়া, চিন্তাকে অতিক্রম করিয়াই, তাহা প্রাপ্ত হই। যুক্তিদ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহারা এই পন্থায় সত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের সাক্ষ্য ভিন্ন ইহার অন্য প্রমাণ নাই। আধুনিক কালে বার্গসঁ বুদ্ধিকে সত্যের আবিষ্কারে অনুপযোগী বলিয়া তাহার স্থলে Intuitionকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

প্লোটিনাস্ মিষ্টিক ছিলেন। খৃষ্টীয় মিষ্টিক-মত বহুলপরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণী। স্পিনোজা ও হেগেলের দর্শনের উপরও তাঁহার প্রভাব ছিল।

A. B. D. Alexander বলেন, মূল পদার্থ[১], বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিশ্বাত্মা—ইহা লইয়াই প্লোটিনাসের ত্রয়ী। বিশুদ্ধ বুদ্ধি মূল পদার্থ (এক) হইতে বিকীর্ণ, বিশ্বাত্মা বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইতে বিকীর্ণ। এই বিকিরণ সনাতন, অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। সাতত্য[২] নব-প্লেটনিক বাদের মূল কথা। ঈশ্বর ও জগৎ, চিৎ ও জড়, চালিত ও চালক,—প্লোটিনাসের বিকিরণবাদ এই দ্বন্দ্বসমস্যার সমাধান করে বলিয়া নব-প্লেটনিকদিগের দাবী। এই মতে স্রষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ উপকরণ-সহযোগে বুদ্ধির প্রয়োগদ্বারা জগতের নির্ম্মাণকর্ত্তা কেহ নাই। জগৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দেহ, ইহার স্বতন্ত্র কোনও উপাদান নাই। জগৎ ঈশ্বরচিন্তার পরিগৃহীত মূর্ত্তি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। যাবতীয় সত্তাই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তার সনাতন উৎপ্লাবন[৩]। বহু যাহাতে এক হইতে পারে, সেজন্য এক বহুতে পরিণত হয়। চিন্তার গতি চক্রাকার, সে চক্র অনাদি ও অনন্ত। নির্গমন ও প্রত্যাগমন ইহার স্বভাব। জগতে কোথায়ও ফাঁক নাই; স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে ব্যবধান নাই। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত; জড়ের অতিতম অধঃস্থ রূপও ঈশ্বরের অন্তরতম সত্তার সহিত সংযুক্ত। স্বর্গ ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া মর্ত্ত্যে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে দ্বৈতসমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মানুষ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে প্লোটিনাসের উত্তর হইবে, মানুষ কখনও ঈশ্বর হইতে পৃথক্ই হয় নাই।

"নব-প্লেটনিক অদ্বৈতবাদই গ্রীক দর্শনের শেষ কথা। দর্শনের যেখানে আরম্ভ হইয়াছিল, এই অদ্বৈতবাদে সেখানেই তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর ও জগতের দ্বৈতসমস্যার সমাধান হয় নাই। বহুকে কেবল একের মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্লোটিনাসের 'এক' আধেয়হীন শূন্য চিন্তামাত্র[৪]। তাহার মধ্যে গতি নাই, কোনও বাস্তবতা নাই; আত্মার ধ্বংস ও চিন্তার নিরোধ ও বিনাশ ব্যতীত তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

Bertrand Russell বলেন, "নব-প্লেটনিক দর্শনের প্রধান গৌরব এই যে, প্লোটিনাস্ তাঁহার বিশ্বাসানুরূপ মানুষের আদর্শ ও আশার এক নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, যাহা নৈতিক ও মানসিক প্রয়াসদ্বারা লভ্য। তৃতীয় শতাব্দীতে ও

---

১ Primal Essence. ২ Continuity. ৩ Outflow. ৪ Abstraction.

বর্ব্বরাভিযানের পরবর্ত্তী কয়েক শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। তখন ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোনও বিদ্যার আলোচনা নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে যে দার্শনিক মত তখন গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ কুসংস্কারমূলক ছিল না। তাহার মধ্যে গ্রীক মনীষাপ্রসূত জ্ঞান ও ষ্টোয়িক ও নব-প্লেটনিক চরিত্রনৈতিক নিষ্ঠা বহুলপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার ফলেই মধ্যযুগের দর্শনের ও তাহার পরে রেনেসাঁর সময় প্লেটো ও অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থের অধ্যয়নজাত জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।"

"প্লোটিনাসের দর্শনের ত্রুটি এই যে, ইহা লোককে বহির্মুখী না করিয়া অন্তর্মুখী করে। যখন আমার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই ঐশ্বরিক Nous, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই প্রত্যক্ষ জগতের অসম্পূর্ণতা। এই অন্তর্মুখিতা প্রোটাগোরাস্, সক্রেটিস্ ও প্লেটোর দর্শনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু পূর্ব্বে ইহা মতরূপেই গৃহীত হইত, কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রভাব ছিল না। * * * ক্রমে এই অন্তর্মুখিতা-দ্বারা মানুষের প্রবৃত্তি অভিভূত হইতে থাকে, বিজ্ঞানের অলোচনা পরিত্যক্ত হয়, এবং ধর্ম্মই একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হয়। সর্ব্ববিধ মানসিক উৎকর্ষই প্লেটোর 'ধর্ম্মের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম বলিতে কেবল ধার্ম্মিক ইচ্ছাকেই বুঝাইত; প্রাকৃতিক জগৎকে বুঝিবার ইচ্ছা ও মানবসমাজের উন্নতির ইচ্ছা ইহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

"প্লোটিনাস্ একাধারে সমাপ্তি ও আরম্ভ। গ্রীকদিগের সম্বন্ধে তিনি সমাপ্তি, খৃষ্টীয় জগৎসম্বন্ধে আরম্ভ। বহু শতাব্দীর আশাভঙ্গ-ক্লান্ত নৈরাশ্যে অবসন্ন প্রাচীন জগতে তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য হইলেও, তাহাদ্বারা উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনার সম্ভাবনা ছিল না। সংস্কৃতিবিহীন বর্ব্বর জগতের অতিপ্রচুর উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা অপেক্ষা সংযমেরই অধিকতর প্রয়োজন ছিল। প্লোটিনাসের শিক্ষার যতটুকু বর্ব্বরদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদ্বারা উপকারই হইয়াছিল—কেন-না, তাহাদের দোষ ছিল পাশবিকতা, নিশ্চেষ্টতা নহে, এবং প্লোটিনাসের শিক্ষা এই পাশবিকতার প্রতিরোধী ছিল। তাঁহার দর্শনের অবশিষ্ট অংশের প্রচারের কার্য্য রোমের শেষ যুগের খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ-কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল।"

[৯]

উপসংহার

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে থালিশ যখন জলকে বিশ্বের মূল তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তখন গ্রীক দর্শনের আরম্ভ, এবং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাষ্টিনিয়ান্ যখন গ্রীক দর্শনের চর্চ্চা নিষিদ্ধ করেন, তখন তাহার পরিসমাপ্তি হয়। সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ গ্রীক দার্শনিকগণ যে সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা আলোচিত হইতেছে। এই সকল সমস্যার আলোচনাকালে গ্রীক মনীষার যে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আজিও তাহাদ্বারা উদ্ভাসিত। যুগে যুগে দার্শনিকগণ তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা

উপ্ত হইয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বে। থালিস্ যে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকের মনে তাহা উদিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালেই প্রায় সর্ব্বদেশে চিন্তাশীল মানুষের মনে বাহ্য জগৎসম্বন্ধে এবং তাহার নিজের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। জ্ঞানপিপাসা হইতে যে এই সকল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নহে। তাহাদের মূলে ছিল জীবের আত্মরক্ষার জন্য সহজাত প্রচেষ্টা; প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মধ্যে স্থাপিত হইয়া, কিরূপে সেই সকল শক্তিকে নিজের অনুকূল করিতে পারা যায়, তাহার চিন্তা। স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যসকল স্বীয় ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হয় দেখিয়া, মানুষ প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর মূলে মানবীয় ইচ্ছাসদৃশ ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে করিয়াছিল, এবং প্রাকৃতিক শক্তিদিগকে ইচ্ছাসম্পন্ন নানাবিধ দেবতারূপে কল্পনা করিয়া, জাগতিক কার্য্যাবলী মানুষের মতোই ইচ্ছা ও রাগ-দ্বেষের বশীভূত নানা দেবতার কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। এইরূপে পুরাণের[১] সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য অপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা না করিয়া, যখন প্রাকৃতিক কারণদ্বারা তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, তখনই দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। গ্রীসে থালিস্-কর্ত্তৃক এই প্রণালী প্রথম অবলম্বিত হয়। তাহার পরে গ্রীসে দর্শনের যে অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই বিকাশে দেশান্তরের কোন দান ছিল কি না, আজি পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।*

এই বিকাশের অন্তর্নিহিত গতি ও ক্রম বর্ত্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

থালিসের পূর্ব্বে গ্রীস দেশে দার্শনিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য দার্শনিক প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। হোমার ও হেসিয়ডের পৌরাণিক কাহিনীসকল তখন জগৎসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা যে সকল দেবতাদের কার্য্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের চরিত্র নানা দোষে কলুষিত ছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহেরও অভাব ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কবিদিগের রচনায় দেবতা-দিগের সম্বন্ধে বিশুদ্ধতর ধারণা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন জিউস্‌কে দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও রক্ষক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, এবং মানবসমাজে যাহা সুবিচার বলিয়া স্বীকৃত হইত, প্রকৃতপক্ষে তাহা সুবিচার কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, পরম্পরাগত বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তখন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে দার্শনিকগণ প্রচলিত বহুদেববাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, এবং কবিগণের কাব্যে ঈশ্বরের বিশুদ্ধতর ধারণা প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বের উৎপত্তি ও ব্যবস্থাসংক্রান্ত মত, তখনও হেসিয়ডের দেবতত্ত্বের[২] উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অরফিউসের মতের সঙ্গে এই মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ পর্য্যন্ত এই মতই প্রচলিত ছিল, পরে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয়ের ফলে ইহা সর্ব্বেশ্বরবাদে রূপান্তরিত

[১] Mythology. * পরিশিষ্ট (ক) দেখ। [২] Theogony.

হইয়াছিল। প্রাচীন অর্ফিক মতে প্রাকৃতিক বস্তুর প্রাকৃতিক কারণ-অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন কবি-কর্তৃক জিউস্, ক্রোনস্ এবং অন্য এক জন দেবতা আদি-দেবতা ও অমর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। উক্ত কবির কাব্যে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবগণ ওফিয়ন্ নামে এক দৈত্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং জিউস্ পৃথিবীকে নানা বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃতির শৃঙ্খলাবিহীন শক্তিসমূহের মধ্যে দেবগণ-কর্তৃক ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলাস্থাপনের রূপক বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা যে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল, পৌরাণিক কাহিনীর নিম্নে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।*

সমাজে প্রচলিত সর্ব্বস্বীকৃত নৈতিক নিয়মাবলীকে গ্রীকগণ দেবতাদিগের ইচ্ছাব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিত। যে সমস্ত কাজকে ভালো বলা হইত, তাহারা দেবতাদিগের ইচ্ছার অনুযায়ী, এইজন্য ভালো; তাহাদিগকে ভালো বলিবার অন্য কোনও কারণের অনুসন্ধান কেহ করিত না। দেবতাগণ কেন ঐরূপ ইচ্ছা করেন, সে প্রশ্ন উঠিত না। এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়, এ বিশ্বাসও ছিল। সমাজবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া সকলকে শাস্তি পাইতে দেখা যায় না। এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছিল জীবাত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসদ্বারা। হোমারের যুগে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা পাতালপুরে[১] বাস করিত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিত। কিন্তু পাতালপুরের জীবনসম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবং জনসাধারণের চরিত্রেও এই বিশ্বাসের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হইত না। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাইথাগোরীয় মতের আবির্ভাবের পরে জন্মান্তরবাদের বহুল প্রচারের ফলে, পাপকর্ম্মের জন্য শাস্তি পাইতে হয়, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-নীতির আলোচনারও সূত্রপাত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসে সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। প্লেটোর 'প্রোটাগোরাস্' গ্রন্থে তাহাদের নাম উল্লিখিত আছে। ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে 'সাত জ্ঞানী ব্যক্তি' বলিয়া যাহাদের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা বাইশ। তাহাদের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম সকল তালিকাতেই আছে। থালিস্ ও সোলন্ এই চারি জনের অন্তর্গত। এই সাত জন জ্ঞানী ব্যক্তি পরম জ্ঞানী এবং নীতিবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের অনেক জ্ঞানগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধৃত হইত। কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে এই সকল বাক্য বিশেষ মূল্যবান্ ছিল। প্রথম দার্শনিক থালিস্ এই সাত জন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রীক দর্শনের আরম্ভ এবং এই নীতিবিদ্‌দিগের আবির্ভাব একই সময়ে হইয়াছিল।*

এইরূপে যে দর্শন উদ্ভূত হইয়াছিল, প্রথমে ছিল তাহা নিতান্তই স্থূল। বিবিধ দ্রব্যে পূর্ণ জগতের মূল তত্ত্বের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া থালিস্ জলকে মূল তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই মীমাংসা স্থূল হইলেও, প্রকৃতির নিত্যপরিণামী নামরূপের মধ্যে যে একটা নিত্য-অপরিণামী তত্ত্ব আছে, এই ধারণা জ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। থালিসের শিষ্য আনক্সীমন্দার এই পদার্থকে Principle (তত্ত্ব)

---

* Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 18.

[১] Hades.

নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং এই মূল তত্ত্বকে অসীম ও শাশ্বত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অধিক অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার শিষ্য আনক্সীমীন বায়ুকে মূল ত ্ব বলিয়াছিলেন। তখনও জড় ও চিতের ভেদ বোধগম্য হয় নাই। থালিস্, আনক্সীমন্দার, আনক্সীমীন, সকলেই প্রকৃতির স্থূল রূপের মধ্যে তাহার অবিনশ্বর মূল তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছিলেন।

পাইথাগোরীয়গণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থূলরূপে প্রকাশমান জড়কে জগতের মূল তত্ত্ব না বলিয়া, বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যগত সম্বন্ধকেই মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। সংখ্যাদ্বারাই এই সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় বলিয়া, তাঁহারা সংখ্যাকেই জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংখ্যাকে সকল বস্তুর সার বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্যপথে সংখ্যার স্থান। পাইথাগোরীয়গণের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববর্তী দার্শনিকদিগের ব্যাখ্যা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলেও, তাঁহারাও জড়কে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই।

এলিয়াটিক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ-জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাহার মূল তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতায় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ থাকেন নাই। প্রত্যেক জড় বস্তু হইতে তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় গুণ (যে সকল গুণের অস্তিত্ববশতঃ বিশেষের সৃষ্টি হয়) বর্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, দেশ ও কালে বিভক্তির অতীত সেই পদার্থকে তাঁহারা মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। তাহাই বিশুদ্ধ সত্তা এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব। পাইথাগোরীয়দিগের সংখ্যার স্থলে এলিয়াটিকগণ এই বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তত্ত্বও অভৌতিক নহে। এলিয়াটিকগণ তাহাদের বিশুদ্ধ সত্তার নিকট বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎকে বলি দিয়াছিলেন। কিন্তু জগৎকে অস্বীকার করিয়া তো প্রশ্নের মীমাংসা হয় না—অস্বীকার করিলেই জগতের তিরোধান হয় না। জগৎকে চাই বা না চাই, চারিদিক্ হইতে জগৎ আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, চারিদিক্ হইতে চাপিয়া ধরে। বিশুদ্ধ সত্তা ও তাহার বিশেষদিগের মধ্যে কোনও সেতু নাই; বিশুদ্ধ সত্তা হইতে কিরূপে বিশেষে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহার কোনও পন্থা এলিয়াটিকগণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা বিশেষের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছিলেন। প্রয়োজন ছিল এমন তত্ত্বের, যাহাদ্বারা জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর ও তাহাদের পরিণামের ব্যাখ্যা হয়। এলিয়াটিক দর্শনের মূল তত্ত্বদ্বারা সে ব্যাখ্যা হয় নাই। হেরাক্লিটাস্ ভবনকে জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়া সত্তা ও অসত্তার একত্বদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জগতের পরিবর্ত্তনের মূলে তিনি এক জীবন্ত শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং ভবনের মধ্যে গতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মূল তত্ত্ব। হে াক্লিটাসের পরে ভবনের ব্যাখ্যা দর্শনের একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সত্তা ও অসত্তার একত্বই ভবন। অসত্তা সর্ব্বত্রই সত্তার সহবর্ত্তী। অভিজ্ঞতায় আমরা কেবল পরিবর্ত্তনই প্রাপ্ত হই, ইহা সত্য। কিন্তু ইহা একটা তথ্যমাত্র। কেন নিত্য-পরিবর্ত্তন হয়, হেরাক্লিটাস্ তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। গতি কি সত্তা হইতে ভিন্ন, এবং গতি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলেই কি সত্তার পরিবর্ত্তন ঘটে? এম্পিডক্লিস্ তাহাই মনে করিয়াছিলেন। তিনি জড়কে নিশ্চল চিরস্থায়ী সত্তা বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন,

এবং তাহাতে গতির উৎপত্তির জন্য রাগ ও দ্বেষ নামে দুইটি বিভিন্ন তত্ত্বের কল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পারমেনিদিস্ ও হেরাক্লিটাসের মতের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই বাহ্য তত্ত্বের স্থলে পরমাণুবাদিগণ পরমাণুর স্বভাবের মধ্যেই গতিশক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরমাণু ক্রিয়াবান্, পরমাণুর স্বভাবই তাহাই ; কিন্তু কেন ? কিসের জন্য পরমাণুদিগের গতিপ্রবণতা ? পরমাণুবাদিগণ তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

এতদিন পর্যন্ত কোনও দার্শনিকই জড়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। চিতের ধারণা তখন পর্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। আনক্সগোরাস্ই জগতের ব্যাখ্যায় প্রথম চিতের প্রবর্তন করেন। তবনের জড়ীয় ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে দেখিয়া, তিনি জড়ের পার্শ্বে আর একটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই তত্ত্ব **Nous** বা বুদ্ধি বা মন। তিনি মনকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া ধারণা করিলেন, এবং বুঝিলেন যে, মন হইতেই জগতের শৃঙ্খলা ও সন্নিবেশ-বিশিষ্টতা[১] উদ্ভূত হয়। এইরূপে দর্শনে এক নূতন তত্ত্বের—আত্মিক তত্ত্বের—আবির্ভাব হইল। কিন্তু আনক্সগোরাস্ তাঁহার এই আবিষ্কারের যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বিশ্বকে তিনি আত্মিক বলিয়া,—আত্মা হইতে উদ্ভূত এবং আত্মার সজাতীয় বলিয়া—ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার **Nous** হইতে জড় জগৎ প্রথম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই মাত্র তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি মনকে বিশ্বে অনুস্যূত এবং তাহার আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হন নাই।

আনক্সগোরাসের পরে মন এবং প্রকৃতির পার্থক্য ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে অনুভূত হয়, এবং প্রকৃতির উর্দ্ধে মনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে সোফিষ্টদিগের কার্য্য উল্লেখযোগ্য। মনের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত বাহ্য সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও পরম্পরাগত বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, এবং ব্যক্তির চিন্তাকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়া প্রচার করিলেন। সক্রেটিসের সময় পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে। সক্রেটিস্ সোফিষ্টদিগের ব্যক্তিগত চিন্তার উপর সার্ব্বিক চিন্তার স্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে চিন্তাকে সকল সত্তার সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।*

---

[১] Design.

*গ্রীক দার্শনিক মনের এই ক্রমবিকাশ একটি ব্যক্তিমনের ক্রমবিকাশের দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্টতর হইতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (তৃতীয় বল্লী) এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম কি, তাহা জানিতে চাহিলেন। ব্রহ্ম শব্দ বৃহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই জগতের মূল তত্ত্ব। পুত্রের প্রশ্নে বরুণ বলিলেন, "যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, জন্মিয়া যাহাদ্বারা (রক্ষিত হইয়া) জীবিত থাকে, এবং যাহাতে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম। তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর।" ইহার পরে ভৃগু তপস্যা করিলেন। তপস্যান্তে পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "অন্নই (অর্থাৎ জড় বস্তু) ব্রহ্ম।" পিতা পুত্রকে পুনরায় তপস্যা করিতে বলিলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা ও মননের পরে ভৃগু পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আমি জানিতে পারিয়াছি প্রাণই ব্রহ্ম।" প্রাণশব্দের বাচ্য শক্তি। শুনিয়া পিতা তাহাকে আবার তপস্যা করিতে বলিলেন। আবার দীর্ঘ তপস্যান্তে পিতার নিকট আসিয়া পুত্র বলিলেন, "আমি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছি।" পুনরায় তপস্যায় আদিষ্ট হইয়া তপস্যান্তে

থালিস্, আনক্সীমন্দার ও আনক্সীমীনের দর্শন এবং পাইথাগোরীয় ও এলিয়াটিক দর্শন সকলেই অদ্বৈতমূলক। এই সকল দর্শনেই জগতের মূল তত্ত্বকে এক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। হেরাক্লিটাস্, এম্পিডক্লিজ্, পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস্ এবং আনক্সগোরাস্ এই ধারণা বর্জন করিয়া 'বহুর' মধ্যে জগতের ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রাক্-সক্রেটিস্ দর্শন মুখ্যতঃ প্রাকৃতিক দর্শন বলিয়া এই যুগকে গ্রীক দর্শনের প্রাকৃতিক যুগও বলা হয়।

খৃ. পূ. পঞ্চম শতাব্দীতে পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধের ফলে গ্রীক সমাজের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং নানা দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। গ্রীক চরিত্রেরও অবনতি হইয়াছিল। সোফিষ্টদিগের আবির্ভাব তৎকালীন সামাজিক অবস্থারই ফল। ন্যায়ান্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন সোফিষ্টগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে মানদণ্ড বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যে সার্ব্বিক প্রজ্ঞা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্যক্তিপ্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত, সক্রেটিস্ তাহাকেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে প্রকৃত মানদণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। জগতের উৎপত্তি ও পরিণাম-সম্বন্ধে সক্রেটিস্ গবেষণা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষের কি হওয়া উচিত, এবং কোন্ লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত, তাহাই সকল গবেষণার শ্রেষ্ঠ।" দার্শনিক আলোচনার গতি তিনি চরিত্রনীতির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারই জন্য তাঁহার ধর্ম্মের স্বরূপের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে সামান্যদিগের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি সাধারণ দর্শন এবং চরিত্রনৈতিক দর্শনের নূতন ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সক্রেটিস্ কোনও নূতন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার শিষ্য-দিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং সোফিষ্টদিগের মতো নানাবিধ নিষ্ফল ও নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তাহারা দারিদ্র্য অবলম্বন করিত, এবং তাহাতেই গর্ব্ব অনুভব করিত। সোফিষ্টদিগের আবির্ভাব হইতে প্লেটোর আবির্ভাব পর্য্যন্ত গ্রীক দর্শনের এই যুগকে নৈতিক যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্ গ্রীক দর্শনকে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপ দান করিয়াছিলেন। জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতির আলোচনা হইতে তর্কশাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতা অপ্রাকৃত দর্শন বা তত্ত্ববিজ্ঞান এবং চরিত্রনীতি-দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। প্লেটো সামান্যদিগকেই 'সৎ' এবং জাগতিক যাবতীয় বস্তুকে সামান্যদিগের ছায়া,

---

ফিরিয়া আসিয়া ভৃগু কহিলেন, "বিজ্ঞান ব্রহ্ম।" এবারও উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় পুত্র আবার তপস্যার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তপস্যা করিয়া আসিয়া বলিলেন, "আনন্দই ব্রহ্ম।" এই উত্তর পিতার অনুমোদন লাভ করিল। ভৃগুর নিকট স্থূল জড়ই প্রথমে মূল তত্ত্ব বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহার পরে জড় হইতে সূক্ষ্মতর শক্তি, পরে শক্তি হইতে সূক্ষ্মতর মন, পরে মন হইতে সূক্ষ্মতর বিজ্ঞান এবং সর্বশেষে সূক্ষ্মতম আনন্দ পরমতত্ত্ব-রূপে প্রতীত হইয়াছিল; ইহাই জড় সমাবেষ্টিত মানব-মনের প্রকৃতি; প্রথমে সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা হয় না।

তাহাদিগের আদর্শে গঠিত ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়াছিলেন। সামান্যগণ অবিনশ্বর এবং সনাতন, জাগতিক বস্তুজাত তাহাদিগের নশ্বর প্রতিবিম্ব, ইহাই ছিল তাঁহার মত। তিনি পারমেনিদিস্ ও হেরাক্লিটাসের মতের সমন্বয়সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ জগতে 'ভবন' ব্যতিরিক্ত কিছু নাই, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতেই জগৎ নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, তাহার বাহিরে সামান্য-জগৎ বর্ত্তমান। এই সামান্য-জগতে অপরিণামী নিত্যসত্তা অবস্থিত। পারমেনিদিস্ বহুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। প্লেটোর সামান্য-জগৎ বহু সামান্যের সমবায়ে গঠিত 'এক' হইলেও, তাহার মধ্যে বহু বর্ত্তমান। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহারই বিশিষ্ট সত্তা[১] আছে, তাহারই একাধিক গুণ আছে, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহার মধ্যে অসীমপরিমাণ অসত্তাও[২] আছে। তিনি বহুত্ব ও একত্ব উভয়কেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্ প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার 'রূপ' ও প্লেটোর সামান্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই; বিশেষের বাহিরে রূপের অস্তিত্ব নাই, এইমাত্র প্রভেদ। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়েই বস্তুর অভৌতিক সারভাগকে দর্শনের বিষয় বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, এবং বস্তুর বাহ্য প্রকাশ[৩] হইতে এই 'সার,'[৪] রূপ[৫] বা সামান্যের[৬] পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উভয়েই দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়াছিলেন। উভয়ের মতেই মানুষের মধ্যে এবং প্রকৃতির মধ্যে উভয়ত্রই বিশেষের মধ্যে আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে, প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি উপাদানকে[৭] স্বকীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রূপের অধিষ্ঠানরূপে ব্যবহার করিতেছে, এবং তাহার মধ্যে রূপকে প্রকাশিত করিতেছে। মানুষের উচ্চতর প্রকৃতি, (তাহার প্রজ্ঞা), বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিম্নতর প্রকৃতিকে শাসন করিতে চাহিতেছে। সক্রেটিসের পূর্ব্বে গ্রীক দর্শনে এইরূপ কোনও মতের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে কবিতার এবং চারু কলায় এই সামান্যাভিমুখী মনোভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্টিষ্টগণ এই সময়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট বস্তুর সাধারণ লক্ষণগুলিকেই তাহাদের সার অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং সেই সাধারণ অংশকে আর্টে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন। দর্শন ও কলার উদ্দেশ্যের মধ্যে এইরূপে সমতা সাধিত হইয়াছিল।

সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটলের চরিত্রনীতি প্রাচীন নীতি হইতে যদিও ভিন্ন ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রাচীন গ্রীক ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করেন নাই; তাঁহাদের চরিত্রনীতি রাজ-নীতি-দ্বারা প্রভাবিত এবং রাষ্ট্রীয় মঙ্গলামঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। উভয়েই দৈহিক পরিশ্রম অবজ্ঞা করিতেন, বর্ব্বরদিগকে গ্রীকদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতেন, এবং দাসপ্রথার সমর্থন করিতেন। প্লেটো কিংবা আরিষ্টটল্ কাহারও ব্যক্তিত্বের এবং ব্যক্তির অধিকারের পূর্ণ ধারণা ছিল না। সক্রেটিসের মতো তাঁহারা প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিতেন না। গভীর আগ্রহে আরিষ্টটল্ প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলন করিতেন। অধ্যাত্মবাদী হইলেও প্লেটোও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন এবং তাহার মধ্যে ঈশ্বরের

---

[১] Being. [২] Non-being. [৩] Appearance. [৪] Essence.
[৫] Form. [৬] Idea. [৭] Matter.

প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়েই প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবেশ-বিশিষ্টতা দেখিয়া তাহার মধ্যে উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা গ্রীক চরিত্রে মজ্জাগত ছিল, এবং যাহা হইতে গ্রীকদিগের প্রাচীন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ছিল।

প্লেটো ও আরিষ্টটলের যুগকে সুসম্বদ্ধ দর্শনের যুগ বলা হইয়া থাকে।

আলেকজাণ্ডার-কর্ত্তৃক সমগ্র গ্রীসদেশ বিজয়ের ফলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে গ্রীক দর্শনে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। বৈদেশিক শাসনের অধীনে প্রাকৃতিক এবং দার্শনিক গবেষণার প্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। একাডেমি ও পেরিপ্যাটেটিক্-সম্প্রদায়ের পার্শ্বে ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরীয়-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, এবং অচিরেই এই নূতন সম্প্রদায়দ্বয় প্রতিষ্ঠালাভ করে। ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরীয় দার্শনিকেরা চরিত্র-নীতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন, জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকল মানুষকে ভালবাসিতে বলিতেন, এবং বাহ্য দ্রব্যের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিতেন। সংশয়বাদিগণের সহিত এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতের মিল থাকিলেও, সংশয়বাদিগণ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে বলিতেন। কেন-না, সত্যজ্ঞানলাভ তাহাদের মতে অসম্ভব ছিল। নূতন একাডেমির মতের সহিত সংশয়বাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

ইতিমধ্যে গ্রীক দর্শন আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া ও রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার পাইথাগোরীয় দর্শনের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। এই দর্শনের সঙ্গে প্লেটোর দর্শনের সংমিশ্রণে নব-পাইথাগোরীয় মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং এই সম্বন্ধে বহু গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল। নব-পাইথাগোরীয় ও প্লেটনিক মত আলেকজান্দ্রিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইবার ফলে, ইহুদী ধর্ম্ম ও গ্রীক দর্শনের সংমিশ্রণে এক নূতন দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো গ্রীক দর্শনের সহিত ইহুদী ধর্ম্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহু মতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তখন সর্ব্বত্রই একটা সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছিল, এবং সংশয়-বাদের প্রতিক্রিয়ায় 'সত্যের' অব্যবহিত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা নূতন মতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মতকে সম্পূর্ণ নূতনও বলা যায় না, কেন-না, অর্ফিক ধর্ম্মে এই সম্ভাবনা স্বীকৃত হইত, এবং গুহ্য আচারদ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এই বিশ্বাসও ছিল। খৃষ্টের পরে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই মত ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, এবং তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্লোটিনাসের দর্শনে ইহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। প্লোটিনাসের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত প্রাচ্য বিশ্বাসের সংমিশ্রণের ফল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নব-প্লেটনিকবাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনও ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই। তাহাদ্বারা ইয়োরোপের নূতন দর্শন ও সংস্কৃতি বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে, এবং ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে তাহা বাঁচিয়া আছে।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

পরিশিষ্ট (ক)

গ্রীক চিন্তার উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব

গ্রীক চিন্তার সহিত ভারতীয় চিন্তার সাদৃশ্য অনেক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু গ্রীক চিন্তা যে ভারতীয় চিন্তা-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। গ্রীকগণ ও ভারতীয় হিন্দুগণ একই আর্য্যবংশসম্ভূত। উভয় জাতি যে এক সময়ে একই ভাষায় কথা বলিত, গ্রীক ভাষায় ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই শব্দ কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত অবস্থায় উভয় ভাষার মধ্যে বর্ত্তমান, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সেই সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রীক ভাষায় অথবা গ্রীক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, ইহা যেমন বলা যায় না, তেমনি ধর্ম্ম, আচার ও দার্শনিক মতের সাদৃশ্য হইতেও হিন্দু ও গ্রীকদিগের একের উপর অন্যের প্রভাবসম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। ব্রহ্মন্ শব্দ বৃহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, বড় হওয়া। ব্রহ্মন্ শব্দে ঈশ্বর ও বাক্ উভয়ই বুঝায়। ব্রহ্ম (ঈশ্বর) ও বাক্ অভিন্ন বলা হইত। শব্দ বা নাদ ব্রহ্মের এক রূপ, ইহা এক প্রাচীন ভারতীয় মত। ইহার সহিত আলেকজান্দ্রীয় দর্শনের Logos-প্রত্যয়ের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়া ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন* "যদিও বৈদিক বাক্ এবং গ্রীক Logos-এর মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যাহার সম্ভব হইয়াছিল, তাহা গ্রীসেও সম্ভবপর ছিল; ইহার অতিরিক্ত কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য কোনও প্রমাণ নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের একের নিকট হইতে অন্যের কিছুই ধার করিবার, অথবা উভয়ের পরস্পরের উপর কোনও প্রভাবের যে প্রমাণ আছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না।" ইহার পরে লিখিয়াছেন, "গ্রীস এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম্মীয় ও দার্শনিক প্রত্যয়ের বিনিময়ের সম্ভাবনামাত্র ব্যতীত এখন পর্য্যন্ত অন্য কিছুই প্রমাণিত হয় নাই। দার্শনিক চিন্তার বিনিময় হইতে দেশান্তরের বর্ণমালাগ্রহণ, জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণের ফলগ্রহণ, অথবা বাণিজ্যিক দ্রব্যগ্রহণ প্রভৃতি যে নিতান্ত ভিন্ন ব্যাপার, তাহা অনুধাবন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দার্শনিক পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের শিক্ষা কেহ দিতে পারে না। দুইজন দার্শনিক পণ্ডিতেরও যদি দেখা হয়, তাহা হইলেও পরস্পরের ভাষা পরস্পরের জানা না থাকিলে ভাববিনিময় নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে।"

কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, এবং ভারতীয় চিন্তার সহিত গ্রীকদিগের পরিচয় হওয়া খুবই সম্ভবপর ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার *Eastern Religions and Western*

---

* *Six Systems of Indian Philosophy*, p. 75 (1899 Edition).

Thought গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। নিম্নে আমরা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম; তাহা হইতে প্রতীতি হইবে যে, ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তার বিনিময় সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়া নৈশ্চিত্যে না হইলেও তাহার সান্নিধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

থ্রেসের অধিবাসী অরফিউস্ গ্রীস্ দেশে যে গুহ্যতত্ত্বমূলক ধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহার সহিত ভারতীয় ধর্ম্মের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জীবাত্মার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস এই ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব ছিল। সমাধি-অবস্থায় জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং স্বরূপে জীবাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, ইহাও অরফিউসের মত ছিল। অরফিউসের মতে ঈশ্বর ও জীবাত্মার মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক ও অনৈশ্বরিক দ্বিবিধ অংশ আছে। অনৈশ্বরিক অংশ হইতে ঐশ্বরিক অংশকে স্বতন্ত্র করিয়া অনৈশ্বরিক অংশের অধীনতা হইতে মুক্ত করাই এই ধর্ম্মের লক্ষ্য ছিল। এইজন্য ভোগবিলাসবর্জন ও পবিত্র জীবনযাপন প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের শরীরস্থ রিপুদিগের অধীনতাই পাপ। তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলেই দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। অর্ফিক্ ধর্ম্মের এই মত তৎকাল-প্রচলিত গ্রীক ধর্ম্মের বিরোধী ছিল। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মে ভোগ হইতে বিরতি অথবা ব্যক্তিত্বের বন্ধন হইতে বিমুক্ত ঈশ্বর-সাযুজ্যের কোনও কথাই ছিল না। অর্ফিক্ ধর্ম্মে সকল মানুষই ভাই; সমগ্র জীবজগৎ এই ধর্ম্মে এক। অরফিউসের চিত্রে হিংস্র ও নিরীহ জন্তুদিগকে অরফিউসের গানে মুগ্ধ হইয়া একসঙ্গে শান্তিতে শায়িত অবস্থায় দেখানো হইয়াছে। অর্ফিক্ ধর্ম্মে জগতের সৃষ্টি এবং জীবাত্মার মরণোত্তর অবস্থার যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক মতের কোনও সাদৃশ্যই নাই। অধ্যাপক বার্নেট্ লিখিয়াছেন, "অর্ফিক ধর্ম্মের সহিত তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিশ্বাসের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।" জীবাত্মার অমরতা এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতি, পুনর্জন্ম, শরীরের মধ্যে জীবাত্মার বন্ধন, এবং ভোগবিরতি ও তপস্যা-দ্বারা সেই বন্ধন হইতে মুক্তিতে বিশ্বাস উভয় ধর্ম্মেই ছিল।

অরফিউসের ধর্ম্মের সহিত পাইথাগোরাসের মতেরও বহু সাদৃশ্য ছিল। পাইথাগোরাস্ ভোগসুখবিরত সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতেন, মাংস ভক্ষণ করিতেন না, এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, এবং পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা প্রচার করিতেন। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ বলিয়াছেন যে, পাইথাগোরাস্ মিশর-বাসীদিগের নিকট পুনর্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্নেট বলেন, মিশরবাসিগণ আত্মার পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিত না। পাইথাগোরাসের জীবনীলেখক যামব্লিকাস্ লিখিয়াছেন যে, পাইথাগোরাস্ বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং মিশরীয়, আসিরীয় ও ভারতীয়গণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অর্ফিক্ ধর্ম্ম ও পাইথাগোরাসের দর্শনের সহিত ভারতীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য এত অধিক যে, তাহাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রীসের 'সাতজন পণ্ডিত' সমবেত হইয়া ডেল্‌ফির এপোলোদেবের মন্দিরগাত্রে যে দুইটি উপদেশ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন—**Know thyself** এবং **Nothing in extremes**—তাহাদিগের মধ্যে প্রথমটি উপনিষদে আত্মস্বরূপ অবগত হইবার জন্য যে

বিপুল চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিধ্বনি বলিয়াই মনে হয় ; এবং যদিও "অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ, অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং", এই শ্লোকের ভাষা উপনিষদের বহুপরবর্তী, তথাপি Nothing in extremes গৌতম বুদ্ধের 'মধ্যপন্থা'র অনুবাদ বলিয়াই প্রতীত হয়।

সক্রেটিস্ যে অর্ফিক ধর্ম্ম হইতে জীবাত্মার অমরত্বে এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। নিজের স্বরূপের অনুগত হইয়া সংবেদন ও কামনার দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়াকেই তিনি সুখ ও মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উপনিষদের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য এবং মৈত্রেয়ীর "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্" ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

এম্পিডক্লিস্ যদিও আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন না, তথাপি তিনি আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন, এবং নিজের বিভিন্ন জন্মের কথাও বলিতেন ; এক জন্মে তিনি কুম্ভীর, অন্য জন্মে মৎস্য, এবং তাহার পূর্ব্বে পক্ষী ছিলেন, এবং এক জন্মে যে গুল্ম ছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন। এই জন্মচক্র হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়স্বরূপ তিনি বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আনক্সাগোরাস্ জগতের মূল উপাদান নিশ্চল Homoio meriae-দিগের মধ্যে গতির ব্যাখ্যার জন্য স্বকীয় দর্শনে Nous (প্রজ্ঞা)-এর আমদানী করিয়াছিলেন। সাংখ্য-দর্শনের মতে পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন ও গতির উৎপত্তি হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার গ্রন্থে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"গ্রীক জাতির ধর্ম্মের প্রকৃত প্রধান তত্ত্ব এই যে, জগতের ঐশ্বরিক বিধানে মনুষ্য ও দেবগণের বাসস্থান ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্নতা চিরস্থায়ী। নর ও অমর জগতের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বর্ত্তমান। কবিকল্পনা কোনও কোনও মানুষের অমর জীবনলাভের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু এই অমর জীবনও দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়াই জীবাত্মা ভোগ করে, ইহা বলা হইয়াছে। ইহাও অপ্রাকৃতিক ব্যাপার[১] বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আপনার শক্তিবলে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।...নর ও অমরের মধ্যে ব্যবধান ইহাদ্বারা সংকীর্ণতর হয় নাই। সে ব্যবধান উত্তীর্ণ হইবার কোনও সেতুও আবিষ্কৃত হয় নাই।...কিন্তু গ্রীক ইতিহাসের কোনও এক যুগে মানবাত্মার ঈশ্বরত্ব এবং অবিনশ্বরত্বের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কোনও দেশে এই ধারণার অস্তিত্ব ছিল না।*

"প্লেটো ছিলেন প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।...তিনি সাহিত্যে অর্ফিক্‌দিগের উপাসনা-প্রণালীর প্রচার করিয়াছিলেন। এই উপাসনা-প্রণালী ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃ. পূ.) থ্রেস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মে জীবাত্মার অমরতা, পুনর্জন্ম, ঈশ্বরের

---

[১] Miracle. *Rohde-Psyche, E. T. (1928, P.D. P.D. 253-4).

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, এই ধর্মে দীক্ষিতদিগের জন্য স্বর্গ, পাপীদিগের জন্য কর্দ্দনাশয়ের[১] কথা ছিল। স্বর্গলাভের জন্য বৈরাগ্য ও পবিত্রতার ব্যবস্থা ছিল।"*

"প্লেটোর মন অফিক গুহ্যতত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল। এই মতের উৎস এসিয়া। সম্ভবতঃ গুহ্যতত্ত্বের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতেই ইহা মূলতঃ আসিয়াছিল।"†

প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরতায় ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। দেহকে তিনি বন্ধন বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং দেহ হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্তির চেষ্টাকে তিনি জ্ঞানের অনুসরণ বলিয়াছেন। বাহ্যজগৎ, ইন্দ্রিয়ের জগৎ, অনিত্য ও নশ্বর বলিয়া তিনি প্রত্যয়-জগৎকে তাহার উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব গ্রীক চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। গ্রীক মন সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইত, এবং দৃশ্যমান জগৎকে কেবলমাত্র অন্য আর এক জগতে যাইবার পথ বলিয়া মনে না করিয়া, তাহাকেই সুন্দর ও কামনার বস্তু বলিয়া গণ্য করিত। দেহ ও আত্মার সমস্ত শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা এই পার্থিব জীবনকে সুন্দর করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। প্রত্যক্ষ-জগৎ হইতে বিচ্যুত ও অন্য জগতে বদ্ধদৃষ্টি জীবনের প্রতি তাহাদের কোনও আকর্ষণ ছিল না।

স্বধর্ম্ম-পালনকে (সমাজে প্রত্যেক লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনকে) প্লেটো সুবিচার বলিয়াছেন। ইহার সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তাঁহার আদর্শ সমাজ প্লেটো তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগের সহিত প্রাচীন ভারতের বর্ণবিভাগের সাদৃশ্য আছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রূপ সামান্যদিগের দেশকালে প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শকে বিজ্ঞানঘন মহাসামান্যে বিলীন করিয়াছেন। ইহার সহিত প্লেটোর প্রত্যয়বাদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখিয়াছেন যে, এই সকল বিশ্বাস ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকুক, অথবা তাহারা স্বতঃই গ্রীসে উদ্ভূত হইয়া থাকুক, তাহা সংস্কৃতির বিকাশের যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের নিকট বড় কথা নহে। উভয় দেশের মধ্যে সাদৃশ্য যে ছিল, ইহাই বড় কথা। খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই সমস্ত বিশ্বাস ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, গ্রীসে তাহার পরে আবির্ভূত হয়। ইতিহাস সম্পূর্ণ পুনরাবর্ত্তিত হয় না, পুনরাবর্ত্তনের সঙ্গে ভেদও থাকে। সম্পূর্ণ সমতা দাবী করা বৃথা। ভারতীয় ও গ্রীক ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্যই দেখানো যাইতে পারে। গ্রীকগণ তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও জাতির নিকট কিছু শিক্ষা করিয়াছে, ইহা গ্রীকদিগের পক্ষে অসম্মানজনক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের মতো তীক্ষবুদ্ধি, কৌতূহলী ও প্রগতিশীল জাতি অন্য জাতির লোকের সংস্পর্শে আসিয়া যে তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না, ইহা সম্ভবপর নহে। গ্রীক হওয়া এবং গ্রীক ব্যতীত অন্য চিন্তার পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য হওয়া এক কথা নহে।

---

১ Mud pool.

* Sir R. Livingstone's *Greek Genius and Its Meaning to Us*, pp. 197-98.

† Stutfield's *Mysticism and Catholicism*, p. 74.

ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বিদেশী ভাব অথবা উপাসনা-প্রণালী-গ্রহণ জাতীয় সম্মানের হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইত না।

ভারতের সহিত অতি প্রাচীনকালে গ্রীসের কোনও যোগাযোগ ছিল কি-না, এই প্রসঙ্গে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। পারসিক আর্য্যদিগের সহিত ভারতীয় আর্য্যদিগের যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যোগাযোগ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাইরাস্ পারস্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ও এসিয়া মাইনরস্থিত অনেক গ্রীক উপনিবেশ এই সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, এবং ৫১০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু উপত্যকা যখন দরায়ুস-কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তখন অনেক গ্রীক কর্ম্মচারী এই ভারতীয় প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ৪৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে যখন পারস্য-কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হয়, তখন বহু ভারতীয় সৈন্য পারস্যসৈন্য-দলভুক্ত হইয়া গ্রীসে গমন করিয়াছিল। অধ্যাপক সার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি তাঁহার *Egypt and Isreil* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮০ অব্দে যে পারসিক সৈন্যদল গ্রীসে অভিযান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু ভারতীয় সৈন্য ছিল। ইহা হইতে পশ্চিমদিকে কতদূর পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।" মেমফিস্ নগরে কয়েকটি ভারতীয়দিগের মস্তকের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা-দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয়গণ তথায় বাণিজ্য-উপলক্ষে বাস করিত। সুতরাং পশ্চিমদেশে বৈরাগ্যের আদর্শ যে ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল, তাহা মনে করিতে কোনও বাধা নাই।

ইউসিবিয়াস্ (৩১৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন, "সুরকলাবিদ্ আরিষ্টক্সেনাস (আরিষ্টটলের শিষ্য) একজন ভারতীয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন: এথেন্স নগরে সক্রেটিসের সহিত একজন ভারতবাসীর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সক্রেটিসের দর্শনের আলোচ্য বিষয় কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, মানবসংক্রান্ত ব্যাপারেরই[১] তিনি আলোচনা করিয়া থাকেন। শুনিয়া ভারতবাসী হাসিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐশ্বরিক ব্যাপারসম্বন্ধে যখন আমরা অজ্ঞ, তখন মানবসংক্রান্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" ইউসিবিয়াসের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সে ভারতীয় পণ্ডিতের অবস্থিতিতে বিশ্বাস করিতে হয়।

৩২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য-জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের এক-শতাব্দী পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আলেকজাণ্ডার সিনিক দার্শনিক ডায়োজিনিসের এক শিষ্যকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়াছিলেন। তক্ষশিলা হইতে কালানস্ নামে এক সন্ন্যাসী এই দূতের সহিত আলেকজাণ্ডারের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার বাক্ট্রিয়ার এক রাজকন্যা এবং পারস্যরাজ দরায়ুসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রায় একশত উচ্চ-পদস্থ গ্রীকও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এসিয়ার রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ মিলন-সংঘটনই আলেকজাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল। আলেকজাণ্ডারের

---

১ Human phenomena.

মৃত্যুর পরে তাঁহার সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্বভাগের অধিপতি সেলেউকাস্ নিকেটার চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, এবং স্বীয় কন্যা হেলেনের বিবাহ দেন। তাঁহার দূত মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আছে, "ভারতীয়দিগের মতের সহিত গ্রীকদিগের মতের বহু সাদৃশ্য আছে।" মেগাস্থিনিসের পরে ডাইম্যাকাস্ পাটলীপুত্রে গ্রীক দূতরূপে অনেকবার প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্লীনি লিখিয়াছেন, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ডাওনিসিয়াস্ দূতরূপে পাটলী-পুত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোক সিরিয়া-রাজ আন্টিয়োকাস্ থিওস্, মিশর-রাজ টলেমি ফিলাডেলফাস্, ম্যাসিডোনিয়ার আন্টিগোনাস্ গণেটাস্, কাইরিনের ম্যাগাস্ এবং এপিরাসের আলেকজাণ্ডারের নিকট বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সর্বত্রই প্রচারকগণ সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু ও কাথিয়াবাড় বাক্ত্রিয়ার গ্রীক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে সমস্ত গ্রীক ভারতে বাসস্থাপন করিয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া যায়। গোয়ালিয়র রাজ্যের বেশনগরে একটি গরুড়স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, হেলিওডোরাস্ নামক এক গ্রীক দূত আন্টিয়ালকাইডাস্ নামক এক গ্রীক রাজ-কর্তৃক কাশীপুত্র ভাগভদ্র-নামক এক রাজার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনিই বাসুদেবের (বিষ্ণুর) অর্ঘ্যস্বরূপ খৃষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন। বাক্ত্রিয়া-রাজ মিনান্দার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন- (১৮০—১৬০ খৃ.পূ.) -কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশানবংশীয় সম্রাট্ কনিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন। মহাবংশে লিখিত আছে যে, রাজা দত্তগামিনী-কর্তৃক ১৫৭ পু. খৃষ্টাব্দে এক স্তূপের প্রতিষ্ঠাকালে যবনরাজের প্রধান পুরোহিত ত্রিশ সহস্র পুরোহিতের সহিত আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দামাস্কাসের নিকোলাস্ লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ২০ অব্দে ভারতীয় নৃপতি পুরু-কর্তৃক অগাষ্টাসের নিকট কয়েকজন দূত প্রেরিত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি এথেন্সে অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্লুটার্কও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই ভারতীয় দার্শনিকের সমাধিস্তম্ভ এথেন্সে বিদেশীদিগকে দেখানো হইত।

খৃষ্টের জন্মের দেড়-হাজার বৎসর পূর্বে সিরিয়ার উত্তরে মিত্তানী প্রদেশের হরিয়ান্ এবং এনাটোলিয়া প্রদেশের হিটাইটগণ যে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে প্যালেষ্টাইনের চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এসিন্, মাণ্ডিয়ান্ এবং নাজারিন্ সম্প্রদায় বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। এসিন্‌গণ যদিও জাতিতে ইহুদী ছিল, তথাপি তাহারা বিবাহ করিত না, এবং তাহাদের মধ্যে এক প্রকার সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। তাহারা জীবহত্যা করিত না, পূজা করিত না, বাণিজ্যে লিপ্ত হইত না, দাস রাখিত না, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নির্মাণ করিত না। তাহারা জীবাত্মার জন্মপূর্ব অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। যিশুর গুরু জোহন্ দি ব্যাপটিষ্ট এই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন।

আলেকজাণ্ডার-কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরব্ধ হয়। সহস্র বৎসর যাবৎ আলেকজান্দ্রিয়া ইহুদী, সিরীয় ও গ্রীকদিগের যেমন বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, তেমনি বিদ্যালোচনার কেন্দ্রও ছিল। ভারতীয়গণও যে আলেকজান্দ্রিয়াতে যাতায়াত করিত, 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। প্লোটিনাসের দর্শন যে বহুলপরিমাণে ভারতীয় চিন্তা-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট (খ)

যাজ্ঞবল্ক্য ও প্লেটো

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ বিবৃত আছে। উভয় ব্রাহ্মণে একই আখ্যায়িকা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রতিপাদন-প্রণালী এক, প্রতিপাদনের ভাষা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

গৃহস্থাশ্রম বর্জন করিবার পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, আমি চলিয়া যাইতেছি ; আমার যাহা কিছু আছে, কাত্যায়নী ও তোমার মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবন্, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণ হয়, তাহাদ্বারা কি আমি অমর হইতে পারিব ?

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, তাও কি হয় ? বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। উপকরণবান্ ব্যক্তির যেমন জীবন হয়, তোমার জীবনও তেমনিই হইবে।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব ? অমৃত হইবার উপায়সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, তুমি তো প্রিয়া আমার ছিলেই, এখনও আমার প্রিয় বাক্যই বলিতেছ। এস, আমার নিকট বোসো, মন দিয়া শোন ; তোমার অভীষ্ট বিষয়ে বলিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন : পতির প্রতি প্রীতির জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হয় না ; জায়ার প্রতি প্রীতির জন্য জায়া পতির প্রিয়া হয় না। পুত্রগণের প্রতি প্রীতির জন্য পুত্রগণ প্রিয় হয় না ; বিত্তের প্রতি প্রীতির জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না। স্বর্গাদি লোকসমূহের প্রতি প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ প্রিয় হয় না। দেবগণ ও ভূতগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ ও ভূতগণ প্রিয় হয় না। সর্ব্ব বস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয় না। আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসমূহ, দেবগণ, ভূতগণ ও সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়। সেই আত্মাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা যাহা কিছু আছে, সকলই জানা যায়।

যে ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে, ব্রাহ্মণ জাতি তাহাকে পরাজিত করে ; যে ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে পরাজিত

করে; যে স্বর্গাদিলোককে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, স্বর্গাদিলোক তাহাকে পরাজিত করে; ভূতসমূহকে যে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ভূতসকল তাহাকে পরিত্যাগ করে; সমুদয় বস্তুকে যে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, সমুদয় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসমূহ, ভূতসমূহ, সর্ববস্তুই তাহা, যাহা এই আত্মা। যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে বলিয়াছিলেন, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা সমস্তই জানা যায়। এক বস্তু বিদিত হইলে কিরূপে অন্য বস্তু বিদিত হয়, তাহার ব্যাখ্যায় এখন বলিলেন, অন্য কিছুই নাই। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসমূহ, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সমস্তই এক, সমস্তই আত্মা; আত্মার অতিরিক্ত কিছুই নাই। কোনও বস্তুকে যে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সে পরাজিত হয়, প্রতারিত হয়, সে সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এখন উপমাদ্বারা সর্ববস্তুর একত্ব-প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন: দুন্দুভিকে অথবা দুন্দুভির বাদককে গ্রহণ না করিয়া যেমন দুন্দুভিনির্গত শব্দকে গ্রহণ করা যায় না; ধ্মায়মান শঙ্খ হইতে নির্গত শব্দকে যেমন শঙ্খ অথবা শঙ্খবাদককে গ্রহণ না করিয়া গ্রহণ করা যায় না; বাদ্যমান বীণা হইতে নির্গত শব্দকে যেমন বীণা অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ না করিয়া গ্রহণ করা যায় না; তেমনি আত্মা হইতে নির্গত এই সমুদয় বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা যায় না। আত্মাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিলেই, সকলকে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ জানা যায়।

এই উপমাগুলি ভালরূপে না বুঝিলে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বোধগম্য হয় না। শাঙ্কর ভাষ্যে ইহা যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এই: দুন্দুভি হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; কোনটি তার, কোনটি মৃদু, কোনটি বা মৃদুতার। আরও অনেক রকম প্রভেদ বিভিন্ন দুন্দুভি হইতে নির্গত শব্দের মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু সেই বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উপলব্ধিবশতঃ সমস্ত শব্দকেই দুন্দুভিশব্দ বলিয়া জানা যায়। এই সাদৃশ্যকে 'দুন্দুভিশব্দ-সামান্য' বলে। তেমনি বিভিন্ন বীণাশব্দের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা বীণাশব্দ-সামান্য; বিভিন্ন শঙ্খশব্দের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা শঙ্খশব্দ-সামান্য। দুন্দুভিকে গ্রহণ না করিয়া, শঙ্খকে গ্রহণ না করিয়া বীণাকে গ্রহণ না করিয়া, দুন্দুভিশব্দ, শঙ্খশব্দ, বীণাশব্দকে দুন্দুভিশব্দ, শঙ্খশব্দ ও বীণা-শব্দ বলিয়া জানা যায় না, ইহার অর্থ এই যে, 'দুন্দুভিশব্দ-সামান্য', শঙ্খশব্দ-সামান্য' ও 'বীণাশব্দ-সামান্যের' জ্ঞান না থাকিলে, কোনও বিশেষ দুন্দুভিশব্দ, বিশেষ শঙ্খশব্দ, বিশেষ বীণাশব্দকে সেই সেই শব্দরূপে জানা যায় না। দুন্দুভিশব্দ-সামান্য, শঙ্খশব্দ-সামান্য, বীণাশব্দ-সামান্য, মেঘগর্জনের শব্দ-সামান্য, সমুদ্র-গর্জনের শব্দ-সামান্য, প্রভৃতি যত শব্দ-সামান্য আছে, সকলের মধ্যে সাধারণ যাহা, তাহাকে শব্দ-সামান্য বলে।

আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি; তাহাদের বিষয়ও পাঁচটি,—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। উপরে 'শব্দ' সম্বন্ধে যাহা বলা হইল রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। 'শব্দ-সামান্যের' মত 'রূপ-সামান্য', 'গন্ধ-সামান্য', 'রস-সামান্য' ও 'স্পর্শ-সামান্য' আছে।

আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন, অনেক-দৃষ্টান্তোপাদানম্ ইহ সামান্য-বহুত্ব-খ্যাপনার্থং। অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চেতনা-চেতনরূপাঃ সামান্য-বিশেষাঃ। তেষাম্ পারম্পর্যগত্যা যথা একস্মিন্ মহাসামান্যে অন্তর্ভাবঃ, তথা প্রজ্ঞানঘনে কথং নাম প্রদর্শয়িতব্য ইতি, দুন্দুভি-শঙ্খ-বীণাশব্দসামান্য-বিশেষাণাং যথা শব্দত্বে অন্তর্ভাবঃ, এবং স্থিতিকালে তাবৎ

সামান্য-বিশেষাব্যতিরেকাৎ ব্রহ্মৈকত্বং শক্যম্ অবগন্তুং, এবং উৎপত্তিকালে প্রাক্ উৎপত্তেঃ ব্রহ্ম এব ইতি শক্যম্ অবগন্তুম্। সামান্য বহুপ্রকার আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলক্ষণ-স্বভাব, চেতন ও অচেতন রূপ, সামান্যের বহু বিশেষ আছে। পরম্পরা-গতিতে সেই সকল সামান্য যেমন এক মহাসামান্যের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় বস্তুই যে প্রজ্ঞানঘন আত্মার অন্তর্ভুত, তাহা বুঝাইবার জন্য এই সমস্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা। শব্দ-সামান্যের 'বিশেষ' দুন্দুভিশব্দ, শঙ্খশব্দ ও বীণাশব্দের যেমন শব্দ-সামান্যে অন্তর্ভাব হয়, জগতের স্থিতিকালে সামান্য ও বিশেষ ভাবের অন্তর্ধান হয় না বলিয়া, ব্রহ্মের একত্ব অবধারণ করা যায়। জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বেও এইরূপ ব্রহ্মৈকত্ব অবগত হওয়া যায়।

উপমাগুলির পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ তাহা হইতে নানাপ্রকার ধূম-বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি নির্গত হয়, সেইরূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপে ঋগ্বেদ্, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান (অর্থবাদ বাক্য) সমস্তই তাঁহা হইতে বহির্গত হয়। ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, "নিয়ত-রচনাবতো বিদ্যমানস্য এব বেদস্য অভি-ব্যক্তিঃ পুরুষ-নিঃশ্বাসবৎ, ন চ পুরুষবুদ্ধি-প্রযত্নপূর্ব্বকঃ।" অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে রচনা-বিশেষ-সম্পন্ন বেদ পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। সেই বিদ্যমান বেদই পুরুষ-নিঃশ্বাসবৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্ব্বক বিরচিত হয় নাই।

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়স্থান, তেমনি ত্বক্সকল স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়স্থান, তেমনি জিহ্বা যাবতীয় রসের একমাত্র আশ্রয়স্থান, নাসিকা যাবতীয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয়স্থান, চক্ষু সকল রূপের একমাত্র আশ্রয়-স্থান, কর্ণ সকল শব্দের একমাত্র আশ্রয়স্থান, মন সর্ব্বসংকল্পের একমাত্র আশ্রয়স্থান, হৃদয় সকল বিদ্যার আশ্রয়স্থান, হস্ত সর্ব্বকর্ম্মের আশ্রয়স্থান, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের আশ্রয়স্থান, পায়ু যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়স্থান, পদ সমস্ত পথের একমাত্র আশ্রয়স্থান, বাক্ সর্ব্ব বেদের আশ্রয়স্থান।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন: সমস্ত জল যেমন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি স্পর্শবিশেষসকল স্পর্শ-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, রসসকল জিহ্বেন্দ্রিয় বিষয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল গন্ধ ঘ্রাণবিষয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল রূপ চক্ষুবিষয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল শব্দ শ্রোত্রবিষয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়-'সামান্য'—স্পর্শ-সামান্য, জিহ্বেন্দ্রিয় বিষয়-সামান্য, ঘ্রাণবিষয়-সামান্য, চক্ষুবিষয় সামান্য—মনের বিষয় যে সংকল্প, তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। মনবিষয়-সামান্য প্রবিষ্ট হয় বুদ্ধিবিষয়-সামান্য 'বিজ্ঞানমাত্রে'। পঞ্চেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয় এইরূপে 'বিজ্ঞানমাত্র' হইয়া প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মে বিলীন হয়। সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের বিষয়সমূহ,—বচন-গ্রহণ-গমন-বিসর্গ-আনন্দের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক বিষয়গুলি—সেই সেই জাতীয় ক্রিয়া-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই সামান্যসকল প্রাণমাত্র, প্রাণ প্রজ্ঞানমাত্র; প্রজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই।

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান আলোচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে প্লেটোর সামান্যবাদের সাদৃশ্য-প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক; তাহা আত্মা (অথবা ব্রহ্ম)। আত্মা প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘন আত্মা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞান-কর্ম্ম-সাধারণ মন-ইন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের 'বিষয়-সামান্য' উদ্ভূত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্যসমূহের প্রত্যেকে আবার নিম্নতর-সামান্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই সকল সামান্য হইতে অসংখ্য 'বিশেষের' আবির্ভাব হইয়া এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য তাহার অন্তর্ভুক্ত 'বিশেষ' সহ মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংকল্প-সামান্যের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিষয়-সামান্য, বুদ্ধিবিষয়-সামান্য যে বিজ্ঞান, তাহার অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে জ্ঞানগম্য যাবতীয় পদার্থ যে বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ঘনীভূত বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের বিষয়সকলও ক্রিয়া-সামান্যসমূহের অন্তর্ভূত। ক্রিয়া-সামান্যসকল প্রাণের অন্তর্ভূত, প্রাণও প্রজ্ঞানমাত্র। ঘনীভূত প্রজ্ঞান ব্রহ্মেরই রূপ। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মই।

প্লেটোর Ideaবাদ কি, এখন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। Idea শব্দের অর্থ জ্ঞাত পদার্থের যে রূপ মনে থাকে, তাহাই। কল্পনাদ্বারা মনে যে রূপ গঠিত হয়, তাহাও Idea। কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে তাহার যে রূপ কল্পনা করা যায়, তাহাও Idea। শেষোক্ত অর্থের সঙ্গেই Platoর Idea শব্দের সাদৃশ্য আছে। জগতের পদার্থসকল নানা জাতিতে বিভক্ত। একজাতীয় পদার্থসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি কতকগুলি বিষয়ে ভেদও আছে। যে গুণ একজাতীয় পদার্থনিচয়ের মধ্যে সাধারণ, সেই গুণে সেই জাতীয় পদার্থসকল 'সমান', সেইজন্য সেই গুণকে 'সামান্য' বলা যায়। এই 'সামান্য' প্লেটোর Idea। এই Idea-র আদর্শেই জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ গঠিত। জাগতিক পদার্থের মধ্যে যত জাতি আছে, তাহাদের প্রত্যেক জাতির একটি Idea আছে, যে Idea-র আদর্শে সেই জাতির প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইয়াছে। Idea-র আদর্শে প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইলেও, Idea তাহাতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। জ্যামিতির উদাহরণে বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। জ্যামিতিতে বৃত্তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, সরলরেখা প্রভৃতির সংজ্ঞা আছে। কোনও বৃত্ত, ত্রিভুজ অথবা সরলরেখা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে অঙ্কিত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বৃত্ত অথবা ত্রিভুজসম্বন্ধে কোনও প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিবার জন্য যে বৃত্ত অথবা ত্রিভুজ অঙ্কিত করা হয়, তাহাদ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও, যাহা প্রমাণিত হয়, তাহা নির্দ্দোষ বৃত্তসম্বন্ধেই সত্য, অঙ্কিত বৃত্তসম্বন্ধে সত্য নয়। মনে করুন, শিক্ষক ছাত্রদিগকে বুঝাইতে চাহেন, ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণের সমান। কোনও ছাত্রকে বোর্ডে একটি ত্রিভুজ আঁকিতে বলিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ত্রিভুজ? শিক্ষক বলিলেন, যে-কোন রকমের একটি আঁক। শিক্ষক যাহা বুঝাইতেছেন, সকল ত্রিভুজসম্বন্ধেই তাহা সত্য, কেবল যে সমবাহু, সমদ্বিবাহু অথবা বিষমবাহু ত্রিভুজ সম্বন্ধে সত্য, তাহা নহে; কিন্তু ছাত্র যে ত্রিভুজ আঁকিতে চাহিতেছে, তাহার সম্বন্ধে সত্য নহে, কেন-না, সে ত্রিভুজ নির্দ্দোষভাবে আঁকা সম্ভবপর হইবে না। প্রমাণের সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মনে নির্দ্দোষ ত্রিভুজের জ্ঞানই উদিত হইতেছে। অঙ্কিত ত্রিভুজ নির্দ্দোষ না হইলেও, নির্দ্দোষ ত্রিভুজের প্রতীকের কাজ করিতেছে। এই প্রতীকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার অস্তিত্ববশতঃ প্রতীকদ্বারা নির্দ্দোষ ত্রিভুজের কাজ

চলে, যাহা না থাকিলে প্রতীককে ত্রিভুজ বলা চলে না। যাহা থাকার জন্য প্রতীকের প্রতীকত্ব, তাহাই Idea। তাহাই তাহার সত্য, অবশিষ্ট যাহা তাহাতে আছে, তাহা ব্যবহারিক ভাবে সত্য। ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা এই ব্যবহারিক সত্যই অবগত হই। যাহা নিত্য সত্য—যাহা Idea—তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে দেয় না। সে সত্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হই আমরা বুদ্ধির নিকট। বুদ্ধিদ্বারা কি প্রকারে সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বহুদ্রব্যের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদের ধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া বুদ্ধি তাহাদের সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে অন্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লয়, এবং এই সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে একসঙ্গে চিন্তা করিয়া তাহাদের সঙ্গে একটি নাম যুক্ত করিয়া দেয়, যাহার সাহায্যে সেই সমবেত গুণগুলিকে স্মৃতির ভাণ্ডারে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা, প্রয়োজন মত স্মরণ ও অন্যের নিকট প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। এইভাবে রক্ষিত ও গঠিত মানসিক সৃষ্টিকে 'Concept' বলে। বাংলায় 'সামান্য জ্ঞান' অথবা 'সম্প্রত্যয়' শব্দদ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

'Concept'-এর স্বরূপ লইয়া দার্শনিক জগতে বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জগতে পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সাধারণ অথবা সার্ব্বিক পদার্থ বলিয়া কোনও পদার্থই নাই। কেবল নামটিই আছে। সাধারণ প্রকৃতির কোনও Concept গঠন করিবার ক্ষমতা মনের নাই। যুবক নয়, বৃদ্ধ নয়, কিশোর নয়, শিশুও নয়, লম্বা নয়, খর্ব্ব নয়, কালো নয়, ফর্সা নয়, কেবল মানুষ এরূপ কিছু চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং 'মানুষের' কোনও Concept হইতে পারে না। যখনই 'মানুষ' শব্দের ব্যবহার করি, তখন কোনও বিশেষ মানুষের মূর্ত্তিই আমাদের মনে উদিত হয়। সুতরাং 'মানুষ' এই নামের সঙ্গে সংহত সাধারণ প্রকৃতির মানসিক কোন ভাবের অস্তিত্ব নাই। মনের বাহিরেও বিশেষ বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই মতকে 'Nominalism' (নামবাদ) বলে।

Conceptualist অথবা সম্প্রত্যয়বাদিগণ বলেন, Concept গঠন করিবার ক্ষমতা মনের আছে। 'মানুষের' Concept-এর মধ্যে আছে প্রাণিত্ব ও প্রজ্ঞাবত্তা। এই দুই গুণের সমাবেশে মনে একটা Concept-এর সৃষ্টি হয়, এবং যখন 'মানুষ' শব্দ শ্রবণ করা যায়, তখন এই Concept-ই মনে উদিত হয়। কিন্তু এই Concept সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ, মনের বাহিরে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

Realist অথবা বাস্তববাদী দার্শনিকেরা বলেন, প্রত্যেক Concept-এর অনুরূপ এক একটি বাস্তব পদার্থের অস্তিত্ব আছে। মানুষের মনের মধ্যে যেমন 'মানুষ'-এর Concept আছে, মনের বাহিরেও তেমনি সেই Concept-এর বাস্তব মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থ আছে। এই মন-নিরপেক্ষ-সত্তাবিশিষ্ট পদার্থই প্লেটোর Idea। তাঁহার মতে এই Idea হইতেই 'বিশেষ' পদার্থসকল উদ্ভূত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, মনের বাহিরে যদি Idea-দিগের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে কোথায় তাহারা আছে? এই ব্যবহারিক জগতে, ইন্দ্রিয়ের জগতে তো তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্লেটো বলেন, ইন্দ্রিয়জগতের বাহিরে Idea-গণের আবাস। যে লোকে Idea-দিগের বাস, তাহাকে তিনি স্বর্গ বলিয়াছেন। স্বর্গে দেবতারা তাহাদিগকে

প্রত্যক্ষ করেন। 'প্রত্যক্ষ' শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তাহা বলিলে ঠিক হইবে না। প্লেটো বলেন, দেবতারা Ideas contemplate করেন। অনিন্দ্রিয় দেবগণ মনদ্বারা তাহাদের উপলব্ধি করেন। মানুষের বুদ্ধির নিকটও সেই Idea-লোকের দ্বার অবারিত। মানুষও বুদ্ধিদ্বারা Idea-গণের সাক্ষাৎকার লাভ করে।

ইন্দ্রিয়ের জগতের মত Idea-জগতেও ক্রমভেদ আছে, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ আছে। নিতান্ত অসম্পূর্ণ Idea হইতে সুরু করিয়া, পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম Idea আছে; এই পূর্ণতম Idea-র নাম Good—শ্রেয়ঃ। এই শ্রেয়ঃ যাবতীয় Idea-র সংযোগসূত্র, সমস্ত Idea তাহাতেই গ্রথিত আছে। সেই সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমস্ত Idea একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। Idea-র জগতে প্রত্যেক Idea স্বতন্ত্র 'বিশেষ'। সকলের সমবায়ে তাহাদের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। প্রত্যেক Idea অঙ্গ, সমবেত সত্তা অঙ্গী। সকলের শীর্ষদেশে—Good (শ্রেয়ঃ)। Good এই জগতের সম্রাট্, সূর্য্য যেমন সৌর-জগতের সম্রাট্। যেমন সৌরজগতের প্রত্যেক অংশ সূর্য্য হইতে আলোক ও জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি Good-এর Idea হইতে অন্যান্য Idea তাহাদের সত্তা ও জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের প্রকাশের কারণও Good, তাহার আলোকেই অন্যান্য Idea প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়। Good-ই যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ; জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহার কারণ যেমন Good, তেমনি সেই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের কারণও Good, সূর্য্য যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ। Good-এর Idea নিম্নস্থ সমস্ত বিশেষের উৎপত্তিস্থল। Good-ই ঈশ্বর, ঈশ্বরই Good। কেহ কেহ বলেন, Good ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব প্লেটোর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু প্লেটো বলিয়াছেন, যত পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে ইহাই (Good) সর্ব্বোত্তম। ইহাই বিশ্বের আদি ও অন্ত। ইহাই সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা, এবং সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়াই আমাদেরও স্রষ্টা ও পিতা। আবার ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও স্রষ্টা ও পিতা বলিয়াছেন। সুতরাং Good-ই যে ঈশ্বর, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্লেটোর সামান্যবাদ উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সহিত ইহার সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জগতের অসংখ্য দ্রব্য কতকগুলি 'সামান্যের' অন্তর্ভুক্ত, এবং সমস্ত সামান্যই প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মার অভিব্যক্ত রূপ। যেমন এই সামান্যে, তেমনি সামান্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিশেষে, পরমাত্মাই প্রকাশিত। সমস্ত সামান্য লইয়া একটি Hierarchy, যাহার শীর্ষদেশে পরমাত্মা। পরমাত্মার নিম্নে সামান্য-সকল ক্রমানুসারে সজ্জিত; সর্ব্বনিম্ন সামান্যসমূহ হইতে বিশিষ্ট দ্রব্যসকলের উৎপত্তি। Plato-র Idea যাজ্ঞবল্ক্যের 'সামান্য'। Plato-র Idea-গণও একটি Hierarchy, তাহার শীর্ষদেশে Good, Good-এর নিম্নে Idea-গণ ক্রমানুসারে বর্ত্তমান। সর্ব্বনিম্ন Ideaসমূহ হইতে যাবতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি। এই সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

প্লেটো Good-কে সমস্ত জগতের সম্রাট্ বলিয়াছেন, এবং জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য Idea-দিগের মাধ্যমে তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (বৃ. আ. ২।৫।১৫) স বা অয়ম্ আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ, সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তৎ যথা রথনাভৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ, এবং অস্মিন্ আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে

লোকাঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ, সর্ব্বে এতে আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।" এই আত্মা সমুদয় ভূতের অধিপতি এবং সমুদয় ভূতের রাজা। যেমন রথনাভিতে এবং রথনেমিতে 'অর'-সমূহ নিহিত থাকে, তেমনি এই আত্মাতে সমুদয় ভূত, সমুদয় লোক এবং আত্মাসমূহ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এই উক্তি যাজ্ঞবল্ক্যের বলিয়া উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে নিম্ন-লিখিত উক্তি যাজ্ঞবল্ক্যের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে, সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্য ঈশানঃ, সর্ব্বস্য অধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্, ন এব অসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ ভূতাধিপতিঃ, এষ ভূতপালঃ, এষ সেতুর্বিধারণঃ, এষাং লোকানাং অসংভেদায়" (৪।৪।২২) "হৃদয়ের অভ্যন্তরে আকাশে, প্রাণে, যিনি অবস্থিত, যিনি বিজ্ঞানময়, তিনি মহান্ অজ আত্মা, তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্ত্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা তিনি হীনতর হন না। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, এইজন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং ধারক হইয়া রহিয়াছেন।"

প্লেটোর মতে জন্মের পুর্ব্বেও জীবাত্মার অস্তিত্ব ছিল, পরেও থাকিবে, পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলেই জীবাত্মা সংসারে জন্মগ্রহণ করে। বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মদ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে। পাপের ফল শাস্তি, পুণ্যের ফল স্বর্গবাস। গুরুতর পাপের ফলে নীচ-যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদ প্লেটো পাইথাগোরীয়দের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন: "যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (৪।৪।৫) "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণা, এতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তং অস্য। প্রাপ্য অন্তং কর্ম্মণঃ তস্য যৎ কিং চ ইহ করোতি অয়ং। তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণঃ।" লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া নিজকর্ম্মসহ সেইদিকে গমন করে। এই লোকে পুরুষ যে কর্ম্ম করে, স্বর্গাদি-লোকে তাহার ফললাভ করিয়া তথা হইতে এই কর্ম্মলোকে পুনরায় আগমন করে (৪।৪।৬)। "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাং তে প্রেত্য অভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসঃ অবুধো জনাঃ।" অনন্দা নামক লোকসমূহ অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন। অবিদ্বান্ ও অবুধগণ মৃত্যুর পর এই সমুদায় লোকে গমন করে (বৃঃ আঃ ৪।৪।১১)।

প্লেটোর মত ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতের মধ্যে আরও সাদৃশ্য আছে। ব্যবহারিক জগতের সম্বন্ধে উভয়েরই ধারণা প্রায় একরূপ। ইন্দ্রিয়লালসা ও সুখভোগের লালসা হইতে মুক্ত হওয়াই যে জীবাত্মার সদ্গতির উপায়, সে সম্বন্ধেও উভয়েই একমত। এই সাদৃশ্যের কারণ কি? ৪২৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্লেটোর জন্ম। পাইথাগোরাসের আবির্ভাবকাল ৫৪০—৫০০ পূ. খৃ. অ.। তাহার পুর্ব্বেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ প্রাচীনতম উপনিষদ্‌সমূহের অন্যতম। তাহা যে বুদ্ধের বহু পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং প্লেটো ও পাইথাগোরাসের বহু পূর্ব্বে যে যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সংযোগের সন্তোষজনক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। পাইথাগোরাস্ ও প্লেটো উভয়েই

অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটোর ভারতে আগমনের সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। কিন্তু Plato-র সাম্যবাদের সঙ্গে যখন *Republic* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের জনগণকে ভারতীয় আর্য্যসমাজের মত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের 'স্বধর্ম্ম-পালনকেই' 'সুবিচার' বলিয়া উল্লিখিত দেখি, তখন তাঁহার উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

পরিশিষ্ট (গ)

প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্ম ও অর্ফিক ধর্ম্ম

প্রত্যেক জাতির প্রথম জগৎ-ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা তাহার আদিম ধর্ম্মে প্রতিফলিত হয়। গ্রীসের আদিম ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় হোমার ও হেসিয়ডের গ্রন্থে। গ্রীকগণ বহু দেবতায় বিশ্বাস করিত। দেবতাগণের বাসস্থান ছিল অলিম্পাস পর্ব্বতের অভ্রভেদী শিখর। দেবগণ নিশ্চিন্ত মনে সুখের জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু দেবতাদিগের অতিরিক্ত এক শক্তিতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত। এই শক্তির নাম ছিল Moira (নিয়তি বা অদৃষ্ট)। যাবতীয় ঘটনার মূলে যে এক অবিচাল্য নিয়ম বর্ত্তমান, এই বোধ হইতেই নিয়তির ধারণা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায়। হোমারের কাব্যে ভূত, প্রেত ও ডাকিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, মৃত্যুভয়ও প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকে নিদ্রার যমজ ভ্রাতা বলিয়াই গণ্য করা হইত। সূর্য্যালোকদীপ্ত পৃথিবীর উপর জীবনই প্রকৃত জীবন এবং অন্ধকার পাতালপুরীর মরণোত্তর জীবন নিতান্ত হীন বলিয়া পরিগণিত হইত। পার্থিব জীবনের নশ্বরতার জন্য আক্ষেপ হোমারের কাব্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য, এ কথাও আছে।

হোমারের পরবর্ত্তী কবি হেসিয়ডের কাব্য দুঃখবাদে পূর্ণ। তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে, মানুষ ও পশুদিগের জন্য জিউস্ বিভিন্ন নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন—মানুষের জন্য সুবিচার ও পশুদিগের জন্য বল। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীসে রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ধন ও প্রাণ নিরাপদ ছিল না। ইহার জন্য পার্থিব জীবন ও সম্পদ যে বিনশ্বর, এই ভাব এবং পাপের ভয় লোকের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে পাপের শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। এথেন্স নগরবাসীদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রীট্ দ্বীপ হইতে এপিমেনিদিস্ নামক এক পুরোহিতকে আনা হইয়াছিল। তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য এথেন্সে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এপিমেনিদিস্ ভোগবিলাসহীন সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেন এবং সমাবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

কালক্রমে থ্রেসদেশ হইতে এক নূতন ধর্ম্ম গ্রীসে প্রবেশলাভ করে এবং এক নূতন দেবতা প্রাচীন দেবতাদিগের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করেন। এই দেবতার নাম ডায়োনিসাস্ এবং এই নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের নাম অরফিউস্। অরফিউস্ এপোলোদেবের নিকট এক বীণা পাইয়াছিলেন। যখন তিনি সেই বীণা বাজাইতেন, তখন চেতন ও অচেতন সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত। তাঁহার ধর্ম্মের দেবতা ডায়োনিসাস্ সৃষ্টিশীল প্রকৃতির[১] দেবতা। তাঁহার পূজারীদিগের অধিকাংশই ছিল নারী। পর্ব্বত-শিখরে নৃত্যগীতবাদ্যসহ মশালের আলোকে তাঁহার অর্চ্চনা হইত। তাঁহার পূজারীগণ যষ্টিহস্তে নৃত্য করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিত এবং "দশাপ্রাপ্ত" অবস্থায় তাঁহার অথবা তাঁহার অনুচর সিংহ ও ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইত এবং সেই সিংহ ও ব্যাঘ্রকে প্রহার করিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিত। ডায়োনিসাস্ নিজে বৃষরূপে দৈত্যগণ[২]-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এবং দৈত্যগণ তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল। জিউস্ সেই হৃদ্‌পিণ্ড হইতে তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যদিগকে বধ করিয়া তাহাদের ভস্মদ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেন। এইজন্য মানুষের মধ্যে দুইটি উপাদান—আসুরিক ও দৈব। আসুরিক উপাদানদ্বারা তাহার দেহ এবং দৈব উপাদানে আত্মা গঠিত। দেহ বিনশ্বর, আত্মা অবিনাশী। আত্মা অবিনাশী হইলেও তাহার কৃত পাপের জন্য দেহকারাগারে আবদ্ধ। দেহ তাহার কবর। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাকে উদ্ভিদ্, ইতর জন্তু অথবা মানবদেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করিতে হয় এবং মৃত্যু ও জন্মের ব্যবধানে পাতালপুরে অন্ধকারের মধ্যে বাস করিতে হয়। অরফিউসের উপদেশ মতো চলিয়া যদি আত্মা মাংস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ খাদ্য (যেমন—সিম্) বর্জন করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে এবং জীবহত্যা হইতে বিরত থাকে, কেবল তাহা হইলেই আত্মা জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এই ধর্ম্মমতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় শূন্য[৩] ছিল। তাহা হইতে এক ডিম্বের উৎপত্তি হয় এবং সেই ডিম্ব হইতে পক্ষধারী কামের[৪] উদ্ভব হয়।

অর্ফিক ধর্ম্মে ডায়োনিসাস্ ব্যতীত আরও দেবতা ছিলেন কিন্তু তাঁহারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। "জিউস্ই আদি, তিনিই মধ্য। জিউস্ই পৃথিবী এবং নক্ষত্রখচিত আকাশের ভিত্তি।" "হেড্স্, জিউস্ ও ডায়োনিসাস্ এক ও অভিন্ন। একই ঈশ্বর সকলের মধ্যে বর্ত্তমান।"

অর্ফিক ধর্ম্ম সর্ব্বেশ্বরবাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও সম্পূর্ণ সর্ব্বেশ্বরবাদে পরিণত হয় নাই; চিৎ ও জড়, ঈশ্বর ও জগৎ, আত্মা ও দেহ—এই দ্বৈত সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, এই নিয়মের উপর উহার জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত।

---

১ Creative Nature.
২ Titans.
৩ Chaos.
৪ Eros.

অর্ফিক মত গ্রীকদিগের ধারণার বিরোধী। গ্রীকগণ দেহধারী মানুষকেই প্রকৃত মানুষ এবং দেহবিচ্যুত আত্মাকে বলহীন ছায়ামাত্র বলিয়া মনে করিত। অর্ফিক মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতে আত্মাই অবিনশ্বর, দেহ অপবিত্র ও নশ্বর। গ্রীকদিগের ধারণায় সূর্য্যালোকে দৈহিক জীবনই প্রকৃত জীবন, পারলৌকিক জীবন ইহার দুঃখময় নিকৃষ্ট অনুকরণমাত্র। অর্ফিক মতে পার্থিব জীবন নরকসদৃশ ও দেহকারাগারে আবদ্ধ। স্বর্গীয় জীবন আরব্ধ হয় দেহকারাগার হইতে মুক্তির পরে। পার্থিব জীবনই মৃত্যু, আর আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাই প্রকৃত জীবন।

সেলারের মতে অর্ফিক মত ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।*

---

* Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy*, pp. 15-16.

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের দর্শন

[১]

খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় দর্শন

প্রোক্লাসের পরে গ্রীক দার্শনিক জগতে কোনও উল্লেখযোগ্য দার্শনিকের আবির্ভাব হয় নাই। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান-কর্ত্তৃক এথেন্সে দার্শনিক আলোচনা নিষিদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনের অবসান হয়। থালিস্ হইতে এই সময় পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের প্রথম যুগ শতাধিক সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। প্রথম যুগের কিঞ্চিদধিক ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে প্যালেষ্টাইনে এক নূতন ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়। এই ধর্ম্মের প্রচার প্রথমে ইহুদীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে ইহা অন্যজাতীয় লোকের মধ্যেও প্রচারিত হইতে থাকে, এবং রোমক সম্রাট্‌দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুসভ্য রোমানগণ প্রথমে এই ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিত। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল যখন শিথিল হইয়া পড়িল, রোমানদিগের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিল, এবং প্রাচীন দেবতাদিগের প্রতি বিশ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম্ম লোকের মন অধিকার করিতে লাগিল। নব-প্লেটোনিকগণ এই ধর্ম্মের প্রসার-রোধের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। সম্রাট্ কনষ্টান্টাইনের খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পর হইতে এই ধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগ খৃষ্টীয় জগতের দর্শনের যুগ।

বর্ব্বরদিগের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে ইয়োরোপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হয়, এবং রোমান সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা এই আশঙ্কা বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছিল। বিজেতা বর্ব্বরগণ এই শক্তির নিকট মস্তক অবনত করে, এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার নৈতিক আদর্শ অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু রোমান যুগের জ্ঞানালোক অন্তর্হিত হয়। বহুদিন ইয়োরোপ ইহার ফলে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই সময়ে কতিপয় খৃষ্টান পণ্ডিত যদি প্রাচীন বিদ্যার কিয়দংশ ভবিষ্যতের জন্য সযত্নে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র গ্রীক বিদ্যাই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। খৃষ্টীয় সংঘ প্রথমে অখৃষ্টান সাহিত্যের

আলোচনার বিরোধী ছিল। তাহা সত্ত্বেও খৃষ্টীয় মঠগুলি বিদ্যাচর্চার স্থান ছিল, এবং জ্ঞানের যে ক্ষীণ আলোক ওখায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে খৃষ্টীয় দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের আলোচনায় আত্মনিবেশ করেন।

খৃষ্টীয় সংঘের লক্ষ্য ছিল বিজেতা বর্ব্বরদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে তাহাদিগের শিক্ষাবিধান করা। এই ধর্ম্ম যাজকেরাই শিক্ষা দিতেন, এবং তাঁহারা যাহা বলিতেন, সাধারণে তাহাই খৃষ্টের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিত। তাহাতে সন্দেহ-প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না, কেন-না, বাইবেল সকলের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, এবং বিভিন্ন ভাষায় তাহা তখন অনুদিতও হয় নাই। সুতরাং যাজকেরা যাহা শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রমাণ অথবা যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে কোনও আলোচনা হইত না। যাজকদিগের চিন্তাও তাঁহাদের স্বীকৃত ধর্ম্মমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তার গতি আবদ্ধ ছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মের মত বলিয়া গৃহীত মতসকলের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা গ্রীক দর্শনের ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দর্শনকে তাঁহারা প্রত্যাদেশের সহকারীতে এবং যুক্তি ও বুদ্ধিকে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভৃত্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ইয়োরোপে যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার উপাদান ছিল ত্রিবিধ: প্রথমতঃ, প্লেটো ও নব-প্লেটনিকগণের নিকট প্রাপ্ত দার্শনিক মত; দ্বিতীয়তঃ, ইহুদীদিগের নীতি-সম্বন্ধীয় মত, এবং তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত ঐতিহাসিক বিবরণ; তৃতীয়তঃ, মুক্তি-সম্বন্ধীয় মত এবং অন্যান্য কয়েকটি মত। এই সকল মতও অংশতঃ অর্ফিক্ মত এবং প্রাচ্যদেশে প্রচলিত কয়েকটি মতের নূতন সংস্করণ। এই সকল মতের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত ধর্ম্ম গ্রীক দর্শনে অমীমাংসিত সমস্যাসকলের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। গ্রীক দর্শন বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ এবং মানব ও ঈশ্বরের ভেদমূলক দ্বৈত অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্মমতে ঈশ্বরের মানবরূপ-ধারণ এবং যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সহিত মানবের মিলনদ্বারা এই দ্বৈত-সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল। খৃষ্টের মধ্যে যে সত্য মূর্ত্ত হইয়াছিল, যুক্তির সহিত তাহার সামঞ্জস্য-স্থাপনই খৃষ্টীয় দার্শনিকদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

ঈশ্বর মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতির উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূল কথা। শ্বোয়েগলারের মতে নব্য দর্শনের বিশেষত্ব যে অদ্বৈতপ্রবণতা, তাহা ইহা হইতেই উদ্ভূত। গ্রীক দর্শনে আত্মসংবিদ্ যখন বাহ্য জগৎ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া আত্মসমাহিত হইতে চেষ্টিত হইয়াছিল, তখনি প্রকৃত পক্ষে নব্য দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল। এই বাহ্যবিষয়-বিনিবৃত্ত আত্মসংবিদ্ হইতেই দে-কার্ত্তের দর্শনের আরম্ভ। বিষয়ী ও বিষয়ের যে ভেদ গ্রীক দর্শন বিদূরিত করিতে অক্ষম হইয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্ম ও নব্য দর্শন তাহার নিরসনের চেষ্টা করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রথম ভাগ নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই যুগের আরম্ভ হইলেও খৃষ্টীয় দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে

নবম শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টীয় দর্শনকে 'প্রাচীন যাজকদিগের যুগ'[১] বলে। নবম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ স্কলাষ্টিক যুগ নামে পরিচিত[২]।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যাজকদিগের যুগের সহিত দর্শনের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, দর্শনের ইতিহাসের ছাত্রের এই যুগের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সেইজন্য এই যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন যাজকদিগের যুগ

[১]

নাজারিন ও এবিয়োনাইট্ সম্প্রদায়

খৃষ্টের পরে তাঁহার ভক্ত ইহুদীগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রচারও প্রথমতঃ ইহুদীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেইণ্ট্ জেম্‌স্ এবং সেইণ্ট্ পিটার খৃষ্টের ধর্ম্মকে সংস্কৃত ইহুদীধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য করিতেন। কিন্তু সেইণ্ট্ পল ইহুদী জাতির বাহিরে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে সকল খৃষ্টানকেই মোজেসের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত, কিন্তু সেইণ্ট্ পল এই নিয়ম খৃষ্টানদিগের অবশ্য-পালনীয় নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহুদী ধর্ম্মের 'সুন্নত' এবং খাদ্যসম্বন্ধীয় বাদবিচার খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে বাধা ছিল। তাহা রহিত করিয়া পল খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের পথ সুগম করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহুদীগণ যে ঈশ্বরের 'নির্ব্বাচিত জাতি' এই মত পল অগ্রাহ্য করেন নাই। তাহা করিলে ইহুদীদিগের আত্মাভিমান আহত হইত। প্যালেষ্টাইনের খৃষ্টভক্তগণ যে উপাসকমণ্ডলী গঠন করেন, তাহাই প্রথম খৃষ্টীয় সংঘ। ইহার সভ্যগণ সকলেই ইহুদীজাতীয় ছিলেন। ইঁহাদিগকে 'নাজারিন' বলিত। এই সংঘের প্রথম ১৫ জন বিশপ সকলেই সুন্নত-সংস্কৃত ইহুদী ছিলেন। এন্টিয়ক্, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, এফিসাস্, কোরিন্থ্, এবং রোমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সকল স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়, তখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের সংঘের অনুসরণ করিতেন। কালক্রমে এই সকল সংঘে ইহুদী-খৃষ্টান অপেক্ষা অন্যান্য খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে। তখন মোজেসের নিয়ম লইয়া ইহুদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত হয়। রোমানগণ-কর্ত্তৃক জেরুজালেমের ইহুদী মন্দির ধ্বংস হইবার পরে, জেরুজালেমের নাজারিনগণ জেরুজালেম ত্যাগ করিয়া জর্ডন নদীর অপর পারে 'পেলা' নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা সেখান হইতে মাঝে মাঝে জেরুজালেমে তীর্থ করিতে যাইতেন। সম্রাট্ হ্যাড্রিয়ান সায়ন্ পর্ব্বতের উপর

---

১ Patristic period.   ২ Scholastic period.

এক নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন তথায় ইহুদীদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন, তখন পেলার নাজারিনদিগের অধিকাংশ মোজেসের নিয়ম বর্জন করিয়া এই নূতন নগরে প্রবেশাধিকার লাভ করে। যাহারা মোজেসের নিয়ম বর্জন করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহারা পেলাতে বাস করিতে থাকে, এবং ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্যালেষ্টাইনের নাজারিনগণ ইহাদিগকে এবিয়োনাইট[১] বলিত। তাহারা ইহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছিল। খৃষ্টকে স্বীকার করিত বলিয়া ইহুদীগণও তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করিত। চতুর্থ শতাব্দীর পরে আর তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

[২]

নষ্টিক্-সম্প্রদায় (Gnostics)

সেইণ্ট্ পল এবং সেইণ্ট্ জোহনের পত্রাবলীতে নষ্টিক্‌দিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই নষ্টিক্ মত উদ্ভূত হইয়াছিল। নষ্টিক্‌গণ ইহুদীদিগকে ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহারা খৃষ্টান হইলেও পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিবিবরণ গ্রহণ করে নাই। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখ ঘৃণা করিত, প্রাচীন ইহুদী-প্রধানদিগের বহুবিবাহ, ডেভিডের নারীপ্রিয়তা এবং সলোমনের বহুনারীপূর্ণ অন্তঃপুরের নিন্দা করিত। ক্যানান্ দেশ জয় করিবার সময় ইহুদীগণ তথাকার নিরীহ প্রাচীন অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া যে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারও তাহারা নিন্দা করিত। তাহারা বলিত যে, পশুবলি ও অর্থহীন অনুষ্ঠান যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এবং যে ধর্ম্মে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি উভয়ই দৈহিক, তাহা হইতে কখনও পুণ্যের প্রতি প্রীতির উদ্ভব অথবা দৈহিক রিপুর সংযম সম্ভবপর হইতে পারে না। ছয়-দিন পরিশ্রমের পরে ঈশ্বর বিশ্রাম করিলেন, এই কথা তাহারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিত। জীবন ও জ্ঞানের বৃক্ষ, নিষিদ্ধ ফল, পূর্ব্বপুরুষের পাপের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে শাস্তি প্রদান প্রভৃতি ইহুদীধর্ম্মের কথায় তাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, ইহুদী-দিগের ঈশ্বর ক্রোধপরবশ ও খামখেয়ালী, একবার রুষ্ট হইলে, তাঁহার ক্রোধের আর উপশম হয় না, তিনি পূজা পাইবার জন্য ব্যাকুল, তিনি পক্ষপাতী, একটিমাত্র জাতিকেই তিনি রক্ষা করেন, সে রক্ষণও কেবল এই পৃথিবীতে, এই পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের কোনও লক্ষণ নাই; তাঁহাকে বিশ্বের পিতা বলা যায় না। তাহারা খৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রথম এবং সর্ব্বোত্তম 'বিকিরণ' বলিয়া খৃষ্টের পূজা করিত, এবং তিনি মানব-জাতিকে বিবিধ ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং নূতন সত্য এবং পূর্ণতার আদর্শ প্রকটিত করিবার জন্য, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিত।*

নষ্টিক্ শব্দ গ্রীক Gno ধাতু (=সংস্কৃত জ্ঞা) হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ জ্ঞানী। নষ্টিক্‌গণ প্রায় সকলেই 'জেন্‌টাইল' অর্থাৎ অ-ইহুদী জাতীয় ছিল। যাহারা এই

---

১ Ebionite.

* Gibbon's *Dcline and Fale Of the Roman Empire*, Vol. 1, pp. 441-2.

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা সিরিয়া অথবা মিশরের অধিবাসী ছিল। তৎকালে সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজে নষ্টিক্‌গণই সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্, ভদ্র এবং ধনী ছিল। তাহাদের ধর্ম্মমতে খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে আরও কতকগুলি গুহ্য মত মিশ্রিত ছিল। শেষোক্ত মতগুলি বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ক্রমে নষ্টিক্-সম্প্রদায় বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহারা সকলেই Gnosis নামক এক বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞানের দাবী করিত, যাহা কেবল তাহাদের গুহ্য মতে দীক্ষিত লোকের নিকট প্রকাশিত হয়। নষ্টিক্‌দিগের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ব্যাসিলিডিয়ান্[১], ভালেন্টিনিয়ান্[২], মারকিয়নাইট্[৩] এবং ম্যানিকিয়ান্[৪] শাখা বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক শাখারই স্বকীয় বিশপ ও মন্দির ছিল। প্রত্যেক শাখারই স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল। নষ্টিক্-সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এশিয়া, মিশর এবং রোমের অনেকে তাহাদের মত অবলম্বন করে। চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে তাহাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

নষ্টিক্‌দিগের মতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টিকর্ত্তা নহেন। জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল তাঁহার অধীনস্থ এক দেবতা-কর্ত্তৃক, তাঁহার নাম ইয়াল্‌দা-বাওথ্[৫]। তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক জ্ঞানের[৬] বিদ্রোহী পুত্র। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যে যাভের (জিহোবা) কথা আছে, তিনিই এই ইয়াল্‌দা-বাওথ্। পুরাতন বাইবেলে সর্পকে পাপী বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্পের কোনও অপরাধ ছিল না। ইয়াল্‌দা-বাওথ্ ইভ্‌কে প্রতারণা করিতেছিলেন। সর্প ইভ্‌কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, ইহাই তাহার অপরাধ। ঈশ্বর বহুদিন ইয়াল্‌দা-বাওথের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশেষে মোজেসের ভ্রান্ত শিক্ষা হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করেন। নষ্টিক্‌গণ এই মতের সহিত প্লেটোর দর্শন মিশাইয়া লইয়াছিল। প্লোটিনাস্ এই মতের খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ম্যানিকিয়ান্‌গণ খৃষ্টীয় মতের সহিত জরাথুষ্ট্রীয় মতের মিশ্রণে এক নূতন ধর্ম্মমতের উদ্‌ভাবন করিয়াছিল। তাহাদের মতে অমঙ্গল[৭] জড়ের মধ্যে অবস্থিত, মঙ্গল আত্মার মধ্যে অবস্থিত। তাহাদের পক্ষে মাংসভোজন ও স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ।

নষ্টিক্‌দিগের এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিত যে, যীশু একজন মানুষমাত্র ছিলেন, তাঁহার দীক্ষাকালে ঈশ্বরের পুত্র তাঁহার দেহে অধিষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তখন ঈশ্বর-পুত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। পরে মহম্মদ এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। "আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?" ক্রুশবিদ্ধ যীশুর এই উক্তি নষ্টিক্‌গণ আপনাদের মতের প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিত। নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, জন্মের পরে জ্ঞানহীন শিশুর জীবনযাপন, অবশেষে ক্রুশে প্রাণত্যাগ ঈশ্বরের পুত্রের অনুপযুক্ত বলিয়া নষ্টিক্‌গণ মনে করিত। মহম্মদেরও ধারণা ছিল যে, পয়গম্বরদিগের মৃত্যু কখনও শোচনীয়ভাবে হইতে পারে না। নষ্টিক্‌দিগের মতে, যে যীশু মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র

---

১ Basilidians. ২ Valentinian. ৩ Marcionite. ৪ Manichaean.
৫ Ialda Baoth. ৬ Sophia. ৭ Evil.

নহেন। মহম্মদও এই মত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-পুত্রের দেহ বাস্তবিক ক্রুশবিদ্ধ হয় নাই। একটা ছায়ামূর্ত্তিকে ইহুদীগণ ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল।

আইরেনিয়াস্[১] তাঁহার 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতের খণ্ডন'[২] গ্রন্থে নষ্টিক্‌দিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এক শ্রেণীর লোক সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার স্থলে উপকথা এবং কল্পিত বংশতালিকা স্থাপন করিয়াছে। তাহাতে সন্দেহেরই উদ্ভব হয়। বিশ্বাসের মধ্যে যে ঐশ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট পদসকলের ইহারা কদর্থ করিয়াছে। বিশ্বাসের ধ্বংস করিয়া এবং জ্ঞানের ভান করিয়া ইহারা লোককে বিপথে চালিত করে, যিনি বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুশোভিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়, কিন্তু দাবী করে যে, যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের স্রষ্টা, সেই ঈশ্বর হইতে উচ্চতর কিছুর শিক্ষা তাহারা দিতেছে।" আইরেনিয়াস্ নষ্টিক্‌দিগকে মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

নষ্টিক্‌দিগের ধর্ম্মবিজ্ঞান সুসঙ্গত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রস্থানে পরিণত হয় নাই। তাহাদের সৃষ্টিবিবরণ কাল্পনিক কাহিনীমাত্র। Gnosis নামক গুহ্য ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত তাহারা ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কতকগুলি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত ; এবং ইহাদিগকে Aeons বলিত। ফিলোর মতের সহিত কোনও কোনও বিষয়ে ইহাদের মতের মিল ছিল।

ইহুদীগণ খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। খৃষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভ করিবার পরে, এই বিদ্বেষ উৎপীড়নে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিদ্বেষ ব্যতীত আর্থিক কারণও বোধ হয় এই উৎপীড়নের মূলে ছিল।

[৩]

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ

ইহুদী ধর্ম্ম দর্শনের বিশেষ ধার ধারিত না। আলেকজান্দ্রিয়ায় উক্ত ধর্ম্মের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দর্শনের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না। খৃষ্টধর্ম্মের উপর গ্রীক প্রভাবের ফলে তাহার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রবেশ লাভ করে। ম্যাথু, মার্ক ও লুক প্রণীত তিনখানা খৃষ্টচরিত্রেও[৩] বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব কিছু নাই। তাহা অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং সাধারণের বোধগম্য। কিন্তু সেইণ্ট্ জোহন্ খৃষ্টকে গ্রীক Logos-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন যাজকগণ সেইণ্ট্ জোহনের গ্রন্থকেই প্রাধান্য দিতেন। সেইণ্ট্ পলের পত্রাবলীতেও মুক্তি-সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক কথা আছে। গ্রীক সংস্কৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন এই সকল পত্রে পাওয়া যায়।

---

[১] Irenaeus. [২] Refutation of Heresy. [৩] Synoptic Gospels.

[৪]

খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান

খৃষ্টধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিরোধ ও বাদানুবাদের ফলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানের[১] সূত্রপাত হয়। নষ্টিক্‌দিগের মত খণ্ডনের জন্য আইরেনিয়াসের 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতের খণ্ডন' নামক গ্রন্থের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আইরেনিয়াসের জন্ম হয় ১১৫ খৃষ্টাব্দে। জাষ্টিন মার্টার প্রাচীন যাজকদিগের মধ্যে প্রথম ধর্ম্মবৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ১৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিপোলাইটাস্ *Philosophumena or Refutation of All Heresies* (সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিরোধী মতখণ্ডন)-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাবতীয় যুক্তির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে সুসম্বদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম্মের বিশিষ্ট মতগুলি শিক্ষা দিবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্যান্টেনিয়াস্, ক্লিমেণ্ট এবং ওরিজেন্-কর্ত্তৃক একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষালয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মবিজ্ঞান বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

[৫]

ওরিজেন্ (১৮৫—২৫৫ খৃষ্টাব্দ)

ওরিজেন্ আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্লোটিনাসের সমসাময়িক ছিলেন। প্লোটিনাসের গুরু আমোনিয়াস্ সাকাশ তাঁহারও গুরু ছিলেন। তাঁহার *De Principiis* গ্রন্থের সহিত প্লোটিনাসের মতের অনেক মিল আছে। ওরিজেনের মতে একমাত্র ঈশ্বরই সম্পূর্ণ জড়ত্ববর্জ্জিত। ঈশ্বরের তিন মূর্ত্তি—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। নক্ষত্রগণের প্রাণ আছে, বুদ্ধি আছে, আত্মাও আছে। সেই সকল আত্মা চিরকালই আছে, তাহারা সৃষ্ট বস্তু নহে। সূর্য্যও পাপপুণ্যের অধীন, তাহার পক্ষেও পাপ করা সম্ভবপর। মানবাত্মাও সৃষ্ট বস্তু নহে, তাহাদের জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব আছে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সময় যে তাহাদের সৃষ্টি হয়, তাহা নহে। অন্য স্থান হইতে আসিয়া তাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। Nous ও জীবাত্মা এক নহে—বিভিন্ন। Nous-এর যখন পতন হয়, তখন তাহা আত্মায় পরিণত হয়। আবার আত্মা যখন ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তখন Nous-এ পরিণত হয়। এক সময় আসিবে যখন সকলেই খৃষ্টের আদেশ পালন করিবে। তখন কাহারও দেহ থাকিবে না। সয়তানও পরিণামে মুক্তি পাইবে।

ওরিজেন্ খৃষ্টীয় সংঘের প্রাচীন যাজকদিগের অন্যতম হইলেও, তাঁহার সমস্ত মত খৃষ্টীয় সংঘ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। আত্মার জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব, পৃথিবীতে মানবজন্মগ্রহণের পূর্ব্বে খৃষ্টের মানবীয় প্রকৃতির অস্তিত্ব, পুনরুত্থানের পূর্ব্বে মানবাত্মার জড়দেহের ঈথার-দেহে পরিণতি, পরিণামে যাবতীয় মানুষের মুক্তিলাভ, এমন কি সয়তানের অনুচরদিগেরও মুক্তিলাভ—ওরিজেনের এই সকল মত খৃষ্টীয় সংঘ-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিল।

---

[১] Theology.

ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি ওরিজেনের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। এই সুখের প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি অস্ত্রোপচারদ্বারা আপনাকে নপুংসকে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু সংঘ-কর্তৃক তাঁহার এই কার্য্য নিন্দিত হইয়াছিল, এবং এইজন্য তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

ওরিজেনের প্রধান গ্রন্থের নাম *Against Celsus* (সেল্‌সাসের বিরুদ্ধে)। সেল্‌সাস্ নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ওরিজেনের গ্রন্থে তাঁহার যুক্তিখণ্ডনের প্রয়াস আছে। ওরিজেন্ লিখিয়াছিলেন, "গ্রীক দর্শন পাঠ করিয়া যখন বাইবেল পাঠ করা যায়, তখন বাইবেলকে সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। গ্রীক দর্শনের যুক্তিতর্ক হইতে বাইবেলের প্রমাণ অধিকতর সন্তোষজনক। বাইবেলের এই প্রমাণপ্রণালী ঐশ্বরিক, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট। বাইবেলের মধ্যে যে সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে, খৃষ্টের আবির্ভাবের দ্বারা তাহাদের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত অদ্ভুত ক্রিয়াসমূহ, এবং বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে যাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারা যে সকল ক্ষমতা লাভ করে, তাহাদ্বারা বাইবেলে অনুস্যূত ঐশ্বরিক শক্তি প্রমাণিত হয়।"

দেশের শাসনকার্য্যে খৃষ্টানদিগের নিয়োগ ওরিজেন্ অনুমোদন করিতেন না।

[৬]

খৃষ্টধর্ম্মে মতভেদ ও ক্যাথলিক-সংঘের উৎপত্তি

নষ্টিক্ খৃষ্টানদিগের মতবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টের পরবর্ত্তী তিনশত বৎসর খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডারও অন্ত ছিল না। কনষ্টান্‌টাইনের খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে সংঘের গঠনতন্ত্র সুদৃঢ় ছিল না। ধীরে ধীরে তাহা সুগঠিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু কনষ্টান্‌টাইনের দীক্ষার পর এই গঠন দ্রুততর হইয়াছিল। বিশপগণ জনসাধারণ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহারা আপনাদের এলাকায় যজমানদিগের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বিশপের এলাকায় তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও, সমস্ত বিশপদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত কোনও শক্তি ছিল না। বিশ্বাসী ভক্তগণ বিশপদিগকে যাহা দান করিত, বিশপগণ তাহা দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিতে ব্যয় করিতেন। এইজন্য দরিদ্রশ্রেণী তাঁহাদের অনুগত হইয়া পড়ে। খৃষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরে, বিশপদিগকে বিচার ও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্রমে ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ কনষ্টান্‌টাইন ভালবাসিতেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের মীমাংসার জন্য তিনি নাইসিয়া নগরে[১] সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্ম্মবেত্তাদিগের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত

---

[১] Nicea.

হয়। এই মতকে Nicean creed বলে। রোমান সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ আরও সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু বিভাগের পরে পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন। তখন এরূপ সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই।

ত্রিত্ববাদসম্বন্ধে যে গুরুতর মতভেদ উত্থিত হইয়াছিল, নাইসিয়ার ধর্ম্মসভায় তাহার আলোচনা হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মে ত্রিত্ববাদের আবির্ভাবসম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে। পণ্ডিতদিগের মতে প্লেটোর দর্শন হইতে এই মত খৃষ্টধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্লেটোর দর্শনের একটি গুহ্য রূপ ছিল। প্লেটোর দর্শন বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহা ভিন্ন আর একটি মত তাঁহার একাডেমির শিষ্যগণের মধ্যে গুপ্ত ছিল। মিশরের পুরোহিতগণের নিকট হইতে প্লেটো ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক দার্শনিক এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটোর আইডিয়া-জগৎ বহুসংখ্যক আইডিয়ার সমবায়। শ্রেয়ঃ অথবা মঙ্গল আইডিয়া-জগতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এই শ্রেয়ঃই ঈশ্বর। কিন্তু শ্রেয়ো-রূপী 'এক' হইতে কিরূপে বহু আইডিয়ার উৎপত্তি হইল, প্লেটোর দর্শনে তাহার ব্যাখ্যা নাই। আইডিয়ারূপ আদর্শ-সহযোগে কিরূপেই বা নিয়মহীন জড় উপাদান হইতে এই জগতের উদ্ভব হইল, তাহার ব্যাখ্যাও প্লেটো তাঁহার দর্শনে করেন নাই। তিনি ঈশ্বরের ত্রিবিধ স্বরূপের কল্পনা করিয়াছিলেন—আদিকারণ, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাত্মা। কারণরূপ, প্রজ্ঞারূপ এবং বিশ্বাত্মারূপ, রূপে ভিন্ন হইলেও, একই ঈশ্বরের তিন রূপ। প্লেটোর কবিমন তাহাদিগেতে স্বতন্ত্র দেবত্ব আরোপ করিলেও, তাহারা অভিন্ন। তাহাদের এই একত্ব ও ভেদ অচিন্ত্য। এক হইয়াও কিরূপে তাহারা ভিন্ন হইতে পারে, ভিন্ন হইয়াও কিরূপে এক হইতে পারে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। আদিকারণ পিতারূপে, প্রজ্ঞা তাঁহার পুত্ররূপে এবং পুত্র জগতের স্রষ্টা এবং শাসনকর্ত্তারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। ইহাই প্লেটোর গুহ্য মত। একাডেমির শিষ্যগণের মধ্যে এই মত সংগোপনে রক্ষিত হইত, এবং ইহাই পরে আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন।*

যখন আলেকজান্দ্রিয়াতে প্লেটোর দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের বহুল প্রচার হইয়াছিল, তখন অনেক ইহুদী প্লেটোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জাত্যভিমান প্লেটোর নিকট ঋণস্বীকারে বাধাস্বরূপ ছিল; তাঁহারা এই মতকে আপনাদের ধর্ম্মের মত বলিয়াই প্রচার করিতেন। খৃষ্টের জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে প্লেটোর মতসম্বলিত একখানা গ্রন্থ সলোমানের গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত ও বিনা প্রতিবাদে ইহুদী সমাজ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।† ইহুদী দার্শনিক ফিলো[১] গ্রীকদর্শনের সহিত ইহুদীধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া Logos (প্রজ্ঞা)-এর সহিত জিহোবার অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরের পুত্রের পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল হইতে প্রমাণিত

* *Vide* Gibbon's *Decline and Fall of the Roman Empire*, Vol. II, pp. 265-276.

† ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১ Philo.

হয় যে, খৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বেই এক প্রকার ত্রিত্ববাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সেণ্ট্ জন অবশেষে তাঁহার রচিত খৃষ্টচরিতে এই মত অবলম্বন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ঘোষণা করিল যে, যে Logos (প্রজ্ঞা) অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, যিনি ঈশ্বর, এবং যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই নাজারেথের যীশুর দেহে মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয় নাই। এবিওনাইট্[১]-সম্প্রদায় যীশুকে পয়গম্বরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থে ইহুদী জাতির উদ্ধারকর্ত্তা মেসিয়াসম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা-দিগকে তাহারা খৃষ্টসম্বন্ধে উক্ত বলিয়াও বিশ্বাস করিত। তিনি যে অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তাহাও তাহাদের অনেকে বিশ্বাস করিত। কিন্তু Logos-এর ঈশ্বরত্ব এবং সনাতনত্ব তাহারা স্বীকার করিত না। নষ্টিক্-সম্প্রদায়ের[২] মত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের একদল যীশুর মানবত্ব অস্বীকার করিত, এবং তাঁহার মানবদেহকে মায়াসৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া গণ্য করিত। মেরীর গর্ভে যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারা স্বীকার করিত না। তিনি জর্ডনতীরে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং ইহুদীগণ তাঁহার এই ছায়ামূর্ত্তিকেই ক্রুশে হত্যা করিয়াছিল। ইহাই নষ্টিক্গণের এক শাখার বিশ্বাস ছিল।

সেণ্ট্ জন প্লেটোর মত গ্রহণ করায় খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্লেটোর দর্শন পাঠ করিবার আগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ত্রিত্ববাদ লইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এই বিতণ্ডায় উভয় পক্ষই প্লেটোর নাম ব্যবহার করিত। টার্টিউলিয়ান্[৩] বলিয়াছিলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী একটি সামান্য মিস্ত্রীও তাহার উত্তর দিতে সক্ষম। যাঁহার স্বরূপ বড় বড় দার্শনিক অচিন্ত্য বলিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান যখন এতই সুলভ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ত্রিত্ববাদসম্বন্ধে যে বহু মতের উদ্ভব হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

খৃষ্টের মৃত্যুর অশীতি বৎসর পরে বিথীনিয়ার খৃষ্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সেই অবধি খৃষ্টীয় জগতে যীশু ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু Logos-এর সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধবিষয়ে এসিয়া ও আফ্রিকার খৃষ্টানদিগের মধ্যে মত-ভেদের ফলে প্রচুর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কনষ্টান্টাইন নাইসিয়ার ধর্ম্মসভার উপর এই বিতণ্ডার মীমাংসার ভার অর্পণ করেন।

এরিয়াস্ ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার একজন যাজক। তাঁহার মতে পিতা-কর্ত্তৃক Logos-এর সৃষ্টি হইয়াছিল। ঈশ্বরের এই পুত্র জগৎসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আদি হইতে বর্ত্তমান ছিলেন না। এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি ছিলেন না। ঈশ্বর তাঁহার এই পুত্রকে আপনার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বকীয় ভাব ও শক্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলতম দেবদূতগণের সিংহাসন এই পুত্রের

---

[১] Ebionites. [২] Gnostic. [৩] Tertullian.

বহু নিম্নে অবস্থিত ছিল। তবুও পুত্রের এই গৌরব ও জ্যোতিঃ পিতার গৌরব ও জ্যোতিঃ হইতে নিকৃষ্ট। তিনি তাঁহার পিতার ইচ্ছা অনুসারেই বিশ্ব শাসন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মতে, ঈশ্বরের সমস্ত গুণই Logos-এর আছে। তিনটি অসীম পুরুষ—তিনটিই সনাতন, চিরকাল এক সঙ্গে বর্ত্তমান, সর্ব্বাংশেই সমান—এইরূপ তিন পুরুষের সমবায়ই ঈশ্বর। এই তিন পুরুষের কেহই যে কোনও সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না, অথবা ভবিষ্যতে কোনও কালে থাকিবেন না, তাহা নহে। জগতের শৃঙ্খলার মধ্যে যে ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয়, জগতের তিনজন ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা থাকিলে তাহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার পরিহারের জন্য এই মতে বলা হয় যে, এই তিনজন পুরুষের ইচ্ছার মধ্যে কোনও বিরোধ হওয়া অসম্ভব। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে এবং অনেক ইতর জন্তুর মধ্যে ইচ্ছার ঐক্য হইতে তিনজন ঈশ্বরের ইচ্ছার ঐক্য কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে। মানুষের বৃত্তি-নিচয়ের অসম্পূর্ণতা হইতেই তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত পুণ্যের সর্ব্বশক্তিমান্ আধার যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য অসম্ভব।

তৃতীয় মত ছিল Sabellius-এর। এই মতে ত্রিমূর্ত্তি বিভিন্ন পুরুষ নহে, একই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ-মাত্র। যাহারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্যের উপর বেশী জোর দিত, তাহারা এরিয়াসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত, যাহারা উঁহাদের একত্বের উপর জোর দিত, তাহারা Sabellius-এর মতের দিকে ঝুঁকিত। উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী অতি সঙ্কীর্ণ যে ক্ষেত্র আছে, ধর্ম্মসভা তাহারই উপর খৃষ্টীয় মত প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন যে, পিতা ও পুত্র বিভিন্ন, কিন্তু সর্ব্বাংশে সমান এবং তাহারা একই উপাদানে গঠিত[১]। (৩২৫ খৃষ্টাব্দে) এরিয়াসের মত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হইল। এথানেসিয়াস[২] নাইসিয়ার স্বীকৃত ধর্ম্মমতের প্রধান সমর্থক রূপে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। মিশরদেশের তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং সমগ্র মিশর তাঁহার মতাবলম্বী ছিল। কিন্তু এশিয়া ও কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল এরিয়ান মতের সমর্থক ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপ ও মিশর নাইসিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। ৩৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমান সম্রাট্‌গণ এরিয়ান মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ৩৭৯ অব্দে সম্রাট্ থিওডোসিয়াস্ এথানেসীয় মত সমর্থন করেন, এবং সমগ্র পশ্চিম সাম্রাজ্যে এই মতই গৃহীত হয়। এথানসীয় মতই ক্যাথলিক ধর্ম্মের মত। কিন্তু গথ্ ও-ভ্যাণ্ডালগণ-কর্তৃক পশ্চিম সাম্রাজ্য বিজিত হইবার পরে, এরিয়ান মত আবার প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় একশত বৎসর এই মতের প্রাধান্য ছিল। পরে ক্যাথলিক মত পুনরায় জয়যুক্ত হয়।

[৭]

সেইন্ট্ আমব্রোজ

আম্‌ব্রোজ, জিরোম, ও অগাষ্টিন্ সমসাময়িক ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সংঘ প্রধানতঃ তাঁহারাই সংগঠিত করিয়াছিলেন।

---

১ Homoousion.

২ Athanasius.

আম্‌ব্রোজ মিলানের বিশপ ছিলেন। মিলান তখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। ৩৪০ খৃষ্টাব্দে আম্‌ব্রোজের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি রোমে প্রেরিত হন, এবং তথায় গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে শিক্ষা লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইহার চারি বৎসর পরে তিনি রাজকার্য্য ত্যাগ করেন, এবং মিলানের বিশপ নির্ব্বাচিত হন। স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সংঘের সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

আম্‌ব্রোজ বিশপের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়, যাঁহারা মিলানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপদার্থ ছিলেন। রাজশক্তি তখন ছিল দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। কোনও স্থায়ী কর্ম্মনীতি তাঁহার ছিল না। কিন্তু সংঘ ছিল কর্ম্মিষ্ঠ ও স্বার্থ-ত্যাগী বিশপদিগের অধীন। সংঘের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। আম্‌ব্রোজ সম্রাটের সঙ্গে সমান মর্য্যাদার দাবী করিতেন, এবং তাঁহার সহিত সমান মর্য্যাদার অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। সম্রাট্‌দিগের সহিত তাঁহার একাধিকবার কলহও হইয়াছিল; কখনও তিনি স্বকীয় বিচারবুদ্ধি বর্জন করিয়া রাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্যালেন্‌টাইন্‌ যখন মিলানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা জাষ্টিনার হস্তে রাজ্যের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। জাষ্টিনা ছিলেন এরিয়ান মতাবলম্বী। এইজন্য আম্‌ব্রোজের সহিত প্রায়ই তাঁহার বিরোধ ঘটিত: মিলানের একটি গীর্জা এরিয়ানদিগকে অর্পণ করিবার জন্য একবার তিনি আদেশ করেন। অনেকে এই আদেশের প্রতিবাদ করে এবং আম্‌ব্রোজ তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া রাজমাতা গীর্জাটি অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু সৈন্যগণ বলপ্রয়োগ করিতে অস্বীকৃত হয়। সম্রাট্‌ থিওডোসিয়াসের সময় পূর্ব্বাঞ্চলে এক বিশপের উত্তেজনায় একটি ইহুদী গীর্জা ভস্মীভূত হয়। দোষীদিগের শাস্তিবিধানের জন্য এবং অপরাধী বিশপকে গীর্জা পুনর্নির্ম্মাণের জন্য সম্রাট্‌ আদেশ প্রদান করেন। খৃষ্টানের অর্থে ইহুদী গীর্জা নির্ম্মিত হইবে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া আম্‌ব্রোজ সম্রাটের আদেশের প্রতিবাদ করেন। ৩৯০ খৃষ্টাব্দে থেসালোনিয়ায় একটি জনতা-কর্ত্তৃক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া সম্রাট্‌ প্রতিহিংসা-বশে যে আদেশ প্রদান করেন, তাহার ফলে সাত সহস্র নগরবাসী নৃশংসভাবে নিহত হয়। ইহার প্রতিবাদে আম্‌ব্রোজ সম্রাট্‌কে যে পত্র লিখেন, তাহার ফলে অনুতপ্ত সম্রাট্‌ রাজপরিচ্ছদ বর্জন করিয়া মিলানের ক্যাথিড্রালে সকলের সমক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিয়া আম্‌ব্রোজ একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অন্য এক গ্রন্থে তিনি বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজনীতি-জ্ঞান এবং চরিত্রের দৃঢ়তাদ্বারা আম্‌ব্রোজ সংঘের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

[৮]

সেইন্ট্ জিরোম্

জিরোম্ হিব্রু বাইবেলের লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদের নাম *Vulgate*। ইহার পূর্ব্বে ৭০ জন পণ্ডিত-কর্ত্তৃক হিব্রু বাইবেল গ্রীকভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সেই অনুবাদের সহিত মূল হিব্রু গ্রন্থের অনেক স্থলে মিল ছিল না। ইহুদী পণ্ডিতগণের সাহায্যে জিরোম্ লাটিন অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

৩৪৫ খৃষ্টাব্দে জিরোম্ এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬৩ অব্দে তিনি রোমে গমন করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে তিনি ফ্রান্স দেশে কিছুদিন ভ্রমণ করিবার পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পাঁচ বৎসর সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে নির্জন জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। এই সময় পাপের জন্য অনুতাপে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সময় সময় উপাসনায় তিনি বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন। পরে রোমে গমন করিয়া পোপের উৎসাহে বাইবেলের অনুবাদ করেন, কিন্তু পরবর্ত্তী পোপের সহিত কলহ করিয়া তিনি খৃষ্টের জন্মস্থান বেথেলহামে গমন করেন। তাঁহার এক শিষ্যাকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসিনী খৃষ্টের পত্নী। সলোমানের গানে এই বিবাহের কথা আছে।" এই শিষ্যার সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার কন্যা সৈনিকের পত্নী না হইয়া যে রাজার (খৃষ্টের) পত্নী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে, তাহার জন্য তুমি কি তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছ?...তুমি এখন ঈশ্বরের শ্বশ্রূ।" জিরোমের জীবিতকালেই বর্ব্বরদিগের আক্রমণে রোমসাম্রাজ্যের পতন হয়।

[৯]

সেইন্ট্ অগাষ্টিন্

৩৫৪ খৃষ্টাব্দে সেইন্ট্ অগাষ্টিন্ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার *Confessions* গ্রন্থে তাঁহার জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কার্থেজ নগরে গমন করেন, এবং অলঙ্কারশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি মানীকীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে থাকেন। কিছুদিন রোমে বাস করিবার পরে, তিনি এক শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া মিলান নগরে গমন করেন। মিলানে আম্ব্রোজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; এবং তিনি তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অগাষ্টিনের মাতা খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ও আম্ব্রোজের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্থেজের সন্নিকটস্থ হিপোর বিশপ নিযুক্ত হন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কার্থেজে বাসকালে অগাষ্টিন্ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এক উপপত্নীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহার জন্য তিনি *Confessions*-এ বহু অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। আদিম খৃষ্টানদিগের পাপবোধ কত তীব্র ছিল অগাষ্টিনের গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্যকালে সঙ্গীদিগের সহিত এক প্রতিবাসীর গাছ হইতে নাসপাতি চুরি করিবার জন্য অগাষ্টিন্ তাঁহার গ্রন্থে সাত অধ্যায়ব্যাপী অনুতাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে প্লেটোপন্থীদিগের রচিত কয়েকখানা গ্রন্থ অগাষ্টিনের হস্তগত হয়। "আদিতে বাক্ ছিল, বাক্ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে ; বাক্ই ঈশ্বর ; তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন ;"—এই সকল কথা অগাষ্টিন্ ঐ সকল গ্রন্থে পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্লেটোপন্থীদিগের গ্রন্থে তিনি ত্রিত্ববাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবতারবাদ প্রাপ্ত হন নাই।

অগাষ্টিনের দার্শনিক মত খৃষ্টধর্ম্ম-তত্ত্বানুযায়ী। তাঁহার *Confessions*-এ তিনি 'কাল'সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাইবেলে জগৎসৃষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক যদি সৃষ্টি হইয়া থাকে, পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, শূন্যের মধ্যে ঈশ্বর যদি জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, যে সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বাইবেলে উল্লিখিত আছে, তাহার বহু পূর্ব্বে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন না কেন? অগাষ্টিন্ এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টির কথা গ্রীক দর্শনের অজ্ঞাত। প্লেটো ও আরিষ্টটল্ উভয়েই রূপহীন আদিম জড় উপাদানের কথা বলিয়াছিলেন। ঐ উপাদান পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, ঈশ্বর তাহা সৃষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর কেবল তাহাতে রূপের সংযোগবিধান করিয়াছিলেন। প্লেটো ও আরিষ্টটলের ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নহেন ; 'কারিকর' মাত্র। তাঁহাদের মতে জগতের মূল বস্তু, তাহার উপাদান, সনাতন। অগাষ্টিন্ বাইবেলের মতই সমর্থন করিয়া জগতের উপাদান ও রূপ উভয়ই ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়াছেন। জগতের সৃষ্টি পূর্ব্বে কেন হয় নাই, ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কালেরই অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং এই প্রশ্ন অর্থহীন। জগতের সৃষ্টির সঙ্গেই কালের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর সনাতন, ইহার অর্থ তিনি কালের অতীত। তাঁহার নিকট পূর্ব্ব ও পর নাই, অতীত ও ভবিষ্যৎ নাই, সকলই বর্ত্তমান—শাশ্বত বর্ত্তমান। তাঁহার সনাতনত্ব কাল-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত। সমগ্র কাল তাঁহার সম্মুখে এক সঙ্গে বর্ত্তমান। তিনি যে কালসৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, একথাও বলা যায় না ; কেন-না, ইহা বলিলে তাঁহাকে কালে অবস্থিত বলা হয়। কালস্রোতের বাহিরে তিনি বর্ত্তমান। ইহা বলিয়া অগাষ্টিন্ কালের স্বরূপসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কাল কি?" কেহ যদি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে, তাহা হইলে ইহার উত্তর আমি জানি ; কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে আমি জানি না। বস্তুতঃ অতীত এবং ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নাই, কেবলমাত্র বর্ত্তমানেরই অস্তিত্ব আছে। বর্ত্তমান কালের একটি কণামাত্র। কাল যখন চলিতে থাকে, তখনি তাহার পরিমাপ করা সম্ভবপর হয়। তবুও অতীত ও ভবিষ্যতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না। এই বিরোধের সমন্বয় কোথায়? অগাষ্টিন্ বলেন, অতীত ও ভবিষ্যৎকে কেবল বর্ত্তমানরূপেই চিন্তা করা যায়। অতীতকে স্মৃতির সহিত এবং ভবিষ্যৎকে আমরা

যাহা আশা করি, তাহার সহিত অভিন্ন মনে করিতে হয়। স্মৃতি ও আশা উভয়ই বর্ত্তমানের ব্যাপার। কাল তিনটি, (১) অতীতের বর্ত্তমান, (২) বর্ত্তমানের বর্ত্তমান, এবং (৩) ভবিষ্যতের বর্ত্তমান। স্মৃতিই 'অতীতের বর্ত্তমান'। বর্ত্তমানের বর্ত্তমান হইতেছে দর্শনক্রিয়া, এবং 'ভবিষ্যতের বর্ত্তমান' হইতেছে আশা। এই ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে, তাহা অগাষ্টিন্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

অগাষ্টিনের মতে কালের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, মানুষের মনেই তাহার উৎপত্তি। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে কালের অস্তিত্ব ছিল না, বলিতে হইবে। রাসেল বলিয়াছেন, কালসম্বন্ধে পরে ক্যাণ্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই স্পষ্টতর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রীক দর্শনে ইহার অনুরূপ কিছুই নাই। রাসেল এই মত গ্রহণ না করিলেও, ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, অগাষ্টিনের দর্শনে দেকার্ত্তের দর্শনের ইঙ্গিত আছে। তাঁহার Soliloquy-তে (স্বগত চিন্তা) আছে "প্র:—তুমি জানিতে চাও। কিন্তু তুমি যে আছ, তাহা তুমি জান? উ:—আমি তাহা জানি। প্র:—কোথা হইতে তুমি আসিয়াছ? উ:—জানি না। প্র:—তুমি আপনাকে এক অথবা বহু বলিয়া অনুভব কর? উ:—জানি না। প্র:—তোমাকে কেহ চালাইতেছে বলিয়া অনুভব কর? উ:—জানি না। প্র:—তুমি যে চিন্তা কর, তাহা জান? উ:—জানি।" "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি" ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ।

জ্ঞানের সমস্যাসম্বন্ধে অগাষ্টিন্ আলোচনা করিয়াছেন। মানবমন যে নিশ্চিত সত্যলাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার নিজের অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যদি আমি প্রতারিতও হই, তথাপি আমি আছি।" ইহা দেকার্ত্তের বিখ্যাত উক্তির পূর্ব্বাভাস। যে সকল সত্য স্বতঃসিদ্ধ ও অ-বশ্য, তাহাদের দ্বারা মানবমন পরিচালিত। ৭+৩=১০, এই সত্য বর্ত্তমানে বিশ্লেষণমূলক[১] বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু অগাষ্টিনের মতে এতাদৃশ সত্য মানবমন-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহারা কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল অনপেক্ষ সত্যের দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? অগাষ্টিন্ বলেন, এই সকল সত্যের মূল যাবতীয় সত্যের ভিত্তিভূমি ঈশ্বরের মধ্যে প্রোথিত, এবং তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পরবর্ত্তীকালে লাইবনিট্জ ও আরও কেহ কেহ এই যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। পরিবর্ত্তনশীল ও ভ্রান্তিপ্রবণ মানব-মন কিরূপে এই সকল সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে, ইহার উত্তরে অগাষ্টিন্ বলিয়াছেন যে, এক প্রকার ঐশ্বরিক আলোক[২] দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। তাহার ফলে মানুষ এই সকল সত্যসম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়। প্রত্যেক মানুষই এই আলোক প্রাপ্ত হয়। এই ঐশ আলোকের সাহায্যেই আমরা সনাতন প্রত্যয় ও সত্য-মিথ্যা, মঙ্গল-অমঙ্গল প্রভৃতির কষ্টির সাক্ষাৎকার লাভ করি। এই সকল প্রত্যয় ঈশ্বরের মনের মধ্যে

[১] Analytic.

[২] Divine Illumination.

অবস্থিত। এই সকল প্রত্যয় অনুসারেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। অগাষ্টিনের ঐশ আলোকবাদ ও প্লেটোর স্মরণবাদ (Recollection) কার্য্যতঃ অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, যদিও অগাষ্টিন্ জন্মান্তর স্বীকার করেন নাই।

ঐশ্বরিক প্রত্যয় ও ঐশ্বরিক আলোক—এই দুই মত মধ্যযুগের দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে William of Ockham ঐশ্বরিক প্রত্যয়-বাদ বর্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মত Duns Scotus (Franciscan philosopher) বর্জন করিয়াছিলেন।*

অগাষ্টিন্ প্লেটোর সামান্যবাদের সহিত চতুর্থ মঙ্গলসমাচারে সেণ্ট্ জন বাক্-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছিলেন। তিনি প্লেটোর বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য-জগৎ এবং বাক্ অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্যগণ বাকের মধ্যে অবস্থিত। কোনও সূত্রধর কোনও দ্রব্যনির্ম্মাণের পূর্ব্বে সেই দ্রব্যের রূপ যেমন সূত্রধরের মনের মধ্যে থাকে, তেমনি যাহা কিছু ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যে চিন্তা রূপে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহা বাকের মধ্যগত প্রত্যয়সকলের রূপায়ণপ্রচেষ্টা-মাত্র, এবং বাক্ই সমস্ত বস্তুর বাস্তবতার উৎস। বাক্ই যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত। তাহাদের সৌন্দর্য্য বাকের সৌন্দর্য্যের একটা অংশমাত্র। তাহাদের মহত্ত্বে বাকের ক্ষমতার প্রকাশ, এবং তাহাদের বৈচিত্র্য বাকের অসীমত্বের প্রতীক। সৃষ্ট জগৎ বাকের অসীমত্ব এবং মানুষের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে সংযোগকারী সেতু। বাক্ সমস্ত জ্ঞানের উৎস, জগতের প্রত্যেক মানুষের মন তাহাদ্বারা আলোকিত। সত্য, মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচারে আমরা বাকের অন্তর্গত প্রত্যয়দিগকে সত্য, মিথ্যা, সুন্দর, অসুন্দর এবং মঙ্গলামঙ্গলের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করি। এক অজ্ঞাত উপায়ে এই সকল প্রত্যয় আমাদের মনে সংক্রামিত হয়। এই সমস্ত প্রত্যয় সুনীতির উৎস। যে আলোদ্বারা আমাদের মন উদ্ভাসিত হয়, তাহাদ্বারাই মঙ্গলের আদর্শ আমাদের মনে প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের আদর্শ, যাহাদ্বারা আমরা আমাদের কর্ম্মের দোষ-গুণ বিচার করি, তাহা বাক্ হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক আমাদের অন্তরস্থিত ঈশ্বরের বাণী। সেই বাণী শুনিতে হইলে শুনিবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন। এই বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য খৃষ্ট সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংঘের প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য মানুষের মন এমনভাবে প্রস্তুত করা, যাহাতে তাহারা অন্তরস্থ ঐশ্বরিক আলোকের সাহায্যে আপনারা দেখিয়া বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপনের উপায় নির্ব্বাচন করিতে পারে। মত-বিশেষ প্রচার করা প্রচারক-দিগের উদ্দেশ্য নহে। প্রচারকগণকেও বাক্ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিতে হয়। যাজক ও যজমান উভয়ে সহপাঠী, পার্থক্য এই যে, যাজক যজমান অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ।

অগাষ্টিনের *City of God* (ঈশ্বরের নগর) একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৪১০ খৃষ্টাব্দে গথগণ[১]-কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠিত হইবার পরে প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিত যে, প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য জুপিটার এই শাস্তি বিধান করিয়াছেন।

---

* Medieval Philosophy, by F. C. Copleston p. 19-20.

১ Goths.

অগাষ্টিন্ এই গ্রন্থে এই অভিযোগের উত্তর দিয়াছেন। রোমানদিগের খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বেও রোম যে সকল দুর্গতি ভোগ করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? যাহারা প্রাচীন ধর্ম্ম-বর্জ্জনকেই রোমের দুর্গতির কারণ বলিয়া মনে করে, তাহাদের অনেকে খৃষ্টীয় মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গথগণ খৃষ্টান ছিল বলিয়া খৃষ্টান মন্দির আক্রমণ করে নাই, কিন্তু ট্রয়ের লুণ্ঠনসময়ে জুনোর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও ট্রয়বাসিগণ রক্ষা পায় নাই। রোমান-গণও বিজিত নগরের মন্দির লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। গথগণ অত নিষ্ঠুরতার কাজ করে নাই। যে সকল খৃষ্টানের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অভিযোগেরও কোনও কারণ নাই। যে সকল গথ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা শাস্তিভোগ করিবে। পৃথিবীতেই সকল পাপীর শাস্তি হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, শেষ বিচারের আবশ্যক হইত না। ধার্ম্মিক খৃষ্টানগণ যে অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উপকার হইবে। পার্থিব সম্পদের নাশে প্রকৃত ক্ষতি কিছুই হয় না। খৃষ্টানদের দেহ যদি সমাধিস্থ না হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? হিংস্র পশু তাহাদের দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও, সেই সকল দেহের পুনরুত্থানের কোনও বাধা নাই। সাধ্বী কুমারীগণ ধর্ষিত হইয়াছিল। বিনা অপরাধে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অপরের কামুকতা-দ্বারা কেহ কলুষিত হয় না। সতীত্ব মনের ধর্ম্ম।- বলাৎকার-দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয় না। পাপ করিবার ইচ্ছাতেই সতীত্বের নাশ হয়, কার্য্যতঃ পাপ অনুষ্ঠিত না হইলেও হয়। ঈশ্বর কুমারীদিগের ধর্ষণে বাধাদান করেন নাই, তাহার কারণ কুমারীগণের সতীত্বের গর্ব্ব ছিল! সতীত্ব-রক্ষার জন্য আত্মহত্যা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ষিতা নারী ধর্ষণকালে যদি সুখপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে, তাহার পাপ হয় না।

অগাষ্টিন্ প্রাচীন দেবতাগণের দুষ্ট চরিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল দেবতার উপাসনা অপেক্ষা সিপিওর মত ধার্ম্মিক মানবের উপাসনা করা ভাল। প্রাচীন দেবতাগণ মিথ্যা কল্পনামাত্র নহে। তাহাদের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু তাহারা দেবতা নহে—দুষ্ট দৈত্য।

ফলিত জ্যোতিষ মিথ্যা। যমজ সন্তানগণ এক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলেও, তাহাদের বিভিন্ন ভাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টোয়িকদিগের অদৃষ্টবাদ ভ্রান্ত, কেন-না, স্বর্গদূত ও মানব, উভয়েরই স্বাধীন ইচ্ছা আছে। আমরা যে পাপ করি, ঈশ্বর তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন। ইহা হইতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাকে আমাদের পাপের কারণ বলা যায় না।

এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা মনে করা ভুল। ধার্ম্মিক খৃষ্টান সম্রাট্‌গণ সকলেই সৌভাগ্যপ্রাপ্ত না হইলেও, সুখী ছিলেন। কন্‌ষ্টাণ্টাইন্ ও থিওডো-সিয়াস্ সৌভাগ্যবান্ ছিলেন, সুখীও ছিলেন।

পৃথিবীতে পার্থিব নগর ও স্বর্গীয় নগর পরস্পর মিশ্রিত হইয়া আছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত[১] এবং পাপিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। কাহারা পূর্ব্বনির্ব্বাচিত, এ পৃথিবীতে যতদিন আমরা আছি, ততদিন তাহা জানিতে পারি না।

---

১ Predestinate.

প্লেটোকে অগাষ্টিন্ সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, থালিস্, আনক্সীমীন্, এপিকিউরাস্ ও ষ্টোয়িকগণ সকলেই জড়বাদী। কিন্তু প্লেটো জড়বাদী ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর দেহধারী কোন বস্তু নহেন, কিন্তু সমস্ত বস্তুই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও তিনি জানিতেন। তর্ক ও নীতিশাস্ত্রে প্লেটোপন্থীদিগের সমতুল্য কেহ নাই। প্লেটোর মতের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যেরূপ মিল আছে, অন্য কোন মতের সহিত তাহা নাই।

অগাষ্টিন্ প্লেটোর দর্শন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, অন্য কেহই সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে আরিষ্টটল্ প্লেটো অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ষ্টোয়িকগণ সকল চিত্তাবেগই নিন্দনীয় বলিয়াছিলেন। অগাষ্টিন্ অনেক চিত্তাবেগকে ধর্ম্মের উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ক্রোধ অথবা অনুকম্পার কারণ না জানিয়া তাহার নিন্দা করা যায় না।

অগাষ্টিনের মতে ঈশ্বরসম্বন্ধে প্লেটোপন্থিগণ যাহা বলেন, তাহা সত্য, কিন্তু দেবতাগণসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা। খৃষ্টের মাধ্যমে ভিন্ন ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় না। যুক্তির সাহায্যে কোন কোনও বিষয় বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের জন্য বাইবেলের উপর নির্ভর করিতে হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে দেশ ও কালের স্বরূপ কি ছিল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাল ছিল না, এবং জগতের বাহিরে কোনও স্থানেই কাল নাই।

নরক ও সয়তান উভয়ই সনাতন, কিন্তু আশীষপ্রাপ্ত[১] নহে। দৈত্যদিগের পাপের কথা ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, কিন্তু বিশ্বের উন্নতিবিধানের জন্য তাহাদের আবশ্যকতার কথাও জানিতেন।

ওরিজেন্ বলিয়াছিলেন, জীবাত্মাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাহাদিগকে দেহ দেওয়া হইয়াছিল, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে পাপী আত্মাদিগকে নিকৃষ্ট দেহ দেওয়া হইত। সর্ব্বাপেক্ষা পাপী দৈত্যগণেরও দেহ বায়বীয়, আমাদের দেহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পৃথিবীর বয়স ছয় সহস্র বৎসরের কম। ইতিহাস চক্রের মত আবর্ত্তনশীল নহে। আদম ও ইভ যদি পাপ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যু হইত না। তাঁহারা পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের বংশীয় সকলকেই মরিতে হইবে। আদমের পাপের ফলে সকল মানুষেরই অনন্ত নরকভোগ হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় অনেকে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই শাস্তি ন্যায়সঙ্গত। কেন-না, যে মানুষ দেহসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিত, আদমের পাপের ফলে সে মনে মনে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেহের পুনরুত্থানের পরে যাহারা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের দেহ অনন্তকাল ধরিয়া পুড়িতে থাকিবে, কিন্তু কখনও ভস্ম হইয়া যাইবে না।

অগাষ্টিনের সময় পেলাগিয়াস নামে এক ওয়েল্স্‌দেশীয় যাজক মানবের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া 'আদিম পাপবাদ'[২]-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং

---

১ Blessed.

২ Original Sin.

বলিয়াছিলেন যে, মানুষ যখন ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে, তখন তাহার স্বকীয় নৈতিক চেষ্টাই সেই কর্ম্মের কারণ। যদি মানুষ ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে, এবং ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে ধর্ম্মের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, এবং স্বর্গে গমন করে। পেলাগিয়াসের এই মত প্রকাশের ফলে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। অগাষ্টিন্ এই মত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'পতনের' পূর্ব্বে আদমের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। তখন আদম পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইভের সহিত আপেল খাইয়াছিলেন বলিয়া, পাপ তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করে। সেই পাপ তাঁহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে স্বকীয় শক্তিবলে তাহাদিগের কাহারও পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরের দয়াবলেই মানুষ ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয়। আদমের পাপ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া, আমাদের সকলের পক্ষেই অনন্ত নরকভোগ ন্যায়সঙ্গত। দীক্ষিত[১] হইবার পূর্ব্বে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদিগকেও, এমন কি শিশুদিগকেও নরকে যাইতে হইবে, এবং অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমরা সকলেই পাপী, সুতরাং কাহারও অভিযোগ করিবার কারণ নাই। যাঁহারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা পুণ্যবান্ বলিয়া যে স্বর্গে গমন করেন, তাহা নহে। আমরা সকলেই সম্পূর্ণভাবে পাপী। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলেই আমরা পাপবিমুক্ত হইতে পারি। কিন্তু স্বর্গের জন্য যাহারা নির্ব্বাচিত, তাহারাই কেবল এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা নির্ব্বাচিত হয়, তাহারা কেন নির্ব্বাচিত হয়, এবং অন্য সকলে কেন নির্ব্বাচিত হয় না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। উদ্দেশ্যবিহীন এই নির্ব্বাচন। নরকভোগের ব্যবস্থাদ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, এবং মুক্তি-দ্বারা তাঁহার করুণা প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত মত অগাষ্টিনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের[২] পরে ক্যাথলিক সংঘ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই ভীষণ মতসংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের অগাষ্টিন্ মীমাংসা করিতে সক্ষম হন নাই। পাপ দেহের নহে, আত্মার। আদিম পাপ যদি আদম হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তানের আত্মাও পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিতে হয়। কিন্তু বাইবেলে এ সম্বন্ধে কিছুই নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনায় লাভ নাই। ৪৩০ অব্দে অগাষ্টিনের মৃত্যু হয়।

অগাষ্টিনের মতের যে বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে তদানীন্তন খৃষ্টীয় দর্শনের স্বরূপ অনেকটা বোধগম্য হইবে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে অগাষ্টিন্ পর্য্যন্ত যুগ ইতিহাসে প্রাচীন যাজকদিগের যুগ[৩] বলিয়া পরিচিত। অগাষ্টিন্ হইতে রেণেসাঁ পর্য্যন্ত, পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, যুগ মধ্যযুগ নামে কথিত হয়। শেষোক্ত যুগের দর্শনকে স্কলাষ্টিক দর্শনও বলে।

---

১ Baptized.
২ Reformation.
৩ Patristic Period.

খৃষ্টের মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব

পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ব্বরদিগের আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। ৪৩০ খৃষ্টাব্দে অগাষ্টিনের মৃত্যুর পরে দার্শনিক আলোচনা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এই শতাব্দীতে এংলো স্যাক্সনগণ ইংলণ্ড অধিকার করে, ফ্রাঙ্কগণ গল্ দেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করে, ভ্যাণ্ডালগণ স্পেন আক্রমণ করে, আইরিশগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রদেশে নানা জার্ম্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের শান্তি ও সভ্যতা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। বড় বড় রাজপথ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; ডাকপ্রথার বিলোপ হয়; বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াত সঙ্কুচিত হয়; কেন্দ্রীয় শাসন বিলুপ্ত হয়, এবং রোমক সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

রাষ্টীয় কেন্দ্রশক্তির ধ্বংস হইলেও যাজকদিগের চেষ্টার ফলে সংঘে কেন্দ্রীয় শাসন অব্যাহত থাকে। ৪১০ খৃষ্টাব্দে গথদিগের রাজা এলারিক রোম লুণ্ঠন করিয়া পর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪৫১ অব্দে রোমানগণ গথদিগের সহিত মিলিত হইয়া হূনদিগকে পরাভূত করে। পরাভূত হইয়া হূন-রাজ এটিলা ইটালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। তখন পোপ লিও তাহাকে বলিয়া পাঠান রোমের অনিষ্ট করিলে এলারিকের মত তাহাকেও ঈশ্বরের রোষে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। এটিলা নিরস্ত হয়, কিন্তু তাহাতেও মৃত্যু এড়াইতে পারে নাই, পর বৎসর তাহার মৃত্যু হয়।

এই সমস্ত গোলযোগের সময় যাজকদিগের মধ্যে খৃষ্টের মানবত্ব এবং দেবত্ব লইয়া বিবাদ উদ্ভূত হয়। এই সময়ে সেইণ্ট্ সিরীল্ আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ছিলেন, এবং নেষ্টোরিয়াস্ ছিলেন কনষ্টাণ্টিনোপলের বিশপ। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, খৃষ্টের দেবত্ব ও তাঁহার মানবত্বের মধ্যে সম্বন্ধ কি? খৃষ্টের মধ্যে কি একটি মানবীয় ও একটি ঐশ্বরিক পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল? অথবা খৃষ্ট কেবল মানব অথবা কেবল ঈশ্বর ছিলেন, অথবা তাঁহার মধ্যে একই পুরুষে দৈবী এবং মানবীয় দুই প্রকৃতি ছিল। নেষ্টোরিয়াসের মতে খৃষ্টের মধ্যে দুইটি পুরুষের অস্তিত্ব ছিল; সিরীলের মতে একই পুরুষের দৈবী ও মানুষী প্রকৃতি ছিল। সিরীল্ অতিশয় ধর্ম্মান্ধ ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় হাইপেসিয়া নামে এক বিদুষী মহিলা নব-প্লেটনিক দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। গণিতের গবেষণায় তিনি নিপুণ ছিলেন। একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার জনতা তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উলঙ্গ করিয়া গীর্জায় লইয়া গিয়াছিল। সেখানে গীর্জার রীডার পিটার নামক এক ব্যক্তি কয়েকজন ধর্ম্মান্ধ লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিন্তু এই ব্যাপারে যে সিরীলের হাত ছিল না, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পরে আলেকজান্দ্রিয়াতে আর কোন দার্শনিক আলোচনা হয় নাই।

নেষ্টোরিয়াসের অনুগামিগণ যীশুর মাতা মেরীকে 'ঈশ্বরের মাতা' বলিত না। তাহারা বলিত, যীশুর মধ্যে যে মানব-পুরুষ ছিল, মেরী মাত্র তাহারই মাতা। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এফিসাসে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় নেষ্টোরিয়াস্দের

অনেককে প্রবেশ করিতে না দিবার ফলে সিরীলের পক্ষে অধিক-সংখ্যক ভোট হয়, এবং নেষ্টোরিয়াস্ ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু নেষ্টোরিয়ানগণ এই মীমাংসা মানিয়া না লওয়ায় বহুদিন বিবাদ চলিতে থাকে।

[১০]

বিথীয়াস্ ও জাষ্টিনিয়ান

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসে বিথীয়াস্, জাষ্টিনিয়ান, বেনেডিক্ট্ ও পোপ গ্রেগরীর নাম উল্লেখযোগ্য। বিথীয়াস্ ছিলেন ইটালী-রাজ থিওডোরিকের মন্ত্রী। রাজ-রোষে পতিত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তিনি *Consolation of Philosophy*-নামক গ্রন্থ কারাগারে রচনা করেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার-মুক্ত ছিলেন। মধ্যযুগে লোকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিত। তাঁহার *Consolation of Philosophy* প্লেটোর দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা প্লেটোর দর্শনের প্রভাব ইহাতে অধিক ছিল। অন্য কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচিত কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এইসকল গ্রন্থে বিবৃত মতের জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছিল। *Consolation of Philosophy* গ্রন্থে সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্‌কে সত্য দার্শনিক বলা হইয়াছে, এবং ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় এবং অন্যান্য দার্শনিকদিগের দার্শনিক নামে কোনও অধিকার নাই বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বিথীয়াসের মতে সুখ[১] জীবনের লক্ষ্য নহে, আনন্দই[২] লক্ষ্য। অপূর্ণতা পূর্ণতার অভাবমাত্র। ইহা হইতে পূর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার পরে বিথীয়াস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বেশ্বরবাদ। "ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে লোকে ঈশ্বর হইয়া যায়। ঈশ্বর একমাত্র, কিন্তু অনেকে তাঁহার সাযুজ্যলাভ করিলে বহু ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরের পক্ষে পাপ করা অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর সকলই করিতে সমর্থ। সুতরাং পাপ বলিয়া কিছুই নাই।"

৫২৬ খৃষ্টাব্দে জাষ্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৫৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জাষ্টিনিয়ানের প্রধান কীর্ত্তি রোমে প্রচলিত আইনসকলের এক সংহিতা প্রণয়ন। এই কার্য্যদ্বারা তিনি আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এথেন্সের চতুষ্পাঠীগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া অপযশও যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন। এইসকল চতুষ্পাঠীতে প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত, ইহাই তাহাদের অপরাধ। কনষ্টান্টিনোপলের সেইণ্ট্ সোফিয়া মন্দির জাষ্টিনিয়ান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

---

১ Pleasure.

২ Happiness.

[১১]

সন্ন্যাসপ্রথা ও মঠের আবির্ভাব

সন্ন্যাসপ্রথার আবির্ভাবের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষে বুদ্ধের পূর্ব্বেও যে ইহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনও সাংসারিক ভোগসুখে বিতৃষ্ণ অনেক নরনারী জীবনের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের উদ্দেশে সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতেন। বুদ্ধ নিজে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সমর্থন করেন নাই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার অনেক শিষ্য সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে ভারতে অনেক মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মঠে শত শত সন্ন্যাসী নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এই প্রথার অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্ড্রিয়ায় এবং জুডিয়ায় ইহুদীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'এসিন্'-নামক এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তখন বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রথা বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ছিল না। চতুর্দ্দিকেই ছিল বিপদ্; সেই বিপদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই ভয়ে ভয়ে দুঃখকষ্টে জীবনযাপন করিতে হইত। জীবনে বীতরাগ হইয়া সেইজন্য অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া মুক্তির সাধনায় নির্জ্জনে কৃচ্ছ্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন।

যীশুখৃষ্ট লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাস করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনিও সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। যে যোহন[১] যীশুকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে ছিল উষ্ট্রলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র এবং খাদ্য ছিল কেবল মধু ও পতঙ্গ। সুতরাং তিনিও যে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাংসারিক ভোগসুখের অসারতা প্রতিপাদনই মুখ্যতঃ যীশুর উপদেশের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সন্ন্যাসপ্রথার আবির্ভাব স্বাভাবিক। সেইণ্ট্ জিরোম্ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পাঁচ বৎসর সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে নির্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশর ও সিরিয়ায় এই প্রথার বিস্তার হইতে থাকে। মিশরের প্রথম খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সেইণ্ট্ আণ্টনি বহুদিন নিজে কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া লোকালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং সন্ন্যাসজীবনের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কথিত আছে, সয়তান সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কখনই কৃতকার্য্য হয় নাই। তাঁহার শিক্ষার ফলে মিশরে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়।

মিশরে প্রথম মঠ স্থাপিত হয় ৩২০ খৃষ্টাব্দে। এই মঠের অনুকরণে ক্রমে আরও বহু মঠ নির্ম্মিত হয়। এই সমস্ত মঠের সন্ন্যাসিগণ নিষ্কর্ম্মা থাকিতেন না। সাধনভজন ব্যতীত কৃষিকার্য্যদ্বারা শস্য উৎপাদনও করিতেন। সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতেও তখন মঠের সৃষ্টি হইতে থাকে। অনেক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী সিরিয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইণ্ট্ বেসিল্-কর্ত্তৃক গ্রীকভাষী অঞ্চলেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল মঠে চতুষ্পাঠী, অনাথালয় প্রভৃতিও থাকিত।

---

১ John the Baptist.

এতদিন সংঘের সহিত এই আন্দোলনের কোনও সংশ্রব ছিল না। সেইন্ট্ এথেনিয়াসের চেষ্টায় নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে, পুরোহিত না হইয়া কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেইন্ট্ এথেনিয়াসই ইয়োরোপে সন্ন্যাসপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। সেইন্ট্ অগাষ্টিন্-কর্ত্তৃক আফ্রিকায়, সেইন্ট্ মার্টিন-কর্ত্তৃক গল্ দেশে এবং সেইন্ট্ প্যাট্রিক্-কর্ত্তৃক আয়ারল্যাণ্ডে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কেবলমাত্র পুরোহিতগণ ভিন্ন কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক অলস লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার সংস্থান করিত। কে খাঁটি সন্ন্যাসী, কে ভণ্ড, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। উচ্ছৃঙ্খলতার অভাবও ছিল না। তৃতীয় শতাব্দী হইতে স্ত্রীলোকেরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সকল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলিয়া কিছু ছিল না। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী কেহই প্রায়ই স্নান করিত না। যাহার চুলে যত বেশী উকুন থাকিত, সে তত বড় সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হইত। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই আলস্যে কাল কাটাইত; পড়াশুনা প্রায়ই করিত না, এবং পাপ হইতে বিরত থাকাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। সেইন্ট্ জিরোম্ তাঁহার গ্রন্থাবলী সঙ্গে লইয়া মরুভূমিতে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তিনি এই কর্ম্মকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

[১২]

বেনেডিক্ট্

সেইন্ট্ বেনেডিক্ট্ই ইয়োরোপের প্রথম খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে বেনেডিক্ট্-সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। পোপ গ্রেগরী-দি-গ্রেট্ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে বেনেডিক্টের জীবনের অনেক ঘটনা অবগত হওয়া যায়, এবং যে নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার স্বরূপও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ লিখিত হয় ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে। বেনেডিক্টের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রোমের এক সম্ভ্রান্ত বংশে। প্রথমে তিনি গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করেন। কিন্তু অনেকে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য পাঠ করিয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহার ভয় হয় যে, তিনিও হয়তো নাস্তিক ও ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া পড়িবেন। তখন বিদ্যাচর্চ্চা বর্জন করিয়া এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি এক নির্জন স্থানের অনুসন্ধানে বহির্গত হন। 'অশিক্ষিত জ্ঞান' এবং 'শিক্ষিত অজ্ঞতা' সম্বল করিয়া তিনি গৃহের বাহির হন, এবং এক পর্ব্বতগুহায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অচিরেই অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, একদিন তাঁহার উপাসনাকালে এক ভাঙ্গা চালুনির অদৃশ্যে মেরামত হইয়া যায়। বহুদিন যাবত এই চালুনি গীর্জ্জার সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। চালুনি রাখিয়া বেনেডিক্ট্ অলক্ষিতে স্বীয় গুহায় চলিয়া যান। একজন বন্ধু ব্যতীত অন্য

কেহই তাঁহার বাসস্থান জানিত না। এই বন্ধুই গোপনে তাঁহাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়া আসিত। উপর হইতে পাতিত এক রজ্জুখানা বন্ধ গহ্বরের মধ্যে খাদ্য প্রেরণ করিতেন। রজ্জুতে একটা ঘণ্টা বাঁধা থাকিত। গহ্বরের মধ্যে যখন খাদ্য পতিত হইত, তখন ঘণ্টার শব্দে বেনেডিক্ট্ খাদ্যের আগমন জানিতে পারিতেন। কথিত আছে, একদিন দুষ্ট সয়তান একখানা পাথর ছুড়িয়া ঘণ্টা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়িও ছিঁড়িয়া যায়। ইহার পরে যীশু এক পুরোহিতের সম্মুখে ইষ্টার সোমবারে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বেনেডিক্টের আবাসের সন্ধান দেন, এবং ইষ্টারের ভোজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বলেন। এই সময় কয়েকজন মেষপালক বেনেডিক্ট্কে দেখিতে পাইয়াছিল। পশুচর্মাচ্ছাদিত তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে তাহারা তাঁহাকে এক বন্য পশু মনে করিয়াছিল।

এত করিয়াও বেনেডিক্ট্ কামরিপুকে জয় করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বদৃষ্ট এক রমণীর চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইত। সয়তানই যে এই রমণীর চিন্তা তাঁহার মনে আনিয়া দিত, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। পরিশেষে এমন হইল যে, সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া তিনি সেই রমণীর সন্ধানে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঈশ্বরের করুণা তাঁহার উপর পতিত হইল। তখন এক তীব্র কণ্টকসমাকুল গুল্মের মধ্যে তিনি আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। শরীরের ক্ষতের সাহায্যে তিনি আত্মার ক্ষত চিকিৎসা করিলেন।

বেনেডিক্টের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এক মঠের অধ্যক্ষের মৃত্যু হওয়ায়, তাহার সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে মঠাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। বেনেডিক্ট্ স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে সন্ন্যাসিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। একদিন তাহারা তাঁহাকে বিষমিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিল। কিন্তু বেনেডিক্ট্ গ্লাসের উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাস ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন এক গথ শ্রমিক জঙ্গল কাটিবার সময় তাহার কুঠারের ফলা হাতল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গভীর জলে পড়িয়া গেল। বেনেডিক্ট্ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন, এবং তিনি হাতলটি জলের মধ্যে ডুবাইবামাত্র ফলাটি জলের মধ্য হইতে উঠিয়া হাতলে সংযুক্ত হইল।

নিকটবর্ত্তী এক পুরোহিত ঈর্ষান্বিত হইয়া একদিন একখানা বিষাক্ত রুটি বেনেডিক্ট্কে উপহার পাঠাইয়াছিল। রুটি দেখিয়াই বেনেডিক্ট্ বুঝিতে পারিলেন, উহাতে বিষ আছে। তখন আহারার্থ আগত এক কাককে কহিলেন, "যীশু খৃষ্টের নামে, তুমি এই রুটিখানা লইয়া এমন যায়গায় ফেলিয়া এস যে, কেহই ইহা দেখিতে না পায়।" কাক তাহাই করিল। বেনেডিক্টের দেহের ক্ষতি করিতে না পারিয়া, সেই দুষ্ট পুরোহিত তখন তাঁহার আত্মার ধ্বংসের জন্য সাতজন স্ত্রীলোককে নগ্ন অবস্থায় মঠে পাঠাইয়া দিল। মঠের যুবক সন্ন্যাসিগণ প্রলুব্ধ হইতে পারে, আশঙ্কায় বেনেডিক্ট্ মঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহার পরে নিজের গৃহের ছাদ পড়িয়া যাওয়ায় সেই দুষ্ট পুরোহিত ছাদের তলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এক সন্ন্যাসী এই সংবাদ লইয়া বেনেডিক্টের নিকট গিয়া তাঁহাকে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করে। পুরোহিতের মৃত্যুতে সন্ন্যাসী আনন্দ প্রকাশ করায় বেনেডিক্ট্ তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজে পুরোহিতের জন্য শোক প্রকাশ করেন।

ক্যাসিনোতে এপোলো দেবের এক মন্দির ছিল। স্থানীয় লোকে তথায় উপাসনা করিত। বেনেডিক্ট্ ক্যাসিনোর মন্দির ধ্বংস করিয়া তথায় এক গীর্জা নির্ম্মাণ করেন, এবং স্থানীয় লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহাতে সয়তান ভয়ানক রুষ্ট হয়। তখন সে বেনেডিক্টের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। এই সময় অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সয়তানকে দেখিতে না পাইলেও তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ক্যাসিনোতে বেনেডিক্ট্ এক মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের জন্য তিনি যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্ন্যাসের কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনও সন্ন্যাসীই নিয়মাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিত না।

[১৩]

গ্রেগরী দি গ্রেট্

৫৪০ খৃষ্টাব্দে রোমের এক সম্ভ্রান্ত বংশে পোপ গ্রেগরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহও পত্নীবিয়োগের পরে পোপের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গ্রেগরী নিজেও প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রোমের প্রিফেক্ট-পদে যখন অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন সেই উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় সমস্ত সম্পত্তি মঠপ্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রদিগকে বিতরণের জন্য দান করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তদানীন্তন পোপ তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে তাঁহাকে তাঁহার দূত নিযুক্ত করেন। ৫৭৯ হইতে ৫৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রেগরী কনষ্টান্টিনোপলে বাস করিয়াছিলেন; বেনেডিক্ট্-সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া ৫৮৫ হইতে ৫৯০ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত মঠে বাস করেন, এবং পোপের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হন।

ইয়োরোপের অবস্থা এই সময়ে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লম্বার্ডগণ ইতালী লুণ্ঠন করিতেছিল। বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, স্পেন ও আফ্রিকায় অরাজকতা উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তথায় মুরগণ দেশ লুণ্ঠন করিতেছিল। ফ্রান্সও অন্তর্বিদ্রোহে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রোমান যুগে বৃটেন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু স্যাক্সনদিগের অধীনে আবার পৌত্তলিকতায় ফিরিয়া গিয়াছিল। বিশপদিগের মধ্যে অনেকে দুর্নীতিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছিল, এবং অর্থের বিনিময়ে বিশপের পদ লাভ করা সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় গ্রেগরী পোপের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তখন পর্য্যন্ত পোপ কেবল রোমের বিশপমাত্র ছিলেন; অন্যান্য বিশপের উপর তাঁহার কোনও ক্ষমতা ছিল না। বুদ্ধিবলে গ্রেগরী পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিয়া ইয়োরোপের সমস্ত বিশপের উপর তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এশিয়া ও আফ্রিকাতেও অনেকে

তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ফলে তিনি ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

Book of Pastoral Rule গ্রন্থে গ্রেগরী বিশপদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সার্লমেনের রাজত্বকালে প্রত্যেক বিশপের অভিষেকের সময় তাঁহাকে এই গ্রন্থের এক খণ্ড উপহার দেওয়া হইত। আলফ্রেড দি গ্রেট্ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বিশপদিগকে রাজাদিগের সমালোচনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংঘের উপদেশ পালন না করিলে নরক ভোগ করিতে হইবে, একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রেগরী শাস্ত্রচর্চা ভিন্ন অন্য বিদ্যালোচনা পছন্দ করিতেন না। এক বিশপ ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের বিদ্যালোচনার প্রতি বিরাগ চারি শতাব্দী ধরিয়া সংঘে অব্যাহত ছিল।

ইংরেজদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গ্রেগরী সেণ্ট অগাষ্টিন্ নামক এক প্রচারককে কেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিকাশ জাষ্টিনিয়ান্, বেনেডিক্ট্ এবং গ্রেগরীর দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। রোমান ব্যবহারশাস্ত্র ইয়োরোপের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল ; জাষ্টিনিয়ানের সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক দেশের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বেনেডিক্ট্ মঠপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারেরও যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। গ্রেগরী খৃষ্টান জগৎকে ধর্ম্মবিষয়ে একশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

স্কলাষ্টিক দর্শন

[১]

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ইয়োরোপের "অন্ধকার যুগ"কে অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নব প্লেটনিক দর্শনের পরে রেনেসাঁ পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব হয় নাই, এবং প্লোটিনাস হইতে বেকন ও দেকার্ত্ত পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় চিন্তায় অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তিহীন ধর্ম্মমত ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে এই মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মধ্যযুগে যে অনেক প্রকৃত দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে যে বিশেষ সৃজনশীল গুরুত্বপূর্ণ যুগ, এবং সেই সময়েই যে সংস্কৃতির সর্ব্ব বিভাগে জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখন

অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কবিতা, সংগীত, স্থাপত্য, এই যুগে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল ; অনেক মনীষী দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। এই যুগেই পশ্চিম ইয়োরোপের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তা যে মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তার সহায়তা ব্যতীত সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের চিন্তা ও রেনেসাঁর চিন্তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাতত্য ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেক সম্প্রত্যয় (concepts) মধ্যযুগের দর্শন হইতেই প্রাপ্ত। মধ্যযুগের দর্শনদ্বারা অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিবারও কারণ আছে।

মধ্যযুগে কয়েকজন ইহুদী ও মুসলমান দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও উক্ত যুগের দর্শন মুখ্যতঃ খৃষ্টীয় দর্শন। এই যুগের প্রধান দার্শনিকগণ খৃষ্টীয় প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন। সেইণ্ট অগাষ্টিন, সেইণ্ট আন্‌সেলম্, হিউ, রিচার্ড, সেইণ্ট আলবার্ট, সেইণ্ট টমাস্ একুইনাস্, ডান্‌স্ স্কোটাস্, সেইণ্ট বোনাভেন্‌টুরে, মিষ্টার এক্‌হার্ট, টলার, রুইসর্ব্রোক্, নিকোলাস্ (অব্ কুসা) সকলেই খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। ইহার ফলে মধ্যযুগের দর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন অভিন্ন বলিয়া ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে নানাপ্রকার দার্শনিক মত উদ্ভূত হইয়াছিল। সেইণ্ট টমাস্ একুইনাসের দর্শন খৃষ্টীয় দর্শন। কিন্তু মধ্যযুগে তাহার দর্শন হইতে ভিন্ন আরও অনেক দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্কটিস্‌ম্ (ডানস্ স্কোটাসের দর্শন) এই সকল দর্শনের অন্যতম।

নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইয়োরোপীয় দর্শন 'স্কলাষ্টিক দর্শন' নামে পরিচিত। এই যুগে সন্ন্যাসিগণই পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন, এবং মঠসকলই ছিল প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র।

মধ্যযুগে ইয়োরোপ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শাসনযন্ত্র তখন সকল রাজ্যেই দুর্ব্বল ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদেরও অভাব ছিল না। যাজকদিগের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন মিশর, বেবিলনিয়া এবং পারস্য দেশে পুরোহিত-সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইত। রোম ও গ্রীসে এরূপ ভেদ ছিল না। কিন্তু খৃষ্টীয় সংঘের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত ও সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রভেদ উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রথমে এই ভেদ গুরুতর ছিল না। পুরোহিতগণের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া তাহারা দাবী করিত, এবং জনসাধারণও তাহাতে বিশ্বাস করিত। বিবাহে পুরোহিতের উপস্থিতি অপরিহার্য্য ছিল। পুরোহিতেরা পাপ হইতে মুক্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। 'মাস'[১], উপাসনার সময় পুরোহিত-কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ্য খৃষ্টের রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়[২] এই বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহা ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গে পরিণত হয়।

লোকে স্বর্গে যাইবে অথবা নরকে যাইবে, পুরোহিতগণের ইচ্ছার উপর তাহা নির্ভর করিত। যাজকগণ-কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে, সে নরকে যাইত। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে পুরোহিতদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইলে, এবং অনুতপ্ত হইয়া পাপ স্বীকার করিলে,

[১] Mass. [২] Transubstantiation.

সে স্বর্গে যাইতে পারিত; কিন্তু স্বর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাকে দীর্ঘকাল 'পারগেটরী'তে কষ্ট ভোগ করিয়া পাপমুক্ত হইতে হইত।

পুরোহিতগণের অলৌকিক ক্ষমতায় জনসাধারণের বিশ্বাস থাকার ফলে রাজশক্তির সহিত পুরোহিতদিগের বিরোধ উপস্থিত হইলে, জনসাধারণ তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিত। কিন্তু সময় সময় জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া যাজকদিগের বিরুদ্ধেও যাইত। যাজকদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদেও তাহাদিগের শক্তির খর্ব্বতা হইত। সপ্তম গ্রেগরী পোপের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে রোমের অধিবাসিগণ পোপকে সম্মান করিত না। তাহারা পোপের বিরুদ্ধে উথিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল। পুরোহিতদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্রই ভাল ছিল না। এই সকল কারণে যাজকদিগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল, এবং একাদশ শতাব্দীতে সংস্কারের জন্য চেষ্টাও হইয়াছিল।

ভক্তের দানে যাজকেরা ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক বিশপ বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর যাজকদিগের অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল। বিশপদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল রাজা অথবা জমিদারদিগের হস্তে। অর্থের বিনিময়ে বিশপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন। বিশপগণও তাঁহাদের অধীনস্থ পদে অর্থের বিনিময়ে লোক নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার ফলে কেবল অর্থশালী লোকেই এই সকল পদ লাভ করিতে পারিত, এবং যাজকগণ রাজশক্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যাজকদিগের বিবাহ নিষিদ্ধ করিবার প্রয়োজনও উপলব্ধ হইয়াছিল। বাইবেলে যাজকদিগের বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বিবাহিত যাজকদিগের সম্পত্তি তাহাদের যাজক পুত্র প্রাপ্ত হইতে পারিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাজকেরা সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া যাইতেও পারিতেন। বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার ফলে যাজকদিগের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এবং অর্থের বিনিময়ে যাজক নিযুক্ত করার প্রথাও রহিত হইয়াছিল।

[২]

জন্ স্কোটাস্ এরিজেনা

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ইয়োরোপের সংস্কৃতির ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীতে জন স্কোটাস্ *On the Division of Nature* নামক এক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ডায়োনিসিয়াস্ (এরিওপ্যাগাইট্) নামক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক গ্রন্থকারের নব-প্লেটোবাদ ও গ্রীক ভাষায় লিখিত খৃষ্টধর্ম্মের সমন্বয়-মূলক এক গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে জনের জন্ম এবং ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি জাতিতে আইরিশ ছিলেন। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাজ চার্লস্ তাঁহাকে রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ লইয়া এক বিতণ্ডা চলিতেছিল। স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থন করিয়া জন *On Divine*

Pre-destination-নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বাধীন ইচ্ছা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যাদেশের[১] উপর নির্ভর করেন নাই, যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রত্যাদেশ ও যুক্তি উভয়ই সত্যের প্রমাণ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন বিরোধ হয়, তখন যুক্তিই গরীয়সী। সত্যধর্ম্ম ও সত্যদর্শন অভিন্ন। প্রত্যাদেশের উপর যুক্তির স্থাননির্দ্দেশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। রাজার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হয় নাই। ইঁহার পরে ফরাসী-রাজের মৃত্যু হইলে, তিনি ইংরেজ-রাজ আলফ্রেড্ দি গ্রেট্ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় মাম্স্বেরীর মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বলিয়া প্রবাদ আছে।

On Division of Nature গ্রন্থে স্কট্ প্লেটোর প্রত্যয়বাদ অবলম্বন করিয়া সাধিককে[২] বিশেষের[৩] পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। যাহার অস্তিত্ব আছে এবং যাহার অস্তিত্ব নাই, সকলই তিনি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকৃতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) যাহা সৃষ্টি করে, কিন্তু নিজে সৃষ্ট নহে ; (২) যাহা নিজে সৃষ্ট অথচ সৃষ্টি করে ; (৩) যাহা সৃষ্ট, কিন্তু সৃষ্টি করে না ; এবং (৪) যাহা সৃষ্টও নহে, সৃষ্টিও করে না। ঈশ্বর যে প্রথম ভাগের অন্তর্গত তাহা সুস্পষ্ট। প্লেটোর "প্রত্যয়" দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। কেন-না তাহারা ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তু তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা সৃষ্টও নহে, সৃষ্টিও করে না, তাহাও ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহে, সৃষ্টির পরিণামরূপী ঈশ্বর, যে ঈশ্বরে সমস্ত বস্তুই প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই ঈশ্বর। প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর হইতে নির্গত হয় এবং পরিণামে ঈশ্বরেই ফিরিয়া যায় ; সুতরাং ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির আদি, তেমনি অন্তও বটে। এক ও বহুর মধ্যে সেতু Logos (প্রজ্ঞা)।

যাহা সৃষ্টি করে, অথচ সৃষ্ট নহে, কেবল তাহারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে ; তাহাই যাবতীয় বস্তুর সার। প্রাকৃতিক বস্তু অসৎ ; পাপও অসৎ। বুদ্ধির জগতে প্রাকৃতিক বস্তুর স্থান নাই। ঐশ্বরিক কল্পনাতেও পাপের স্থান নাই। ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি, অন্ত ও মধ্য, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ অজ্ঞেয়। স্বর্গদূতেরাও তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহার নিজের নিকটও তিনি এক অর্থে অজ্ঞেয়। বস্তুর সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা, তাহাদের শৃঙ্খলার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাহাদের গতির মধ্যে ঈশ্বরের জীবন। তাঁহার সত্তাই পিতা, তাঁহার জ্ঞান পুত্র, তাঁহার জীবন পবিত্র আত্মা। কিন্তু কোনও নামই ঈশ্বরে প্রয়োগ করা যায় না। ঈশ্বরকে সত্য, মঙ্গল, সার প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নাম প্রতীক হিসাবেই সত্য, কেন-না, ইহাদের বিপরীত গুণও আছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিপরীত কিছুই নাই।

যাহারা সৃষ্ট এবং সৃষ্টি করে, তাহারা বস্তুর আদি কারণ—প্লেটোর প্রত্যয়রাজি। এই প্রত্যয়রাজির সমষ্টি Logos। প্রত্যয়-জগৎ অবিনশ্বর, কিন্তু সৃষ্ট। পবিত্র আত্মার প্রভাবে এই সকল প্রত্যয় হইতে বিশিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিশেষের জড়ত্ব মায়িক[৪]। ঈশ্বর অসৎ[৫] হইতে জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি আপনার মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন[৬]। তিনি স্বয়ং জ্ঞানের অতীত। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। সসীম সমস্ত বস্তুর

---

[১] Revelation. [২] Universal. [৩] Particular.
[৪] Illusory. [৫] Out of Nothing. [৬] Out of Himself

মধ্যে ঈশ্বর সাররূপে অবস্থিত। সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত, স্বয়ং ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় উপায়ে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত। "পবিত্র ত্রিমূর্ত্তি আমাদের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে আপনাকে ভালবাসেন। তিনি আপনি আপনাকে দেখেন এবং চালিত করেন।"

স্বাধীনতা হইতেই পাপের উৎপত্তি। মানুষ ঈশ্বরের দিকে না চাহিয়া আপনার দিকে চাহিয়াছিল, ইহা হইতেই পাপ উদ্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বরের মধ্যে অমঙ্গলের কোনও প্রত্যয় নাই, সুতরাং ঈশ্বরে অমঙ্গলের কোনও স্থানই নাই। অমঙ্গল অসৎ, তাহার কোনও ভিত্তি নাই। যদি কোনও ভিত্তি তাহার থাকিত, তাহা হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী হইত। মঙ্গলের অভাবই অমঙ্গল।

যাহা বহুকে একে ফিরাইয়া আনে, মানুষকে ঈশ্বরে ফিরাইয়া আনে, Logosই সেই তত্ত্ব। এইজন্যই Logos জগতের পরিত্রাতা। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হইলে, মানুষের যে অংশ তাঁহার সহিত মিলিত হয়, তাহা ঈশ্বর হইয়া যায়।

জনের মতে প্লেটো দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি যে চতুর্বিধ বস্তুর কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি আরিষ্টটলের দর্শন হইতে গৃহীত। আরিষ্টটলের moving not moved তাঁহার অসৃষ্ট স্রষ্টা, moving and moved তাঁহার সৃষ্ট স্রষ্টা, moved but not moving তাঁহার সৃষ্ট অস্রষ্টা। সমস্ত বস্তু ঈশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করে, পূর্ব্বোক্ত ডাইওনিসাসের এই মত হইতে তাঁহার অসৃষ্ট-অস্রষ্টা গৃহীত।

জন স্পষ্টতঃ সর্ব্বেশ্বরবাদী ছিলেন। সৃষ্টবস্তুর বাস্তব সত্তা নাই, তাঁহার এই মত তৎকাল-প্রচলিত খৃষ্টীয় মতের বিরুদ্ধ। অসৎ হইতে সৃষ্টিবাদ তিনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তখন কেহই তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করিত না। প্লোটিনাসের মতের সদৃশ তাঁহার ত্রিত্ববাদে তিন পুরুষের সমতা রক্ষিত হয় নাই। নবম শতাব্দীতে প্রচারিত এই মত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আয়ার্ল্যাণ্ডে এই মত তখন সম্ভবতঃ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিবিবরণ তিনি রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আদিতে মানুষ নিষ্পাপ ছিল; তখন মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না। পাপের ফলে মানুষ স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মানুষের ঐন্দ্রিয়িক ও পতিত অংশেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরিণামে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ বিদূরিত হইবে, এবং মানুষের আধ্যাত্মিক দেহই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু বাইবেলে আছে, ঈশ্বর স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জনের মত ইহার বিরোধী। জনের মতে অসৎ পথে পরিচালিত ইচ্ছা মঙ্গলকর নহে। এতাদৃশ ইচ্ছাকে মঙ্গলকর গণ্য করাই পাপ। এই ভ্রান্তি যখন বিদূরিত হয়—যখন পাপ ইচ্ছার অসারতা বোধগম্য হয়—তখনকার অবস্থাই পাপের শাস্তি। কিন্তু এই শাস্তি চিরস্থায়ী নহে। দুষ্ট দৈত্যগণও এক সময়ে মুক্তি পাইবে, অর্থাৎ তাহাদের পাপের বন্ধন খসিয়া পড়িবে।

জনের *On the Division of Nature* গ্রন্থ বহুবার ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

[৩]

ড্যামিএন্‌

দশম শতাব্দীতে কোনও দার্শনিকের নাম পাওয়া যায় না। একাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সন্ন্যাসী ছিলেন। পিটার ড্যামিএন্‌ ১০৫৯ অব্দে মিলানে পোপের দূত নিযুক্ত হন। 'ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি হ্যাঁ কে না করিতে পারেন। লজিকের, স্ববিরোধের নিয়ম[১] তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। তিনি আত্মাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। ড্যামিএনের মতে যুক্তিতর্কের কোনও মূল্য নাই, দর্শন ধর্ম্মবিজ্ঞানের সহকারীমাত্র। অর্থের বিনিময়ে যাজকের নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

[৪]

বেরেঙ্গার ও লান্‌ফ্রাঙ্ক

একাদশ শতাব্দীতে নর্ম্মাণ্ডির অন্তর্গত টুওর ও বেকের চতুষ্পাঠী বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। টুওরের বেরেঙ্গার[২] যুক্তিবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে আপ্তবাক্যের উপরে যুক্তির স্থান। উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ্যের খৃষ্টের রক্তমাংসে পরিণতিবাদের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বেকের অধ্যাপক লান্‌ফ্রাঙ্ক বেরেঙ্গারের এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১০৭০ সালে লান্‌ফ্রাঙ্ক ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

[৫]

আন্‌সেল্‌ম্‌

লান্‌ফ্রাঙ্কের পরে আন্‌সেল্‌ম্‌ ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশপ নিযুক্ত হন (১০৯৩—১১০৯)। প্রসিদ্ধ সত্তাসম্বন্ধীয় যুক্তির তিনিই উদ্ভাবন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার যুক্তি[৩] এই :—আমরা যে-যে বিষয়ের চিন্তা করিতে সমর্থ, তাহাদিগের মধ্যে পূর্ণতম হইতেছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের ধারণা পূর্ণতম এক বস্তুর ধারণা। ইহা অপেক্ষা মহত্তর কোনও বস্তুর ধারণা করা অসম্ভব। এই ধারণা আমাদের মনে বর্ত্তমান। আমাদের মনের বাহিরে এই ধারণার অনুরূপ বস্তু আছে কি-না, তাহাই প্রশ্ন। কিন্তু 'অস্তিত্ব' পূর্ণতার অন্তর্গত। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। কোনও 'প্রত্যয়ে'র অনুরূপ

---

[১] Law of Contradiction. [২] Berengar of Tours. [৩] Ontological argument.

কোনও বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলে বস্তুত্বসমন্বিত সেই প্রত্যয় বস্তুত্ববিহীন হইলে যাহা হইত তাহা হইতে পূর্ণতর। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুত্বহীন ঈশ্বরের প্রত্যয় হইতে বস্তুত্ব-সমন্বিত ঈশ্বরের প্রত্যয় পূর্ণতর। বস্তুত্বহীন হইলে সেই প্রত্যয়কে পূর্ণতম বলা যাইত না। সেই পূর্ণতম প্রত্যয় যখন আমাদের আছে, তখন সেই প্রত্যয়ের অনুরূপ বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বর আছেন। আন্‌সেল্‌মের এই যুক্তি কেহই তখন সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী কালে টমাস্ একুইনাস্ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দেকার্ত কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাইব্‌নিট্‌জও বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভবপর, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে আন্‌সেল্‌মের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। এই যুক্তি হেগেলের দর্শনের অন্তর্নিহিত বলা যায়।

আন্‌সেল্‌মের এই যুক্তিসম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, "প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যাহা আমরা চিন্তা করিতে পারি, এইরূপ কোনও বস্তুর চিন্তানিরপেক্ষ অস্তিত্ব কেবল আমরা তাহার চিন্তা করিতে সক্ষম, ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় কিনা। প্রত্যেক দার্শনিকই এই প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিতে চাহিবেন। কেন-না পর্যবেক্ষণের সাহায্য না লইয়া, কেবল চিন্তাদ্বারা জগতের রহস্য আবিষ্কার করাই দার্শনিকের কাজ। যদি হাঁ-ই এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ চিন্তা ও বস্তুর মধ্যে সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। যদি প্রকৃত উত্তর হয় 'না', তাহা হইলে চিন্তা হইতে বস্তুতে পৌঁছিবার কোনও সেতু থাকে না।"

আন্‌সেল্‌ম্ প্লেটোপন্থী ছিলেন। তিনি প্লেটোর সামান্যবাদে বিশ্বাস করিতেন। নব-প্লেটো-দর্শনানুসারে তিনি ঈশ্বর ও ত্রিমূর্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিকে বিশ্বাসের সহকারী বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব বলিয়াছেন। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ নহেন, তিনি ন্যায়[১]।

Cur Deus Homo গ্রন্থে ঈশ্বর কেন মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন, আন্‌সেল্‌ম্ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনই অবতার-গ্রহণের কারণ ও উদ্দেশ্য। পাপ করিয়াছিল মানুষ; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও মানুষেরই করণীয়। সেইজন্যই ঈশ্বর মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এতদিন পর্যন্ত সংঘ প্রচার করিতেছিল, যে খৃষ্ট নিজ রক্ত মানুষের মূল্যস্বরূপ দান করিয়া সয়তানের নিকট হইতে মানুষকে ক্রয় করিয়াছিলেন। আন্‌সেল্‌ম্ এই মতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া আদম ও ঈভ ঈশ্বরের যে অসম্মান করিয়াছিলেন তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। ক্রুশ কাষ্ঠে খৃষ্ট যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, কেবল তাহাদ্বারাই মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন ঈশ্বরের আদেশদ্বারা পরিচালিত করিয়া যীশু মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টীয় দর্শন প্লেটোপন্থী ছিল। কিন্তু Timaeus-এর অংশবিশেষ ব্যতীত প্লেটোর রচিত কোনও গ্রন্থই এই যুগের দার্শনিকদিগের পরিচিত ছিল না। পূর্ব্বে ডায়োনিসিয়াসের যে গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই জন স্কোটাস্ প্লেটোর মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ডায়োনিসিয়াস্ প্রোক্লাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া

[১] Realism.

অনেকে অনুমান করিয়াছেন। বীথিয়াসের গ্রন্থ হইতেও এই যুগের দার্শনিকগণ প্লেটোর মতসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ত্তমানে যাহা প্লেটোর দর্শন বলিয়া পরিচিত, তাহার সহিত এই যুগে প্লেটোর দর্শন বলিয়া পরিচিত দর্শনের অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। ধর্ম্মের সহিত প্লেটোর দর্শনের যে-যে অংশের কোনও সম্বন্ধ নাই, এই যুগের প্লেটোর দর্শনে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। প্লোটিনাসের সময় হইতে প্লেটোর দর্শনে এই পরিবর্ত্তন আরদ্ধ হইয়াছিল। আরিষ্টটল্-সম্বন্ধে জ্ঞানও ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বীথিয়াস্ কৃত *Categories* ও *De Emendation*-এর অনুবাদ ব্যতীত আরিষ্টটলের অন্য কোনও গ্রন্থের সহিতই কাহারও পরিচয় ছিল না। প্লেটো ধর্ম্মতাত্ত্বিক এবং আরিষ্টটল্ নৈয়ায়িক পণ্ডিতরূপে পরিচিত ছিলেন। উভয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইতে বহু দিন লাগিয়াছিল।

বার্ট্র্ াও রাসেল স্কলাষ্টিক দর্শনের চারিটি প্রধান লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যাহা প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত, তাহার পরিধির মধ্যেই এই দর্শন সীমাবদ্ধ। কোনও ধর্ম্মসভা-কর্ত্তৃক কাহারও মত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচিত হইলে, তিনি মত প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইতেন। এই স্বীকার কাপুরুষতা হইতে উদ্ভূত নহে। উপরিস্থ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত নিম্ন আদালত-কর্ত্তৃক মানিয়া লওয়ার মতো। দ্বিতীয়তঃ, এই দর্শনে আরিষ্টটলের মতের প্রতি প্লেটোর দর্শন অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত।

তৃতীয়তঃ, তর্কবিজ্ঞান ও সিলোজিজম্ এই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। গুহ্যদর্শনসম্বন্ধে বেশী আলোচনা নাই। চতুর্থতঃ, সামান্যসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক এই দর্শনে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এই যুগের সকল দার্শনিকের মধ্যেই যে উপরি-উক্ত সকল লক্ষণ ছিল, তাহা নহে। আন্‌সেল্‌ম্ প্লেটোপন্থী ছিলেন এবং সত্তাবিজ্ঞানেরও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সামান্য-সম্বন্ধে রসেলিনের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

[৬]

রসেলিন্

রসেলিনের জীবনীসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১০৫০ অব্দে তিনি কম্‌পিয়েন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আবেলার্ড তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ১০৯২ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিরুদ্ধ-মতপোষণের অভিযোগ উপস্থিত হয়। তখন প্রাণভয়ে তিনি তাঁহার মতের প্রত্যাহার করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। ইংলণ্ডে তিনি আন্‌সেল্‌মের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং পরিশেষে রোমে পলায়ন করিয়া সেখানে সংঘের অনুমোদিত মত অবলম্বন করেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দের পরে তাঁহার নাম আর শোনা যায় নাই।

প্লেটো সামান্যদিগকে বিশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বিশেষের মধ্যে তাহারা প্রকাশিত হইলেও, বিশেষ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব তাহাদের আছে। 'গো' একটি সামান্য। প্রত্যেক বিশিষ্ট গোরুর মধ্যে গোত্ব দেশ ও কালে প্রকাশিত। চতুষ্পদত্ব,

গলকম্বলবত্ব, লাঙ্গুলবত্ব ও দ্বিধা-বিভক্ত-ক্ষর-বত্ব এই চারিটি ধর্ম্মের সমষ্টি গোরু। প্রত্যেক গোরুতে এই চারিটি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। এই চারিটি ধর্ম্মের সহিত আগন্তুক অন্য ধর্ম্মসকলের মিলন হইতে বিশেষের উৎপত্তি। এই চারি ধর্ম্মবিশিষ্ট গোত্ব কি, ইহাই সামান্য-সম্বন্ধী বিতণ্ডার বিষয়। প্লেটো বলিয়াছিলেন, আগন্তুক ধর্ম্মের সহিত গোত্ব যদি সংযুক্ত নাও হয়, তাহা হইলেও তাহার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কোথায় তাহা বর্ত্তমান? বিশেষ বিশেষ গোরু আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু কেবল 'গো'—বিশেষত্ব-বর্জ্জিত 'গো'—তো কখনও দেখা যায় না। ইহার উত্তরে প্লেটো দেশকালের অতীত জগতে সামান্য-দিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। প্লেটোর এই মত এই বিতণ্ডায় 'বস্তুবাদ' নামে পরিচিত। আন্‌সেল্‌ম্‌ এই মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু রসেলিন্‌ ইহা অগ্রাহ্য করিয়া আন্‌সেল্‌মকে আক্রমণ করেন। রসেলিনের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আন্‌সেল্‌ম্‌ লিখিয়াছেন, রসেলিন 'সামান্যকে' 'কণ্ঠস্বরের প্রশ্বাস'[১] বলিয়াছিলেন। আক্ষরিক অর্থে ধরিলে ইহার অর্থ হয় এই যে, সামান্যগণ দৈহিক ঘটনামাত্র,—কোনও শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়ে যে ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ সেই উচ্চারণক্রিয়া মাত্র। কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না। সম্ভবতঃ সামান্যগণ 'নাম' মাত্র, নামের অতিরিক্ত কোনও সত্তা তাহাদের নাই, ইহাই ছিল রসেলিনের মত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মানুষ' শব্দদ্বারা কোনও একত্ব সুচিত হয় না, বহু-মানুষই সুচিত হয়। বহুর সমবায়ে কোনও বাস্তবতা নাই; সামান্য বহুর সমবায়জ্ঞাপক শব্দ বা নামমাত্র। বাস্তবতার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে নহে, তাহার অংশসকলের মধ্যে। ত্রিমূর্ত্তিকে রসেলিন্‌ তিনটি স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়াছিলেন, তাহাদের একত্ব স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বর তিনটি, ইহাই রসেলিনের মত। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা তিন জনেই সান্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিতে হয়। এই সকল ধর্ম্মবিরোধী মত তাঁহাকে প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

[৭]

আবেলার্ড

পিটার আবেলার্ড ১০৭৯ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে গমন করিয়া তিনি পারিসে উপস্থিত হন, এবং বস্তুবাদী দার্শনিক উইলিয়াম অব্‌ স্যাম্‌পোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি পারিসের ক্যাথিড্রাল্‌ স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি স্বীয় গুরু উইলিয়ামের দার্শনিক মতের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার স্কুলের পরিচালক-সংসদের সভ্য ক্যানন্‌ ফুলবার্টের হেলইস্‌-নাম্নী এক ভাগিনেয়ী ছিল। আবেলার্ড তাহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাকে গোপনে বিবাহ করেন। ফুলবার্ট জানিতে পারিয়া ভীষণ রুষ্ট হন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইহার ফলে তাহাকে

---

১ Flatus voca—breath of the voice.

অস্ত্রোপচারদ্বারা পুরুষত্ববর্জ্জিত করা হয়, এবং তাঁহাকে সেইণ্ট্ ডেনিস্ মঠে এবং হেলইজ্কে অন্য এক মহিলামঠে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রণয়িযুগলের মধ্যে পত্রব্যবহার চলিতে থাকে। সেই সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ সকল পত্র আবেলার্ডের স্বয়ং রচিত। ইহা সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না। আবেলার্ড অতি দাম্ভিক ও তার্কিক ছিলেন, এবং সকলকেই অবজ্ঞা করিতেন। হেলইজার লিখিত বলিয়া প্রকাশিত পত্রাবলী আবেলার্ডের রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ১১২১ খৃষ্টাব্দে ত্রিত্ববাদ-সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার এক গ্রন্থ ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রন্থে বিবৃত মত-প্রত্যাহারের পরে তিনি বৃটেনীর মঠের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। মঠের সন্ন্যাসীদিগকে তিনি অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মঠ ত্যাগ করিবার পরেও তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১১৪২ সালে সেইণ্ট্ বার্নার্ডের অভিযোগে সেন্স্-এর ধর্ম্মসভায় পুনরায় তাঁহার ত্রিত্ববাদ ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হয়, এবং তাঁহার গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলা হয়। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবেলার্ডের *Sic et Non* ('হাঁ এবং না') নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি নানা বিষয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের কোনও মত প্রকাশ করেন নাই।

শাস্ত্রের পরে তর্কবিজ্ঞানকেই তিনি সত্যাবিষ্কারের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নির্ভুল নহে। খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যগণেরও ভুল হওয়া অসম্ভব নহে।

সেইণ্ট্ জন্ বলিয়াছিলেন আদিতে Logos ছিলেন। ইহা হইতেই লজিকের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। লজিকই একমাত্র খৃষ্টীয় বিজ্ঞান[১]।

'সামান্য'সম্বন্ধে আবেলার্ড বলিয়াছিলেন, বিভিন্ন বহু বস্তুতে যাহা আরোপ করা যায়, তাহা কোনও বস্তু নহে, তাহা শব্দমাত্র। ইহার অর্থ সামান্যসকল নামমাত্র। নামবাদী হইলেও রসেলিনের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, রসেলিনের 'কণ্ঠস্বরের প্রশ্বাস'ও বস্তু। আমরা কোনও বস্তুতে যখন কিছুর আরোপ করি[২], তখন একটা শব্দের উচ্চারণ করি সত্য, কিন্তু সেই শব্দের উচ্চারণক্রিয়া আরোপ করি না, আরোপ করি সেই শব্দের অর্থ। অনেক বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য হইতেই সামান্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু দুই বস্তুর মধ্যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য, তাহা একটা বস্তু নহে। বস্তুবাদ এই সাদৃশ্যকে বস্তু বলিয়া গণ্য করে। এইখানেই তাহার ভুল। 'সামান্য'গণ বস্তুর স্বরূপের মধ্যে অবস্থিত নহে, তাহারা বহু বস্তুর অস্পষ্ট প্রতিরূপমাত্র। আবেলার্ড প্লেটোর Ideaদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহারা সৃষ্টির আদর্শরূপে ঈশ্বরের মনে বর্ত্তমান, বলিয়াছিলেন। তাহারা ঈশ্বরের প্রত্যয়।

---

১ The Christian Science. ২ Predicate.

[৮]

সেইন্ট্ বার্নার্ড

আবেলার্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বার্নার্ড (১০৯১-১১৫৩)। আবেলার্ডের ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যাকে তিনি এরিয়ান্ মত, তাহার ঈশ্বরের অনুগ্রহ[১]-সম্বন্ধীয় মতকে পেলাগিয়াসের মত, এবং খৃষ্টসম্বন্ধীয় মতকে নেষ্টোরীয় মত বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মানুষ যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে বলিয়া আবেলার্ড খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। আবেলার্ড কিন্তু এ-কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন (আন্‌সেল্‌মের মতও এইরূপ ছিল) যে আপ্তবাক্য ব্যতীতও ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করা যায়। প্লেটোর বিশ্বাত্মার সহিত পবিত্রাত্মাকে তিনি অভিন্ন বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই মত ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইবার পরে, তিনি ইহা বর্জন করিয়াছিলেন। বার্নার্ডের অভিযোগেই আবেলার্ডের গ্রন্থ ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত ও অগ্নিতে সমর্পিত হইয়াছিল।

বার্নার্ডের পিতা ছিলেন একজন নাইট্। প্রথম ক্রুশেডে তাঁহার মৃত্যু হয়। বার্নার্ড সিষ্টারসীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ১১১৫ সালে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত ক্লেয়ারভ্ মঠের অধ্যক্ষ হন। তিনি দ্বিতীয় ক্রুশেডে যোগ দিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা আন্তরিক ছিল। লাটিন ভাষায় অনেক সুন্দর স্তোত্র তিনি রচনা করিয়াছিলেন। গুহ্যবাদের দিকে তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি যুক্তিবলে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা না করিয়া অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেন; এবং ধ্যানে লব্ধ অনুভূতিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

সাংসারিক ব্যাপারের সহিত পোপের সংশ্রব বার্নার্ড অনুমোদন করিতেন না। পোপের পার্থিব ক্ষমতাও তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সৈন্যের দ্বারা পোপের রাজ্য রক্ষিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। পোপের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আধ্যাত্মিক এবং রাজ্যশাসন-কর্ম্মে লিপ্ত থাকা পোপের উচিত নহে। এই মত পোষণ করা সত্ত্বেও পোপের প্রতি বার্নার্ডের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তাঁহার স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা পোপের ক্ষমতা বর্দ্ধিতই হইয়াছিল।

[৯]

সালিস্‌বেরীর জন্

সালিস্‌বেরীর জন তাঁহার সময়ের একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পর পর তিনবার আর্কবিশপের (ক্যাণ্টারবেরীর) সেক্রেটারী ছিলেন। শেষ বয়সে নিজেই বিশপ হইয়াছিলেন। ১১৮০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

১ Grace.

রাজাদিগের সম্বন্ধে সালিস্‌বেরী অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। "অক্ষর জ্ঞানহীন রাজা মুকুট-পরিহিত গর্দ্দভের সমান।" তিনি আবেলার্ডের সুখ্যাতি করিতেন, কিন্তু আবেলার্ড ও রসেলিন্ উভয়ের সামান্যবাদের প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। লজিককে তিনি বিদ্যার সোপান কিন্তু স্বয়ং রক্তহীন ও বন্ধ্যা বলিয়াছেন। আরিষ্টটলের লজিকেরও উন্নতিবিধান করা যায় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। প্লেটোকে তিনি দার্শনিকদিগের সম্রাট্ বলিয়া গণ্য করিতেন। ত্রিশ বৎসর পরে এক দার্শনিক চতুষ্পাঠীতে পুনরায় গমন করিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেখানে সেই একই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে।

সালিস্‌বেরীর শেষ জীবনে ক্যাথেড্রাল্ বিদ্যালয়সকলের স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হয়।

[১০]

পিটার লম্বার্ড

পিটার লম্বার্ড সংঘের ধর্ম্মমতসকল সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ত্রিত্ববাদসম্বন্ধীয় তাঁহার মত এবং খৃষ্টসম্বন্ধীয় মত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার *Liber Sententiaram*-নামক গ্রন্থ বহুদিন ধর্ম্মবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১১৬৪ সালে লম্বার্ডের মৃত্যু হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে অনেক গ্রীক গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু এই অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে গ্রীক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হইতে করা হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে টলেডোর আর্কবিশপ অনুবাদকার্য্যের জন্য একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ-কর্ত্তৃক অনেক গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। ১১২৮ সালে আরিষ্টটলের *Analytics*, *Topics* এবং *Sophistie Elenchi* অনূদিত হয়। প্লেটোর *Phaedo* এবং *Meno* গ্রন্থদ্বয়ও এই সময়ে অনূদিত হয়। এই সকল অনুবাদ পাঠ করিয়া গ্রীক দর্শনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের জন্য একটা ঔৎসুক্যের উদ্ভব হয়। তখন মতের স্বাধীনতা না থাকিলেও দার্শনিক আলোচনায় কোনও বাধা ছিল না। প্রয়োজন হইলে মত প্রত্যাহার করিতেও বাধা ছিল না। ধর্ম্মসম্বন্ধে যাজক দার্শনিকদিগের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, সংঘের ক্ষমতাসম্বন্ধে কোনও মতভেদ ছিল না। সংঘের ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা হইতেই (প্রথম যুগের) স্কলাষ্টিক দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, বলা যায়।

[১১]

মুসলমান সংস্কৃতি ও দর্শন

মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবদিগের মধ্যে দর্শন বলিয়া কিছু ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরে, আরবগণ নানা দেশ জয় করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল,

এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নানা বিদ্যার আলোচনাও হইয়াছিল, কিন্তু কোনও মৌলিক দর্শনের আবির্ভাব হয় নাই।

মহম্মদের মৃত্যুর বারো বৎসর পরে আরবগণ সিরিয়া আক্রমণ করে, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই সমগ্র দেশ অধিকৃত হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা পারস্য দেশ আক্রমণ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র দেশ জয় করে, এবং অধিকাংশ পারসিক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে মিশর এবং ৬৯৭ খৃষ্টাব্দে কার্থেজ অধিকৃত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রায় সমগ্র স্পেন দেশ বিজিত হয়। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আরবগণ ইয়োরোপে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই, এবং ভারতবর্ষের এক সিন্ধু ভিন্ন তাহারা অন্য কোনও প্রদেশ জয় করিতেও ততদিন পারে নাই।

মহম্মদের ধর্ম্ম ছিল একেশ্বরবাদ। তাহাতে ত্রিত্ববাদ অথবা অবতারবাদ ছিল না। মহম্মদের ঈশ্বরত্বে কোনও দাবী ছিল না, তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করে নাই। ইহুদীদিগের বাইবেলের সৃষ্টির ইতিহাস মহম্মদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহুদী পয়গম্বরদিগকে এবং খৃষ্টকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া আপনাকেই সর্বশেষ পয়গম্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের মতো তিনি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, সুরাপানও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টান, ইহুদী, জরাথুষ্ট্রপন্থীদিগকে তিনি 'কেতাবের জাতি', অথাৎ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুগামী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উৎপীড়ন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

পারসিকগণ চিরদিনই ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরে তাহারা মুসলমান ধর্ম্মকে দার্শনিক রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল দামস্কাস নগরে। ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম রাজবংশ (উমায়েদ বংশ) দামস্কাসে রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পরে আব্বাসিদ বংশ-কর্ত্তৃক রাজসিংহাসন অধিকৃত হয়, এবং রাজধানী বাগ্‌দাদ নগরে স্থানান্তরিত হয়। উমায়েদ বংশের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল। কেবল একজন স্পেনে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে, এবং তথায় স্পেনের রাজপদে অভিষিক্ত হয়। স্পেন খলিফার অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আব্বাসিদ বংশের হারুন্-অল্-রসিদ সার্লমেনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার সময়ে আরব সাম্রাজ্য শ্রীবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সভায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল। সিন্ধু নদ হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হারুন্-অল্-রসিদের সঙ্গে বাগ্‌দাদের গৌরব অন্তর্হিত হইলেও, ১২৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খলিফার সাম্রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। ঐ সালে তুর্কগণ বাগ্‌দাদ অধিকার করিয়া আব্বাসিদ বংশের শেষ খলিফা ও আট লক্ষ বাগ্‌দাদবাসীকে হত্যা করে।

মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইবার সময় সিরিয়া দেশে প্লেটো অপেক্ষা আরিষ্টটলের দর্শনের অধিক আদর ছিল। সিরিয়ার নেষ্টোরীয় খৃষ্টানগণ আরিষ্টটলের দর্শনকে প্লেটোর দর্শনের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছিল। সিরিয়ানদিগের নিকটেই আরবগণ গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করে। এইজন্য আরিষ্টটলের দর্শনকে তাহারা প্লেটোর দর্শন অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ মনে করিত। আরবদিগের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক কিন্দী প্লোটিনাসের 'ইনিয়াডে'র

অংশবিশেষ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা 'আরিষ্টটলের ধর্মবিজ্ঞান' নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফলে, প্লেটোর মত আরিষ্টটলের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই ভুল বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

পারস্য দেশে হিন্দুদিগের সংস্পর্শে মুসলমানগণ জ্যোতির্বিদ্যাসম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান লাভ করে। মহম্মদ ইব্‌ন্ মুসা আল-খুয়ারিজ্‌মি গণিত ও জ্যোতিষসংক্রান্ত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার এক অনুবাদ লাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থ হইতেই যে সংখ্যালিপি আরবীয় সংখ্যালিপি নামে পরিচিত হইয়াছে, ইয়োরোপীয়গণ তাহার সহিত পরিচিত হয়। অজ্ঞতাবশতঃ ইয়োরোপীয়গণ এই লিপিকে 'ভারতীয়' নাম না দিয়া 'আরবীয়' নাম দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদক-কর্ত্তৃক লিখিত একখানা বীজগণিতের গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় ছাত্রগণ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত।

পারসিক কবি ওমার খাইয়াম্ ১০৭৯ সালে পঞ্জিকার সংস্কার করেন। পারস্য দেশে বহু কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফির্দৌসীর শাহ্‌নামা অনেকে হোমারের কাব্যের সমতুল্য বলিয়াছেন। পারস্য দেশে সুফী-সম্প্রদায়ের গুহ্য মতবাদ নব-প্লেটো দর্শনের অনুরূপ।

আরব পণ্ডিতগণ বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন। দর্শনের সহিত রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, প্রাণিবিদ্যাও তাঁহাদের গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল।

মুসলমান জগতের দুইজন দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য—তাঁহারা ইয়োরোপে আভিসেন্না এবং আভেরুস নামে পরিচিত। তাঁহাদের প্রকৃত নাম ছিল ইব্‌ন্ সিনা এবং ইব্‌ন্ রশীদ। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোখারা দেশে ইব্‌ন্ সিনার জন্ম হয়। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি খিবা নগরে গমন করেন, তাহার পরে যান খোরাসানে। কিছুদিন ইস্‌পাহান নগরে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, পরে তেহরান্ নগরে গমন করিয়া তথায় বাসস্থাপন করেন। দর্শন অপেক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রেই তাঁহার অধিকতর খ্যাতি ছিল। দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার মত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইত। মদ্য ও স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত আসক্তি ছিল। নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসসম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিত। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য রাজগণ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি এক বিশ্বকোষ[১] রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লাটিন অনুবাদ ইয়োরোপে আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান মোল্লাগণের বিরোধিতার ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার প্রচার হয় নাই।

ইব্‌ন্ সিনার দর্শন নব-প্লেটো দর্শন অপেক্ষা আরিষ্টটলের দর্শনের নিকটতর। তিনি সামান্য-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন 'বস্তুর সামান্য চিন্তার সৃষ্টি'। সামান্যসকল বস্তুর পূর্ব্ববর্ত্তী ও বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, এবং বস্তুর পরেও বর্ত্তমান। "বস্তুসৃষ্টির পূর্ব্বে তাহারা ঈশ্বরের বুদ্ধিতে বর্ত্তমান ছিল। ঈশ্বর যখন বিড়াল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন বিড়ালের প্রত্যয় তাঁহার মনে ছিল বলিতে হইবে। সুতরাং বস্তুর পূর্ব্বে 'সামান্যের' অস্তিত্ব ছিল। বিড়ালের সৃষ্টির পরে প্রত্যেক বিড়ালের মধ্যেই বিড়ালত্ব বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং

---

১ Encyclopaedia.

'সামান্য' বস্তুর মধ্যে অবস্থিত। বহু বিড়াল দেখিবার পরে, তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয়, এবং বিড়াল জাতির প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। সুতরাং 'সামান্য' বস্তুর পরেও বর্ত্তমান।"

আরিষ্টটল্ তত্ত্ববিজ্ঞানকে[১] সত্তার বিজ্ঞান[২] বলিয়াছিলেন। ইব্‌ন্ সিনা সত্তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—সম্ভাব্য[৩] ও নিয়ত[৪]। 'সম্ভাব্য সত্তা' তিনি বাহ্য কারণ-কর্ত্তৃক উৎপন্ন সত্তা অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন ; যাহা নাই অথচ হইতে পারে, এ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার সম্ভাব্য সত্তা নিজের কারণ নহে। ইহার বিপরীত নিয়ত সত্তা—যাহা স্বয়ম্ভূ। জাগতিক যাবতীয় সসীম বস্তু সম্ভাব্য সত্তা, তাহাদের কারণ নিয়ত সত্তারূপী ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তা অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। স্বরূপ বা সার[৫] এবং অস্তিত্বের মধ্যে এই ভেদ এবং ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদের একীভবন পরবর্ত্তী কালে সেইণ্ট টমাস্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু ইব্‌ন্ সিনা সৃষ্টিকার্য্যকে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে সৃষ্টিও নিয়ত। তিনি দশটি বুদ্ধিসত্তার[৬] কথা বলিয়াছেন। ইহাদের হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এক একটি মণ্ডলের[৭] আত্মা এবং দেহের উদ্ভব হয়। চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত বুদ্ধিসত্তা-কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় যে রূপ ও উপাদানের সমবায়, তাহাদের উদ্ভব হয়। মানবমন যে বস্তুর সারকে বস্তু হইতে স্বতন্ত্রভাবে বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহাও এই বুদ্ধির জন্য। এই বুদ্ধি মানব-মনকে আলোকিত করে ; সেই আলোকদ্বারাই মানব-মন সামান্যদিগকে গ্রহণ করে। এই বুদ্ধি সর্ব্বমানব-সাধারণ ; একই বুদ্ধি সকল মানবে বর্ত্তমান। ইহা সত্ত্বেও ইব্‌ন্ সিনা ব্যক্তিগত অমরতা অস্বীকার করেন নাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সম্ভাব্য সত্তা বর্ত্তমান, যাহা উপরি-উক্ত সক্রিয় সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা আলোকিত, মৃত্যুর পরেও তাহা স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং পরকালে পুরস্কার অথবা শাস্তিভোগ করে।

ইব্‌ন্ সিনার সক্রিয় বুদ্ধিগণ আরিষ্টটলের দর্শন হইতে গৃহীত। আরিষ্টটল্ যে Movers of the spheres (লোকমণ্ডলদিগের চালক)-দের কথা বলিয়াছিলেন, ইহারা তাহাই। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দর্শনে ইহারাই স্বর্গদূতে (angels) পরিণত হইয়াছিল। ইব্‌ন্ সিনার সক্রিয় বুদ্ধিকে কোন কোনও খৃষ্টীয় দার্শনিক ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়াছিলেন। অগাষ্টিনের মত এই মতের অনেকটা অনুরূপ ছিল। কিন্তু একুইনাস্ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ইব্‌ন্ সিনার মৃত্যু হয়।

ইব্‌ন্ রসীদ (আভেরোজ) ১১২৬ সালে স্পেন দেশে কর্ডোভা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ কাজী ছিলেন। ইব্‌ন্ রসীদ নিজেও প্রথমে সেভিল নগরে, পরে কর্ডোভার কাজী হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ব্যবহারতত্ত্ব, পরে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে তিনি রাজকীয় চিকিৎসক

---

[১] Metaphysics. [২] Science of Being. [৩] Possible. [৪] Necessary.
[৫] Essence. [৬] Intelligence. [৭] Sphere.

নিযুক্ত হন। সত্যধর্ম্মের আলোচনা বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন দর্শনের আলোচনা করিবার জন্য তিনি কর্ডোভা হইতে বহিষ্কৃত হন এবং কর্ডোভার রাজা এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, কেবল যুক্তির বলে সত্য আবিষ্কার করা যায় বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তাহাদের জন্য নরকভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্র এবং দর্শন-সংক্রান্ত যত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল, সকলই এই সময়ে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। ইহার পরেই স্পেনের মুর সাম্রাজ্যের পতন আরব্ধ হইয়াছিল। ইব্‌ন্ রসীদের সঙ্গে স্পেনে মুসলমান দর্শনের অবসান হয়। অন্যান্য মুসলমান দেশেও ধর্ম্মান্ধতা স্বাধীন চিন্তার স্থান গ্রহণ করে।

ইব্‌ন্ রসীদ আরিষ্টটলের অনুরাগী ছিলেন, এবং তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিতেন, আপ্তবচনের সাহায্য না লইয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায়। তাঁহার মতে জীবাত্মা অবিনশ্বর নহে, কিন্তু বুদ্ধি অবিনশ্বর বটে। বুদ্ধি সকল মানুষেই এক, সুতরাং ইব্‌ন্ রসীদের মতে ব্যক্তিগত অমরতা নাই। মুসলমানগণ যে এই মতের বিরোধী হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খৃষ্টান দার্শনিকেরাও উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন্ রসীদ আরিষ্টটলের গ্রন্থসকলের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ভাষ্যকার নামেও খৃষ্টীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে পরিচিত ছিলেন।

ইব্‌ন্ রসীদের মতে একই বুদ্ধি সকল মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান। কোনও মানুষের বুদ্ধিই মৃত্যুকে অতিবর্ত্তন করিতে পারে না।

পারী নগরে আরিষ্টটলের অনুরাগী একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইব্‌ন্ রসীদের মতো তাঁহারা আরিষ্টটল্‌কে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। তাঁহাদিগকে "লাটিন আভেরইষ্ট" বলিত। ইব্‌ন্ রসীদের মতো তাঁহারাও একাধিক বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। সেইণ্ট টমাস্ ও সেইণ্ট বোনাভেন্‌টুরে এই মতের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টান দার্শনিকগণ ইব্‌ন্ রসীদকে ও ইব্‌ন্ সিনাকে শ্রদ্ধা করিতেন। দান্তে তাঁহার *Divina Commedia*তে তাঁহাদিগের স্থান স্বর্গে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন্ রসীদ নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন না। মুসলমান শাস্ত্রব্যবসায়িগণ দর্শন-শাস্ত্রকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া গণ্য করিতেন। আল-গাজেল্ নামক এক মোল্লা 'দার্শনিকদিগের ধ্বংস'-নামক এক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে, কোরানেই যখন যাবতীয় সত্য বর্ত্তমান, তখন আপ্তবাক্য বর্জন করিয়া যুক্তিদ্বারা সত্য-আবিষ্কারের চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে ইব্‌ন্ রসীদ 'ধ্বংসের ধ্বংস'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কোরানে বর্ণিত শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বরে করুণা ও অন্যান্য গুণের অস্তিত্ব, দেহের পুনরুত্থান প্রভৃতি যে সকল বিষয় দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিতেন না, আল-গাজেল্ সে সকলই তাঁহার গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন্ রসীদ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এ সকলই রূপক বর্ণনামাত্র।

ইব্‌ন্ রসীদের রচনা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়া ইয়োরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাহাদ্বারা অনেকে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তগণ জীবাত্মার অমরতা স্বীকার করিতেন না। পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ফ্রান্সিস্‌কান্ সন্ন্যাসীদিগের উপরও ইব্‌ন্ রসীদের গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

36—1885B.

আরব দর্শন-সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন, "মৌলিক চিন্তা হিসাবে আরবীয় দর্শনের কোনও গুরুত্ব নাই। আভিসেন্না ও আভেরুস মুখ্যতঃ ভাষ্যকার। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আরব পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দর্শন ও লজিক-সম্বন্ধে মত আরিষ্টটল্ ও নব-প্লেটনিক দার্শনিকদিগের দর্শন হইতে গৃহীত, চিকিৎসা-সংক্রান্ত মত গ্যালেনের নিকট প্রাপ্ত; গণিত ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় মত গ্রীক ও ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মত হইতে গৃহীত। তাঁহাদের গুহ্য দর্শনের সহিত পারসীক মত মিশ্রিত ছিল। কেবল গণিতে ও রসায়নে আরবদিগের কিছু মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল। ইয়োরোপের প্রাচীন ও নব্য-সভ্যতার মধ্যবর্তী অন্ধকার যুগে মুসলমানগণ ও বাইজাণ্টাইন্‌গণ প্রাচীন গ্রন্থাবলী রক্ষা করিয়াছিল, বিদ্যাচর্চাও অব্যাহত রাখিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ-কর্তৃক এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজাণ্টাইন্ গ্রীকগণ-কর্তৃক ইয়োরোপের চিন্তা বহুপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। স্কলাষ্টিক দর্শনের উপর মুসলমান প্রভাব ছিল, এবং বাইজাণ্টাইন্ প্রভাব হইতে রেনেসাঁ উদ্ভূত হইয়াছিল।"

স্পেনে মুসলমান অধিকারের সময় ইহুদীদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। কর্ডোভা, বার্সিলোনা, এবং সেভিলের বিদ্যাকেন্দ্রের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; এবং ইহুদী সংস্কৃতি তথায় বিশেষ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপের পরিচয়সংঘটনে ইহুদীগণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। মোজেজ্ মাইমোনাইড্‌স্ (১১৩৫-১২০৪) নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক *Guide to the Perplexed*-নামে বাইবেলের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। বার্সিলোনার হাস্‌ডাই ক্রেস্‌কাস্ (১৩৭০-১৪৩০) যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমগ্র ইহুদী সমাজ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্পেন হইতে মুসলমানগণ বিতাড়িত হইবার পরে যে সকল ইহুদী স্পেনে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেক আরবীয় গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরিষ্টটলের দর্শনের উপর উৎপীড়ন আরব্ধ হইলে, অনেক মুসলমান দার্শনিক দেশ ত্যাগ করিয়া প্রোভেন্স প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে সহায়তা হইয়াছিল।

[১২]

পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধীদিগের উপর উৎপীড়ন

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোপের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন তৃতীয় ইনোসেণ্ট। এই ধূর্ত্ত রাজনৈতিক-কর্ত্তৃক পোপের ক্ষমতা বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূলে কোনও ঘটনার সদ্ব্যবহার করিতে ইনোসেণ্ট ইতস্ততঃ করেন নাই। সিসিলি দ্বীপে গোলযোগ উদ্ভূত হইলে, নাবালক রাজার মাতা ইনোসেণ্টকে রাজার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া পোপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পর্টুগাল ও আরাগণও পোপের প্রভুত্ব

মানিয়া লইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা জন্ প্রথমে পোপকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন ; পরে তাঁহার রাজ্য পোপকে দান করিয়া পোপের প্রজাস্বরূপ দেশ শাসন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ভিনিসিয়ান্‌দিগের সহিত বিবাদে পোপ জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সিসিলির রাজা ফ্রেডারিকও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১২১৬ সালে ইনোসেণ্টের মৃত্যুর পর তৃতীয় অনরিয়াসের সময় ফ্রেডারিক ক্রুসেডে যুদ্ধযাত্রা করিতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ১২২৭ সালে অনরিয়াসের মৃত্যুর পরে নবম গ্রেগরী পোপ হইয়া ফ্রেডারিককে সংঘচ্যুত[১] করেন। ফ্রেডারিক জেরুজালেমের রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে জেরুজালেমের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া ক্রুসেডে যাত্রা করেন। তখনও তিনি সংঘচ্যুত ছিলেন বলিয়া তিনি খৃষ্টীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় পোপ আরও ক্রুদ্ধ হন। ফ্রেডারিক মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি করিয়া জেরুজালেম উদ্ধার করেন, এবং পোপের ক্রোধ অগ্রাহ্য করিয়া জেরুজালেমের রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহার পরে পোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে পোপ আবার ফ্রেডারিককে সংঘচ্যুত করেন, এবং ফ্রেডারিকের মৃত্যু পর্য্যন্ত কলহ চলিতে থাকে। গ্রেগরীর মৃত্যুর পরে চতুর্থ ইনোসেণ্ট পোপ হইয়া ফ্রেডারিককে সিংহাসনচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তাঁহার সাহায্যকারী সকলকেই সংঘচ্যুত করেন। ইহার ফলে সন্ন্যাসিগণ ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হয়। ফ্রেডারিক তখন ভয়ানক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাহারও কাহারও এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কাহারও কাহারও দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। ফ্রেডারিক এক সময়ে এক নূতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

এই শতাব্দীতে ক্যাথারিষ্ট (অথবা আলবিজেন্‌স্) ও ওয়ালডেন্‌স্ নামক দুইটি নূতন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ক্যাথারিষ্টদিগের মত অনেকটা নষ্টিক মতের সদৃশ ছিল। তাহারা পুরাতন বাইবেলের জিহোবাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত না, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কেবল নূতন বাইবেলেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা জড়কে সম্পূর্ণ অমঙ্গলমূলক বলিয়া গণ্য করিত, এবং ধার্ম্মিকগণের জড়দেহে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিত না। পাপীদিগের ইতর জীবদেহে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত বলিয়া, তাহারা মৎস্য ভিন্ন অন্য আমিষ আহার গ্রহণ করিত না ; ডিম, মাখন এবং দুগ্ধও খাইত না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৎস্যের জন্মে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের প্রয়োজন হয় না। এইজন্য মৎস্যভক্ষণে তাহাদের আপত্তি ছিল না। সর্ব্বপ্রকার মৈথুন তাহারা ঘৃণা করিত, বিবাহকে পরদারগমন অপেক্ষাও নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করিত, কিন্তু আত্মহত্যায় কোন দোষ দেখিতে পাইত না। তাহারা আক্ষরিক অর্থে বাইবেলকে গ্রহণ করিত, এবং কেহ এক গণ্ডে আঘাত করিলে, তাহার দিকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া বলিয়াছিল, সে ক্যাথারিষ্ট নহে, কেন-না, সে মিথ্যাকথা বলে, শপথ করে এবং মাংস খায়।

---

১ **Excommunicate.**

পিটার ওয়াল্‌ডো নামে এক ব্যক্তি ওয়াল্‌ডেন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াল্‌ডো তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া 'লায়ন্‌সের দরিদ্রগণ' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। সমিতির সভ্যগণ দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। পোপ প্রথমে এই সমিতি অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাজকদিগের চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সমিতি নিন্দিত ও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হয়। তখন সমিতির সভ্যগণ স্থির করিলেন যে, প্রত্যেক সৎলোকই বাইবেলের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতে অধিকারী, এবং আপনাদিগের যাজক নিযুক্ত করিয়া, ক্যাথলিক যাজকদিগের যজমানত্ব বর্জন করিলেন।

ইতালীর উত্তর ভাগে এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে অধিকাংশ লোক ক্যাথারিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অনেক জমিদার গীর্জ্জার জমি হস্তগত করিবার ইচ্ছায় এই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন। ক্রুসেডের ব্যর্থতা ও যাজকদিগের চরিত্রহীনতাবশতঃ অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেইজন্য বহুসংখ্যক লোক এই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। লম্বার্ডি ও বোহিমিয়ায় ওয়াল্‌ডেন-সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের উপর বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পোপ ফ্রান্সের রাজাকে ক্যাথারিষ্টদিগকে দমন করিবার আদেশ করেন। বহুসংখ্যক ক্যাথারিষ্ট তখন নিহত হইয়াছিল। ইহার পরে নবম গ্রেগরী ইন্‌কুইজিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াল্‌ডেনগণও বহু উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল।

[১৩]

সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিস্‌ ও সেইণ্ট্‌ ডমিনিক্‌

১১৮১ সালে সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিস্‌ অব আসেসি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন অশ্বারোহণে গমন করিবার সময় পথপার্শ্বে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া তাঁহার মন করুণায় বিগলিত হইয়া পড়ে, এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি রোগীকে চুম্বন করেন। ইহার পরেই সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয়। তাঁহার পিতা সম্ভ্রান্ত বণিক্‌ ছিলেন। পুত্রের অভিলাষ অবগত হইয়া তিনি ভীষণ রুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুত্রকে রাখিতে পারিলেন না। ফ্রান্সিস্‌ একদল সঙ্গী সংগ্রহ করিলেন, তাহারা সকলেই দারিদ্র্য অবলম্বন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। পোপ প্রথমে এই আন্দোলন সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ইনোসেণ্ট ইহাদ্বারা স্বকার্য্যসাধনের ইচ্ছায় এই সমিতিকে অনুমোদন করিলেন। নবম গ্রেগরী ফ্রান্সিসের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই সংঘের জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করিয়া দিলেন। ফ্রান্সিস্‌-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের কোনও গৃহ থাকিবে না, তাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে, ইহাই ছিল নিয়ম। ১২১৯ সালে ফ্রান্সিস্‌ পূর্ব্ব দেশে গমন করিলে তখনকার সুলতান-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকগণ বাসের জন্য একটা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিস্‌ নিজের মুক্তির অপেক্ষা অন্যের সুখবিধানের জন্য অধিকতর চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার প্রেম ছিল স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সর্ব্বজীবে অবিরল ধারায় প্রবাহিত। তিনি

অসাধারণ কবিত্বশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার 'সূর্য্যের স্তুতি' অপূর্ব্ব সুষমার মণ্ডিত। কুষ্ঠরোগীদিগের প্রতি অনুকম্পায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার মহান্ আদর্শ বর্জন করিয়া সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হয়। পোপ তাহাদিগকে তাঁহার বিরোধীদিগের উপর উৎপীড়নে নিযুক্ত করেন। ইন্কুইজিশন্ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অনেক ফ্রানসিস্কান্ সন্ন্যাসী তাহার বিচারক-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র অংশ সেইণ্ট্ ফ্রান্সিসের উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়া ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের অনেককে ইন্কুইজিশন্ আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল।

সেইণ্ট্ ডমিনিক্ ১১৭০ সালে স্পেনে ক্যাষ্টিল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই খৃষ্টের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি লক্ষিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি স্বীয় পরিচ্ছদ-বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সেবা করিয়াছিলেন, এবং একটি দরিদ্র নারীর মুক্তির জন্য স্বয়ং দাসত্ববরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যাজকব্রত অবলম্বন করিবার পরে বিলাসবর্জিত কঠোর জীবনযাপনের জন্য তাঁহার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতার জন্যও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্পেন দেশে যাজকদিগের সম্মান তখন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল, কিন্তু অন্যান্য দেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উদ্ভূত হইতে দেখিয়া ডমিনিক্ তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। একদিন এক সৈন্যদল ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধীদিগের বিরুদ্ধে যাইবার সময় পথে তাহাদিগের সহিত ডমিনিকের দেখা হইলে ডমিনিক্ বলিয়াছিলেন, "এত জাকজমক-দ্বারা তোমরা বিধর্ম্মীদিগের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে না। জাকজমক ছাড়িয়া নগ্নপদে নিঃসম্বল অবস্থায় খৃষ্টের নামপ্রচারে বাহির হও।" তিনি নিজেও রুক্ষ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নগ্নপদে প্রচার করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ফল না হওয়ায় একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "সজল নয়নে অত্যন্ত কোমলস্বরে আমি তোমাদিগকে তোমাদের ভুল দেখাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। আমার দেশে এক প্রবাদ আছে যে, আশীর্ব্বাদও যেখানে নিষ্ফল হয়, সেখানে দণ্ড উত্তোলন করিতে হয়। এখন দেখিতে পাইবে, কিরূপে তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে উত্থিত হয়। অনেককেই তরবারির আঘাতে প্রাণ হারাইতে হইবে।" ইহার পরেই ইন্কুইজিশন্ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শত শত নির্দ্দোষ লোক ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিবার জন্য অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট ১২১৫ অব্দে ডমিনিকান্ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের সভ্যগণ ইন্কুইজিশনের উৎপীড়নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১২২২ সালে ডমিনিকের মৃত্যু হয়।

ডমিনিক্ নিজে বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন না। তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ লৌকিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য ও কলার সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে এই নিয়ম রহিত হইয়াছিল, এবং অনেক ডমিনিকান্ সন্ন্যাসী জ্ঞানালোচনায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

[১৪]

সেইণ্ট বোনাভেনটুরে (১২২১—১২৭৪)

বোনাভেন্টুরে ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পারিসে তিনি আলেকজান্দার অব্ হেলসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া পরে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ও ১২৫৭ সালে তিনি ফ্রান্সিসকান্ সম্প্রদায়ের জেনারল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বোনাভেন্টুরে মুখ্যতঃ অগাষ্টিনের মতাবলম্বী ছিলেন। কোন কোনও বিষয়ে আরিষ্টটলের মতের সহিতও তাঁহার মিল ছিল। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি আরিষ্টটলের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনের মধ্যে কোনও সহজাত প্রত্যয় নাই—সংবেদন হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। 'প্রাথমিক তত্ত্বে'র (Primary Principles) জ্ঞান-সম্বন্ধে তিনি বলেন, সমগ্র বস্তু যে তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর, এই সাধারণ প্রতিজ্ঞার জ্ঞান হয় সমগ্র কি, অংশ কি, অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝিবার পরে। সমগ্র ও অংশের জ্ঞান হইবার পরে বুদ্ধির আলোকেই আমরা উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞা যে সত্য, তাহা বুঝিতে সক্ষম হই। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা-দ্বারা অর্জিত হয়, তাহাকে সহজাত বলিবার কোনও কারণ নাই। আরিষ্টটল্ ও সেইণ্ট টমাসের মতও ইহাই। বোনাভেন্টুরে substance (দ্রব্য), accidents প্রভৃতি আরিষ্টটলীয় 'প্রকারে'র ব্যবহারও করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই এই সকল 'প্রকার' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। বোনাভেনটুরে আরিষ্টটলের লজিক ও দর্শনের ব্যবহারও করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে 'অসম্পূর্ণ আরিষ্টটলিয়ান' (Incomplete Aristotelian) বলা যায়। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র আরিষ্টটলের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মতে প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করিয়া আরিষ্টটল্ ভুল করিয়াছিলেন, এবং প্লেটোর মত অগ্রাহ্য করিবার যে সকল যুক্তি তিনি দিয়াছিলেন, তাহাদের কোনও গুরুত্ব নাই। প্লেটো যে সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, আরিষ্টটল তাহার সাক্ষাৎ পান নাই। কোনও ঐশ্বরিক প্রত্যয়ের (divine idea) অস্তিত্ব যদি না থাকে, এবং ঈশ্বর যদি কেবল গতির 'শেষ কারণ' হন (যাহা আরিষ্টটলের মত) তাহা হইলে ঈশ্বরে সৃষ্টি-কর্তৃত্ব থাকে না। সেইজন্যই আরিষ্টটল্ 'সৃষ্টি' স্বীকার করেন নাই এবং জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন। জগতের অনাদিত্ব একটি যুক্তিহীন মত। জগৎ যদি অনাদি হয়, কালের যদি কোন প্রারম্ভ না থাকে, তাহা হইলে এ পর্যন্ত তো এক অসীম বস্তুশ্রেণীর (Series) উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। আবার সেই অসীমের সঙ্গে নূতনের সংযোগও সম্ভবপর, তাহাও অসম্ভব। বোনাভেন্টুরের এই যুক্তি অবশ্য বলবতী নহে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় বোনাভেন্টুরে এখানে বাইবেলের উক্তিদ্বারা আরিষ্টটলের মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন নাই। তিনি দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের মধ্যে ভেদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আরম্ভ প্রত্যাদেশ বা আপ্তবাক্য হইতে; যুক্তিদ্বারা এই প্রত্যাদিষ্ট সত্য বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। দর্শনের আরম্ভ প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে। তথা হইতে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরে উপনীত হওয়াই দর্শনের কাজ। বোনাভেন্টুরের দর্শনে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট।

তাহা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। "প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতেই ঈশ্বরের হাতের চিহ্ন (Vestige) বর্ত্তমান, প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের ছায়া (Shadow), কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ জীব (Rational creature) ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি (Image)। 'ছায়া' হইতে প্রতিমূর্ত্তিতে আরোহণই আধ্যাত্মিক উন্নতি।" বোনাভেন্টুরের মতে 'আদর্শবাদ'—আদর্শ অনুসারে সৃষ্টি হইয়াছে এই মত—তত্ত্ববিদ্যার মূল এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধহীন তত্ত্ববিদ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকের নিকট জগৎ প্রকৃতির (Nature) অতিরিক্ত কিছু নহে। তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ এক প্রাকৃতিক সম্বন্ধমাত্র, যেমন চালকের সহিত চালিতের সম্বন্ধ। কিন্তু তাত্ত্বিক দার্শনিক জগৎকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়াও গণ্য করেন, এবং ঐশ্বরিক প্রত্যয়দিগকে জগতের সৃষ্টির আদর্শ কারণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐশ্বরিক প্রত্যয়-সকল বস্তুতঃ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের (Word) মধ্যে বর্ত্তমান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ দার্শনিক পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পান না। দার্শনিকের চিন্তা যদি বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত না হয় তাহা হইলেও তিনি ভ্রান্তিতে পতিত হইবেন। ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায় না। দার্শনিকের যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তাহার দর্শনে ত্রিত্ববাদের স্থান থাকিবে না। এই দিক হইতে দেখিলে দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান।

[১৫]

সেইণ্ট্ টমাস্ একুইনাস্ (১২২৬—১২৭৪)

স্কলাষ্টিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টমাস্ একুইনাস্। যাবতীয় ক্যাথলিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দর্শন একমাত্র সত্যদর্শন বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খৃষ্টীয় দার্শনিকদিগের অধিকাংশই প্লেটোপন্থী ছিলেন। তিনিই প্লেটোর স্থলে আরিষ্টটল্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার দর্শন-অনুসারে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করেন। রেনেসাঁ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় দর্শনের উপর আরিষ্টটলের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে প্লেটোর দর্শনের সহিত অধিকতর পরিচয়ের ফলে, অধিকাংশ দার্শনিকই তাঁহার মত গ্রহণ করেন। কিন্তু একুইনাস্ এবং তাঁহার সঙ্গে আরিষ্টটলের দর্শন স্বীকার না করিলে বর্ত্তমানে কেহই ক্যাথলিক সংঘের যাজকপদে নিযুক্ত হইতে পারেন না।

সেইণ্ট্ টমাস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইটালীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে। তাঁহার পিতা একুইনোর কাউণ্ট লম্বার্ডরাজদিগের বংশধর এবং পোপের ভাগিনের ছিলেন। পর্ব্বত-শিখরে এক দুর্গে তিনি বাস করিতেন। টমাসের ভ্রাতারা সকলেই যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু টমাস্ যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসিতেন না। শৈশবকাল হইতেই তিনি নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। যখন দুর্গে সন্ন্যাসী-সমাগম হইত, তখন বৃদ্ধদিগের সঙ্গে বসিয়া তিনি তাঁহাদের গল্প শুনিতেন। মানুষের দুঃখকষ্ট ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার মন দুঃখে বিগলিত হইত। জমিদারদিগের জমি চাষ করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোককে দাসের জীবন যাপন করিতে হয়। যাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করে, তাহাদের অবলম্বিত

পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া অন্য পদ্ধতিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য তাহারা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করে। ইহা দেখিয়া টমাসের মন বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিত; এবং মানুষকে কি উপায়ে এই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যায়, তিনি তাহার চিন্তা করিতেন।

টমাসের পিতার দুর্গ অবস্থিত ছিল মন্‌টে ক্যাসিনোর সন্নিকটে। মন্‌টে ক্যাসিনোতে টমাসের শিক্ষারম্ভ হয়; সেখান হইতে তিনি নেপ্‌ল্‌সে প্রেরিত হন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বিজ্ঞান, অলঙ্কার এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানে শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ ছিল বৃহৎ। 'ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু-মহাভুজ' সে দেহ যুদ্ধব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। তাঁহার ভ্রাতারাও সকলে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। পিতা তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে বিফলপ্রযত্ন হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বের উপাধি লইয়া বিশপের পদে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশপের মানমর্য্যাদাও ছিল প্রচুর। কিন্তু টমাস্ তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে টমাস্ সেইন্ট্ ফ্রান্সিস্ অব আসিসির কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারই মতো সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেইন্ট্ ফ্রান্সিস্ ধনসম্পত্তি, সামাজিক মানমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া, ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে দরিদ্রের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেইন্ট্ ফ্রান্সিসের মূর্ত্তি টমাসের মানস চক্ষুর সমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিত। একদিন তিনি পিতাকে বলিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। শুনিয়া পিতা হতবুদ্ধি হইলেন; কহিলেন, "একুইনাসের কাউণ্টের পুত্র হইবে ভিখারী! অসম্ভব।" পুত্র কহিলেন, "আসিসির ফ্রান্সিস্‌ও উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" "ফ্রান্সিস্ ছিল উন্মাদ।" পুত্র কহিলেন, "তিনি ছিলেন মহর্ষি।"

পুত্রকে তাঁহার উন্মত্ত সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মাতা পোপের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ডমিনিকান্‌-সম্প্রদায় যাহাতে টমাস্‌কে তাহাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ না করে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে নেপ্‌ল্‌সের আর্কবিশপও প্রতিশ্রুত হইলেন। জানিতে পারিয়া টমাস্ রুষ্ট হইয়া কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং প্যারিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা পথ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া এক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল।

কারাগারে পিতা পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী হইতে চাও, হও। কিন্তু আমার অনুরোধ মন্‌টে ক্যাসিনোর মঠের অধ্যক্ষ হইয়া, তুমি তথায় থাক।" পুত্র কহিলেন, "প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আমি চাই আমার প্রভুর দীন সেবক হইতে।" মাতা আসিয়া কত অনুরোধ করিলেন, অশ্রুজল ফেলিলেন। পুত্র অচল অটল।

পুত্রকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইল, কিছুতেই ফল হইল না। অবশেষে এক সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। টমাস্ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় যুবতী উপস্থিত হইল। যুবতী তাঁহার নিকট কামের জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইল। একখানা জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া টমাস্ তাহাকে তাড়া করিলেন, যুবতী ভয়ে পলায়ন করিল। ইহার পরে ভগিনী মেরিয়াটের সাহায্যে টমাস্ দুর্গ হইতে পলায়ন করেন।

সেইন্ট্ টমাস একুইনাস

তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক আলবার্টাস্ ম্যাগ্নাসের নিকট দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে টমাস্ পারিসে গমন করিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, আলবার্টাস্ তখন কলোন নগরে। কলোনে গমন করিয়া তিনি আলবার্টাসের নিকট দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরেই গুরুর স্নেহলাভ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আলবার্টাস্ কলোন ত্যাগ করিয়া যখন পারিসে গমন করিলেন, তখন টমাস্ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে ধর্ম্মবিজ্ঞানে 'ব্যাচিলার' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনের কার্য্যে তিনি এখন আপনাকে নিযুক্ত করিলেন এবং ৩২ বৎসর বয়সে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১২৬০ হইতে ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্যারিসে বাস করেন। এই সময়ে একদিন তিনি ফরাসীরাজ-কর্ত্তৃক এক ভোজে নিমন্ত্রিত হন। ভোজে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভোজের সময় ফরাসীরাজ যখন কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন টমাস্ হঠাৎ টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এইবার অবিশ্বাসীদিগের দফা রফা।" রাজার সম্মুখে এই আচরণে সকলে স্তম্ভিত হইল। রাজা টমাসের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে টমাস্ কহিলেন, "মহারাজ, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এবং এখন কোথায় আছি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবিশ্বাসীদিগের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মকে কিরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম।" রাজা সহাস্যে কহিলেন, "আপনার যুক্তিগুলি লিখিয়া লইবার জন্য আমি আমার সেক্রেটারীকে বলিয়া দিব।"

খৃষ্টের ধর্ম্মের বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য একুইনাস্ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ক্রিয়াবিশেষবহুল অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল; দীনাত্মা যীশুর সেবকগণ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও দীর্ঘ উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরদ্বারা তাঁহার সরল ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং আধ্যাত্মিক শক্তির স্থলে যাজকশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একুইনাস্ খৃষ্টের ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আভেরেস্ (ইব্‌ন্ রুশীদ)-এর মতাবলম্বী এক শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন। তাঁহারা আত্মার ব্যক্তিগত অমরতা স্বীকার করিতেন না। কেন-না, তাঁহারা বলিতেন, মানুষের বুদ্ধিই অমর, আর বুদ্ধি নৈর্ব্যক্তিক, এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এক অভিন্ন বুদ্ধি বর্ত্তমান। এই মত ক্যাথলিক ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া যখন প্রমাণিত হইল, তখন তাঁহারা বলিলেন, সত্যের দুই রূপ—দার্শনিক ও ধর্ম্ম্য। দার্শনিক রূপ যুক্তি ও দর্শনে প্রকাশিত; ধর্ম্ম্য রূপের ভিত্তি আপ্তবাক্য ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। ইহার ফলে আরিষ্টটলের উপর লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে। একুইনাস্ পারিসে অবস্থান করিয়া এই অনিষ্টের প্রতিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একুইনাসের সময় পর্য্যন্ত আরিষ্টটলের দর্শন বলিয়া যাহা পরিচিত ছিল, তাহার সহিত নব-প্লেটোনিক মত মিশ্রিত ছিল। একুইনাস্ খাঁটি আরিষ্টটলের দর্শনের সহিত পরিচিত হইয়া প্লেটোর মত সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দর্শনের ভিত্তিরূপে আরিষ্টটলের দর্শনকে গ্রহণ করিতে তিনি সংঘের অধিকনায়কদিগকে সম্মত করাইয়াছিলেন। তিনি

বলিয়াছিলেন, মুসলমান দার্শনিকগণ ও আভেরুরসের অনুবর্ত্তী দার্শনিকগণ আরিষ্টটলকে বুঝিতে পারেন নাই।

সেইণ্ট্ টমাসের দুইখানি গ্রন্থের নাম *Summa Contra Gentiles* (অখৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান কথা) ও *Summa Theologiae* (ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রধান কথা)। প্রথম গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঈশ্বরতত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ডে মানবাত্মার তত্ত্ব, এবং তৃতীয় খণ্ডে চরিত্রনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে আপ্তবাক্য ব্যতিরেকে যাহা বোধগম্য হয় না, তাহার কথা আছে।

ঈশ্বরতত্ত্ব:—ঈশ্বরতত্ত্ব বাইবেলে বর্ণিত থাকিলেও, কেন আবার তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার উত্তরে সেইণ্ট্ টমাস্ বলিয়াছেন, অখৃষ্টানগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া, যুক্তিদ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণ করা আবশ্যক। যুক্তিদ্বারা অবশ্য সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ করা যায় না, সত্যের অংশবিশেষমাত্র প্রমাণ করা যায়। যুক্তি-দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জীবাত্মার অমরতা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু ত্রিমূর্ত্তি, অবতার এবং শেষ বিচার প্রমাণ করা যায় না। তাহা হইলেও আপ্তবাক্যের কোন অংশই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য একুইনাস্ আন্সেল্মের **Ontological argument** বা 'সত্তা-বিজ্ঞানে'র প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, কেন-না, তাঁহার মতে পূর্ণ ঈশ্বরের ধারণা কাহারও নাই; যে ধারণা আমাদের আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; সুতরাং তাহা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাঁচটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আরিষ্টটলের 'অনন্যচালিত চালকে'র[১] প্রমাণ। সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্তু হইতে তাহার গতি লাভ করে, অন্য বস্তুদ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেক চালিত বস্তুর চালকের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম চালক একজনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং ঈশ্বরকে অনন্যচালিত চালক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকেই জাগতিক সকল গতির উৎস বলিতে হয়। অনন্যচালিত চালকের উদাহরণ-স্বরূপ আরিষ্টটল্ কামনার বিষয় ও চিন্তার বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কামনার বস্তু নিজে গতিহীন হইয়াও মানুষের মনে গতির সৃষ্টি করে, চিন্তার বিষয়ও নিজে অবিচলিত থাকিয়া মনের সক্রিয়তারূপ গতি উৎপন্ন করে। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম, তাহাদ্বারা ঈশ্বর গতি উৎপন্ন করেন (মানুষের মনে)। তাঁহার প্রতি প্রেমের আকর্ষণদ্বারা গতি উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের মধ্যে কোনও গতি নাই, কিন্তু জগতে একবস্তু নিজে গতি প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তুতে তাহা সংক্রামিত করে। 'অনন্যচালিত চালক' সংজ্ঞা ঈশ্বরে আরোপ করিতে আরিষ্টটল্ কুণ্ঠিত ছিলেন। কেন না, তৎকালিক জ্যোতিষগণনায় ৪৭টি অথবা ৫৫টি 'অনন্যচালিত চালকে'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছিল। সেইণ্ট্ টমাস্ একমাত্র ঈশ্বরকে 'অনন্যচালিত চালক' বলিয়াছেন।

প্রথম কারণের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে। সকল কারণের মূলে এক আদি কারণ স্বীকার না করিলে, অনবস্থা উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভু ও সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

---

১ Unmoved mover.

তৃতীয় প্রমাণ দ্বিতীয় প্রমাণের অনুরূপ। জগতের শৃঙ্খলার আদি কারণরূপে একজন জগদতীত পুরুষের প্রয়োজন।

চতুর্থ প্রমাণ :—জগতে পূর্ণতার ন্যূনাধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সম্পূর্ণ অনবদ্য পূর্ণপুরুষ হইতেই কেবল এই সকল আংশিক পূর্ণতার উদ্ভব সম্ভবপর।

পঞ্চম প্রমাণ :—উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ[১]। জগতে যত প্রাণহীন বস্তু আছে, তাহারা যে কোনও-না-কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহার উদ্দেশ্য সাধন করে তাহারা ? জীবন্ত পদার্থেরই স্বকীয় উদ্দেশ্য আছে। অচেতন বস্তুদ্বারা নিশ্চয়ই বহিঃস্থ কোনও পুরুষের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই পুরুষই ঈশ্বর।

সেইণ্ট্ টমাসের মতে সমস্ত যুক্তিতর্কের পূর্ব্বে ঈশ্বরের জ্ঞান অস্পষ্টভাবে সকল মানুষের মনেই থাকে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া সেইণ্ট্ টমাস্ তাঁহার স্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ আমরা সম্পূর্ণ অবগত নহি, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে নেতিবাচক হইতে বাধ্য। ঈশ্বর অনাদি ও অপরিণামী। তিনি বিশ্বের আদিম উপাদান নহেন। আদিম উপাদান[২] ছিল নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বর বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি[৩], অর্থাৎ তিনি ক্রিয়ার বাস্তবতা-প্রাপ্ত 'শক্তি'[৪], শক্যতামাত্র নহেন। তিনি নিরংশক, দেহী নহেন। তিনি ও তাঁহার স্বরূপ[৫] অভিন্ন,—তাঁহার সত্তা ও তাঁহার স্বরূপ অভিন্ন। কোনও ভেদ তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি কোনও শ্রেণীভুক্ত নহেন ; সুতরাং শ্রেণীর নামদ্বারা তাঁহার বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু শ্রেণীর[৬] গুণের অভাব তাঁহাতে নাই। এক অর্থে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই তাঁহার সদৃশ।

ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ। তিনিই মঙ্গল। তিনি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য। তিনি বুদ্ধিমান্। বুদ্ধির ব্যবহারই তাঁহার স্বরূপ। তিনি তাঁহার স্বরূপদ্বারাই সকল বিষয় জানেন। জন্ স্কোটাস্ বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর আপনাকে সম্পূর্ণ জানেন না। সেইণ্ট্ টমাস্ বলেন, ঈশ্বর পূর্ণরূপেই আপনাকে জানেন।

ঈশ্বর একই সময়ে সমস্ত বস্তু জানেন—অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর জ্ঞান যুগপৎ তাঁহার মনে বর্ত্তমান। তাঁহার জ্ঞান অব্যবহিত, যুক্তিমূলক নহে।

সার্ব্বিকের জ্ঞানের সহিত বিশেষের[৭] জ্ঞানও ঈশ্বরের আছে কি-না, সেইণ্ট্ টমাস্ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরে বিশেষের জ্ঞানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাত প্রকার যুক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি সকলের খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, বিশেষদিগের কারণ যখন ঈশ্বর, তখন তাঁহাতে সকল বিশেষের জ্ঞানই আছে। যে সকল বস্তুর এখনও উদ্ভব হয় নাই, তাহাদের জ্ঞানও ঈশ্বরের আছে। কোনও দ্রব্যনির্ম্মাণের পূর্ব্বে তাহার জ্ঞান যেমন শিল্পীর মনে থাকে, সেইরূপ। ঈশ্বর ভাবী ঘটনাও অবগত আছেন। প্রত্যেক কালিক বস্তুই তিনি বর্ত্তমানরূপে দেখিতে পান ; কিন্তু তিনি নিজে কালের অতীত। আমাদের মন ও

---

[১] Teleological argument. [২] Matter. [৩] Actus Purus.
[৪] Realised Energy. [৫] Essence. [৬] Genus. [৭] Particulars.

গুপ্ত ইচ্ছাও তিনি জানিতে পারেন। অতি তুচ্ছ বস্তুও তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নহে। তিনি অমঙ্গলও[১] জানেন, কেন-না, অমঙ্গলের জ্ঞান মঙ্গলের জ্ঞানের অনুষঙ্গী।

ঈশ্বর ইচ্ছাময়; ইচ্ছাই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ ও মঙ্গলময়ত্ব তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁহার ইচ্ছা স্বাধীন। কিন্তু স্বতঃই যাহা অসম্ভব, তাহা তিনি ইচ্ছা করিতে পারেন না। পরস্পর-বিরুদ্ধ দুই বাক্যের প্রত্যেকটিকে তিনি সত্য করিতে পারেন না, মানুষকে গর্দভ করিতে পারেন না, আপনার স্বরূপের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ক্লান্ত হইতে পারেন না, কিছু ভুলিয়া যাইতে পারেন না, রোষাবিষ্ট অথবা দুঃখিত হইতে পারেন না। মানুষের আত্মা থাকিবে না, অথবা ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণ হইবে না, ইহা তিনি করিতে পারেন না। তিনি পাপকর্ম্ম করিতে পারেন না, আপনার বিনাশসাধন করিতে পারেন না, দ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্ববস্তুতে তিনি অবস্থিত, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ-রূপে নহে, কর্ত্তারূপে। সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছাসম্ভূত; জগতের রক্ষাকল্পে তাঁহার ইচ্ছা অনবরত সক্রিয় এবং সৃষ্টিক্রিয়া বিরামহীন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মানবাত্মার আলোচনা আছে। জ্ঞানবান্ প্রত্যেক বস্তুই অজর ও অমর। স্বর্গদূতগণের শরীর নাই, কিন্তু মানুষের আত্মা দেহযুক্ত। আত্মা দেহের রূপ। মানুষের মধ্যে তিনটি আত্মা নাই, একটিই আছে। শরীরের প্রত্যেক অংশেই সমগ্র আত্মা বর্ত্তমান। ইতর জীবের আত্মা অমর নহে। বুদ্ধি মানুষের আত্মার এক অংশ। আভেরুরস্ বলিয়াছিলেন, একই বুদ্ধি সকল মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান। ইহা সত্য নহে। আত্মা পিতার রেতঃর সহিত সন্তানে সংক্রামিত হয় না। প্রত্যেক মানুষের জন্য স্বতন্ত্র আত্মার সৃষ্টি হয়। কেহ পরস্ত্রীতে উপগত হইবার ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাহার জন্য আত্মার সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর কি সেই পাপকর্ম্মের সহকর্ম্মী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না? এই প্রশ্নকে সেইণ্ট্ টমাস্ বুদ্ধিহীন বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মীমাংসা করেন নাই। পাপ তো আত্মার, দেহের নহে। আত্মা যদি সন্তান পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে আদিম পাপ সন্তানে সংক্রামিত হয় কিরূপে?

সামান্যের আলোচনায় সেইণ্ট্ টমাস্ বলিয়াছেন যে, আত্মার বাহিরে সামান্যের অস্তিত্ব নাই; কিন্তু বুদ্ধি সামান্যের জ্ঞান লাভ করিবার সময় আত্মার বহিঃস্থ বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করে।

তৃতীয় খণ্ডে অনেক চরিত্রনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা আছে। অমঙ্গল অনিচ্ছাপ্রসূত; ইহার কোনও সার নাই; এক আকস্মিক কারণ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। যে কারণ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অমঙ্গলময় নহে। ঈশ্বরই যাবতীয় বস্তুর লক্ষ্য এবং সকল বস্তুরই ঈশ্বরের সদৃশ হইবার দিকে একটা প্রবণতা আছে। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, পার্থিব সম্মান, ক্ষমতা, ধনসম্পদ্ প্রভৃতিতে মানুষের চরম সুখ হয় না। ইন্দ্রিয় সে সুখের আধার নহে, পুণ্য কর্ম্মও সুখের আধার নহে, সুখের উপায়মাত্র। ঈশ্বরের ধ্যানেই পরমানন্দ-লাভ হয়। অধিকাংশ লোকের ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে, তাহা এই ধ্যানের পক্ষে যথেষ্ট

১ Evil.

নহে। প্রমাণদ্বারা তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। বিশ্বাস হইতে লব্ধ জ্ঞানও নহে। পার্থিব জীবনে ঈশ্বরকে তাঁহার স্বরূপে দর্শন করা অসম্ভব। পূর্ণ সুখ-লাভও অসম্ভব। কিন্তু ইহার পরে তাঁহার দেখা পাইব। তাঁহার জ্যোতির সাহায্যেই এই দর্শন সম্ভবপর হইবে। কিন্তু তখনও তাঁহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাইব না। তাঁহার দেখা পাইলে আমরা অনন্ত জীবনের অর্থাৎ কালাতীত জীবনের অংশভাক্ হইব।

ঈশ্বর জগতের বিধাতা বলিয়া অমঙ্গল, আগন্তুক ঘটনা, স্বাধীন ইচ্ছা, ও যদৃচ্ছার অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। নিপুণ শিল্পীকে যদি নিকৃষ্ট যন্ত্রদ্বারা কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার রচনা ভাল হয় না। সেইজন্যই জগতে অমঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে।

সকল স্বর্গদূত সমান নহে। তাহাদের মধ্যে ক্রমভেদ আছে, কিন্তু শ্রেণীভেদ নাই, কেন-না, প্রত্যেক স্বর্গদূত অন্যান্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলিত জ্যোতিষ সত্য নহে। 'নিয়তি আছে কি-না', এই প্রশ্নের উত্তরে সেইণ্ট্ টমাস্ বলিয়াছেন, ঈশ্বর যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে নিয়তি বলা যাইতে পারে, কিন্তু না বলাই ভালো, কেন-না, উক্ত শব্দ অখৃষ্টানেরা ব্যবহার করে। ঈশ্বরের কোনও পরিবর্তন হয় না, ইহা সত্য হইলেও উপাসনা হিতকর। সময় সময় ঈশ্বর অপ্রাকৃত কর্ম্মও সম্পাদন করিয়া থাকেন; অন্য কেহই তাহা পারে না। দুষ্ট দৈত্যদিগের সহায়তায় 'ম্যাজিক' সম্ভবপর হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ম্যাজিক-দ্বারা কোনও অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত হয় না, এবং তাহাতে নক্ষত্রগণের কোনও কৃতিত্ব নাই।

ঈশ্বরকে ভক্তি করা ঐশ্বরিক নিয়ম; প্রতিবেশীকে ভালবাসাও ঐশ্বরিক নিয়ম বটে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তি সকলের উপরে। অবিবাহিত নারীর সহিত সহবাস ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ। কেন-না, সন্তান শিশু থাকিবার সময়ে পিতামাতার একত্র বাস করা কর্ত্তব্য। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ। বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য; কেন-না, শিশুর শিক্ষাবিধানের জন্য মাতা অপেক্ষা পিতার প্রয়োজন অধিক। পুরুষের একাধিক পত্নী নিষিদ্ধ। পুরুষের বহুবিবাহ নারীর উপর অবিচার, নারীর বহুপতিত্বদ্বারা পিতৃত্বে অনিশ্চিতির উদ্ভব হয়।

যুক্তিদ্বারা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তসকল প্রতিপন্ন করিয়া, সেইণ্ট্ টমাস্ শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রবচন যুক্তিসঙ্গত।

স্বেচ্ছায় অবলম্বিত দারিদ্র্যব্রতের বিরুদ্ধে সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়া, সেইণ্ট্ টমাস্ পাপ, প্রাক্-বিধান[১] এবং মুক্তির জন্য নির্ব্বাচনের[২] আলোচনা করিয়াছেন। পাপকর্ম্ম করিয়া মানুষ তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, সুতরাং অনন্ত নরক ন্যায়ানুসারে তাহার প্রাপ্য। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই পাপমুক্ত হইতে পারে না। পাপী পাপবর্জন করিয়া ধর্ম্মজীবনে দীক্ষিত না হইলে, পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। সৎপথে টিকিয়া থাকিবার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত কখনও হয় না। ঈশ্বর পাপীর পাপকর্ম্মের কারণ নহেন, কিন্তু কাহাকেও কাহাকেও তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করেন, কাহাকেও কাহাকেও পাপের মধ্যে রাখিয়া দেন। কেন কেহ কেহ মুক্তির জন্য নির্ব্বাচিত হয়, অন্যেই বা কেন হয় না, সে সম্বন্ধে সেইণ্ট্ টমাস্ বলিয়াছেন যে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়া কেহই

---

[১] Predestination. [২] Election.

স্বর্গে যাইতে পারে না, ইহাই তাঁহার মত। বাইবেলে ইহা লিখিত আছে। শুধু যুক্তিদ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় না।

গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে আছে—ত্রিমূর্ত্তি, অবতার, পোপের প্রভুত্ব, দেহের পুনরুত্থান এবং বিবিধ সংস্কারের[১] কথা।

ঈশ্বরকে জানিবার তিন পন্থা—যুক্তি, আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য হইতে অবগত সত্যের অব্যবহিত জ্ঞান[২]। শেষোক্ত পন্থাসম্বন্ধে সেইণ্ট্ টমাস্ বিশেষ কিছুই বলেন নাই। যদিও খৃষ্ট পবিত্র আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পবিত্র আত্মার সন্তান নহেন। পাপী যাজক-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কারও ফলোপধায়ক। যাজক পাপী হইলেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুপযুক্ত হন না।

পুনরুত্থান-সম্বন্ধে সেইণ্ট্ টমাস্‌কে একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। শেষবিচারের দিন প্রত্যেক মানুষ আপন আপন শরীর লইয়া উত্থিত হইবে। শরীর তো জড়-পরমাণুনির্ম্মিত। সুতরাং মৃত্যুর সময়ে দেহ যে যে পরমাণুদ্বারা গঠিত থাকে, পুনরুত্থিত দেহেও সেই সকল পরমাণু থাকিবার কথা। কিন্তু যে নরমাংসভোজী লোক নরমাংস ভিন্ন জীবনে আর কিছুই ভোজন করে নাই, যাহার পিতামাতাও নরমাংস ভিন্ন অন্য কিছুই কখনও খায় নাই, তাহার মৃত্যুর পরে কি হইবে? সে যদি স্বশরীরে পুনরুত্থান করে, তাহা হইলে যে সকল হতভাগ্যদিগকে সে ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের কি হইবে? তাহারা কি তাহাদের দেহ পাইবে না? তাহাদের দেহের উপাদান তো নরমাংসভোজীর শরীরের অংশে পরিণত হইয়াছিল। এই কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে সেইণ্ট্ টমাস্‌কে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, দেহের অভিন্নতা উপাদানের অভিন্নতার উপর নির্ভর করে না। দেহের উপাদান অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু দেহের অভিন্নতা তাহাতে বিনষ্ট হয় না। নরমাংসভোজীর মৃত্যুকালীন দেহের উপাদান যদি তাহার পুনরুত্থিত দেহের মধ্যে নাও থাকে, তাহা হইলেও পুনরুত্থিত দেহ যে মৃত্যুকালীন দেহের সহিত অভিন্ন তাহা বলিতে বাধা নাই।

সেইণ্ট্ টমাস্ ঈশ্বরকে প্রথম চালক ও প্রথম কারণ বলিয়াছেন। তিনি 'প্রথম' শব্দ এখানে 'কালে প্রথম' এই অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার মতে অনন্তসংখ্যক সৃষ্ট বস্তুর শ্রেণী—অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত সৃষ্ট বস্তুস্রোত (অনবস্থা)—যে থাকিতে পারে না, তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। 'প্রথম' শব্দ তিনি 'চরম' অথবা 'পরম' অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সসীম বস্তুদিগের শ্রেণীরই—সে শ্রেণী সসীম অথবা অসীম হউক—ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, আগন্তুক বস্তুদিগের শ্রেণীকে অনাদি বলিলেই তাহাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা হয় না। কোনও নিয়ত সত্তা—যাহা স্বয়ম্ভূ—তাহা ব্যতীত অসীমই হউক বা সসীমই হউক, এতাদৃশ বস্তুশ্রেণীর ব্যাখ্যা হয় না।

আদি চালক অথবা নিয়ত সত্তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? সেইণ্ট্-টমাস্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই নিয়ত সত্তাতে ঈশ্বরের গুণাবলী বর্ত্তমান। তিনি বুদ্ধির আধার। কিন্তু এই বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ নহে। তাঁহার বুদ্ধির সহিত

---

১ Sacraments.

২ Intuition.

মানবীয় বুদ্ধির কিছু সাদৃশ্য আছে সত্য। কিন্তু পার্থক্যও আছে। তাঁহার বুদ্ধির সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের নাই।

আরিষ্টটলের মতো সেইণ্ট্ টমাস্ও আনন্দ বা শ্রেয়ঃকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। কোনও কর্ম্ম স্থনীতি-সম্মত কি-না, তাহা নির্ভর করে জীবনের এই লক্ষ্যের সহিত তাহার সংগতি আছে কি-না, তাহার উপর। নৈতিক জীবনে শ্রেয়ের স্থান সকলের উপরে। কিন্তু যাহাকে আরিষ্টটল্ আনন্দ (Happiness) বা শ্রেয়ঃ (The good) বলিয়াছেন, তাহা মৃত্যুর পরেই অধিগম্য। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সেইণ্ট্ টমাস্ স্থনীতির কষ্টি বলেন নাই। মানবাত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে অনাদি কাল হইতে ঈশ্বরের একটা ধারণা ছিল এবং যে যে কর্ম্মদ্বারা মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহার ধারণাও তাঁহার ছিল। মানুষসম্বন্ধীয় ঈশ্বরের এই ধারণাই সনাতন নিয়ম (Eternal Law)। ইহা ঈশ্বরের খেয়াল-প্রসূত নহে। মানবাত্মার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বাস্তবে পরিণতির সহিত সংগতিপূর্ণ কর্ম্মই স্থনীতি-সম্মত, এবং তাহার সহিত সংগতিহীন কর্ম্ম দুর্নীতি। এইভাবে দেখিলে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের অপরিণামী প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ। এই নিয়ম মানুষের প্রজ্ঞায় প্রতিফলিত। মানুষের কর্ম্মমুখী প্রজ্ঞা এই সনাতন নিয়মের আলোকে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। এই নির্দ্ধারণের জন্য তাহাকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয় না।

সমালোচনা

সেইণ্ট্ টমাস্ আরিষ্টটলের দর্শনের উপর তাঁহার দর্শনের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ তাহাদ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে মৌলিকতা কিছু ছিল না। তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরিষ্টটলের দর্শন যে তিনি ঠিক বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাসেল বলেন যে, যুক্তির ব্যবহারে তাঁহার অকপটতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা মীমাংসা করিবেন, পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিয়া তিনি অনুকূল যুক্তির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণের জন্য তিনি যে সকল যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে রাসেল বলিয়াছেন, "অচেতন পদার্থে উদ্দেশ্যের অস্তিত্বমূলক প্রমাণ[১] ভিন্ন অন্য সকল প্রমাণেই সেইণ্ট্ টমাস্ ধরিয়া লইয়াছেন যে, অনাদি কোনও শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রত্যেক গণিতবিদ্ জানেন যে, ইহাতে কোনও অসম্ভাব্যতা নাই। যে ঋণাত্মক[২] পূর্ণসংখ্যা[৩]-শ্রেণী বিয়োগাত্মক একে[৪] পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার আদি নাই। সত্য-আবিষ্কার সেইণ্ট্ টমাসের লক্ষ্য ছিল না। মীমাংসা স্থির করিয়া তাহার প্রমাণের জন্য যুক্তির অনুসন্ধানকে 'দর্শন' বলা যায় না।" এইজন্য রাসেল সেইণ্ট্ টমাস্কে প্রাচীন গ্রীসের অথবা বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের সমান বলিতে স্বীকৃত নহেন।

---

১ Teleology. ২ Negative. ৩ Integers. ৪ Minus one.

সেইন্ট্ টমাসের অকপটতা-সম্বন্ধে রাসেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সেইন্ট্ টমাস্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যে সকল যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদ্বারা তাঁহার কপটতা প্রমাণিত হয় না। তাঁহার নিজের বিশ্বাসের জন্য যুক্তির প্রয়োজন ছিল না। বাইবেলে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তাহাই ছিল তাঁহার স্বকীয় বিশ্বাসের উৎস। কিন্তু সেই বিশ্বাসকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুক্তি বলবতী না হইতে পারে। কোনও দার্শনিকের যুক্তিই অবিসংবাদিতভাবে সত্য বলিয়া কখনও গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার অকপটতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আরিষ্টটল্পন্থী একুইনাস্, যতদূর যুক্তি যাইতে সক্ষম, ততদূর যুক্তির অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার মতে যাবতীয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। বুদ্ধির মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না। এই মত জড়বাদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাই ছিল একুইনাসের মত। নব-প্লেটোনিকদিগের মতে মন আপনার অন্তরস্থ আলোকদ্বারা উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু একুইনাস্ বলিয়াছেন, এই আলোক আসে বাহ্য জগৎ হইতে পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারপথে। অগাষ্টিনের মতে মানুষের প্রকৃতিই পাপে কলুষিত। একুইনাসের মতে কোনও দ্রব্যই স্বরূপতঃ মন্দ নহে। তাহার ভালো-মন্দ নির্ভর করে আমরা কি ভাবে তাহার ব্যবহার করি, তাহার উপর। সুতরাং তাঁহার নিকট পঞ্চ ইন্দ্রিয়, দৈহিক সংবেদন এবং সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা, সকলেরই মর্য্যাদা সমান ছিল। তাঁহার অবতার-বাদের অর্থ এই যে, মানুষও ঈশ্বরের কার্য্যসাধনের যন্ত্র হইবার উপযুক্ত। তিনি জড়কে তাহার প্রাপ্য মূল্য দিয়াছিলেন, এবং মানুষের জড়দেহকেও পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতেন। প্লেটো মানবাত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেন। একুইনাসের মতে মানুষের মন যেমন, তেমনি তাহার দেহও মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৃত দেহকে মানুষ বলা যায় না; তেমনি দেহহীন প্রেতাত্মাকেও মানুষ বলা যায় না। দেহ ও মন যুক্ত থাকিলেই তবে মানুষ হয়। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, জড়ের প্রতি একুইনাসের অশ্রদ্ধা ছিল না। জড়কে তিনি যাবতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্যহীন উপাদান বলিয়া গণ্য করিতেন, কিন্তু যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহা রূপ ধারণ করে। যে সমস্ত গুণের আধাররূপে তাহা জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই তাহার রূপ। উপাদানের মধ্যে যতটা সত্য আছে, রূপের মধ্যেও ততটা আছে; বরং রূপের মধ্যে উচ্চতর সত্যতা আছে বলা যায়। কোনও মূর্ত্তির যে রূপ, তাহাই তাহার সার। আমরা দেখিতে পাই যে, জড়বস্তু নিত্য রূপান্তরিত হইতেছে। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, জড়বস্তুই অধিকতর সত্য। উদ্ভিদ্, জন্তু ও প্রাণী জড়েরই বিভিন্ন রূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তিতে ক্রমশঃ উচ্চতর রূপ প্রকাশিত হইতেছে। উচ্চতর রূপ উচ্চতর সত্য। এই মতে জড়বাদ অস্বীকৃত হইয়াছে। একুইনাসের মতে জড়-সম্বন্ধে প্রধান কথা তাহার পরিবর্ত্তনশক্যতা, নূতন রূপগ্রহণশক্যতা, তাহার মধ্যে নূতন গুণের আবির্ভাবের শক্যতা। একুইনাসের জ্ঞানসম্বন্ধীয় মতও উল্লেখযোগ্য। লক্, বার্কলে ও হিউমের মতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা সংবেদনের জ্ঞান, যে বস্তুদ্বারা সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহার জ্ঞান নহে। একুইনাসের মতে মানুষের আত্মজ্ঞানলাভের বহু পূর্ব্বেই তাহার বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। কোনও বস্তু কি, কাহার ও সেই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে, সে যে

তাহা দেখিতেছে, একটি কিছু দেখিতেছে, এই জ্ঞান তাহার হয়, এবং সেই বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। এই অস্তিত্ব বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব, বাহ্যবস্তু হইতে উৎপন্ন সংবেদনের অস্তিত্ব নহে। এই মত আধুনিক বস্তুবাদে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।*

[১৬]

আভের্‌রস পন্থিগণ (The Averroists)

সেইণ্ট্‌ আলবার্ট ম্যাগ্‌নাস, সেইণ্ট্‌ টমাস্‌ একুইনাস্‌ এবং সেইণ্ট্‌ বোনাভেন্টুরে ধর্ম্ম-বৈজ্ঞানিক[১] ছিলেন। তাঁহারা পারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করিতেন। আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর মূল্য প্রথমে ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকগণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রথমে আরিষ্টটলের দর্শনের ব্যবহার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-বিভাগের[২] অধ্যাপকগণের মনোযোগও আরিষ্টটলের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কালক্রমে ধর্ম্মবৈজ্ঞানিক ও কলা-বিভাগের অধ্যাপকদিগের আরিষ্টটলের দর্শনের প্রতি মনোভাবের মধ্যে বিভেদ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকগণ আরিষ্টটলের দর্শন পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করেন, কেন-না, আরিষ্টটলের সকল মতের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের ঐক্য ছিল না। কিন্তু কলা-বিভাগের অধ্যাপকদিগের অনেকে আরিষ্টটলের সমগ্র দর্শনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। খৃষ্টীয় মতের সহিত আরিষ্টটলের সকল মতের মিল আছে কি-না, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। আভের্‌রস আরিষ্টটলের দর্শনের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা সত্য ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। একই বুদ্ধি সকল মানবে বর্ত্তমান, কোন মানবের বুদ্ধিই তাহার নিজস্ব নহে, আভের্‌রসের এই মত তাঁহারা সত্য বলিয়া এবং ইহাই আরিষ্টটলের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য আরিষ্টটল্‌-পন্থী এই সকল দার্শনিক 'আভের্‌রস-পন্থী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহারা ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকগণ যে কেবল খৃষ্টীয় মতের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্যই আরিষ্টটলের মত পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলাও ঠিক হইবে না। তাঁহারা আরিষ্টটলের মত বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াও তাঁহাদের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দর্শনের গঠনমূলক প্রচেষ্টা ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকগণই করিয়াছিলেন—কলা-বিভাগের অধ্যাপকগণের কৃতিত্ব তাহাতে বিশেষ ছিল না। শেষোক্ত দার্শনিকগণ আরিষ্টটলের প্রতিভাকে মানবীয় প্রতিভার পরাকাষ্ঠা এবং তাঁহাকে প্রজ্ঞার মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়াই গণ্য করিতেন। সর্ব্বমানবে বুদ্ধির একত্ববাদ তাঁহারা আভের্‌রসের মত বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই। এই মত তাঁহারা আরিষ্টটলের মত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জগতের নিত্যত্ববাদ

---

* *Vide* John Lewis's *Introduction to Philosophy*, pp. 40-42.

[১] Theologian. [২] Faculty of Arts.

(Eternity of the world) ও বুদ্ধির একত্ববাদ ইব্‌ন্ সিনা ও ইব্‌ন্ রশীদ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আভেরূরস-পন্থিগণ উভয় মতই আরিষ্টটলের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের দর্শনে সৃষ্টির কোনও কথা নাই; কিন্তু ইব্‌ন্ সিনা ও ইব্‌ন্ রশীদের মতে জগৎ তাহার অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধির একত্ববাদ স্বীকার করিলে জীবাত্মার অমরত্ব থাকে না বলিয়া এবং ইহা খৃষ্টধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই মত ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইলে সাইগার অব্ ব্রাবাণ্ট ইহার সমর্থনে বলিয়াছিলেন, যদিও সত্য এক ও অভিন্ন এবং তাহা প্রত্যাদেশলব্ধ, তথাপি দর্শনের উদ্দেশ্য দার্শনিকদিগের মতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা। দার্শনিক-শিরোমণি আরিষ্টটলের মতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এইজন্য দার্শনিকদিগের কর্ত্তব্য, যদিও সে মত সত্যের বিরোধী হইতে পারে। ইহা হইতে মনে হয়, সাইগার অব্ ব্রাবাণ্ট দার্শনিকের কর্ত্তব্যকে দর্শনের ইতিহাসপ্রণেতার কর্ত্তব্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আভেরূরস-পন্থিগণের সত্য ধারণা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের মত প্রচার নিষিদ্ধ হইবার পরেও তাঁহারা গোপনে তাঁহাদের মত শিক্ষা দিতেন।

সাইগার অব্ ব্রাবাণ্ট (১২৩৫-৮২) পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা-বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরিষ্টটলের দর্শনই শিক্ষা দিতেন। জগৎ অনাদি এবং যাবতীয় বস্তুই অনন্তকাল হইতে আছে—ইহা আরিষ্টটলের মত বলিয়া তিনি শিক্ষা দিতেন। জগতের ঘটনাপ্রবাহ চক্রাকারে বারবার আবর্ত্তিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। যাবতীয় মানুষের মধ্যে একই বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভব হয় বলিয়া সেই সকল অনুভবের উপর বুদ্ধির ক্রিয়া বিভিন্ন হয়। ব্যক্তিগত অমরতা বলিয়া কিছু নাই। এই সকল মত তিনি সমর্থন করিতেন।

১২৭৭ সালে ২১৯টি মত পারিসের বিশপ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হয়। এই সকল মত সাইগার অব্ ব্রাবাণ্ট এবং বীথিয়াস্ অব্ দেশিয়া (সুইডেনের অধিবাসী) প্রধানতঃ শিক্ষা দিতেন। বীথিয়াসের মতে প্রকৃত সুখ সত্যের জ্ঞান ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা লভ্য, এবং কেবল দার্শনিকেরা এই সুখলাভে সমর্থ। আরিষ্টটল্ তাঁহার *Ethics*-এ এই মত বিবৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় মতে পরম পুরুষার্থ কেবল দার্শনিকদিগেরই আয়ত্ত নহে। সে অনৈসর্গিক সুখ মৃত্যুর পরে লভ্য।

১২৭৭ সালে যে সকল মত ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেইণ্ট্ একুইনাসের কয়েকটি মতও ছিল। আরিষ্টটলের প্রতি বিদ্বেষই যে এই ঘোষণার কারণ, তাহা সুস্পষ্ট। একুইনাস্ ১২৭০ সালে তাঁহার *Unity of the Intellect against the Averroists* প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জড়ই যে বিশেষত্ব-সাধনের (individuation) মূল তত্ত্ব, আরিষ্টটলের এই মত তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। সাইগার অব্ ব্রাবাণ্টও ইহা শিক্ষা দিতেন। আরিষ্টটলের দর্শনকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই।

[১৭]

রজার বেকন্ (১২১৪—১২৯১)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন দার্শনিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রজার বেকন্, ডান স্কোটাস্ এবং ওকাম্ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

রজার বেকন্ বহুবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। অন্যান্য দার্শনিকদিগের সহিত তাঁহার এই পার্থক্য ছিল যে, সত্যনির্দ্ধারণে তিনি পরীক্ষার[১] পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি আল্‌কেমীরও চর্চ্চা করিতেন। গণিতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের কোনও মূল্য আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। ভূগোল-সম্বন্ধে তাঁহার রচনা কলম্বাস্‌কে পরবর্ত্তী যুগে প্রভাবিত করিয়াছিল।

রজার বেকন্ সেইন্ট্ ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডমিনিকান্ সম্প্রদায় ও ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এবং ডমিনিকান্‌গণ সেইন্ট্ টমাসের মত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। রজার বেকনের বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তির জন্য, ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সেইন্ট্ বোনাভেন্‌টুরে তাঁহার মতশুদ্ধি[২]-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেন, এবং ১২৫৭ সালে তিনি তাঁহাকে প্যারিসে নজরবন্দী করিয়া কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও ইংলণ্ডস্থিত পোপের রাষ্ট্রদূত পোপের সমর্থনসূচক দর্শন রচনা করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। এই আদেশানুসারে তিনি *Opus Majus*, পরে *Opus Minus* এবং *Opus Tertium* নামে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তাঁহাকে অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।

রজার বেকনের দম্ভ ছিল অত্যধিক। তৎকালীন যাবতীয় পণ্ডিতকে তিনি অবজ্ঞা করিতেন। ১২৭১ সালে তিনি *Compendicum Studi Philospheae* নামে গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি যাজকদিগকে মূর্খ বলিয়া কঠোর সমালোচনা করেন। ১২৭৮ সালে এইজন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষসভা-কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রন্থসকল নিন্দিত হয়, এবং তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। কারামুক্ত হইবার অত্যল্পকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বেকন্ ভ্রান্তির চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।* প্রথম কারণ, মহাজন বলিয়া সম্মানিত লোকের মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা। দ্বিতীয় কারণ, প্রচলিত প্রথার প্রভাব। তৃতীয় কারণ, অশিক্ষিত জনতার মতের প্রভাব। চতুর্থ কারণ, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিবার ইচ্ছায় স্বীয় অজ্ঞতা-গোপন। তিনি আরিষ্টটল্‌কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিতেন। আরিষ্টটলের পরে তিনি আভিসেনাকে সম্মান করিতেন। বাইবেলেই পূর্ণ সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা বলিলেও অখৃষ্টানদিগের নিকট শিক্ষালাভে তাঁহার আপত্তি ছিল না। গণিতশাস্ত্রকেই তিনি নিশ্চিত জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিতেন।

---

[১] Experiment. [২] Orthodoxy.

* ফ্রান্সিস্ বেকনের Idola-র সহিত তুলনীয়।

বেকন্ সক্রিয় বুদ্ধিকে আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিতেন। আভেররসেরও এই মত ছিল। কিন্তু সেইণ্ট্ টমাসের মত ইহার বিপরীত।

ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সেইণ্ট্ বোনাভেন্টুরেও দর্শনের আলোচনা করিতেন। তিনি আরিষ্টটলের দর্শন খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেইণ্ট্ অগাষ্টিনের মতাবলম্বী ছিলেন। প্লেটোর Idea-বাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার শিষ্য ম্যাথ্যুও সেইণ্ট্ টমাসের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আরিষ্টটলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। প্লেটোর দর্শনকে তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের দর্শনকেও সম্পূর্ণ সত্য বলেন নাই। প্লেটো ও আরিষ্টটলের মধ্যবর্ত্তী পন্থা আবিষ্কারের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বাহ্য বিষয় এবং প্রজ্ঞা উভয়ের সহযোগে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

[১৮]

ডান্স্ স্কোটাস্ (১২৭০—১৩০৮)

ডান্স্ স্কোটাস্ স্কট্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে তিনি ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। শেষ বয়সে তিনি পারিসে বাস করিতেন। সেইণ্ট্ টমাসের বিরুদ্ধে তিনি সেইণ্ট্ মেরীর নিষ্পাপ গর্ভধারণবাদ[১] সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি আরিষ্টটলের মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহার দর্শনে প্লেটোর মতবাদ বহুলপরিমাণে মিশ্রিত আছে।

বুদ্ধি ও ইচ্ছা উভয়ের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব অধিক, ইহা লইয়া সেইণ্ট্ টমাস্ ও ডান্স্ স্কোটাসের মতভেদ ছিল। সেইণ্ট্ টমাসের মতে বুদ্ধিদ্বারা কেবল যে মঙ্গলের আদর্শের জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ কর্ম্ম মঙ্গলকর তাহাও বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়। বুদ্ধি যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতে পারে, ইচ্ছা তাহারই অনুসরণ করে; সুতরাং ইচ্ছা বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? তাহার নৈতিক বৈশিষ্ট্যই বা কি? ইচ্ছা যদি বুদ্ধি-কর্ত্তৃক চালিত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছার কোনও স্বয়ংকর্ত্তৃত্ব থাকে না। বুদ্ধি ইচ্ছার সম্মুখে একাধিক কর্ম্ম উপস্থাপিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটির নির্ব্বাচন এবং নির্ব্বাচিত কর্ম্মসম্পাদন ইচ্ছারই কাজ। বুদ্ধি ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত তো করেই না; বরং ইচ্ছা-কর্ত্তৃকই বুদ্ধির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রথমে বুদ্ধি ও ইচ্ছাসম্বন্ধীয় বিতর্ক মানবীয় বুদ্ধি ও ইচ্ছাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই তর্ক ঐশ্বরিক ইচ্ছা ও বুদ্ধিতে প্রসারিত হইয়া, ধর্ম্মবিজ্ঞানের সমস্যায় উন্নীত হয়। সেইণ্ট্ টমাস্ ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা ঈশ্বরের বুদ্ধির অ-বশ্য পরিণতি বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর বুদ্ধিদ্বারা যাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহারই সৃষ্টি করেন। সুতরাং, ঐশ্বরিক জ্ঞানদ্বারা ঐশ্বরিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত।

---

[১] Immaculate conception.

ডান্স্ স্কোটাস্ বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞানদ্বারা তাঁহার ইচ্ছা যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা কোথায় থাকিল? ঈশ্বরের ইচ্ছা কোনও জ্ঞানের অধীন হইতে পারে না। স্বাধীন ইচ্ছায় ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে কোনও রূপ দিয়া তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ দিয়া যে তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার অতিরিক্ত কোনও কারণ ছিল না।

ধর্ম্মবিজ্ঞান হইতে এই বিতণ্ডা চরিত্রনীতিতে প্রসারিত হয়। উভয় পক্ষই নৈতিক সংযমকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্বীকার করিতেন। টমিষ্টগণ বলেন যে, ঈশ্বর যে মঙ্গল-কর্ম্মের আদেশ করেন, তাহার কারণ, সেই সকল কর্ম্ম মঙ্গলকর। স্কটিষ্টগণ বলেন, তাহা নয়। সেই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের আদিষ্ট বলিয়াই, ঈশ্বর তাহাদিগকে মঙ্গলকর করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়াই, তাহারা মঙ্গলকর হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত তাহাদের মঙ্গলত্বের অন্য কোনও কারণ নাই। ওকাম্ বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে যাহা নৈতিক নিয়ম, ঈশ্বর তাহা বর্জ্জন করিয়া অন্য কোনও নিয়মকেও নৈতিক নিয়ম করিতে পারিতেন। টমিষ্ট মতে নৈতিক কর্ম্মের তত্ত্ব অথবা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, তাহা যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায়। স্কটিষ্টগণের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, প্রত্যাদেশ হইতে তাহা অবগত না হইলে, নৈতিক নিয়ম অবগত হওয়া যায় না।

ডান্স্ স্কোটাসের মতে বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তাহাদের রূপেরই পার্থক্য, উপাদানের পার্থক্য নহে। বিশিষ্ট বস্তুদিগের ধর্ম্মসকলের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের স্বরূপগত, কতকগুলি আকস্মিক। একই শ্রেণীর অন্তর্গত দুইটি বস্তুর মধ্যে স্বরূপগত কোনও ভেদ আছে কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে সেইণ্ট্ টমাস্ বলিয়াছেন, "দুইটি জড় বস্তুর মধ্যে স্বরূপগত কোনও ভেদ থাকিতে পারে না, কিন্তু অ-জড় বস্তুর ভেদ স্বরূপগত।" ডান্স্ স্কোটাসের মতে জড় ও অ-জড় উভয়বিধ বস্তুর ভেদই স্বরূপগত। সেইণ্ট্ টমাসের মতে শুদ্ধ জড়ের অংশসকলের মধ্যে স্থানগত ভেদ ভিন্ন অন্য কোন ভেদ নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুইজন লোকের দৈহিক পার্থক্য কেবল তাহাদের দৈহিক অবস্থানের পার্থক্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কিন্তু যমজ ভ্রাতাদের দৈহিক আকৃতির মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য হইতে পারে, ভিন্ন আকৃতির দেহ-সম্বন্ধে ইহা সত্য হইতে পারে না। ডান্স্ স্কোটাসের মতে বস্তু যদি বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের গুণের মধ্যেও ভেদ থাকে।

ওকাম্

উইলিয়াম অব্ ওকাম্ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ১৩৫০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অক্সফোর্ড হইতে পারিসে গমন করিয়া ডান্স্ স্কোটাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পোপের সঙ্গে ফ্রান্সিস্কান্ সংঘের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ওকাম্ ফ্রান্সিস্কান্দিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। সেইণ্ট্ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার উপদেশ অমান্য করিয়া সম্পত্তি উপভোগ করিত। এই সম্পত্তিভোগকে বৈধ করিবার

জন্য, তাহারা প্রথমে তাহা পোপকে দান করিত ; পরে পোপ তাহাদিগকে তাহা ভোগ করিতে অনুমতি দিতেন, এবং সেই ভোগের পাপ হইতে মুক্তি দিতেন। পোপ দ্বাবিংশ জন বলিলেন, সোজাসুজি তাহাদিগকে দান গ্রহণ করিয়া ভোগ করিতে হইবে, পোপকে উহার মধ্যে টানিয়া আনা চলিবে না। ইহারই ফলে ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। ওকাম্ তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করায় পোপ তাঁহাকে সংঘচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন। এই বিবাদ অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

'বিনা প্রয়োজনে বস্তুসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নয়', এই মত 'ওকামের ক্ষুর' নামে বিখ্যাত। ইহার অর্থ, বিজ্ঞানে যত কম সংখ্যক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, ততই ভাল। কোনও বস্তুর (যেমন ইথার) অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া যদি কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

ওকাম্ নামবাদের[১] উদ্ভাবয়িতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি সাৰ্বিকদিগকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সাৰ্বিক বহু বস্তুর সঙ্কেতমাত্র—নামমাত্র, যাহা বহু বস্তু-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন মন ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সাৰ্বিক বস্তুর অস্তিত্ব নাই। সাধারণ নাম বীজগণিতের সূত্রের মত বস্তুর চিহ্নমাত্র। এই বিষয়ে সেইণ্ট্ টমাসের সঙ্গে তিনি একমত। সেইণ্ট্ টমাস্ ও ওকাম্ উভয়েই 'বস্তুর পূর্ব্বগত সাৰ্বিকের'[২] অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ; কিন্তু সে সাৰ্বিক সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী, যখন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের মনে বস্তুর কল্পনা না থাকিলে, তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহা ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিষয়, লজিকের অন্তর্গত নহে। মানবীয় জ্ঞানের ব্যাখ্যায় ওকাম্ সাৰ্বিকের বস্তুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে বিশিষ্ট বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে, এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান সাৰ্বিকের জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী। যে সকল নামদ্বারা (বিশিষ্ট) বস্তু সূচিত হয়, তাহাদিগকে তিনি terms of first intention (প্রথম অভিপ্রায়সূচক নাম) বলিয়াছেন, এবং যে সকল নামদ্বারা অন্য নাম অর্থাৎ বিশিষ্ট বস্তুর নাম সূচিত হয়, তাহাদিগকে terms of second intention (দ্বিতীয় অভিপ্রায় সূচক নাম) বলিয়াছেন। বিজ্ঞানে terms of first intention, এবং লজিকে terms of second intention ব্যবহৃত হয়। তত্ত্ববিজ্ঞানে যে সকল নাম ব্যবহৃত হয়, তাহাদের দ্বারা উভয় শ্রেণীর নামদ্বারা সূচিত বস্তুই সূচিত হয়।

ওকাম্ মানুষের দ্বিবিধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গত এবং বুদ্ধিগত[৩]। ইন্দ্রিয়গত আত্মা স্থানব্যাপী এবং জড়ীয়। বুদ্ধিগত আত্মা জড়ীয়ও নয়, স্থানব্যাপীও নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি তাহার নিজের, সাৰ্বিক নহে। এই বিষয়ে তিনি সেইণ্ট্ টমাসের সহিত একমত।

ওকামের মতে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান বর্জন করিয়া লজিক ও মানবীয় জ্ঞানের অনুশীলন সম্ভবপর। সেইণ্ট্ অগাষ্টিনের মতে ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানের (আপ্তবাক্য) সাহায্যেই সকল বস্তুর জ্ঞান সম্ভবপর হয়, কেন-না, বস্তুসকল মানববুদ্ধির অগম্য। ওকাম্ ইহা অস্বীকার

---

[১] Nominalism.

[২] Universal *anti rem.*

[৩] Sensitive and intellectual.

করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভ সম্ভবপর বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুকূল হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার শিষ্য নিকোলাস্ গ্রহদিগের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন।

ওকামের পরে উল্লেখযোগ্য কোনও স্কলাষ্টিক দার্শনিকের আবির্ভাব হয় নাই। ওকামের বিজ্ঞানপ্রবণ মতের ফলে স্কলাষ্টিক পদ্ধতি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। তাঁহার মতে ধর্ম্মতত্ব মানুষের বুদ্ধির অনধিগম্য ; আপ্তবাক্যদ্বারাই কেবল তাহা জানা যায়। কিন্তু জাগতিক বস্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য। ওকামের দর্শন জাগতিক বস্তুর গবেষণায় উৎসাহ দান করিয়াছিল।

স্কলাষ্টিক যুগে জার্ম্মাণীতে কয়েকজন গুহ্যবাদী ভক্ত সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্কলাষ্টিক দর্শনের সহিত তাঁহাদের মতের কোনও মিল ছিল না। তাহাদিগকে 'প্রাক্‌সংস্কার যুগের সংস্কারক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মমত অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের মূল্য অধিক ; ধর্ম্মমত ধর্ম্মজীবন-লাভের উপায়মাত্র। মতের মূল্য নির্ভর করে জীবনের বিশুদ্ধিসম্পাদনে তাহার কার্য্যকারিতার উপর। প্যারিসের অধ্যাপক মেইষ্টার এক্‌হার্ট, ষ্ট্রাস্‌বার্গের জন্ টৌলার, কনষ্টান্সের হেনরি সুসো, *Imitation of Christ*-প্রণেতা টমাস্-আ-কেম্‌পিসের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেম্‌পিস্ ব্যতীত ইহাদের অন্যান্য সকলেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। ১৪৭১ সালে কেম্‌পিসের মৃত্যু হয়।

গুহ্যদর্শন (Mystic Philosophy) বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবাদ

মধ্যযুগে অনেক গুহ্যদর্শী ধর্ম্মবৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের অপরোক্ষ অনুভবে বিশ্বাস করিতেন। (সেইণ্ট্ ভিক্টর মঠের) গুহ্যবাদী হিউ এবং রিচার্ড দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং সেইণ্ট্ বোনাভেন্‌টুরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বহু দার্শনিকের মত অপরোক্ষ অনুভূতিতে বিশ্বাস-কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের সহিত সসীম বস্তুর সম্বন্ধ কি, বিশেষতঃ ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ কি, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

স্কলাষ্টিক দর্শনে যখন নামবাদী ও বাস্তববাদীদিগের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তখন অনেকের ধর্ম্মচেতনা টমিষ্ট, স্কটিষ্ট ও থমিষ্ট দার্শনিকদিগের এই নীরস ও নিষ্ফল আলোচনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া মানবের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় তাহার দিকে ফিরিয়াছিল। টমাস্-আ-কেম্‌পিস্ (১৩৮০-১৪৭১) বলিয়াছিলেন "গণ ও জাতি (Genus and Species) দিয়া আমাদের কাজ কি?" "ঈশ্বরসেবক একজন দীন কৃষক, যে গর্ব্বিত দার্শনিক আপনার কথা না ভাবিয়া আকাশের গতির আলোচনা করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" "অনুতাপের সংজ্ঞা কি, তাহা জানিয়া আমার কি হইবে? আমি অনুতাপ অনুভব করিতে চাই।" টমাস্-আ-কেম্‌পিস্ রচিত *Imitation of Christ* (খৃষ্টের অনুসরণ) জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি দার্শনিক আলোচনা বিশেষ করেন নাই। নিম্নে কয়েকজন গুহ্যবাদী দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জন্ গারসন

জন্ গারসন ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন। 'ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্বন্ধে বৃথা কৌতূহল' বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতায় তাৎকালিক দার্শনিক বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দম্ভ ও ঈর্ষ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, বলিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অনুভূতিলাভকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এবং ধর্ম্মীয় চেতনার গভীরতার উপরই মানবের মঙ্গল নির্ভর করে, বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দার্শনিক আলোচনার বিরোধী ছিলেন না। ওকামের দর্শন-কর্ত্তৃক তাঁহার দার্শনিক মত বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে বাস্তববাদিগণ তর্কবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যার সহিত এবং তত্ত্ববিদ্যাকে ধর্ম্মবিজ্ঞানের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। যাহা বুদ্ধির অতীত তাহা তাঁহারা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরের স্বাধীনতার খর্ব্বতা সাধন করিয়াছিলেন। বাস্তববাদের পরিণাম ধর্ম্মবিরোধী।

মেইষ্টার একহার্ট (১২৬০-১৩২৭)

একহার্ট জার্ম্মাণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ডমিনিকান্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তৎকালীন দর্শনে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং গুহ্য-অনুভূতি-প্রকাশের জন্য তিনি প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি স্কলাষ্টিক দর্শনের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মচেতনার গভীরতা-সম্পাদনের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উক্তি খৃষ্টীয় সংঘ-কর্ত্তৃক নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই বিশুদ্ধ অসত্তা।"[১] 'মানবাত্মার স্বরূপ অথবা স্ফুলিঙ্গ অথবা দুর্গ'কে[২] তিনি অসৃষ্ট বা নিত্য বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "রুটি যেমন মাসে (Mass) সংস্কৃত হইয়া খৃষ্টের দেহে পরিণত হয়, তেমনি ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ করিয়া মানবাত্মাও ঈশ্বরেই পরিণত হয়।" তিনি ঈশ্বরের একত্বকে ত্রিমূর্ত্তির উপরে স্থান দিয়াছিলেন এবং সমাধিতে মানবাত্মা এই পরম সত্তায় সম্পূর্ণ মিশিয়া যায় বলিয়াছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদী বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কোনও কোনও নাৎসি (Nazi) লেখক তাঁহাকে নূতন জার্ম্মাণ ধর্ম্ম ও দর্শনের পথকৃৎ বলিয়াছিলেন। একহার্টের এই সকল মত ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদী বলা যায় না। "সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই অসৎ।" ইহার অর্থ তিনি বলিয়াছিলেন, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর সত্তাই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর যদি এক মুহূর্ত্ত দূরে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্বের লোপ হইবে। "মানবাত্মা ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায়", ইহা একটা উপমামাত্র। একহার্ট নব-প্লেটোনিকবাদদ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরের একত্বের দিকে অনুরাগের কারণ।

---

১ All creatures are pure nothing.

২ Essence, spark or citadel of the soul.

রুইস্‌ব্রোএক্ (১২৯৩-১৩৮৯)
জন টউলার (মৃত্যু ১৩৬১)
হেন্‌রি সুসো (মৃত্যু ১৩৬৬)

রুইস্‌ব্রোএক্ ফ্লাণ্ডার্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একহার্টের মতো তিনিও ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সুসো ও টউলার ডমিনিকান্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা লোকের ধর্মীয় চেতনার গভীরতা-সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দান্তে (১২৬৫—১৩২১)

মধ্যযুগের অবসানের পরে যে 'বিদ্যার পুনরুজ্জীবন'[১] আরব্ধ হয়, দান্তে তাহার একজন অগ্রদূত বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার *Divine Comedy* জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম। ১৩০২ সালে তাঁহার রাজনৈতিক মতের জন্য তিনি ফ্লরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হন। ইহার পরে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়, পলায়ন করিয়া তিনি আত্মরক্ষা করেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া তিনি বহুদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন; অবশেষে রাভেনা নগরে বাসস্থাপন করেন। এইখানেই ১৩২১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

De Monarchia গ্রন্থে দান্তে পোপ ও পবিত্র রোমান সম্রাট্ উভয়কেই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নিয়োজিত, এবং স্বাধীন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। *Divine Comedy* গ্রন্থে তাঁহার বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষাও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। এই গ্রন্থে যে আদর্শ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণার উৎস ছিলেন বিয়াট্রিস্ পোর্টিনারী নাম্নী এক মহিলা। বাল্যকালেই বিয়াট্রিসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির অল্পকাল পরে বিয়াট্রিসের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি দান্তের যে গভীর প্রেম সঞ্জাত হইয়াছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে দান্তে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং ফ্লরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সাতটি সন্তান হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আর দেখা হয় নাই।

দান্তের *Divine Comedy*-তে সয়তান ত্রিমুখ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, একমুখে সে খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জুডাস্‌কে, অন্য দুই মুখে জুলিয়াস্ সিজরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ব্রুটাস্ ও ক্যাসিয়াস্‌কে, অবিরল চর্ব্বণ করিতেছে।

---

[১] Revival of learning.

চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন

মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে পার্থিব রাজশক্তি এবং ধর্মীয় যাজকশক্তির মধ্যে তৎকালীন সম্বন্ধ প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যায়। মধ্যযুগে সমাজের দুইটি রূপ দৃষ্ট হইত—একটি খৃষ্টীয়-সংঘ-শাসিত রূপ, অন্যটি রাষ্ট্র-শাসিত রূপ। রাষ্ট্র ও খৃষ্টীয় সংঘের মধ্যে সম্বন্ধ তৎকালীন বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচনার বিষয় ছিল। সেইণ্ট্ অগাষ্টিন্ রাষ্ট্রকে চার্চের নিম্নে স্থান দিয়াছিলেন। মানবজাতির ইতিহাস তাঁহার মতে শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বর-বিদ্বেষের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। রাষ্ট্রের উৎপত্তি পাপ হইতে। রাষ্ট্র বাহুবলের প্রতীক; মানুষ যদি পাপ না করিত, তাহা হইলে বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিত না। মানুষ যখন পাপী, তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যায় অনুপ্রবিষ্ট। রাষ্ট্র যদি খৃষ্টের উপদেশ অনুসারে চালিত হয়, তবেই তাহা ন্যায়ানুযায়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সুতরাং খৃষ্টীয় সংঘের (Church) মূল্য ও মর্য্যাদা রাষ্ট্রের মূল্য ও মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক। এই মতের ভিত্তিমূলে এই বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল যে, মানুষকে মুক্তি দিবার জন্যই খৃষ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মানবজীবনের যে সনাতন লক্ষ্য, তাহা কেবল চার্চের মধ্যে থাকিয়াই অধিগত হইতে পারে। এই বিশ্বাসই চার্চের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্রের দাবির ভিত্তি।

সেইণ্ট্ টমাসের মতের সহিত এই বিষয়ে অগাষ্টিনের মতের মিল ছিল না। কন্‌ষ্টাণ্টাইনের পূর্ব্বে খৃষ্টানগণের উপর রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক যে উৎপীড়ন হইয়াছিল, অগাষ্টিনের সময় পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি লোকের মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু সেইণ্ট্ টমাসের জীবন খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তখন খৃষ্টানদিগের উপর কোনও উৎপীড়ন ছিল না। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতের উপর আরিষ্টটলের দর্শনের প্রভাব ছিল। আরিষ্টটলের মতো একুইনাস্‌ও সমাজকে মানুষের পক্ষে 'স্বাভাবিক' (natural) এবং সংহত সমাজকে (রাষ্ট্রকে) 'প্রাকৃতিক সমাজ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সমাজ হইতেই ভাষার উৎপত্তি হয়। এবং ভাষাদ্বারা মানুষের সামাজিক প্রকৃতিই ব্যক্ত হয়। সংহত রাষ্ট্রও সমাজের মতই স্বাভাবিক সংস্থা। মানুষ যদি পাপী নাও হইত, তথাপি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-সাধনের জন্য ও তাহাদের কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকিত। মানুষ পাপ করিয়াছিল বলিয়াই যে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন, তাহা নহে। মানুষের স্বভাবতঃ যাহা যাহার প্রয়োজন, তাহাদের পূরণের জন্য এবং জীবনের পূর্ণতা-সাধনের জন্যই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্র যখন স্বভাবতঃই প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে হইবে।

সাধারণের মঙ্গল-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এই মঙ্গল কেবল সাংসারিক মঙ্গল নহে। সৎজীবনও ইহার অন্তর্গত। চার্চকে সেইণ্ট্ টমাস্ অনবদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সংঘ বলিয়া গণ্য করিতেন। চার্চের অন্তর্ভুক্ত জনগণের পরম সুখ ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ চার্চের আয়ত্ত বলিয়া মনে করিতেন। মানুষের জীবনের যে লক্ষ্য, তাহা একই, তাহা অপ্রাকৃত।

এই অপ্রাকৃত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে চার্চকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, যদিও এতদতিরিক্ত অন্য কর্ত্তব্যও রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু সেইণ্ট্ টমাস্ রাজশক্তিকে যাজকশক্তির অধীন বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার রাজশক্তি ও যাজকশক্তির কর্ম্মক্ষেত্র যে একান্ত বিভিন্ন, তাহাও নহে। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এক সুনির্দিষ্ট অপ্রাকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। তাহার সাংসারিক জীবন সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক মাত্র। চার্চই এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান সহায়ক বলিয়া চার্চের মর্য্যাদা রাষ্ট্রের মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু রাষ্ট্র চার্চের একটি বিভাগ নহে। সুতরাং তাহার উপর চার্চের সোজাসুজি কোনও কর্তৃত্ব নাই। যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা ব্যবহিত (indirect)।

সেইণ্ট্ টমাসের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অংশ ; ব্যক্তির স্বার্থ সমগ্রের স্বার্থের নিম্নে ; কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত। সুতরাং সেইণ্ট্ টমাস্ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীন বলিয়া গণ্য করেন নাই, এবং ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। রাজার অপ্রতিবদ্ধ ক্ষমতাও তিনি সমর্থন করেন নাই। সাধারণের মঙ্গল যে শাসন-প্রণালীদ্বারা উত্তমরূপে সাধিত হয়, তাঁহার মতে তাহাই সর্ব্বোত্তম শাসন-প্রণালী। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেরই পক্ষপাতী ছিলেন। 'প্রাকৃতিক নিয়মে' ঐশ্বরিক নিয়মেরই প্রকাশ। সমাজে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগের ব্যবস্থা করাই মনুষ্যরচিত আইনের উদ্দেশ্য। এই আইন প্রাকৃতিক সুনীতির নিয়মের অনুগত হওয়া চাই। রাজশক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সুতরাং রাজাকে 'সুনীতির উৎস' (fount of morals) বলা যায় না। রাজা নিজেই সুনীতির নিয়মের অধীন। রাষ্ট্রীয় শাসন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ন্যাস-রক্ষক মাত্র। ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা ন্যায়সংগত। রাষ্ট্র ন্যায়-অন্যায়ের উর্দ্ধে নহে।

সেইণ্ট্ টমাসের মতের সহিত দান্তের মতের কতকটা মিল থাকিলেও সম্পূর্ণ মিল ছিল না। *On Monarchy* গ্রন্থে দান্তে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের শাসনের জন্য এক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য এক পরম পার্থিব বিচারকর্ত্তা এবং শাসকের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন মধ্যযুগে যাহাকে সাম্রাজ্য বলা হইত, তাহা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল না—কোন কালেই কখনও এতাদৃশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। দান্তের মতে সম্রাটের প্রভুত্ব ঈশ্বরের নিকট হইতে অব্যবহিতভাবে প্রাপ্ত ; সম্রাটের উপরে কেহ থাকিতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও দান্তে পোপের ধর্ম্মীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। মানুষ ও তাহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার মত একুইনাসের মতেরই অনুরূপ ছিল। পোপ জিলেসিয়াস্ বলিতেন, রাষ্ট্রশক্তির কার্য্যে যাজকশক্তির হস্তক্ষেপ যেমন অন্যায়, যাজকশক্তির কার্য্যে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপও তেমনি অন্যায়। দান্তে এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগের প্রথমে রাষ্ট্রশক্তি ও যাজকশক্তি উভয়ের অস্তিত্বই স্বীকৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দুই শক্তি অথবা 'দুই তরবারি' সম্বন্ধীয় মত একরকম বিনা প্রতিবাদেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ইহার বিরুদ্ধমতের আবির্ভাব হইয়াছিল।

পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট্ এবং চতুর্থ ইনোসেণ্ট্ পোপের ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পোপ অষ্টম বোনিফেস্ পোপের ক্ষমতা সর্ব্বোপরি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি দুই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও বলিয়াছিলেন যে, যদিও কার্য্যক্ষেত্রে পোপ তাঁহার 'পার্থিব তরবারি'র (temporal sword) ব্যবহার করিবেন না, তথাপি চার্চ্চের অধীনতাতেই রাজশক্তি তাহার তরবারির ব্যবহার করিতে পারেন। ধর্ম্মীয় শক্তি রাজশক্তির বিচারক; কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম্মীয় শক্তির বিচারক কেহ নাই। ফ্রান্সের রাজা ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি রাজাদিগের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। চার্চ্চ যে রাষ্ট্রের উপরে সোজাসুজি কর্তৃত্ব করিবে, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি রোমের ধর্ম্ম-বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গাইল্‌সের (Giles of Rome 1246-1316) গ্রন্থের উল্লেখ করেন। তাঁহার *On Ecclesiastical Power* গ্রন্থে গাইল্‌স্ 'দুই শক্তি এবং দুই তরবারি' সম্বন্ধীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চার্চ্চের 'পার্থিব তরবারি' ব্যবহার সংগত নহে, ইহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্ট যেমন পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তেমনি চার্চ্চেরও 'পার্থিব ক্ষমতা' আছে। কিন্তু খৃষ্টও যেমন এই ক্ষমতার ব্যবহার করেন নাই, তেমনি সোজাসুজি ভাবে এই ক্ষমতার ব্যবহার করা চার্চ্চেরও উচিত নহে। সোজাসুজি এই ক্ষমতার ব্যবহার রাজাদিগের উপর ন্যস্ত আছে। পারিসের জন (John of Paris) নামে পরিচিত ডমিনিকান্ সন্ন্যাসী জীন কুইদর্ত (Jean Quidort) তাঁহার *On Royal and Papal Power* গ্রন্থে (১৩০২-৩) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া রাজশক্তির অন্য-নিরপেক্ষতা সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চার্চ্চ একটি সার্ব্বিক প্রতিষ্ঠান; কিন্তু এই সার্ব্বিকতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতে স্বাধীন রাষ্ট্রসকলের অস্তিত্ব আছে। মানবপ্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রের মূল নিহিত, এবং ইহার অস্তিত্বের পক্ষে নৈতিক যুক্তিও আছে। রাষ্ট্রীয় শাসন স্বভাবতঃই উদ্ভূত এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহার প্রয়োজনও আছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসনের সমর্থনের জন্য চার্চ্চের দোহাই দিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মীয় শক্তির মর্য্যাদা রাষ্ট্রীয় শক্তির মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক হইলেও, রাষ্ট্রীয় শক্তির ক্ষমতা ধর্ম্মীয় শক্তি হইতে প্রাপ্ত, ইহা বলা যায় না।

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে যখন লাড্‌উইক সম্রাট্ নির্ব্বাচিত হন, তখন পোপ দ্বাবিংশ জন সেই নির্ব্বাচন স্বীকার করিতে অসম্মত হন। ইহার ফলে প্রবল বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। ইংরাজ দার্শনিক উইলিয়াম ওখাম্ (বা ওকাম্) সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং বলেন, সম্রাটের পদ ও ক্ষমতা পোপের অনুমোদনের অপেক্ষা করে না। কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বই চার্চ্চ হইতে প্রাপ্ত নহে। ওখাম্ কিন্তু যথেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে সমস্ত রাজশক্তিই প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত নির্ব্বাচন হইতে লব্ধ। ওখাম্ চার্চ্চের মধ্যে পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতারও প্রতিবাদ করেন, এবং পোপের ক্ষমতা একটি কাউন্‌সিলের প্রতিষ্ঠাদ্বারা সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।

ওখাম্ অপেক্ষাও অধিকতর বৈপ্লবিক মত প্রচার করিয়াছিলেন পাদুয়ার মার্সিলিয়াস্ (Marsilius of Padua) তাঁহার *Defence of Peace* গ্রন্থে। তৎকালীন

ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার মধ্যে মার্সিলিয়াসের গ্রন্থের মূল নিহিত। তখন উত্তর ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। মার্সিলিয়াসের মতে এই সকল রাষ্ট্রের ব্যাপারে পোপের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপই ইহার কারণ। মার্সিলিয়াস্ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যাজক-সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। চার্চ্চকে রাষ্ট্রের অধীনতায় স্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার মতের মূলে কোনও ধর্ম্মীয় বিশ্বাস ছিল না। রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গলই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে চার্চ্চের দাবি ও কার্য্যাবলীই রাষ্ট্রের মধ্যে অশান্তির উদ্ভবের জন্য দায়ী। মধ্যযুগের দর্শনের আরিষ্টটলীয় অংশ তাঁহার হস্তে যেভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে যাজকশক্তির দাবির কোনও মূল্যই তাঁহার দর্শনে ছিল না।

সেইণ্ট্ টমাসের দর্শনে ঐশ্বরিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। রাষ্ট্রীয় আইন প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশিত। মার্সিলিয়াসের মতে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' শব্দদুইটি দ্ব্যর্থবোধক। যে সকল নিয়ম সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচলিত এবং যাহার শাসন সকলেই স্বীকার করে, তাহারাও যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, তেমনি অনেকের মতে প্রজ্ঞানুমোদিত যে সকল নিয়ম-কর্ত্তৃক মানবের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়ম। এই শেষোক্ত নিয়মসকল তাহাদের মতে ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত। মার্সিলিয়াসের মতে যে সকল নিয়মভঙ্গের জন্য ইহকালে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাহারাই 'নিয়ম' (Law) পদ বাচ্য। কিন্তু এই সকল নিয়ম রাষ্ট্রীয় আইন। উপরে 'প্রাকৃতিক নিয়মের' যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে তাহাদিগকে 'নিয়ম' বলা যায় না, কেন-না, তাহা ভঙ্গ করিলে শাস্তির ব্যবস্থা নাই। তাহারা নৈতিক নিয়ম, তাহা ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয় মৃত্যুর পরে। এই অর্থে খৃষ্টের প্রবর্ত্তিত নিয়মকেও নিয়ম বলা যায় না। চার্চ্চের নিয়মকেও প্রকৃতপক্ষে নিয়ম বলা যায় না, যদি তাহা যাহারা ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে। যদি শাস্তির ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় আইন বলিতে হয়। ঐশ্বরিক নিয়ম ও মানবীয় আইনের মধ্যে যদি কখনও বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অবশ্য ঐশ্বরিক নিয়মই মানিতে হইবে, কিন্তু বিরোধ আছে কিনা, তাহার বিচারক রাষ্ট্র, যাজকশক্তি নহে। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সম্বন্ধ যদিও মার্সিলিয়াস্ অস্বীকার করেন নাই, তথাপি রাষ্ট্রীয় আইনের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও আদর্শ যে প্রাকৃতিক আইন, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। চার্চ্চের আইনকে তিনি আইন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে অষ্টম বোনিফেসের দাবি ভিত্তিহীন, চার্চ্চ-প্রবর্ত্তিত আইনেরও কোনও ভিত্তি নাই। প্রজাসাধারণেরই—অন্ততঃ তাহাদের গুরুত্ব-সম্পন্ন অংশের এই আইন-প্রণয়নের ন্যায়সংগত ক্ষমতা আছে। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক (Legislator)। সর্ব্বসাধারণের মিলিত হইয়া আইন-প্রণয়ন যখন সম্ভবপর নহে, তখন ভালো ভালো লোক লইয়া গঠিত কমিটি-কর্ত্তৃক আইন প্রণয়ন করাইয়া, তাহা সাধারণের নিকট গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করা উচিত। এই প্রকারে গঠিত আইন অনুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালন করাই রাজার কর্ত্তব্য। শাসন-বিভাগ ব্যবস্থা-বিভাগের অধীন। শাসক রাজার জনসাধারণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়াই

উচিত। মাসিলিয়াস্ পরবর্তী কালের 'সামাজিক চুক্তি'র (Social Contract) কথা কিছু বলেন নাই। তিনি শাসন-বিভাগকে ব্যবস্থা-বিভাগের অধীন বলিলেও বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগের অধীন বলিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে হব্‌সের মতের উপর মাসিলিয়াসের মতের প্রভাব ছিল। মাসিলিয়াসের মতে রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে 'পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজ' (Perfect Society)। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রকে সাহায্য করাই চার্চের কাজ।

মধ্যযুগের ধর্মবিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এক সম্মিলিত খৃষ্টীয় জগতের (United Christendom) আদর্শ প্রতিফলিত। পার্থিবশক্তি ও যাজকশক্তির মধ্যে সাম্যমূলক রাষ্ট্রনৈতিক মতেও ঐ আদর্শ প্রতিফলিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ওখাম্ দর্শনকে ধর্মবিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিবার মত প্রকাশ করেন। ঐ শতাব্দীতে মাসিলিয়াস্ তাঁহার স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় মতের প্রচার করেন। এই মত পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।*

পঞ্চম অধ্যায়

রেনাসাঁ বা বিদ্যার পুনরুজ্জীবন

ইংরেজী 'revelation' শব্দ ও 'আপ্তবাক্য' শব্দ সমার্থক নহে। Revelation শব্দের অর্থ স্বয়ং ঈশ্বর-কর্তৃক প্রকাশিত সত্য। কিন্তু 'আপ্তবাক্যে'র অর্থ ঋষিদের নিকট প্রাপ্ত বাক্য। ঋষি অর্থে সত্যদ্রষ্টা। ঋষিগণ ধ্যানযোগে যে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, যে বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাই আপ্তবাক্য। কিন্তু এই আপ্তসত্য ঋষিদের অনুভূত সত্য, মানসেন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা তাহা অপেক্ষাও গভীরতর আত্মানুভূতি। আপ্তবচনের প্রমাণ ঋষিদিগের অনুভূতি। ঋষিগণ সত্যবাদী, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহারা বাস্তবিকই অনুভব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহাদের অনুভূতিতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি?

Revelation অর্থে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের মুখ দিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই। প্রেরিত পুরুষগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহা যতই আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী হউক, তাহার সত্যতায় সন্দেহ উঠিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর বলিয়া কোনও পুরুষ যে আছেন, এবং যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনিই প্রেরিত পুরুষদিগের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

---

* F. C. Copleston's *Medieval Philosophy*.

স্কলাষ্টিক দর্শন revelation-এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যীশু খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার পূর্ববর্ত্তী প্রেরিত পুরুষগণও ঈশ্বরানুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের বচন প্রথমেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্কলাষ্টিক দার্শনিকগণ তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যুক্তির সহিত revelation-এর সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টার প্রয়োজন কি ছিল? অতি সরল ও সাধারণের বোধ্য ভাষায় revelation লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় নাই। তবুও তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন অনুভূত হইল? ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের প্রয়োজনই বা কেন হইল?

ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, আপাতদৃষ্টিতে revelation-এর অনেক কথা যুক্তিবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুক্তিবিরোধী প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যুক্তিবিরোধী নহে, ইহাই প্রমাণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেইজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়া স্কলাষ্টিকগণ যুক্তির মূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যদিও অনেকে বলিয়াছিলেন, revelation ভিন্ন সত্যপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায়ই নাই, তথাপি revelation-কে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রমাণের চেষ্টাদ্বারা তাঁহারা যুক্তির অধীনতা মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে বিদ্যালোচনায় যুক্তির প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

ন্যায়ান্যায়ের বিচারে revelation-কেই স্কলাষ্টিকগণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই ন্যায়। কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, ইহার নির্দ্ধারণে ঈশ্বরের আদেশই মানদণ্ড। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই ন্যায়, তিনি যাহার নিষেধ করেন, তাহা অন্যায়। কেন তিনি এক কর্ম্মের আদেশ করিয়াছিলেন এবং অন্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছিলেন, সে প্রশ্ন অবান্তর। ইহাই ছিল ডান্‌স্ স্কোটোসের মত। টমিষ্টগণ বলিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায় ও অন্যায়ের ভিত্তি হইলেও, মঙ্গলকর বলিয়াই ঈশ্বর কতকগুলি কর্ম্মের আদেশ করিয়াছেন, এবং অমঙ্গল বলিয়া কতকগুলি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মঙ্গল ও অমঙ্গলের মানদণ্ড কি, এই প্রশ্ন ইহার পরে ওঠা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বাধীন বলিয়াই তিনি খেয়ালবশে কতকগুলি কর্ম্মের আদেশ এবং কতকগুলির নিষেধ করিয়াছেন, যুক্তি এই মত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টির যে বিবরণ আছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তাহা অবিকল গৃহীত হইয়াছিল। কোনও উপাদান কোথায়ও ছিল না, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃই শূন্য হইতে এই স্থূল জগৎ উদ্ভূত হইল, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইল, যুক্তিতে ইহা অসঙ্গত বোধ হইলেও, স্কলাষ্টিকগণ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের সন্দেহ তাহাদ্বারা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। বলপ্রয়োগে লোকের মনের সন্দেহ বহুদিন দমিত থাকিলেও, চিরকাল তাহার প্রকাশ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই।

স্কলাষ্টিক দর্শন ধর্ম্মযাজক ও সন্ন্যাসীদিগের দর্শন। যাজকগণ যখন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিল, মুখে তাহারা যাহা বলিত, কার্য্যে তাহা করিত না, তখন তাহা দেখিয়া

জনসাধারণ তাহাদের উপর ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। পোপের ক্ষমতালিপ্সার ফলে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজন্যবর্গের উপর প্রভুত্বলাভের চেষ্টার ফলে, অনেক দেশের রাজশক্তি পোপের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। জনসাধারণও পোপকে ও যাজকদিগকে খৃষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে সংকুচিত হইতেছিল। তাহাদিগের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল।

প্লেটো বলিয়াছিলেন, জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাহা সত্বেও যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। প্লেটোর এই মত হইতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা উদ্ভূত হইয়াছিল। সত্য বিশ্বাস ভিন্ন যে মুক্তি হইতে পারে না, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। কোন্ বিশ্বাস সত্য, কোন্ বিশ্বাস মিথ্যা, তাহা বিচার করিবার ভার খৃষ্টের প্রতিনিধি পোপের উপর। অবিশ্বাসীদিগের শাস্তির জন্য পোপ ইন্‌কুইজিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মের সহিত দর্শনের সংযোগে এই অনিষ্টের উদ্ভব হইয়াছিল। নব-প্লেটনিক দর্শন ছিল ধর্মমূলক। খৃষ্টধর্মের দার্শনিক ভাগ নব-প্লেটনিক দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যেখানে দর্শন ধর্মের সহকারীমাত্র, তাহার অন্য কোনও মূল্য স্বীকৃত হয় না, সেখানে দর্শনের অগ্রগতি অসম্ভব। সেই জন্য স্কলাষ্টিক যুগে দর্শনের চর্চা হইলেও, তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ওকাম্ দর্শনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া, **revelation** ব্যতীতও জ্ঞানের অনুসরণ সম্ভবপর বলিয়া দর্শনের প্রগতির পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরেই স্বাধীন বিজ্ঞানের সূত্রপাত, এবং ইয়োরোপীয় চিন্তা বহু শতাব্দীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্কলাষ্টিক দর্শন প্লেটোর দর্শন-কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রভাবিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও আরিষ্টটলের দর্শনালোচনা চার্চ্চ-কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ১২০৪ সালে ক্রুসেডীয়গণ-কর্তৃক কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ অধিকৃত হইলে, আরিষ্টটলের গ্রীক-ভাষায় লিখিত গ্রন্থসকল ইয়োরোপে আনীত হয়, এবং সেইন্ট্ টমাসের পর্য্যবেক্ষণে লাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। সেইন্ট্ টমাস্ প্লেটোর স্থলে আরিষ্টটল্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই শতাব্দী পরে বিজেতা তুর্কিগণ যখন কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন গ্রীক পণ্ডিতেরা প্লেটো ও প্লোটিনাসের গ্রন্থাবলী সঙ্গে লইয়া ইটালিতে পলায়ন করেন। এই সকল গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়া সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং প্লেটো তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পূর্ব্বেই গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং সেই সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে সংস্কৃতির নূতন আদর্শ এবং মানবজীবন-সম্বন্ধে নূতন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নূতনভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যিকদিগকে **Humanists** বলিত। স্কলাষ্টিকদিগের আরিষ্টটলের লজিকের নীরস তর্ক **Humanist**-গণের নিতান্ত অপ্রীতিকর ছিল। তাঁহারা কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ হইতে পলায়িত গ্রীক পণ্ডিতদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের দ্বারাও জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে স্বাধীন চিন্তা উদ্বুদ্ধ হয়।

কলম্বাস্-কর্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর আকার-সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কলম্বাস্ রোমান ক্যাথলিক ছিলেন; তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন

এক ক্যাথলিক রাজ্ঞী। আবিষ্কৃত দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিল রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রচারকগণ। ইহাতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের গৌরব হয়তো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পৃথিবী যে গোলাকার আরিষ্টটলের তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না। মধ্যযুগের পণ্ডিতেরাও যে তাহা অবগত ছিলেন না, তাহা নহে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রচার ছিল না। কলম্বাসের আবিষ্কারের ফলে প্রচলিত বিশ্বাসে ধাক্কা লাগিয়াছিল।

কোপার্নিকাসের আবিষ্কারেও লোকের কল্পনাশক্তির উত্তেজনা সংঘটিত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের দর্শনে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। কোপার্নিকাস্ আবিষ্কার করিলেন, সূর্য্যই কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এবং গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। তখন অন্যান্য গ্রহে জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কল্পনা লোকের মনে উদিত হইল। আরিষ্টটলের দর্শনে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে অনতিক্রম্য পার্থক্য বিদ্যমান। পৃথিবীর সকল বস্তুই জন্মমরণশীল, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীসকল চিরস্থায়ী সত্যের আবাসভূমি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ক্ষণবিধ্বংসী জড় ও সনাতন রূপের সমবায়ে গঠিত। রূপ বাস্তব সত্য, জড় শক্যতামাত্র; সুতরাং জড় অপেক্ষা রূপের মূল্য অধিক। কিন্তু কোপার্নিকাস্ যখন সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীকে একশ্রেণীতে ফেলিলেন, তখন জড়ের মূল্য বর্দ্ধিত হইল; আরিষ্টটলের মতে অবিশ্বাস উৎপন্ন হইল। পরে টাইকো ব্রাহি, গ্যালিলিও, কেপ্লার, গিল্বার্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে প্রাকৃতিক জগতের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায়, লোকের জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধিত হইল, এবং জনগণের মন ক্রমশঃ কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে লাগিল। যাজক-সম্প্রদায় ভীত হইয়া পড়িল। গ্যালিলিও আপনার মত প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার গতিরোধ করা আর সম্ভবপর হইল না। বিজ্ঞান স্কলাষ্টিক দর্শনের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া জয়যাত্রায় বহির্গত হইল।

'জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন' ঠিক কোন্ সময় আরব্ধ হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। মধ্যযুগের অবসানের পূর্ব্বেও কেহ কেহ নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। দান্তে ও পেত্রার্কের মধ্যে নূতন ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্কগণ-কর্ত্তৃক কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্-বিজয়ের পরে এবং গ্রীক সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে, এই আন্দোলন নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। ইটালীতে ফ্লরেন্স্ নগর প্রথম এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইয়োরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফ্লরেন্সের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট Cosimo di Medici দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক বিদ্যার অনুশীলনের জন্য তিনি Academy of Athens নামে এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জার্ম্মানীতে এই আন্দোলনের নেতৃগণ পরে ধর্ম্মসংস্কারের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল নেতৃগণের মধ্যে ছিলেন মেলাংথন্, ইরাস্মাস্ এবং ভন্ হাটেন্।

ধর্ম্মসংস্কার

ইহার পরে আরব্ধ হয় ধর্ম্মসংস্কার। এই আন্দোলনের জন্মস্থান জার্ম্মানী। জার্ম্মানী হইতে ইহা অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক দেশে বিদ্যার জন্য আগ্রহ, জাতীয়

স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা, এবং ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রবৃত্তি হইতে এই আন্দোলন জন্মলাভ করিয়াছিল। লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মুক্তি তাহার নিজের হাতে, পোপ অথবা অন্য কেহ তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না; তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অব্যবহিত, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুরোহিতের কোন স্থান নাই। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বাইবেল ইতর সাধারণের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহা হইতে তাহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন ছিল না। এই আন্দোলন পোপ ও যাজকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার নেতা ছিলেন মার্টিন লথার।

দর্শন যখন ধর্ম্মের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে নূতনরূপ ধারণ করিতেছিল, সেই সংক্রমণযুগের তিন জন দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য—ইটালীতে ব্রুনো, জার্ম্মানীতে জেকব্ বোহ্‌ম্ এবং ফ্রান্সে মন্‌টেইন্।

জিওরদানো ব্রুনো (১৫৪৮—১৬০০)

দক্ষিণ ইটালীর অন্তর্গত নোলা নগরে জিয়োরদানো ব্রুনোর জন্ম হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ডমিনিকান্ সংঘে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কোপার্নিকাসের জ্যোতিবিজ্ঞানের সহিত এই সময়ে তাঁহার পরিচয় হয়। ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহার ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। অবশেষে ১৫৭৬ সালে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ধর্ম্মবিরুদ্ধতার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ-আনয়নের কল্পনা যখন হইতেছিল, তখন তিনি পলায়ন করিয়া দুই বৎসর যাবৎ ইটালীর বিভিন্ন নগরে গোপনে অবস্থান করেন। তাহার পরে ইটালী হইতে প্রথমে ফ্রান্সে, পরে জেনিভায় গমন করিলে, জেনিভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলেন যে, ক্যালভিনীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে জেনিভায় বাস করিতে দেওয়া হইবে না। তখন তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া দুই বৎসর তুলুজ নগরে দর্শনের অধ্যাপনা করেন, পরে তিন বৎসর পারিসে অবস্থান করেন। ইহার পরে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া পারিসে ফিরিয়া আসেন। পারিস তখন গোঁড়ামির একটা কেন্দ্র ছিল। ব্রুনো প্রকাশ্যভাবে কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করেন। তাহার ফলে অনেকে তাঁহার শত্রু হয়। পারিস হইতে অবশেষে তিনি জার্ম্মানীতে গমন করেন। সেখানে পাঁচ বৎসর অবস্থানের পরে Mocanigo নামে এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের নিমন্ত্রণে তিনি ভিনিসে গমন করেন। এই যুবক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ইন্‌কুইজিসনের হস্তে সমর্পণ করে। ইন্‌কুইজিসনে যখন ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, তখন ব্রুনো পূর্ব্বে চার্চ্চের যে সকল মত অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে স্বীকৃত হন। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ছয় বৎসর তিনি কারাগারে বন্দী থাকেন। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনার মত প্রত্যাহার করিলেও তিনি পৃথিবীর বাহিরে আরও অনেক জগতে জীবের বাস আছে, এই মত প্রত্যাহার করিতে অস্বীকৃত হন।

জিওর্দানো ব্রুনো

ইন্‌কুইজিসনের বিচারকগণ তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করেন, এবং তদনুসারে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়। অগ্নিকুণ্ডে যখন তাঁহার সম্মুখে ক্রশচিহ্ন ধরা হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্য দিকে স্থাপন করেন। এই নৃশংস বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হয় রোমে। রোমে তাঁহার হত্যাস্থলে এবং তাঁহার জন্মভূমি নোলা নগরে পরবর্ত্তী কালে যাজকদিগের প্রবল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল।

ব্রুনোর দর্শন সর্ব্বেশ্বরবাদী। বিশ্ব সীমাহীন ও অনন্ত, এবং ইহার প্রত্যেক অংশ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সঞ্জীবিত। বিশ্বের উপাদান অসংখ্য স্থূল গোলাকার পরমাণু। পরমাণুসকলের সমবায়ে বিভিন্ন বস্তু গঠিত। কিন্তু পরমাণুদিগের সংযোগ আপতিক[১] নহে। যে 'দেশের'[২] মধ্যে তাহারা অবস্থিত, তাহাও শূন্য নহে। সমগ্র 'দেশ' ইথার নামক এক তরল পদার্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আরিষ্টটল্ যে রূপবিহীন উপাদানকে আদিম জড়[৩] নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রুনোর ইথার। আরিষ্টটলের মতে আদিম জড় নিষ্ক্রিয়, তাহার মধ্যে রূপ নাই। রূপের আধার জড়সম্বন্ধ-বর্জিত আদিশক্তি[৪] ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় জড়ের উপর যে রূপের আরোপ করেন, জড় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রুনোর ইথার নিষ্ক্রিয় নহে, তাহার রূপ তাহার আপনার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হয়। ইথার নিজেই তাহার রূপের উৎস, এবং তাহার স্বকীয় শক্তিবলেই তাহার সকল রূপের বিকাশ হয়। অসীম ইথার চিন্ময়, এবং তাহাই বিশ্বের স্বজনশীল সাত্ত্বিক আত্মা। সেই আত্মাদ্বারা বিশ্ব সঞ্জীবিত। আরিষ্টটল্ যাহাকে প্রথম জড় ও যাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। শক্তি, জীবন ও প্রজ্ঞা সকলই প্রকৃতির সহিত একীভূত ; ঈশ্বর ও বিশ্ব এক। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রজ্ঞা বর্ত্তমান, তাহাদ্বারাই তাহার রূপ গঠিত হয়, প্রকৃতির বাহিরে স্বতন্ত্র কোনও স্রষ্টকর্ত্তা নাই।

ব্রুনোর মনাদবাদ[৫] অস্পষ্ট, এবং 'মনাদ' শব্দদ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ বোধগম্য হয় না। অসীম দেশব্যাপী ইথারের সূক্ষ্মতম অংশ অর্থে এই শব্দ অনেক স্থলে ব্রুনো ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক মনাদ সচেতন, প্রত্যেকেরই সংবিদ আছে। প্রত্যেক বস্তু কতিপয়সংখ্যক মনাদের সমবায়ে গঠিত। চৈতন্য সকল বস্তুর মধ্যেই বর্ত্তমান ; যাহা অচেতন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার মধ্যে যেমন, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহেও তেমনি। চৈতন্যের ইতর বিশেষ আছে। মানুষের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ শেষ হয় নাই। পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্য সকলেই এক একটি মনাদ ; প্রত্যেকেরই প্রজ্ঞাময় আত্মা আছে। সকলের উপরে শ্রেষ্ঠতম মনাদই ঈশ্বর। অনন্ত বিশ্বের তিনিই আত্মা। কিন্তু প্রত্যেক মনাদ—ক্ষুদ্রতম মনাদও—বিশ্বের আত্মা। প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত। বিশ্বের দুই রূপ—জড়রূপ ও চৈতন্যরূপ। প্রত্যেক মনাদও উভয়রূপী। ক্ষুদ্রতম মনাদ ও পরমাণু ব্রুনো অভিন্ন গণ্য করিতেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সমবায়ে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মনাদের উদ্ভব হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে লাইবনিট্‌জের দর্শনে এই মনাদবাদ স্ফুটতর হইয়াছিল।

---

[১] Fortuitous. [২] Space. [৩] Matter.
[৪] Prime mover. [৫] Monad.

জেকব্ বোহ্ম্ (১৫৭৫—১৬২০)

জেকব্ বোহ্ম্ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি পশু চরাইতেন, যৌবনে পাদুকা-নির্ম্মাণের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। বাইবেল তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, এবং গুহ্য ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। প্যারাসেল্সাসের গ্রন্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। ১৬১২ সালে তাঁহার 'অরোরা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অনেক দুর্ব্বোধ্য উক্তিতে পূর্ণ। অন্তরের অনেক অস্বাভাবিক কামনাও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। Theosophic Mysticism (ঐশ্বরিক গুহ্যবাদ)-এর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোহ্মের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনিই জার্ম্মানীর প্রথম দার্শনিক। কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। রূপকের ভাষায় তিনি তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বোহ্মের মতে ঈশ্বরের মধ্যেই সকল বস্তু অবস্থিত; তাঁহার মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে যাবতীয় বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যেই ভেদের তত্ত্ব অবস্থিত, বিভিন্ন যাবতীয় বস্তুর তিনিই উৎস। বোহ্মের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ত্রিমূর্ত্তি অবস্থিত। প্রত্যেক বস্তুরই বিপরীত আছে; এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার বিপরীত নাই। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার বিপরীত প্রতিজ্ঞা আছে। এই বৈপরীত্য ব্যতীত কোনও জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। এই দ্বৈত সমগ্র জগদ্ব্যাপী। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, উভয়ত্রই ইহা বর্ত্তমান। যেহেতু ঈশ্বরই সমস্ত বস্তুর মূল কারণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যেও এই দ্বৈত আছে বলিতে হইবে। আলোকের ধারণা করিতে হইলে, অন্ধকার কি তাহা বুঝিতে হয়; ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব বুঝিতে হইলে, তাঁহার রোষের ধারণারও প্রয়োজন। আপনাকে অতিক্রম না করিয়া, আপনার বাহিরে না গিয়া, ঈশ্বর আমাদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। এই জগতে ঈশ্বর আপনাকেই প্রকাশিত করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ ভিন্ন জগৎ অন্য কিছু নহে।

সকল বস্তুর মধ্যেই 'হাঁ' এবং 'না' এই দুইটি আছে। 'হাঁ' হইতেছে ঐশ্বরিক[১] বিশুদ্ধ শক্তি ও প্রেম। 'না' হইতেছে "ঐশ্বরিকে"র অপর ভাগ[২]; সক্রিয় প্রেমরূপে ঈশ্বরের প্রকাশের জন্য এই 'না'-র প্রয়োজন। সৃষ্টি ও অমঙ্গল-সমস্যার ব্যাখ্যার জন্য বোহ্ম্ বিরোধ-তত্ত্বের[৩] ব্যবহার করিয়াছেন। 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব'[৪] বোহ্মের দর্শনের একটি প্রধান কথা। পরবর্ত্তী কালে শেলিং ও হেগেলের দর্শনে এই মত সুষ্ঠুভাবে বিকাশিত হইয়াছিল।

---

[১] Divine.
[২] Counterpart.
[৩] P.rinciple of Contradiction.
[৪] Unity in diversity.

মন্‌টেইন্‌ (১৫৫৩—১৫৯২)

ক্যাথলিক ধর্ম্মের বন্ধন হইতে দর্শন যখন মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তখন একদিকে যেমন ব্রুনো ও বোহ্‌মের ঈশ্বরমূলক দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি সংশয়বাদও পুনঃসঞ্জীবিত হইয়াছিল। স্কলাষ্টিক দর্শনের তর্কের নিষ্ফলতা দেখিয়া অনেকে সত্যের আবিষ্কারের সম্ভাব্যতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। মন্‌টেইনের রচনায় এই সংশয়াপন্ন মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছিল।

মন্‌টেইন্‌ গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে তিনি যে ভাব সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অব্যাহত আছে। তাঁহার মতে মানবীয় জ্ঞানের নৈশ্চিত্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না, সুতরাং আপ্ত-বচনের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত

এই গ্রন্থরচনায় যে যে পুস্তক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা :

1. Bertrand Russell's *History of Western Philosophy.*
2. Schwegler's *History of Philosophy.*
3. Erdmann's *History of Philosophy.*
4. Alexander's *History of Philosophy.*
5. W. T. Stace's *A Critical History of Greek Philosophy.*
6. Plato's
   - (1) *Republic.*
   - (2) *Protagoras.*
   - (3) *The Apology.*
   - (4) *Crito.*
   - (5) *Lysis.*

   (English translation)
7. Xenophon's
   - (1) *Memorabilia of Socrates.*
   - (2) *The Banquet.*
8. Grote's *History of Greece.*
9. Gibbon's *Decline and Fall of the Roman Empire.*
10. Ferrier's *Lectures on Greek Philosophy.*
11. Eduard Zeller's *Outlines of the History of Greek Philosophy.*
12. J. K. Thomson's *Plato & Aristotle* (Benn's Six Penny Series).
13. F. Max Müller's *Six Systems of Indian Philosophy.*
14. John Lewis's *Introduction to Philosophy.*
15. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
16. কঠোপনিষৎ
17. John Burnets *Greek Philosophy.*
18. Eduard Zeller's *Plato and the Older Academy.*
19. F. C. Copleston's *Medieval Philosophy.*
20. A. W. Benn's *History of Modern Philosophy.*

"পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস"-সম্বন্ধে

অভিমত

Dr. Mahendranath Sarkar, M.A., Ph.D. says—

I have been very much impressed by the book. I am sure that it will become a standard work, for this is the first time that a comprehensive history of Philosophy has been attempted in an Indian language. The author's language is throughout simple and attractive. The chapters on Socrates and Plato have the charm and grace of poetry. The chapter on Aristotle is equally interesting and illuminating. The chapter on Kant shows the author's fine grasp of the foundation of the Critical Philosophy .... This chapter reflects the author's power of expressing clearly such difficult conceptions as the Schema of Pure Reason .... The chapter on Bergson is equally illuminating .... Almost all the chapters of the book are expressive. It is a rare book in our mother tongue.

Father P. Fallon, S.J. of St. Xavier's College, Calcutta, in a long review of the work in the *Calcutta Review* says—

Mr. T. C. Roy is probably the first in the Bengali language to have covered the whole range of the History of Western Philosophy .... In the first Volume of this History the detailed analyses of the various Greek systems and the several appendices dealing with the possible influence of Indian thought upon Greek Philosophy and the similarities between Plato and Yajnavalkya are well documented. In the second and third volumes Descartes, Spinoza, Kant and Hegel, as rightly expected, are treated very exhaustively and on the whole very satisfactorily .... The chapters on Alexander and Bergson in particular are excellent. The long analysis of Bergson's Morality and Religion is well worth mentioning. Most expositions and summaries are good and objective.

Dr. Satishchandra Chatterji, M.A., Ph.D., Head of the Department of Philosophy in the Calcutta University says—

The book is written in a lucid style and will give the general body of students an authentic account of the history of Western Philosophy. Your comparison of Plato's Idea of the Good with Brahman of our Upanishads is very instructive and illuminating.

A reviewer in the *Hindusthan Standard* says—

The appearance of the first volume of History of Western Philosophy in Bengali by Sri T. C. Roy is a notable event in the history of the Bengali literature . . . . Sj. Roy has taught Western Philosophy to speak in Bengali. His exposition of the Philosophy of Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle, the Stoic and Epicurean philosophies and of the philosophies of Philo and Plotinus is a remarkable feat in lucidity of expression and clarity of thought.

Sri H. Bannerji, I.C.S., says—

The book is an outstanding work. . . . . As regards quality it stands very good comparison with any standard book on the same subject in the European languages . . . . The manner of putting, the reference to the cultural background of the particular philosopher handled, the biographical details and the general arrangement adopted in the book easily prepare it for recognition as a classical book on the subject in the Bengali language. One other outstanding achievement to which a reference should be made . . . . is the coining of an abundant terminology in the Bengali language for the technical terms of Western Philosophy.

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়িয়া লিখিয়াছিলেন—

আপনার গ্রন্থ পড়িয়া প্রথমেই নজরে পড়ে আপনার ভাষা—যাহা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শুদ্ধ বিশদ বাংলাভাষা আজকাল দুর্লভ হইয়াছে। . . . . আপনার শুদ্ধ, সংযত পরিচ্ছন্ন ভাষা পড়িয়া আনন্দ হইল। . . . . আপনি যে বৃহৎ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাহা, বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত আর কেহ করেন নাই। আপনার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী পাঠকের অশেষ উপকার হইবে এবং আপনিও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আশা করি, আপনি প্রাচ্য দর্শনেরও একখানি ইতিহাস লিখিবেন।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র "দর্শন" বলেন—

ইয়োরোপীয় দর্শনসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই পুস্তকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। . . . . যে সকল ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

"শিক্ষক" পত্রিকা বলেন—

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের এই দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নকে আমরা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—

এই গ্রন্থপাঠের সময় দর্শন পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেরূপ সরল ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দর্শনে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এরূপ মনোরম ভাষায় দর্শনের আলোচনা বিরল। কলেজে যে সকল ইংরেজী ভাষায় লিখিত দর্শনের ইতিহাস পড়ানো হয় তাহাদের অপেক্ষা বিশদতরভাবে দার্শনিকদিগের মত এই গ্রন্থে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র "ভারতবর্ষে" এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন—

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় ১৯০০ সালে জেনারল এসেম্ব্লি হইতে বি.এ. পাশ করেন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অনার্স ছিল এবং একমাত্র ইনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন।.... ডেপুটি হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়া যখন তিনি অবসর লইলেন তখন মনে করা গিয়াছিল যে, এইবার অবসরের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াই সময় কাটাইবেন। কিন্তু দেখিতেছি দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাকে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস-সংকলনে।.... আমার মনে হয়, এই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রকাশন একটি যুগান্তরকারী ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইনি যেভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার।.... অসাধারণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বাংলায় তো এরূপ পুস্তক নাই-ই, ইংরেজি ভাষাতেও ইহার মত পুস্তক আমি দেখি নাই। ইংরেজিকে অবলম্বন করিয়াই এই বিরাট্ পুস্তকখানি সংকলন করিয়াছেন, ইহা ঠিক। কিন্তু নির্ব্বাচন-কুশলতা এবং অনুরাগের জন্য এই পুস্তকখানি যে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।